NÍVÁTAKAVACHA-VADHA

AN EPIC

IN

BENGALI,

BY

MAHEŚACHANDRA TARKACHÚRÁMANI.

Second Edition.

CALCUTTA

PRINTED AND PUBLISHED AT THE GIRIŚA-VIDYÁRATNA PRESS,

NO. 24, GIRIŚÁ-VIDYÁRATNA'S LANE,

BY HARIŚCHANDRA KAVIRATNA.

1883.

Price—1 *rupee* 8 *anas.*

প্রথম সংস্করণের বিজ্ঞাপন।

সংস্কৃত মহাকাব্যের লক্ষণানুসারে আমি এই কাব্যখানি প্রণয়ন করিলাম। যদিও ইহার ভাষা সংস্কৃত নহে বটে, তথাপি ঐ লক্ষণের লক্ষ্য অন্যান্য পদার্থ প্রায়ই ইহাতে লক্ষিত হইতে পারে। মহাভারতের বনপর্ব্বান্তর্গত নিবাতকবচ-বধ পর্ব্ব ইহার মূল; কিন্তু উক্ত পর্ব্বে বর্ণিত উর্ব্বশীর শাপাংশটী ইহাতে পরিত্যক্ত হইয়াছে, কারণ উহা এই কাব্যের অঙ্গী বীররসের বিরোধী। সহৃদয়গণের প্রত্যাখ্যান বা উপেক্ষা-শঙ্কায় দোষপরিহার এবং গুণসংগ্রহে আমি বিস্তর যত্ন করিয়াছি; বিশেষতঃ পঞ্চম সর্গে কতকগুলি শব্দালঙ্কার এবং দশম ও একাদশ সর্গে অর্থালঙ্কারগুলির প্রস্তুতের সহিত সঙ্গতরূপে বিনিবেশ করাতে যত দূর পরিশ্রম হইয়াছে, প্রত্যাশা করি না, যে তদুপযুক্ত ফল প্রাপ্ত হইতে পারিব।

এই কাব্যের নায়ক প্রতিনায়কাদি প্রাচীন বলিয়া প্রাচীনরীত্যনুসারেই নীতি আচার ব্যবহার বেশ প্রভৃতি বর্ণিত হইল।

স্থানে স্থানে অনেকগুলি সংস্কৃত শব্দ ব্যবহার করিয়াছি; যাঁহারা সংস্কৃত জানেন তাঁহারা সহজেই ঐ সকল শব্দের তাৎপর্য্য ও অর্থ বুঝিতেপারিবেন, কিন্তু সাধারণের ঝটিতি তদর্থ-বোধ হওয়া কঠিন, এই হেতু প্রত্যেক পৃষ্ঠে পঙক্তির সঙ্খ্যানুসারে নীচে তত্তৎ শব্দের অর্থ লিখিত হইল। এক্ষণে প্রার্থনা এই যে, মৎসর ও পক্ষপাত শূন্য হইয়া সহৃদয় মহাত্মারা আদ্যন্ত পাঠপূর্ব্বক ইহার গুণ দোষ বিচার করেন ইতি—

শকাব্দাঃ ১৭৯১।— শ্রীমহেশচন্দ্র শর্ম্মা।
আষাঢ়ের ত্রিংশত্তমদিবস। দিনাজপুর।

দ্বিতীয় সংস্করণের বিজ্ঞাপন।

নিবাতকবচ-বধ কাব্যের দ্বিতীয় সংস্করণ মুদ্রিত ও প্রচারিত হইল। প্রথম বারের মুদ্রিত পুস্তকের অপেক্ষা এবারে চারি সর্গ পুস্তক বাড়িয়াছে। পঞ্চম, ষষ্ঠ, সপ্তম সর্গ, এবং নবম ও দশম সর্গদ্বয়ের মধ্যে এক সর্গ, এই চারি সর্গ এবারে বর্দ্ধিত হইয়াছে। উর্ব্বশীর শাপাংশটী পূর্ব্ববারে ছিল না,

এ বারে তাহা সংযুক্ত করিয়া দিয়াছি। যদিও উহা কিঞ্চিদশ্লীল, তথাপি উহাতে অর্জ্জুনের জিতেন্দ্রিয়তা অধিকপরিমাণে ব্যক্ত হয় এবং সদুপদেশও পাওয়া যায় এই বিবেচনায় ঐ অংশটী সপ্তম সর্গে বর্ণিত হইয়াছে। এবারে অনেক স্থানের পাঠও পরিবর্ত্তন করিয়াছি। পূর্ব্ববারের পাঠকগণ এবারে আদ্যন্ত পাঠ করিলেই তাহা বুঝিতে পারিবেন। আদ্যন্ত গ্রন্থ দেখিতে যদি কাহারও অবকাশ না হয়, তবে ইতঃপরেই দত্ত নির্ঘণ্ট দেখিয়া তিনি যাহা মনোনীত বোধ করিবেন তাহাই দেখিবেন; ভাল লাগে আরও দেখিবেন, না লাগে ফেলিয়া রাখিবেন। কিন্তু আমার ইচ্ছা যে, যাঁহাকে এক স্থান ভাল লাগিবে না তিনি অন্য স্থানও এক বার দেখেন, "ভিন্নরুচির্হি লোকঃ" সকলকে সকল স্থান ভাল না লাগিতে পারে। তথাপি আমাদের সকলপ্রকার রুচিরই অনুবর্ত্তন করিতে হয়। দোষজ্ঞগণ! আপনাদের প্রতি আমার আরও নিবেদন আছে, আপনারা নির্ঘণ্টের পরে দত্ত অশুদ্ধশোধনের পত্র দেখিয়া অগ্রে পাঠ্যস্থান সংশোধন করিবেন, পশ্চাৎ তাহা পাঠ করিবেন।

গ্রন্থখানি ভাল হইয়াছে কি মন্দ হইয়াছে, সহৃদয়গণ! ইহা আপনারাই পাঠ করিয়া বিচার করিবেন। তথাপি যদি অন্য ব্যক্তির মত জানিতে আপনাদের কৌতূহল জন্মে, তবে অশুদ্ধশোধন-পত্রের পরেই কএক খানি সমালোচন-পত্র প্রকাশ করিলাম তাহাই দেখিবেন। ঐ সমালোচনগুলি প্রথম বারের মুদ্রিত পুস্তকের।

আর এক কথা, নব্যপ্রথানুসারে গ্রন্থখানি কাহারও নামে উৎসর্গকরা আমার কর্ত্তব্য ছিল। কিন্তু ভাবিয়া স্থির করিতে পারিলাম না যে, গ্রন্থের কোন্ অংশ আমি উৎসর্গ করিব। গ্রন্থের স্বত্ব তো আমারই থাকিবে। তথাপি যদি দুই এক কপি পুস্তক কাহাকেও দান করি, তবে সেই পুস্তকেই তাঁহার নামে উৎসর্গপত্র লিখিয়া দিব, তজ্জন্য সমুদয় গ্রন্থে উৎসর্গপত্র থাকা উচিত নহে। ইতি

রাজারামপুর,
দিনাজপুর,
১২৯০ সাল। ১০ আশ্বিন।

শ্রীমহেশচন্দ্র তর্কচূড়ামণি।

নির্ঘণ্ট।

মেঘ, বিদ্যুৎ, দ্বাদশ আদিত্য, বহ্নি, একাদশ রুদ্র, সপ্তগ্রহ, কামদেব, রতি, বসন্ত, অপ্সরাভবন, অষ্ট বসু প্রভৃতি। ইন্দ্রসভাতে অর্জ্জুনের যাত্রা।

পঞ্চম সর্গ। ৮৩ পৃষ্ঠ হইতে ১০৯ পৃষ্ঠ পর্য্যন্ত।

ইন্দ্রসভাতে অর্জ্জুনের প্রবেশ। সুধর্ম্মার বর্ণন। সমুদ্রমথনচিত্র, দেবাসুরচিত্র, দেবদেবীর প্রতিমা—ষোড়শ মাতৃকা, ষষ্ঠী দেবী, ষট্‌কৃত্তিকা প্রভৃতি। অমৃত প্রভৃতি দেবভোজ্যের বর্ণন। ইন্দ্রালয়ে স্থিত রাজগণের বর্ণন। ব্রহ্মর্ষি, সুরর্ষি, সতী প্রভৃতি স্বর্গীয়গণের বর্ণন। বৈজয়ন্ত প্রাসাদের দ্বারে অর্জ্জুনের গমন।

ষষ্ঠ সর্গ। ১১০ পৃষ্ঠ হইতে ১৩১ পৃষ্ঠ পর্য্যন্ত।

গন্ধর্ব্বরাজচিত্রসেনাদিকর্ত্তৃক অর্জ্জুনের প্রত্যুদ্গমন ও পূজা এবং বেশাদি-পরিধাপন। অর্জ্জুনকর্ত্তৃক ইন্দ্রদর্শন। অর্জ্জুনের প্রতি ইন্দ্রের উপদেশ। অর্জ্জুনকর্ত্তৃক উর্ব্বশী-প্রভৃতি অপ্সরাদিগের নৃত্যদর্শন।

সপ্তম সর্গ। ১৩২ পৃষ্ঠ হইতে ১৫২ পৃষ্ঠ পর্য্যন্ত।

অর্জ্জুনের আবসথে অভিসারিকাবেশে উর্ব্বশীর আগমন। উর্ব্বশীর রূপ বেশাদির বর্ণন। উর্ব্বশীর সখী বিশ্বাচীর সহিত অর্জ্জুনের কথোপকথন। উর্ব্বশীকর্ত্তৃক অর্জ্জুনের প্রতি শাপপ্রদান। ইন্দ্রকর্ত্তৃক অর্জ্জুনের শাপোদ্ধার।

অষ্টম সর্গ। ১৫৩ পৃষ্ঠ হইতে ১৭২ পৃষ্ঠ পর্য্যন্ত।

চিত্রসেন গন্ধর্ব্বের সহিত অর্জ্জুনের নন্দনবনদর্শন। নন্দনবনের বর্ণন। অর্জ্জুনের অস্ত্রশিক্ষারম্ভ।

(এই সর্গে বিবিধ শব্দালঙ্কার ও চিত্রকাব্য প্রদর্শিত হইয়াছে।)

নবম সর্গ। ১৭৩ পৃষ্ঠ হইতে ১৯৬ পৃষ্ঠ পর্য্যন্ত।

অর্জ্জুনের দৈব, গান্ধর্ব্ব, পৈশাচ প্রভৃতি অস্ত্র শিক্ষা। দেবগণকর্ত্তৃক অর্জ্জুনের পরীক্ষাগ্রহণ। ইন্দ্রকর্ত্তৃক অর্জ্জুনের প্রতি নিবাতকবচাদির বধাদেশ। অর্জ্জুনের যুদ্ধযাত্রা।

অশুদ্ধ-শোধন ।*

পৃষ্ঠ	পঙ্‌ক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
১ম সর্গ—			
৭	১	নিমগ	নিমগ্ন
১২	১৪	শুকার	শুকায়
২য় সর্গ—			
২০	১০	করাগার	কারাগার
৩য় সর্গ—			
৩২	৫ চিহ্নিত টীকা	বিরল ইত্যাদি	০
৩৬	১২	উদ্গীরণ	উরিদ্গণ
৩৬	১৭	অনূর	অম্বর
৪০	১	ভূতলঃ	ভূতল
৪১	৭	মাতলি স্থত	মাতলি সূত
৪৬	১৩	দ্বষে	দ্বেষ
৪৭	১৭	অগাধ	অগাধে
৫০	১	বমসমান	যমসমান
৪র্থ সর্গ—			
৫৪	১৫ চিহ্নিতটীকা	১৫	১৪
৫৬	১৪ চিহ্নিতটীকা	১৪	১৫
৫৬	১৫ চিহ্নিতটীকা	১৫	১৬
৫৮	৩	পরমান	পবমান
৬ষ্ঠ সর্গ—			
১১০	৪	কার্য্য	কার্য্য
১১১	১০	গন্ধাদি	গন্ধাধি
১১৪	৬	শনদের	শরদের
১২৭	৬	ঠিকিয়ে	ঠেকিয়ে
১২৮	১	যইবে	হইবে
৭ম সর্গ—			
১৩৫	৭	আকূল	আকুল
১৪৪	১৫	উর্ব্বশা	উর্ব্বশী
১৪৭	১৫	প্রভৃভি	প্রভৃতি
১৫২	১৫	প্রদাদ	প্রসাদ

* এই পুস্তকের প্রথম ২০০ পৃষ্ঠ যন্ত্রান্তরে মুদ্রিত হইয়াছিল ; অবশিষ্টাংশ গিরিশ-বিদ্যারত্ন

পৃষ্ঠ	পঙক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
৮ম সর্গ—			
১৭২	১০	দর্শনং	দর্শন
১৭২	১১	নাম অষ্টমঃ সর্গঃ	নামে অষ্টম সর্গ
৯ম সর্গ—			
১৮৩	১১	বটাইতে	হটাইতে
১৮৬	১২	মি সামান্য তোনহতু	তুমি সামান্য তো নহ
১৯৪	৬	স্নেহ হে বিলসিত	স্নেহবিলসিত
১৯৫	১২	"বিজয়"	"বিজয় বিজয়ী হও দৈত্য-সম্প্রহারে"
১০মসর্গ—			
১৯৮	১৫	বাণ্ডবের	পাণ্ডবের
২০৭	৮	তাহাতেও	তা হতেও
১১শ সর্গ—			
২২৫	৯	চিহাঁহাঁ	চিহিঁহিঁ
১২শ সর্গ—			
২৪১	১৫	দীঘ	দীর্ঘ
২৪৪	৭	বধে	বধ
১৩শ সর্গ—			
২৪৬	৫	দৈত্য	দৈত্যে
২৫৯	১৩	পর্ব্বে	গর্ব্বে
২৫৯	১৭	আরোহিয়া	আরোপিয়া
২৬২	১৩	বধে	বধ
১৪শ সর্গ—			
২৭৪	১ চিহ্নিতটীকা	বারাণ্ডা	খিলান
১৫শ সর্গ—			
২৮৬	১ চিহ্নিতটীকা	১	২
,,	২ চিহ্নিতটীকা	২	৩
,,	৩ চিহ্নিতটীকা	৩	৪
,,	৪ চিহ্নিতটীকা	৪	৫
৩০২	১৫	নও	নব

প্রথম সংস্করণের সমালোচনা।

কলিকাতা সংস্কৃত কলেজের আচার্য্য মহা-
মহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত মহেশচন্দ্র
ন্যায়রত্ন ভট্টাচার্য্য মহা-
শয়ের পত্র।

* * * * *

নিবাতকবচ-বধ পাঠ করিয়া আমি সন্তুষ্ট হইলাম। উহাতে অনেক স্থানে কবিত্বশক্তির পরিচয় দেওয়া হইয়াছে। উহার রচনারও স্থানে স্থানে উত্তম লালিত্য আছে। বঙ্গভাষায় এরূপ দুই চারি খানি কাব্য হইলে ভাল হয়। * * * * * *

* * * * *

যাহা হউক সাধারণ্যে বলিতে হইলে ইহা অবশ্যই বলা যাইতে পারে, আপনার নিবাতকবচ-বধ কাব্যখানি উৎকৃষ্ট শ্রেণী মধ্যে পরিগণিত হইতে পারে। উহার দ্বারা আমার প্রীতি হইয়াছে। * * *

ইতি ১৮ই আশ্বিন। ১৭৯১ সংবৎ।

কলিকাতা }
সংস্কৃত কলেজ }

ভবদীয় গুণপ্রবণ

শ্রীমহেশচন্দ্র শর্ম্মণঃ।

সাহিত্য-রত্নাবলী।

শ্রীযুক্ত বাবু হরিমোহন মুখোপাধ্যায় কর্ত্তৃক
সঙ্কলিত।

দ্বিতীয় সংস্করণ।

৩৮ পৃষ্ঠ

"নিবাতকবচ-কাব্যকার গ্রন্থমধ্যে নানাস্থানে কবিত্বের পরিচয় প্রদান করিয়াছেন।"

রহস্য-সন্দর্ভ। ৫ম খণ্ড। ৫৪ পর্ব্ব।

"নিবাতকবচ-বধ বাঙ্গালা মহাকাব্য। শ্রীমহেশচন্দ্র শর্ম্ম প্রণীত।" মহাভারতের বনপর্ব্বান্তর্গত নিবাতকবচ-বধ পর্ব্ব ইহার মূল, এবং তদবলম্বনে গ্রন্থকার সংস্কৃত মহাকাব্যের লক্ষণানুসারে ইহার গ্রন্থন করিয়াছেন। বীর-রসের আলোচনা করাই গ্রন্থের অভিপ্রেত, এবং তাহার সার্থকর্তা-সাধনার্থে গ্রন্থকার আদর্শের অন্তর্গত উর্ব্বশীর শাপাংশটী ত্যাগ করিয়াছেন। সংস্কৃত শাস্ত্রে গ্রন্থকারের বিলক্ষণ দৃষ্টি আছে, এবং তাহার সাহায্যে প্রগাঢ় পদ্য-রচনায় তিনি সর্ব্বতোভাবে সিদ্ধসঙ্কল্প হইয়াছেন সন্দেহ নাই। তাঁহার রচনায় অলঙ্কারগুলিও যথাশাস্ত্র প্রযুক্ত হইয়াছে, এবং তাঁহার কাব্যপাঠে অনায়াসে সমস্ত অলঙ্কারেরও লক্ষণ ও উদাহরণ বিষয়ে সদুপদেশ প্রাপ্ত হওয়া যায়।

এডুকেশন গেজেট, ১২৭৬ সাল, ২৬শে ভাদ্র।

নিবাতকবচবধ কাব্য, শ্রীমহেশচন্দ্র শর্ম্ম প্রণীত।—যে উদ্দেশে কোন কার্য্য অনুষ্ঠিত হয়, ঐ কার্য্য দ্বারা সে উদ্দেশ্য সাধিত হইলেই কাজটী সুনির্ব্বাহিত হইয়াছে বলা যাইতে পারে। উদ্দেশ্য যদি উচ্চ না হয়, অনুষ্ঠান-প্রণালী যদি সর্ব্বাবয়বে বিশুদ্ধ না হয়, তথাপি যিনি স্বপ্রয়োজন-সাধনে সক্ষম, তিনি অবশ্যই কতকদূর প্রশংসা-ভাজন সন্দেহ নাই। উদ্দেশ্য-সিদ্ধি মাত্রই কতকগুলি গুণের পরিচায়ক। সংস্কৃত মহাকাব্যের রীত্যনুসারে একখানি মহাকাব্য বঙ্গ ভাষায় বিরচিত করা বর্ত্তমান গ্রন্থকর্ত্তার উদ্দেশ্য। সংস্কৃত মহাকাব্যের সমস্ত লক্ষণ সংস্কৃত আলঙ্কারিকেরা পুঙ্খানুপুঙ্খ রূপে নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন। এ স্থলে সে সকলের উল্লেখ করা নিষ্প্রয়োজনীয়; এই বলিলেই পর্য্যাপ্ত হইবে যে, বীর, করুণ, রৌদ্রাদি নব রস বিশিষ্ট নানা অলঙ্কার সমন্বিত, বিবিধ ছন্দোবন্ধে বিরচিত, এবং সর্গাদিতে বিভক্ত গ্রন্থের নাম মহাকাব্য। সংস্কৃতে মহাকাব্যের সমস্তলক্ষণাক্রান্ত গ্রন্থ সর্ব্ববাদিসম্মত-রূপে মাঘ এবং ভারবি। বঙ্গ ভাষায় এপর্য্যন্ত ওরূপ কোন গ্রন্থ ছিল না। এই নিবাতকবচবধ তাহার প্রথম উদ্যম। এরূপ কার্য্য নির্ব্বাহ করিবার,

নিমিত্ত পাণ্ডিত্যের যেরূপ প্রয়োজন, কবিশক্তির প্রয়োজন তত অধিক নয়, শাস্ত্ররসাস্বাদ যে পরিমাণে আবশ্যক, সরস্বতীকুণ্ডের জলপান সে পরিমাণে আবশ্যক নহে, অলঙ্কারজ্ঞানের যত দরকার, কল্পনাশক্তির তেমন দরকার নাই। এই সমস্ত বিবেচনাপূর্ব্বক নিবাতকবচ পাঠ করিলে ভগ্নাশ অথবা অপ্রীত হইতে হয় না। এক্ষণে যে রাশি রাশি কাব্যগ্রন্থের প্রথম ক্ষণে উৎপত্তি, দ্বিতীয় ক্ষণে স্থিতি, এবং তৃতীয় ক্ষণে ধ্বংস হইয়া যাইতেছে, নিবাতকবচ কাব্য ঠিক সেরূপ পদার্থ নহে। উহার উৎপাদনে বিলক্ষণ যত্ন পাইতে হইয়াছে,—স্থিতিও কিঞ্চিৎ দীর্ঘকাল হইবার সম্ভাবনা, ধ্বংসের পরেও উহার দুই চারিটী পাপড়ি পরবর্ত্তী কবিদিগের কাব্যমালায় গ্রথিত হইয়া যাইতে পারে। সংস্কৃতানুচিকীর্ষু বঙ্গীয় কবিগণের প্রতি আমাদের একটী বক্তব্য আছে। তাঁহারা অনেকেই মনে করেন যে, সংস্কৃত কাব্যে যাহা যাহা তাঁহাদিগকে ভাল লাগে, সকলই বুঝি বাঙ্গালাতেও ভাল হইবে। এরূপ কখন হইতে পারে না। যেমন ভিন্ন ভিন্ন জীবের খাদ্যসামগ্রী ভিন্ন ভিন্ন, সেইরূপ বিভিন্ন ভাষার পোষণও বিভিন্ন পদার্থের সংযোগে সম্পন্ন হয়। একের খাদ্যসামগ্রী অন্যের সমক্ষে ধরিয়া দিলে, সে তাহা খায় না, ফেলিয়া রাখে। সেইরূপ বাঙ্গালার কাছেও পদ্মবন্ধাদি আনিলে বাঙ্গালা তাহার সমাদর করেন না।

এডুকেশন গেজেট।

২৩শে আশ্বিন শুক্রবার, ১২৭৬ সাল।

৮ই অক্টোবর, ১৮৬৯।

"নিবাত-কবচ-বধ-কাব্য"-বিষয়ক।

সম্পাদক মহাশয়,

এক্ষণে অনেকেই বাঙ্গালা কাব্য রচনা করিতেছেন। তন্মধ্যে প্রকৃত-কবিত্ব-শক্তি-সম্পন্ন ব্যক্তি অতি অল্প দেখিতে পাই। কাহারও বা রচনা-শক্তি আছে, কিন্তু বিচার-শক্তির নিতান্ত অপ্রতুল। যদিও থাকে, দেশ-কাল-পাত্র বিবচনা-কালে নিজ ঘটে স্ফূর্ত্তি পায় না। কেবল সেকেলে ধরণে কথার মিল রাখিয়া ভাবার্থশূন্য কতকগুলি অনুপ্রাসভূয়িষ্ঠ কথা রচনা করিয়া আপনাকে কৃতার্থ জ্ঞান করেন। ইহাঁদিগের মধ্যে আবার অনেকের ব্যাকরণে এমনি ব্যুৎপত্তি যে "ভবতি" "পচতি" গুলি পেটে গজ গজ করে বলিলেও বড় অত্যুক্তি হয় না। প্রতিদিনই কবিগণের উৎপত্তি স্থিতি ও ধ্বংস হইয়া যাইতেছে। সুতরাং অনেক যথার্থ কবিও স্থান প্রাপ্ত হইতেছেন না। এমন কি, প্রকৃত কবিরা প্রাচীন রীতিতে যদি কিছু রচনা করেন, সমাজমধ্যে তাহাও কেহ অনুসন্ধান করে না। এইটী আমাদিগের মহাদোষ। অপর দিকে দেখিতে পাই অতি জঘন্য কাব্যও "সই সুপারিসের জোরে" সমস্ত বিদ্যালয়ে চলিত হইয়া যাইতেছে। ২।৩ বৎসর মধ্যে ১০।১৫ বার মুদ্রিত হইয়া যায়, পরে তিনি একজন মহাকবি হন। পূর্ব্বকালে আমাদিগের দেশে অল্প লোকে শিক্ষিত ছিলেন বটে, কিন্তু তাঁহারা প্রকৃত পণ্ডিত ও কবি-শব্দ-বাচ্য। এক্ষণে প্রায় সর্ব্বত্র "পণ্ডিত মহাশয়" শব্দ শুনিতে পাই, কিন্তু তন্মধ্যে অনেকের বর্ণপরিচয়েও অধিকার হইয়াছে কি না, তাহাও সন্দেহস্থল। ইহাঁরাই আবার গ্রাম্য অধ্যাপক। কোন রূপে গ্রামের প্রধান পুরুষের প্রিয়পাত্র হইতে পারিলেই কবি হইয়া বসেন। তখন কাব্য না লিখিয়া সুস্থির থাকিতে পারেন না। নিজ-কাব্য মুদ্রিত

করিয়া বন্ধুবান্ধবের দ্বারা অন্ততঃ ৫।৭।১০টী স্থলে চলিত করান হয়, পরে সর্ব্বগ্রাস করিবার চেষ্টায় থাকেন।

পূর্ব্বকালে এ কুরীতি ছিল না। কাব্য রচিত হইলে পণ্ডিত-সমাজে বিচার হইত। তৎপরে সর্ব্বত্র প্রচার করা প্রথা ছিল। যাঁহাদিগের ঘটে প্রকৃত পাণ্ডিত্য ও কবিত্ব থাকিত, তাঁহারাই কাব্য-রচনা-বিষয়ে অগ্রসর হইতেন।

নিবাতকবচ-বধ-কাব্য-প্রণেতা প্রকৃত কবিত্ব-সম্পন্ন ব্যক্তি ও যথার্থ পণ্ডিত। ইনি প্রাচীনদিগের ন্যায় অগ্রে কৃতবিদ্য হইয়া পরে গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। তদীয় কাব্যে তাঁহার অধীত গ্রন্থের ভাবগুলি অবিকলরূপে লোকের চিত্ত সমাকর্ষণ করিতেছে। আধুনিক গ্রন্থকারদিগের গ্রন্থমধ্যে "বীররস" অক্ষুণ্নভাবে এই প্রথম প্রদর্শিত হইল। আনুষঙ্গিক বীভৎস রসটীও চমৎকারজনক বলিয়া বোধ হয়। প্রকাণ্ড প্রস্তাব মধ্যে গ্রন্থকার যথারীতি ও ক্রমান্বয়ে সুন্দররূপে অলঙ্কার-পরিচ্ছেদের সমুদয় বিষয়গুলি সমাবেশ করিয়াছেন। তন্মধ্যে বিলক্ষণ নৈপুণ্য ও বিচক্ষণতা আছে। সহৃদয় ব্যক্তিরা কেবল মাত্র নয়ন উন্মীলন করিয়া পাঠ করিলেই বুঝিতে পারিবেন। ইতর কাব্যের ন্যায় স্পর্শমাত্র পরিত্যাগ করিতে অভিলাষ জন্মিবে না, ক্রমে পাঠের লালসা বৃদ্ধি পাইতে থাকিবে।

অনেকে এই লিখন দ্বারা আমাকে পক্ষপাতী মনে করিতে পারেন। কিন্তু গুণের পক্ষপাত নিন্দনীয় নহে। আমি কেন, যিনি ইহা পাঠ করিয়াছেন, তিনিই পক্ষপাতী হইয়াছেন। আপনিও ইহার সপক্ষতা করিতে ত্রুটি করেন নাই।

ইংরাজীতে কৃতবিদ্য লোক ইংরাজীর অনুকরণ মনোনীত করেন। সংস্কৃতজ্ঞ ব্যক্তির মতে সংস্কৃতের অনুযায়ি চলা ভাল। উভয় বিদ্যায় পারদর্শী ব্যক্তিদিগের মতে উভয় বিদ্যার গুণভাগের অনুকরণ প্রশংসনীয়। লোক সকলের রুচি ভিন্নপ্রকার হইলেও অধিকাংশ সুবুদ্ধি পণ্ডিত-বর্গের মতই গ্রহণ করা কর্ত্তব্য।

ভবদীয় লেখনী হইতে নিবাতকবচ-বধের অনেক স্থল অবোধ্য ও দুরূহ বলিয়া উক্ত হইয়াছে। বিশেষতঃ পদ্মবন্ধটীর প্রতি অনেক তর্কবিতর্ক হইয়া গিয়াছে। যে স্থলটী আপনার মতে ভ্রান্তিসঙ্কুল, অন্যান্য বিদ্যা-

সমুদ্র মহামহোপাধ্যায় অধ্যাপক মহোদয়গণের মতে সেটী একবারে ভ্রম-প্রমাদ-শূন্য।

তাঁহাদিগের দুই এক জনের লিখনের প্রতিলিপি প্রকটিত হইল। ভবদীয় জগন্মান্য সংবাদপত্রে স্থান দান দ্বারা সাধারণ-সমক্ষে গ্রন্থকারের কৃতার্থতা প্রকাশ করিতে আজ্ঞা হইবে।

মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত বাবু কৃষ্ণকমল বিদ্যাম্বুধি ভট্টাচার্য্য বি, এ, মহোদয়ের পত্রের প্রতিলিপি।

"শ্রীযুক্ত মহেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী—দিনাজপুর—

তোমার প্রণীত কাব্যখানি যথাসময়ে পাইয়াছি। কিন্তু নানা কার্য্যে ব্যস্ত থাকাতে, প্রাপ্তিসংবাদ লিখিতে পারি নাই, বিলম্ব মার্জ্জনা করিবে।

আদ্যোপান্ত না হউক, অনেকাংশ পড়িয়া বিশেষ আপ্যায়িত হইয়াছি। সংস্কৃত ভাষাতে কিরূপ কাব্য রচনা করে, ইহা বাঙ্গালায় যতদূর সম্ভব তুমি একপ্রকার অতি বিচিত্র নিদর্শন প্রদর্শন করিয়াছ। সংস্কৃতজ্ঞ ব্যক্তি-মাত্রেই পদে পদে স্ব স্ব অধীত নানা গ্রন্থের ভঙ্গী স্মরণ করিয়া পুলকিত হইবেন, এবং, গ্রন্থকারের রচনা-নৈপুণ্যের ও বিদ্যাবত্তার ভূয়সী প্রশংসা করিবেন। বিশেষতঃ, যে পদ্মবন্ধটী নির্ম্মাণ করিয়াছ, তাহাতে সংস্কৃত অপেক্ষা অধিক পারিপাট্য প্রদর্শিত হইয়াছে বলিতে হইবেক; কারণ সংস্কৃতের চিত্রকাব্যগুলি প্রায় দুরূহ ও কর্কশ শব্দে পরিপূর্ণ, বিনা ব্যাখ্যায় অর্থবোধ অসাধ্য, কিন্তু তোমার পদ্মবন্ধ যথানিয়মে গ্রথিত হইয়া কোন অংশেই দুর্গম ও অপ্রসিদ্ধ-শব্দ-প্রয়োগ-দোষে দূষিত জ্ঞান হয় না। তদ্ব্যতীত স্থানে স্থানে তুমি যে অসাধারণ অনুকরণ-চাতুরীর অসন্দিগ্ধ প্রমাণ সমস্ত বিন্যাস করিয়াছ, তদ্বিষয়ে আমার কণামাত্র দ্বিধা নাই। ফলতঃ, তুমি যে অভিপ্রায়ে গ্রন্থরচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলে, অর্থাৎ সংস্কৃত কবিদিগের রচনা-প্রণালী বাঙ্গালা ভাষায় অভিনয় করিবে, সে অভিপ্রায় আমার মতে সুসিদ্ধ হইয়াছে। শব্দবিন্যাস সর্ব্বত্রই অতি পরিষ্কার ও বিশুদ্ধ। নিতান্ত অস্থূলিতা ব্যক্তিও স্থানে স্থানে কিঞ্চিৎ কাঠিন্য ব্যতীত

আর কোন হীনতার উল্লেখ করিতে পারিবে না। যদি কোথায়ও কিছু পরিবর্ত্তসহ বলিয়া আমার ভবিষ্যতে বোধ হয়, আমি বিশেষ যত্নপূর্ব্বক তোমাকে লিখিয়া পাঠাইব ইতি।

৭ই সেপ্টেম্বর, ১৮৬৯

অকৃতক-হিতৈষিতাভিমানী
শ্রীকৃষ্ণকমল শর্ম্মা।

৩। সংস্কৃত কলেজের অন্যান্য অধ্যাপক মহোদয়গণ ও একজন কৃতবিদ্য ছাত্র প্রায় এইরূপই লিখিয়াছেন বলিয়া তাঁহাদিগের চিঠীর প্রতিলিপি দিলাম না। কেবলমাত্র নাম দিলাম।

শ্রীযুক্ত রামময় কবিরত্ন।
শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র বিদ্যারত্ন।
শ্রীযুক্ত হরচন্দ্র চক্রবর্ত্তী বি, এ,।

আমার ইচ্ছা ছিল যে "নিবাতকবচ-বধ" কাব্যখানির সমালোচনা করি। কিন্তু নিতান্ত অনবকাশবশতঃ এ পর্য্যন্ত তদ্বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিতে পারি নাই।

প্রধান ব্যক্তিরা যখন সমালোচন করিতেছেন, তখন আমার সমালোচনা পিষ্ট-পেষণ মাত্র বোধ করিয়া তাঁহাদিগেরই পত্রের একখানি গ্রন্থকারের নিকট হইতে চাহিয়া লইয়া তদনুমতিক্রমে প্রতিলিপি করিয়া পাঠাইলাম। ইতি।

দিনাজপুর,
১৪ই আশ্বিন,
১২৭৬

ভবদীয় নিতান্ত অনুগত
শ্রীলালমোহন শর্ম্মা।

দুর্জ্জন ও সুজন।



পিশুন জনেরে ভয় নাহি হয় কার,
বিষমা পেচকসমা প্রকৃতি যাহার।
অন্ধকারে পেচকের পরম সন্তোষ,
পিশুনের হর্ষ বাড়ে পেলে পর-দোষ
পেচক সহিতে নারে রবির আলোক,
পরগুণ দেখিতে না পারে খললোক।
কুসুমের রিপু কীট, গুণরিপু খল,
গিরিকা বস্ত্রের রিপু, সত্যরিপু ছল ॥
গুণও দূষয়ে খল দোষারোপ করি,
দুগ্ধও দুর্গন্ধ হয় ছুঁলে ছুচ্ছুন্দরী।
সূঁচের মতন খল গুণ বিলঙ্ঘিয়ে,
ছিদ্র অনুসারে চলে সূত্রটি ধরিয়ে ॥

৮। গিরিকা—নেংটে ইন্দুর।

১০। ছুচ্ছুন্দরী—ছুঁচো।

১১। গুণ, দোষের বিপরীত; সূঁচের পক্ষে বস্ত্রের সূতা। ছিদ্র, দোষ; সুঁচের পক্ষে রন্ধ্র। সূত্র, ছুতো বা উপলক্ষ সূঁচের পক্ষে তন্তু। সূঁচ যেরূপ সীবনকালে পশ্চাদ্ভাগে একটি সূত্র ধরিয়া বস্ত্রের তিন চারিটি গুণ লঙ্ঘনপূর্ব্বক দুই সূত্রের মধ্যবর্ত্তী ছিদ্রের ভিতরে ভিতরে যায় খলেরাও সেইরূপ উপলক্ষ বা ছুতামাত্র পাইলেই সজ্জনের গুণ সকল ত্যাগ করিয়া দোষানুসরণে প্রবৃত্ত হয়।

কালকূট খেয়েছে মহেশ কেবা বলে,
দেখুক সে খুঁজিয়া খলের হৃদিস্থলে।
কি আশ্চর্য্য এ কুকাব্য দূষিবে পিশুন,
কস্তূরীরো গন্ধ ঢাকে দুর্গন্ধি লশুন ॥

অথবা দূষুক কৃতি দুষ্ট খলদল,
কাটুক কুসুমকীট কুসুমের দল।
তথাপি সৌরভ যদি থাকে এই ফুলে,
শুঁকিবেন সহৃদয় তরু হ'তে তু'লে ॥
সহৃদয় মাঝে মম এই নিবেদন,
গুণ দোষ দুই তাঁরা করুন তোলন।
গুণাংশ হইলে গুরু রাখুন বাঁ হাতে,
দোষভাগ গুরু হ'লে ফেলুন ধরাতে ॥
সত্য বটে এ কুসুমে নাই মধুলব,
শোভা নাই কীটে দষ্ট দলগুলি সব।
তথাপি সৌরভগুণ কিছু যদি রয়,
তা হ'লেও এ কুকবি কবিম্মান্য হয়।
ধরিয়ে বুধের চিত্ত-মুকুর-সম্মুখে,
এ কাব্যের গুণ দোষ নিরখিব সুখে।
হয় তো নাশিব ধূম দিয়ে কীটগুলি,
না হয় ছিঁড়িব ফুল মূলসহ তুলি।

১৩। লব—কণা।
১৭। মুকুর—দর্পণ, আরশী

দুর্জ্জন ও সুজন।

দোষজ্ঞ সমাজে করি পুন নিবেদন,
দোষত্যজি গুণভাগ করুন গ্রহণ।
কাঁটা সরাইয়ে যেন পরিমলগুণে,
চতুর চয়ন করে কেতকীপ্রসূনে।



নিবাতকবচ বধ।



প্রথম সর্গ।

জয় জয় ভগবতি! ভারতি! বিমলা,
চতুর্ম্মুখ-মুখচন্দ্র চন্দ্রিকা কোমলা।
করুণা সুধার ধারা কর বিকিরণ,
জুড়াও মা চকোরের তৃষাকুল মন॥
সংসারে তোমার কৃপা যদি না হইত,
নিবিড় আঁধারে মগ্ন সকলি থাকিত।
ভাষা-রূপে তুমি যদি নাহি প্রকাশিতে,
কি করিত চন্দ্র সূর্য্য অনল জ্যোতিতে॥
প্রসাদ-অমৃতে তব অভিষিক্ত যে বা,
অসামান্য কাব্য রাজ্য তারে করে সেবা।
প্রাচীন ব্রহ্মার সৃষ্টি ভাঙ্গিয়া সে জন,
নব্য ভাবে পুনঃ করে ভুবন সৃজন॥

২। চতুর্ম্মুখ মুখচন্দ্র-চন্দ্রিকা ইত্যাদি। চতুর্ম্মুখ, ব্রহ্মা; তাঁহার মুখস্বরূপ চন্দ্রের তুমি জ্যোৎস্না। প্রসিদ্ধি আছে চন্দ্রের জ্যোৎস্নায় অমৃত-ধারা ক্ষরিত হয়, জ্যোৎস্না যেরূপ অমৃত-ধারা ক্ষরণপূর্ব্বক চাতকের তৃষ্ণা-কুল মন জুড়ায় তুমিও তেমনি করুণাদানপূর্ব্বক মাদৃশ ব্যক্তির মন জুড়াও।

৯। যে ব্যক্তি পৃথিবীর রাজা সে যেরূপ পূর্ব্বে সলিলদ্বারা অভিষিক্ত হয়, সেইরূপ কাব্য-রাজ্যের রাজারাও তোমার প্রসন্নতাস্বরূপ অমৃতে অভিষিক্ত হইয়া থাকে।

দৃষ্ট নাহি হয় যাহা সামান্য লোচনে,
কবিজন দেখে তাহা প্রতিভা-নয়নে।
স্বয়ম্ভু বাল্মীকি ব্যাস আর কালিদাস,
ইষ্ট বর-আশে কেবা নহে তব দাস॥
যোগ্য পাত্র নহি বর মাগিব কেমনে,
দীনের মনের বাঞ্ছা রহিল সে মনে।
নূপুর হইয়া তবু লাগিনু চরণে,
অবশ্য হইব পাত্র ধূলি পরশনে॥
দৃষ্টিমান্ অন্ধ হয় সামান্য ধূলিতে,
তব পদধূলি পারে দিব্য দৃষ্টি দিতে।
অভিষিঞ্চ জননি! কারুণ্য রস পূর,
প্ররূঢ় হউক মোর প্রতিভা-অঙ্কুর॥
সমরে কিরাতরূপী শিবে প্রসাদিয়ে,
মন্দর গিরির তটে আশ্রমে বসিয়ে।
দেখেন হিমাদ্রিশোভা পাণ্ডব অর্জ্জুন,
নিভৃতে দহিছে মন মনের আগুন।
হেন কালে বৃদ্ধমুনি-রূপে, অমরেশ,
আসিলেন তনয়ে সান্ত্বিতে সেই দেশ।

২। প্রতিভা নয়নে। নূতন নূতন উন্মেষশালিনী বুদ্ধিকে প্রতিভা কহে, তাদৃশ বুদ্ধি স্বরূপ যে দৃষ্টি তদ্দ্বারা।

৩। স্বয়ম্ভু, ব্রহ্মা।

৪। ইষ্ট, অভিলষিত।

১৩। কিরাত রূপী, ব্যাধ রূপধারী।

১৭। অমরেশ, ইন্দ্র, দেবরাজ।

ইন্দ্রকীল পর্ব্বতে যে বেশে গিয়েছিল,
সেই বেশ ধরি পুনঃ মন্দরে চলিল ॥
প্রভাপুঞ্জ তাহার দেখিলে জ্ঞান হয়,
দ্বিতীয় রবির যেন ভূতলে উদয়।
পার্থের সৌভাগ্য কিম্বা বুঝি তপোরাশি,
শরীর ধরিয়া তারে দেখা দিল আসি ॥
মস্তকে পিঙ্গল জটা গৌর কলেবর,
তড়িত সহিত যেন শরদম্বুধর।
পরিধান শুক-পক্ষ-চ্ছবি কুশ-চীর,
মৃগাঙ্কে অঙ্কিত যেন শশার শরীর ॥
তপঃক্লেশে শীর্ণ তাহে জরাজীর্ণ কায়,
পঞ্জরাস্থিগুলি একে একে গণা যায়।
কচিতে যে শুষ্ক বাঁশ তাহার সদৃশ,
গ্রন্থিসন্ধি মোটা মোটা পাবগুলি কৃশ ॥
অঙ্গ ব্যাপ্ত দীর্ঘ স্থূল সবুজ শিরাতে,
পুরাতন বট যেন জড়িত জটাতে।
অনাহারে মেরুদণ্ডে উদর সংলগ্ন,
অবলগ্ন স্থান যেন জ্ঞান হয় ভগ্ন।

৯। শুকপক্ষ চ্ছবি, শুক তোতাপাখী তাহার পাখার ন্যায় কান্তিযুক্ত কুশ-চীর, মুনিজনের কুশময় বস্ত্র।

১৫। শিরা, শির, নাড়ী।

১৮। অবলগ্ন স্থান, মধ্যস্থান, মাঝা।

ভুরু-চর্ম্মে ঢাকা আঁখি কোটরে নিমগ,
অধর লজ্জিয়া থুঁতি নাসিকাতে লগ্ন।
দন্ত বিনা পরস্পর লগ্ন গণ্ডদ্বয়,
ললাটে শিথিল চর্ম্মে শোভে বলিত্রয়॥
দেহ গৌর ভুরু পাকা দাড়ী গোঁফ সাদা,
হৃদয় প্রসন্ন কোন স্থানে নাই কাদা।
বয়স্-পতনে তনু কাঁপে থর থরে,
জগদালম্বন তবু যষ্টি ধরে করে॥
শ্মশ্রুতে হৃদয় ঢাকা তবু খোলা মন,
জরাতে অবশ অঙ্গ তবু বশী হন।
ক্ষীণপ্রায় দৃষ্টি তবু দেখে অবিকল,
ভূত ভব্য বর্ত্তমান বিষয় সকল॥
সূর্য্যের আলোক যেন দীপ্তিতে ঢাকিয়ে,
পদে পদে ধরা যেন পবিত্র করিয়ে।
বিপ্রবেশে মহেন্দ্র আসিয়ে ক্রমে ক্রমে,
উপস্থিত হলো পাণ্ডু-সুতের আশ্রমে॥
অন্যত্র আসক্ত মনে ছিল ইন্দ্রসুত,
পদশব্দ শুনিয়ে চকিত হৈল দ্রুত।
দেখিয়া আগতপ্রায় ব্রহ্মর্ষি-প্রবরে,
সম্ভ্রমে উঠিয়া ধীর প্রত্যুদ্গম করে॥

১০। বশী, জিতেন্দ্রিয়

নির্ঝর বারিতে পাদ্য চরণে যোগায়,
পর্ণপুটে সমর্পিলা অর্ঘ্য যথান্যায়।
বিনয়ে বসিতে দিয়া কুশের আস্তরে,
প্রণমি কহিছে পার্থ সংপুটিত করে ॥
ব্রহ্মন্! না করে বিঘ্ন যে তপের প্রতি,
নিজ পদ অযোগ্য বুঝিয়া স্বর্গপতি।
গঙ্গাস্রোত সম সদা পঙ্ক প্রক্ষালন,
প্রবৃত্ত হয় তো তব সে তপশ্চরণ॥
আলবাল-জল, ছায়া, পুষ্প, ফল দ্বারা,
অতিথি দ্বিজের করে সৎকার যাহারা।
শিষ্যের সদৃশ সে আশ্রম-তরুগণ,
চির দিন কুশলী বটে তো তপোধন? ॥
পূরিল তপস্যা সহ আজি মোর আশ,
নয়ন সফল আজি মাতৃ-গর্ভে বাস।
দেখিনু হর্ষের বুঝি সীমা-ভূমি অদ্য,
ক্ষীরোদে ভাসিনু কিম্বা স্বর্গে গেনু সদ্য

২। পর্ণপুটে, বৃক্ষের পত্রদ্বারা নির্ম্মিত পাত্রে।

৪। সংপুটিত করে, যোড় হস্তে।

৫। ব্রহ্মন্, হে বিপ্র।

৭। পঙ্ক প্রক্ষালন, গঙ্গাস্রোতঃ যেরূপ কর্দ্দম ধৌত করে এবং সর্ব্বদা বহিতে থাকে, সেইরূপ তোমার তপস্যাচরণও পাপ ধৌত করে ইত্যাদি।

৯। আলবাল-জল, বৃক্ষের মূলে জল দিবার নিমিত্ত যে বাঁধ দেওয়া যায় তাহাকে আলবাল কহে, সেই বাঁধের জল।

হাতে কি পাইনু চান্দ অমৃত-কিরণ,
আক্রমিনু অথবা ইন্দ্রের সিংহাসন।
জানি না কি ভাগ্যে মোরে দিলেন দর্শন,
মেঘ বিনা হইল কি অমৃত-বর্ষণ ॥
কার পুণ্যগুণে বদ্ধ হয়ে পদ-রজে,
শুচি করিলেন আসি দাসের উটজে।
সগরজে উদ্ধারিতে সাগর-গমনে,
উদ্ধারিলা গঙ্গা যথা পথেতে দুর্জ্জনে ॥
অথবা পাপীর প্রতি দয়ালু সুজন,
পদার্পণ করে লক্ষ্মী পঙ্কজে যেমন।
কল্য দেখা দিলেন দয়াতে ভূতপতি,
ভৃত্য বলি স্মরিলেন আপনি সম্প্রতি ॥
ইন্দ্রকীলে দিয়াছেন পূর্ব্বে উপদেশ,
সেই সে প্রসন্ন মোরে হলেন ভূতেশ।
সতের বচন পথ্য ব্যর্থ কভু নয়,
কল্পদ্রুম-কুসুম নিষ্ফল কবে হয় ॥
তপস্তরু মোর এত দিনে ফলবান্,
রৌদ্র অস্ত্র দিয়াছেন রুদ্র ভগবান্।

৭। সগরজ, সগর রাজার সন্তান
১১। ভূতপতি, মহাদেব।
১৪। ভূতেশ, মহাদেব।
১৫। পথ্য, হিত।

তথাপি না হয় তৃপ্ত মোর লুব্ধ মন,
অগ্নির কি স্পৃহা কভু নিবারে ইন্ধন ॥
এক্ষণে আকাঙ্ক্ষি আমি ইন্দ্রের সাক্ষাৎ,
প্রশ্রয় পাইলে ক্ষুদ্র বাড়ায় উৎপাত।
এই মাত্র যখন কহিল ধনঞ্জয়,
ছদ্ম-ইন্দ্র কহে তবে পাইয়া সময় ॥
সামান্য বলিয়া বাছা নিজে মান যেই,
অসামান্য জনের লক্ষণ দেখি সেই।
গুণী জন নম্র হয় গুণের গৌরবে,
অবনমে বনস্পতি ফল ধরে যবে ॥
রাজবংশে জনমি দুষ্কর কৈলে কাজ,
ভীত হয়েছিল তব তপে দেবরাজ।
অধিক শোভিছে তব তনু তপঃকৃশ,
শাণ দিয়া সমুৎকীর্ণ মণির সদৃশ ॥
সাধু সাধু শক্তি তব অমোঘ উদ্যম,
গূঢ় তেজ ধর তুমি শমীতরু সম।
ইন্দুমৌলি প্রতিমল্ল হইল তোমার,
শুনিলে না হয় কার হৃদে চমৎকার ॥
হৃদয়ে যে মূর্ত্তি চিন্তে দেবর্ষিনিকর,
প্রীতিতে তোমারে তাহা দেখাইলা হর।

৪। প্রশ্রয়, আদর, নাই। ক্ষুদ্র, ছোটলোক
৯। গৌরব, ভার, গুরুতা।
১৭। প্রতিমল্ল, সমকক্ষ, প্রতিযোগী।

এতদিন ছিলে দুঃখ-পঙ্কেতে মগন,
এবে দৈব উদ্ধারিল দিয়া আলম্বন ॥
শীঘ্র হবে দৈব তব শুভতরপ্রদ,
সম্পদে সম্পদ বাড়ে বিপদে বিপদ।
ইন্দ্রের আশয় আমি জানি প্রণিধানে,
তোমারে দেখিতে ইন্দ্র আসিবে এ স্থানে ॥
অবিলম্বে তোমারে লইয়া স্বর্গপুরে,
নিযোজিবে গুরুতর সুর-কার্য্যধুরে।
গুণের প্রভাবে ভার গুণি-জনে পড়ে,
অলস বৃষের স্কন্ধে যুগ নাহি চড়ে ॥
নিবাতকবচ নামে দিতিসুতগণ,
বৃন্দারক সনে দ্বন্দ্ব করে অনুক্ষণ।
অভিসন্ধি বিনা খল সাধুজনে দ্বেষে,
ক্রূর বিষধর নরে দংশে কি উদ্দেশে ॥
সে দৈত্যদিগের তাপে কাঁপে যত সুর,
অমর-ভাবেও ভুঞ্জে যাতনা মৃত্যুর।
নিরানন্দ মহেন্দ্র বৈরীর অপমানে,
কৃত শত যাগ এবে বিড়ম্বনা মানে ॥
অতুল ইন্দ্রত্ব পদ অমৃত সেবন,
জুড়াইতে নারে তার সন্তাপিত মন।

৮। সুরকার্য্যধুরে, দেবতাদিগের কার্য্যভারে।
১০। অলস, কর্ম্মাক্ষম। যুগ, জোয়াল, জুয়া।
১২। বৃন্দারক, দেবতা।

শচীর হাসিতে তাঁর না হয় প্রসাদ,
জ্বর-দুষ্ট মুখে কোথা লাগে মিষ্টস্বাদ ॥
নামে মাত্র শতকোটি ভগ্নকোটি প্রায়,
বিফল ইন্দ্রের বজ্র মুষ্টিতে লুকায় ।
সম্প্রতি অমরাবতী উৎসববিহীন,
পতি-দুঃখে সতী নারী যেমন মলিন ॥
দৈত্যের দৌরাত্ম্যে এবে নন্দনকানন,
নামার্থ ত্যজিয়া শোকে মগ্ন করে মন ।
সমান কোমল করে হইয়া সদয়,
শচী নিজে তুলে যার ফুল কিসলয় ॥
ছিঁড়ে খুঁড়ে দুষ্টগণ হেন দেবতরু,
কুক্কুর যাইয়া যেন চাটে হব্য-চরু ।
দৈত্যের প্রতাপে নাই ঐরাবতে মদ,
গ্রীষ্মে যথা রবিকরে শুকায় কুমুদ ॥
স্বর্গতের দুর্গতি বলিব কত আর,
দুরাত্মারা রণে দিল যমেও নিকার ।

৩। শতকোটি, কোটিশব্দের অর্থ ধার, যে অস্ত্রের শতাদিকে ধার থাকে তাহাকে শতকোটি বলা যায়। ভগ্নকোটি, ভগ্নধার অর্থাৎ ভোঁতা।

৮। নামার্থ, নন্দন এই নামের অর্থ, আনন্দজনক।

১৫। স্বর্গত, দেবতা।

১৬। নিকার, পরাভব।

যম আর তদীয় মহিষ এক সঙ্গে,
ভঙ্গ দিল সমরে বিশাল-শৃঙ্গ ভঙ্গে ॥
ভুবন শাসন দণ্ড তাহার এক্ষণে,
অবলম্ব কেবল হয়েছে পলায়নে।
মাথা গুঁজি বরুণের পাশ, দৈত্যগলে,
পুষ্পমাল্য সদৃশ লাগিল কুতূহলে ॥
কুবেরের জয়-আশা যেন মূর্ত্তিমতী,
বিফল হয়েছে গদা বিপক্ষের প্রতি।
অরি-পরিভবে যেন শীতের অনল,
মন্দবীর্য্য এইক্ষণে আদিত্য সকল ॥
গিরিসম অচল সে দিতিসুতগণ,
কি করিবে তারে ঊনপঞ্চাশ পবন।
সে অরি-সম্মুখে রৌদ্র নহে রুদ্রগণ,
সিংহেরে কি পারে কভু দৃপ্ত মৃগাদন ॥
সে বৈরী জিনিতে যত যত্ন সব বন্ধ্য,
প্রবল স্রোতের মুখে যেন সেতু-বন্ধ।
একদা সমস্ত দেবে সহে দৈত্যগণ,
শত শত সিন্ধুবেগে সাগর যেমন ॥

২। বিশাল-শৃঙ্গভঙ্গে, শৃঙ্গ শব্দে প্রভুতা এবং গবাদির শৃঙ্গ, দুই বুঝায়। যমের পক্ষে তাহার উন্নত প্রভুতা, মহিষপক্ষে তাহার বড় শৃঙ্গ।

৯। অরি-পরিভাবে, অরি অর্থাৎ নিবাতকবচগণ, তৎকর্ত্তৃক পরাভব-হেতুক।

১৩। রৌদ্র, উগ্র। মৃগাদন, তরক্ষু, ব্যাঘ্রবিশেষ। দৃপ্ত, দর্পশালী।

১৫। বন্ধ্যা, নিষ্ফল।

হেন পিতৃ-বৈরী তুমি প্রতাপে নাশিবে,
এজন্য তোমারে ইন্দ্র লইবে ত্রিদিবে।
পাশুপাত-অস্ত্র লাভ শুনিলে তোমার,
আসিবে দেবেন্দ্র নাহি বিলম্বিবে আর ॥
উপেন্দ্রের শার্ঙ্গ আর গাণ্ডীবে তোমার,
জয়ের প্রত্যাশা ইন্দ্র রাখে বহুবার।
স্বর্গপুরে দেবরাজ যতনে তোমারে,
দৈব-অস্ত্র শিখাইবে বিবিধ প্রকারে ॥
মহেন্দ্রের মন্ত্র আমি ভালমতে জানি,
জানাইতে আসিনু তোমারে স্নেহ মানি।
সহজে গুণের পক্ষপাতী সাধুজন,
নলিনে বিকাশে রবি কিসের কারণ ॥
আশীর্ব্বাদ করি বাপু যাও স্বর্গপুরে,
দৈত্য জিন গুহ যেন তারক-অসুরে।
সুরের অবধ্য বলি না করিহ ডর,
আকৃতিবিশেষে তুমি দৈব শক্তি ধর ॥
নরলোকে কে জানে তোমার ভুজবল,
ভস্মে যেন আচ্ছাদিত রয়েছে অনল।
পিতৃ-বৈরী নিবাতকবচে বধি রণে,
জন্মাও পিতার প্রীতি শুভ্র কীর্ত্তি সনে ॥

৫। উপেন্দ্র, নারায়ণ, বিষ্ণু। শার্ঙ্গ, বিষ্ণুর ধনুঃ।
৯। মন্ত্র, মন্ত্রণা।
১৪। গুহ, কার্ত্তিকেয়।

সুধর্ম্মাতে তব যশঃ কিন্নরীর মুখে,
শুনিয়া মজুক ইন্দ্র সুধাপান সুখে।
অরিবধে বাসবের সহস্র নয়ন,
প্রফুল্ল হউক যেন প্রাতে পদ্মবন॥
জয়লাভে দেবের প্রসন্ন হক মন,
অগস্ত্য-উদয়ে জল বিমল যেমন।
প্রয়োজন এ নহে কেবল দেবতার,
নিখিল লোকের ইহা মহা উপকার॥
স্বর্গে আগে, পিতৃশত্রু-দানবে নাশিয়া,
স্ব-শত্রু-মানবে জিন ভূতলে আসিয়া।
পাঁচ ভাই আয়ত্ত করিয়া ভূমণ্ডল,
সাম্রাজ্য ভুঞ্জহ যেন পাঁচ আখণ্ডল॥
দৈব কষ্ট এরূপে কহিলা দেবরাজ,
সাধিতে আপন কাজ কেবা করে লাজ
যষ্টি ধরি কষ্টে যেন তৎপরে উঠিয়া,
সান্ত্বিল প্রণত পুত্রে পৃষ্ঠে হাত দিয়া॥
স্পর্শিয়া মহেন্দ্র স্নেহে তনয়ের কায়,
চন্দ্রিকা চন্দন চন্দ্র মানে উষ্ণপ্রায়।

৬। ভাদ্রমাসের শেষে অগস্ত্যোদয় হয়, তদবধি সলিল সকল পরিষ্কৃত হইতে থাকে "প্রসসাদোদয়াদম্ভঃ কুম্ভযোনে র্মহৌজসঃ" ইতি রঘুঃ।

১১। আয়ত্ত, অধীন।

১৮। চন্দ্র, এস্থানে কর্পূর।

আলিঙ্গিয়া কপট সুরেশ গুড়াকেশে,
প্রস্থান করিল তবে ত্রিদিব উদ্দেশে ॥
শুনিয়া মুনির বাণী, আপনাকে ধন্য মানি,
ভাসে পার্থ হর্ষরস মাঝে,
শরীরে সে হর্ষচয়, পরিমিত নাহি হয়,
উথলিল পুলকের ব্যাজে।
কথা স্মরি তপস্বীর, পুনঃ পুন চিন্তে বীর,
ইন্দ্রসনে সাক্ষাত উপায়,
আরোহিয়ে মনোরথে, চলিলা গগনপথে,
স্বর্গলোক হাতে যেন পায় ॥

ইতি নিবাতকবচবধে
মহাকাব্যে ব্রাহ্মণ-সাক্ষাৎকার
নামে প্রথম সর্গ।

১। গুড়াকেশ, অর্জ্জুন।

দ্বিতীয় সর্গ।

অপরাহ্নে আশ্রমে বসিয়া ধনঞ্জয়,
সুধাস্বাদ করে কত মনোরথময়।
হেনকালে শুভশংসী-নিমিত্ত সকল,
নূতন করিল পুনঃ যেন ভূমণ্ডল ॥
অকস্মাৎ মন্দরগিরির চারি ভিতে,
ফলে ফুলে তরুলতা লাগিল শোভিতে।
আকস্মিক-বরিষণে নীরজঃ ভূতল,
মার্জ্জনী-মার্জ্জিত যেন গগন বিমল ॥
পুষ্পগন্ধি সুখস্পর্শ মন্থর অনিল,
ব্যজন-মারুত তুল্য বহিতে লাগিল;
জলদ-রসিত ভ্রম জন্মাইয়া চিতে,
অদূরে লাগিল মন্দ্র-মৃদঙ্গ বাজিতে ॥
বীণায় সঙ্গত মৃদু-স্বরেতে সঙ্গীত,
গুহাতে লাগিয়া প্রতি-শব্দে দ্বিগুণিত।
পূরাইয়া যেন সুধা-ধারাতে শ্রবণ,
আকর্ষিল অর্জুনের চিন্তাসক্ত মন ॥

২। মনোরথময়, স্বর্গগমনাদি কামনাস্বরূপ।
৩। শুভশংসী, মঙ্গলসূচক।
৭। আকস্মিক, অকস্মাৎ জাত। নীরজঃ, ধূলিশূন্য।
৮। মার্জ্জনী-মার্জ্জিত, ঝাঁটা দিয়া ঝাঁইট দেওয়া।
৯। মন্থর, মন্দগামী। ১০। ব্যজনমারুত, পাখার বাতাস। ১১। জলদ-
রসিত, মেঘের গর্জ্জন।

বিস্মিত হইয়া পার্থ চলিল সত্বরে,
অলৌকিক-গীতিধ্বনি যে দিকে উচ্চরে।
ইন্দ্র আসিয়াছে যেন ইহাই বুঝিয়া,
বীরের দক্ষিণ বাহু উঠিল নাচিয়া॥
বাহুস্পন্দে ভাসি পার্থ আনন্দসাগরে,
যাইতে যাইতে পথে কত চিন্তা করে।
আশ্রমের বাহিরে যাইয়া ধনঞ্জয়,
ব্যোমতলে দেখিল বিমানচতুষ্টয়॥
অমরলক্ষণাক্রান্ত তাহে মূর্ত্তি চারি,
দুই পাশে চামর ঢুলায় দিব্যনারী।
সমুখে অপ্সরোগণ গাইছে সুস্বরে,
বিদ্যাধর মধুর মৃদঙ্গ-বাদ্য করে॥
অর্জ্জুন, অদ্ভুতপ্রায় সকলি হেরিয়া,
নিস্পন্দে স্থাণুর সম রহে দাঁড়াইয়া।
বিস্মিত দেখিয়া পার্থে ধনদ আপনি,
পরিচয় দিতে কাছে আসিল তখনি॥
ইন্দ্রাদেশে বিরত হইল বাদ্য গীত,
মেঘ-গরজনে যেন পিকের কূজিত।
হাস্য ছলে সুধারসে যেন ডুবাইয়া,
অর্জ্জুনে ধনদ কহে স্নেহ প্রকাশিয়া॥

। স্থাণু, নিশ্চল পদার্থ, স্তম্ভ।

নিজগুণে বদ্ধ করি চারি লোকপালে,
আনিয়াছ পার্থ তুমি ভূমি-চক্রবালে।
এই দেখ পূর্ব্বদিক উজ্জ্বল করিয়া,
মর্ত্তে্য আসিয়াছে ইন্দ্র তোমার লাগিয়া॥
তনয়-স্নেহেতে যাঁর সহস্র নয়ন,
তোমার বদন পানে ধায় অনুক্ষণ।
সৌরভ লোভেতে যেন হইয়া আকুল,
প্রফুল্ল পঙ্কজে যায় মধুকর-কুল॥
যুধিষ্ঠির যাঁর পুত্র সেই ধর্ম্মরাজ,
দক্ষিণ দিকেতে এই করিছে বিরাজ।
রিপু-প্রাণ-পিপাসু পাণিতে যাঁর পাশ,
পশ্চিমে প্রচেতা এই পাইছে প্রকাশ॥
এইমাত্র কহিয়া কুবের ক্ষান্ত হয়,
অনুমানে ধনদে চিনিলা ধনঞ্জয়।
ইন্দ্র যম বরুণ কুবেরে যথাক্রমে,
ভক্তিভাবে সব্যসাচী ভূমিতে প্রণমে॥
নেত্রে ঝরে আনন্দাশ্রু, অঞ্জলি বান্ধিয়া,
মহেন্দ্রের করে স্তুতি বীরেন্দ্র উঠিয়া।
আজি মোর কত ভাগ্য বলা নাহি যায়,
মানব হইয়া দেব! দেখিনু তোমায়॥

২। ভূমি চক্রবাল, ভূমি মণ্ডল।
১১। রিপুপ্রাণপিপাসু। প্রসিদ্ধি আছে সর্পগণ বায়ু আহার করে, বরুণের নাগপাশ শত্রুদের প্রাণবায়ু পানে সতৃষ্ণ। ১২। প্রচেতা, বরুণ।

দীন যদি নিধি পায় কত হর্ষ তার,
না দেখি আমার অদ্য আনন্দের পার।
শত শত বাজপেয় করি আচরণ,
অনুগ্রহ বাঞ্ছে যার রাজ-ঋষিগণ॥
উপধান তুল্য যার ভুজের আশ্রয়ে,
নিদ্রা যায় স্বর্গ-লক্ষ্মী সতত নির্ভয়ে।
যাহার প্রতাপে স্বর্গে দুঃখনিশা নাই,
সুরবধূ-মুখপদ্ম প্রফুল্ল সদাই॥
দৈত্য-বন্দী-বাষ্পজলে অবিরত যার,
প্রতিদিন প্রক্ষালিত হয় করাগার।
হেন দেব তুমি নিজে প্রসন্ন আমারে,
ধরিলাম বামন হইয়া চন্দ্রমারে॥
রাজাদের রাজা তুমি নেতাদের নেতা,
ঈশ্বরের ঈশ তুমি জেতাদের জেতা।
কালে কালে তুমি যদি না কর বর্ষণ,
কি সাধ্য বিষ্ণুর, করে ভুবন পালন॥
ইন্দ্রতা তোমার যাগ করি শতবার,
সহস্র যাগের ফল দিতে তুমি পার।

৩। বাজপেয়, যাগ বিশেষ।
৫। উপধান, বালিশ।
৭। দুঃখনিশা, দুঃখরূপ রাত্রি।
৯। দৈত্যবন্দী, দানবের মধ্যে যাহারা বন্দিয়ান।
১৩। নেতা, নায়ক।

মোর কি শকতি কহি মহিমা তোমার,
ভেলার সাহায্যে কেবা তরে পারাবার॥
গিরিশের অনুগ্রহে তোমার কৃপায়,
কুবের বরুণ যম প্রসন্ন আমায়।
বিনা তপস্যায় আমি লোকপালগণে,
হেরিনু কি ভাগ্য-বলে সামান্য নয়নে॥
অদ্য মোর মনস্কাম সিদ্ধপ্রায় মানি,
অদ্যই হইল মোর শত্রুকুল হানি।
এইরূপ স্তুতি করি পার্থ মৌনে রহে,
দক্ষিণ হইতে তারে যমরাজ কহে॥
আপনা না জানি পার্থ! কেন ভাব আন,
দেবতা হইতে তব অধিক সম্মান।
মর্ত্ত্য-লোকে তুমি যেন আছ ঘুমাইয়া,
একবার নাহি দেখ আপনা স্মরিয়া॥
তুমি আর বাসুদেব এই দুই জন,
পুরাতন ঋষি ছিলে নর নারায়ণ।
ব্রহ্মার আদেশে বাছা গিয়া ভূমিতলে,
সাধিতে দেবের কার্য্য মর্ত্ত্য হৈলে ছলে॥
পরোপকারের জন্যে জনম যাহার,
নীচতাও উচ্চ ভাব প্রকাশে তাহার।

১৩। মর্ত্ত্য, মনুষ্য

প্রসাদিলে উগ্র তপ করিয়া ঈশানে,
লোকপালগণ নিজে তুষ্ট তোমা পানে ॥
স্বভাবতঃ ভাস্কর প্রকাশে জলজাত,
সহজেই সুজনের গুণে পক্ষপাত।
অসুরাংশে জাত যত রাজা ক্ষিতিতলে,
পতঙ্গ হইবে সবে তব বীর্য্যানলে ॥
পিতা ভাস্করের অংশে জাত দৈত্যগণ,
নিবাতকবচে তুমি করিবে দমন।
বুঝিয়া তোমারে অস্ত্র দিলেন শঙ্কর,
অর্ক যেন শশধরে দেয় নিজকর ॥
ত্রিলোকীর নিয়মন যেন মূর্ত্তিমান্,
নিজ দণ্ড তোমারে করিব আমি দান।
এই দণ্ড সদা তব হইবে সহায়,
অনলের সহকারী হয় যথা বায় ॥
এইরূপ কহি পার্থে সন্তুষ্ট অন্তরে,
দণ্ড অস্ত্র যমরাজ দিলা তার করে।
মোক্ষ বিনিবর্ত্তনের ক্রম সহকারে,
মন্ত্র অধ্যয়ন পরে করাইলা তারে ॥

৩। জলজাত, পদ্ম।
৭। মহাভারতে আছে—নিবাতকবচেরা সূর্য্যের অংশে জাত।
১১। নিয়মন, শাসন।
১৭। মোক্ষ বিনিবর্ত্তন, প্রয়োগ এবং প্রতিসংহার।

তৎপরে অপর দিকে থাকিয়া বরুণ,
কহিতে লাগিল পাশ-অস্ত্রের যে গুণ।
দারুণ বারুণ পাশ খ্যাত অস্ত্র মম,
সহিতে না পারে ইহা আপনিই যম॥
তারকাসুরের যুদ্ধে এই অস্ত্রে আমি,
করিয়াছি কত দৈত্যে যমদ্বার-গামী।
মন্ত্রসহ অস্ত্র লহ পবিত্র মানসে,
ত্রিভুবন করিতে পারিবে নিজ বশে॥
ঈদৃশ কহিয়া পার্থে পাশ অস্ত্র দিয়া,
বরুণ বিরত হয় মন্ত্র অধ্যাপিয়া।
উত্তর হইতে তবে কহিল ধনেশ,
তব গুণে প্রীতি মোর হয়েছে বিশেষ॥
এই লহ ধনঞ্জয়! তোমারে দিলাম,
দুর্ব্বার কৌবের অস্ত্র অন্তর্ধান নাম।
তুমি মাত্র যোগ্য পাত্র এ অস্ত্র যুড়িতে,
বিপ্র বিনা বেদ যথা না পারে পড়িতে॥
জয় লভিয়াছে হর এই অস্ত্র দিয়া,
ত্রিপুর অসুরে পূর্ব্বে সমরে মারিয়া।
কুবের কহিয়া হেন অস্ত্র তারে দিল,
শ্রবণ-কুহরে ধনুর্ব্বেদ শুনাইল॥

১৩। বারুণ, বরুণ যাহার অধিদেবতা।
১৪। কৌবের, কুবের যাহার অধিদেবতা।

পূর্ব্বদিক হৈতে তবে কার্য্যসিদ্ধি হেতু,
শুভাশিষে অর্জ্জুনে সান্ত্বিয়া শতক্রতু।
সহস্র লোচনে পুনঃ পুনঃ নেহালিয়া,
কহিতে লাগিল যেন পুষ্প বরষিয়া ॥
বৎস! তব গুণগ্রাম শুনিয়া বহুধা,
কি বলিব নাই মোর সুধাতেও ক্ষুধা।
বলের উপমা তব বল কোথা দিব,
প্রতিমল্ল মল্ল যার হইলেন শিব ॥
ফলাশনে জলাশনে পরে অনশনে,
মুনিকে জিনিলে তুমি তপ আচরণে।
আপনিই খাণ্ডব-দহন-যুদ্ধকালে,
তোমার প্রতাপ আমি জানি ভালে ভালে ॥
পূরিল তোমার যশে অশেষ ভুবন,
পারিজাত-গন্ধে যথা নন্দন কানন।
শঙ্কর শমন পাশ-পাণি যক্ষেশ্বর,
তোমাকে দিলেন নিজ নিজ অস্ত্র বর ॥
হর-কর-স্পর্শে তীর্থ-সেবা ফলে আর,
দেব হইতেও আত্মা পবিত্র তোমার।
পঙ্কে মাথা মণি যেন সলিল ক্ষালনে,
মর্ত্ত্যদেহ তব শুচি হইল এক্ষণে ॥

৮। প্রতিমল্ল মল্ল, সমকক্ষ মাল।

১৫। পাশ-পাণি, পাশ অস্ত্র যাহার হস্তে থাকে অর্থাৎ বরুণ। যক্ষেশ্বর, যক্ষদিগের স্বামী অর্থাৎ কুবের।

আমার আদেশ-ক্রমে মাতলি তোমায়,
লইয়া যাইবে স্বর্গ-পুরীতে ত্বরায়।
সশরীরে দেবলোকে গিয়া কুতূহলে,
অস্ত্রবিদ্যা শিখি পুন আসিবে ভূতলে ॥
অবিশ্রান্ত বৈরি-নারী-নয়নের নীরে,
অপমান-পঙ্ক তব ধুইবে অচিরে।
সত্য বটে ধর্ম্ম-অনুরোধে বারম্বার,
সহিয়াছ কৌরবদিগের অপকার ॥
লৌহ-শৃঙ্খলেতে বদ্ধ সিংহ যে প্রকার,
কি করিবে শৃগালের সহে তিরস্কার।
তথাপি ধর্ম্মেতে থাক কিছু দিন আর,
ধর্ম্মই করিবে তব বৈরিপ্রতিকার ॥
এইরূপে পুরন্দর সান্ত্বিয়া তাহারে,
অন্তর্হিত হলো লোকপাল-সহকারে।
ভাবিতে লাগিল তবে পার্থ অনুক্ষণ,
মাতলি আসিয়া স্বর্গে লইবে কখন ॥
ইহাই বুঝিয়া যেন কাল সংক্ষেপিতে,
লম্বিত হইল রবি চরম গিরিতে।
স্বচক্ষে দেখিয়া যেন ফাল্গুনির গুণ,
অনুরাগে পরিপূর্ণ হইল অরুণ ॥

১৮। চরম গিরি, অস্তাচল।
২০। অরুণ, সূর্য্য। অনুরাগ, স্নেহবিশেষ অথচ রক্তিমা।

পার্থের হৃদয় আর পরিণত দিন,
উভয়ের তাপ হলো ক্রমে ক্রমে ক্ষীণ।
পাণ্ডু-তনয়ের মনোরথের সোসর,
ভূতল তেজিয়ে ঊর্দ্ধে উঠে রবিকর॥
অস্ত না যাইতে সূর্য্য বিরহশঙ্কায়,
হইল নলিন-বন সঙ্কুচিত-কায়।
বিপদ পড়িলে কার সহ্য নাহি হয়,
প্রবলা বিপদ-শঙ্কা কভু সহ্য নয়॥
নলিন ছাড়িয়া ভৃঙ্গ অন্য দিকে যায়,
সম্পদে সুহৃদ্ জুটে বিপদে পলায়।
তেজস্বীও চিরসুখী না হয় কখন,
এই জানাইয়া যেন ডুবিল তপন॥
মুহূর্ত্ত রবির সঙ্গে সন্ধ্যার সঙ্গম,
রবি বিনা তবু সন্ধ্যা থাকিতে অক্ষম।
ক্ষণমাত্র যদি হয় মহতের সঙ্গ,
তথাপি দুঃসহ তার সহবাস-ভঙ্গ॥
গিরিরাজ-শিরে তবু লগ্ন রবিকর,
শোভিতে লাগিল রত্ন-মুকুট সোসর।
এখনো দিঙ্মুখে নাই তিমির-সঞ্চার,
চখাচখী তথাপি দেখিছে অন্ধকার॥

১। পরিণত, শেষাবস্থা প্রাপ্ত

বিরহিয়া চক্রযুগ ভিন্ন ভিন্ন পারে,
সুতর নদীও সুদুস্তর জ্ঞান করে।
তমোভয়ে বুঝি দিগ্-বনিতা সকল,
হিমছলে বর্ষিতে লাগিল অশ্রুজল ॥
বনে বনে ফুলগন্ধ হরিয়া হরিয়া,
হিমে আর্দ্র, তবু চক্রবাকে তাপ দিয়া।
বন্ধুসম অর্জ্জুনে করিয়া আলিঙ্গন,
বহিতে লাগিল মন্দ দিনান্ত-পবন ॥
রবির শোকেতে যেন হইয়া আকুল,
কলরবে কান্দিয়া কান্দিয়া পাখিকুল।
দেখিতেই বুঝি অবনত দিনকরে,
উড়িয়া বসিল উচ্চ শাখীর শিখরে ॥
সান্ধ্যমেঘে সংক্রান্ত হইয়া করজাল,
উজ্জ্বল করিল ধরা পুনঃ ক্ষণকাল।
পল্বল হইতে বন্য বরাহ উঠিয়া,
পঙ্কলিপ্ত শরীরে আন্ধার বাড়াইয়া ॥
নিশামুখে ইতস্তত চরে অতিশয়,
মলিনের সঙ্গে মিলে মলিন যে হয়।

১। বিরহিয়া, পরস্পর বিশ্লেষ প্রাপ্ত হইয়া।

২। সুতর, যে নদী অনায়াসে পার হওয়া যায়, ক্ষুদ্রনদী। সুদুস্তর যাহা অতিকষ্টে পার হওয়া যায় অর্থাৎ বৃহৎ।

১৩। সান্ধ্য-মেঘে ইত্যাদি। যেরূপ আরশীতে সূর্য্যের তেজ সংক্রান্ত হইয়া গৃহাদির মধ্যেও যায়, ঐরূপ অস্ত পর্ব্বতে ব্যবহিত সূর্য্যের তেজ মেঘে সংক্রান্ত হইয়া পৃথিবীকে উজ্জ্বল করিয়াছিল।

উটজের প্রাঙ্গণে শুইল মৃগগণ,
অগ্নিহোত্র-ধূমশিখা ধাইল গগন ॥
দীপকলী, আশ্রমে আশ্রমে আলো করে,
জ্ঞানরত্ন জ্বলে যেন সতের অন্তরে।
হোমবেলা দেখিয়া অর্জ্জুন ব্যগ্রচিতে,
আশ্রমে পশিল সান্ধ্য-বিধি আচরিতে ॥
বিধিমতে মহামতি সন্ধ্যা উপাসিয়া,
বসিল নির্ব্বৃত মনে হোম সমাপিয়া।
ক্রমে ক্রমে অন্ধকার ব্যাপিল ভুবন,
প্রলয়ে সাগর জল প্লাবয়ে যেমন ॥
নিবিড় হইল যেন বন উপবন,
কাজলে চিত্রিত যেন হইল গগন।
সূর্য্য নাই চন্দ্র নাই কে করে বারণ,
অন্ধকার আক্রমিল অশেষ ভুবন ॥
নির্ম্মল বস্তুও ধ্বান্তে দেখায় মলিন,
অসতের সঙ্গে কেবা নহে মানহীন।
গগনে হইল ক্রমে তারার উদয়,
না থাকিলে মহৎ ক্ষুদ্রই বড় হয় ॥

১। উটজ, মুনিদিগের পর্ণশালা। প্রাঙ্গণ, উঠান আঙিনা
২। অগ্নিহোত্র, অগ্নিতে আহুতি দান।

একে একে উঠিল নক্ষত্র তারা দল,
চারি দিকে ব্যোমতল করে ঝলমল।
প্রিয়চন্দ্র আগমনে উৎসুক হইয়া,
নিশা-বধূ দিল বুঝি ফুল ছড়াইয়া॥
অন্ধিত জগতে যেন সান্ত্বনা করিতে,
কর বাড়াইল চন্দ্র পূর্ব্বাদ্রি হইতে।
পূর্ব্বদিক মুখে শোভে চন্দ্রের কিরণ,
কামিনীকপোলে পুষ্পপরাগ যেমন॥
পূর্ব্বদিকে চন্দ্রকর পশ্চিমেতে তম,
শোভিতেছে যেন গঙ্গা-যমুনা-সঙ্গম।
দেখিতে দেখিতে চন্দ্র উঠিল আকাশে,
বিলম্ব না হয় তেজস্বীর পরকাশে॥
লোহিত সুধাংশু-বিম্ব ইন্দ্র-দিক-মুখে,
কুঙ্কুম-তিলক যেন শোভে বধূ-মুখে।
শোভিল সুধাংশু-করে শোধিত গগন,
সম্মার্জ্জনী দিয়া যেন মার্জ্জিত প্রাঙ্গণ॥
হাসিতে লাগিল যেন দিগঙ্গনাগণ,
ক্ষীরোদের জলে বুঝি মজ্জিল ভুবন।

৫। অন্ধিত, অন্ধকার কর্ত্তৃক অন্ধীকৃত।
১৩। বিম্ব, মণ্ডল। ইন্দ্র-দিক, পূর্ব্বদিক
১৬। সম্মার্জ্জনী, ঝাঁটা।

আন্ধার চোরের মত সঙ্কুচিত-কায়,
রাজভয়ে গর্ত্ত গুল্ম আড়ালে লুকায় ॥
চন্দ্রকর-পরশে জাগিয়া কুমুদ্বতী,
বিকাসের ছলে ধরে পুলক সম্প্রতি।
রাত্রেও কুমুদ-গন্ধে ঘুরে অলিচয়,
কখন নির্ব্বৃত নহে লুব্ধ যে বা হয় ॥
চন্দ্রভয়ে লুকাইয়া গুহায় গুহায়,
এখনো রয়েছে তম সহা নাহি যায়।
ইহাই কি বুঝি ক্রোধে জ্বলিয়া নিতান্ত,
ওষধি নাশিল যত গহ্বরের ধ্বান্ত ॥
শিখরে শিখরে যত চন্দ্রকান্ত মণি,
পাইয়া চন্দ্রিকা-সঙ্গ ঘামিল অমনি।
ইন্দুমণি দ্রুত জলে নির্ঝরের জল,
পড়িতে লাগিল যেন হইয়া প্রবল ॥
চরাচর সব, হইল নীরব,
ধেয়ানে মগন যেন,
নির্ঝর কেবল, করে কল কল,
শুনা যায় দূণ হেন।

১। আন্ধার চোরের মত ইত্যাদি। চোরেরা যেরূপ রাজার ভয়ে শরীর সঙ্কোচ করিয়া গর্ত্তাদি মধ্যে লুক্কায়িত হয়, সেইরূপ অন্ধকার রাজভয়ে অর্থাৎ চন্দ্রের ভয়ে সঙ্কুচিত হইয়া গর্ত্তাদি মধ্যে থাকিল, অন্যত্র অন্ধকার নষ্ট হইল, এই তাৎপর্য্য।

১৮। দূণ দ্বিগুণ।

ইন্দ্রের তনয়, শয়ন সময়,
বুঝিয়া মুদিত মনে,
ফল আর বারি, উপযোগ করি,
শুইল কুশ-শয়নে ॥

ইতি নিবাতকবচ-বধ
মহাকাব্যে লোকপালাস্ত্রদান নামে
দ্বিতীয় সর্গ।



৩। উপযোগ, আহার।

তৃতীয় সর্গ।

অচিরে ত্রিযামা, যেন একযামা,
কাটাইল ধনঞ্জয়,
সুখের সময়, দ্রুত গত হয়,
কাল বাড়ে দুঃখময়।
বিরল বিরল, তিমির কুন্তল,
ছড়াইয়ে নিশাসতী,
তারক নয়ন, করিল মুদ্রণ,
কালের এমনি গতি॥
নিশা-উপরতি, হেরি নিশাপতি,
পরিপাণ্ডু কলেবরে,
শোকাতুর হয়ে, মলিন হৃদয়ে,
ডুবিল বুঝি সাগরে।

১। ত্রিযামা, তিন প্রহর যুক্তা, অর্থাৎ রাত্রি। একযামা, এক প্রহর যুক্তা।

৫। বিরল ইত্যাদি। কুন্তল, চুল। পরিণত, শেষাবস্থা প্রাপ্ত। যেরূপ কোন স্ত্রী বৃদ্ধা হইলে মস্তকের চুল ছড়াইয়া অবিলম্বেই চক্ষু মুদ্রিত করিয়া লোকান্তরে অর্থাৎ স্বর্গে বা নরকে গত হয়, তাহার ন্যায় রাত্রিও লোকান্তরে অর্থাৎ যে প্রদেশে সূর্য্যের অস্ত হইতেছে সেই ভুবনে গত হইল।

৯। উপরতি, বিরতি অথচ মরণ।

১০। পরিপাণ্ডু অর্থাৎ ফেকাসিয়া।

কালরাত্রি সম, রাত্রির বিগম,
দেখিয়া চথার সনে,
নদী উত্তরিয়া, মিলিল আসিয়া,
চক্রবাকী হৃষ্ট মনে।
ক্রমে পূর্ব্বদিক, শোভিল অধিক,
অরুণ-কিরণ জালে,
কুঙ্কুমে চর্চ্চিতা, যেমন বনিতা,
প্রিয়-সমাগম কালে।
অধিক করিয়া, তিমির খাইয়া,
নিশি জেগে দীপগণ,
কাজলের ছলে, বুঝি ঊষাকালে,
তাই করে উদ্গীরণ ॥
পদ্মবনে গিয়ে, আমোদ লুটিয়ে,
শিশিরকণিকা হরি,
বিরহতাপিত, চক্রবাকচিত,
পরশে শীতল করি।
প্রভাত সমীর, প্রকৃতি সতীর,
উচ্ছ্বাসের মত বয়,
তমোবিমোহিতা, প্রকৃতি বনিতা,
ক্রমে উজ্জীবিতা হয়।

১৮। উচ্ছ্বাস, মূর্চ্ছিতব্যক্তির প্রথমনির্গত নিশ্বাস।

শাদ্বল-ভূতলে, হিমকণা জ্বলে
মুক্তাসম অভিরাম,
মোহিত দশায়, প্রকৃতির গায়,
ফুটিয়াছে যেন ঘাম।
আলোক আসিল, ধরণী হাসিল,
প্রকৃতি মেলিল আঁখি,
প্রথম ব্যাহার, উঠিল তাঁহার,
ডাকিল কোকিল পাখী।
তরুলতাগণ, ফুল বরিষণ,
করিছে তাঁহার গায়,
সতীর প্রকাশে, সাধু সুখে ভাসে
অসাধুরা দূরে যায়।
পড়ে শশধর, উঠে দিবাকর,
নিশা যায় দিন আসে,
কুমুদ মলিন, প্রফুল্ল নলিন,
মৃদু মৃদু যেন হাসে।
পেচক লুকায়, কাক সমুদায়,
আমোদে কা-আ কা বলে,
কারো অধোগতি, কাহারো উন্নতি,
নিয়তি দেবীর বলে।

২০। নিয়তি, অদৃষ্ট অথবা নিয়ম।

খেচর ভূচর, চর কি অচর,
সুখ দুঃখ ভবাভব,
সম্পদ বিপদ, উচ্চনীচপদ,
সতত ঘুরিছে সব।
নাগরদোলায়, আরোহীর ন্যায়,
সদা ঘুরে ত্রিভুবন,
নিয়তিদোলায়, যে নাহি খেলায়,
হেন প্রভু কোন জন।
আয়ুধন হরি, যায় বিভাবরী,
তাই বুঝি শোকাকুল,
জেগে অতিভোরে, উহুহুহু কোরে,
কান্দিল কুরবকুল।
পেয়ে সে ইঙ্গিত, শৃগাল পণ্ডিত,
ওহো ওহো ধ্বনি করে,
দাত্যূহকগণ, শিশুর মতন,
কাঁদে কোঁয়া কোঁয়া স্বরে।
আর আর পাখী, ক্রমে মেলি আঁখি,
সবে করে কোলাহল,
জাগিল মাতঙ্গ, জাগিল তুরঙ্গ,
জাগিল কুরঙ্গদল।

২। ভবাভব, জন্ম ও মৃত্যু।
১২। কুরব, ওকশ, বা হোকশ বা কুরপাখী।
১৫। দাত্যূহক, ডাক পাখী।

পশুপক্ষী যত, সকলে জাগ্রত
হইল নরের আগে,
মূঢ় নরগণ, ঘুমে অচেতন,
তথাপিও নাহি জাগে।
চতুর পাণ্ডব, বুঝিয়ে সেসব,
উঠিলেন সেইক্ষণে,
প্রাভাতিক বিধি, সমাপিয়ে সুধী,
বসিলেন কুশাসনে।
ইন্দ্ররথ-আশে, চাহেন আকাশে,
বিলম্ব না সহে আর,
অই এসে রথ, এই এলো রথ,
ভাবিছেন অনিবার।
দেখিতে দেখিতে, নভে আচম্বিতে,
দেখা গেল ইন্দ্ররথ,
সুকৃতের বলে, অবিলম্বে ফলে,
সুকৃতীর মনোরথ॥
অম্বরমণ্ডল, দীপ্তিতে উজ্জ্বল,
করিল উলকা সম,
জলদপথেতে, নামিয়া ক্রমেতে,
নিবারিল মনোভ্রম।

২০। মনোভ্রম, অর্থাৎ উল্কার ভ্রান্তি।

মেঘ প্রতিক্ষণে, লাগিছে স্যন্দনে,
জ্ঞান হয় যেন তাতে,
পাখা বিস্তারিয়া, মৈনাক উড়িয়া,
দেখিতে আইসে তাতে ॥
নিমিষে আসিয়া, গভীর ঘোষিয়া,
কাঁপাইয়া মহীধর,
আশ্রমনিকটে, ভূধরের তটে,
উপস্থিত রথবর।
নেত্রমনোহর, পরম সুন্দর,
সূর্য্যসম দীপ্তিমান্,
নাই উপমান, সুবর্ণ নির্ম্মাণ,
মায়াময় দিব্য যান ॥
মেরুশৃঙ্গসম, শৃঙ্গ তুঙ্গতম,
অম্বুদ চুম্বন করে,
নানা মণিময়, হেমস্তম্ভচয়,
চারি পাশে শোভাধরে।
গবাক্ষ সকল, করে ঝলমল,
মুকুতামণিরচিত,

২। তাতে, তাহাতে, সেই কারণে।
৪। তাতে, পিতাকে অর্থাৎ হিমালয়কে।
১৩। তুঙ্গতম, সকল হইতে উচ্চ, অতিশয় উচ্চ

মৌক্তিক-বদন, চৌদিকে কাঞ্চন-
  কিঙ্কিণী হরিছে চিত ॥
শোভে মধ্যভাগে, হীরা পদ্মরাগে,
  সুসজ্জিত চন্দ্রশালা,
মন যেন মজে, বৈজয়ন্ত ধ্বজে,
  দেখিলে পতাকামালা।
ঘণ্টাতে শোভিত, রতনে ভূষিত,
  অদ্ভুতরূপ স্যন্দন,
রতন কিরণে, যেন ক্ষণে ক্ষণে,
  প্রতিহানে দরশন ॥
কোন কোন স্থলে, শুভ্র মণি জ্বলে,
  তাহে যেন হাস্য করে,
কোথাও পাটল, পদ্মরাগোপল,
  নেত্রসম শোভা ধরে।
কোন অঙ্গগত, মণি মরকত,
  শোভে কনকের মাঝে,

১। কাঞ্চনকিঙ্কিনী সুবর্ণনির্ম্মিত ক্ষুদ্রঘণ্টিকা অর্থাৎ ঘুঙ্গুর সকল, তাহাই মৌক্তিকবদন অর্থাৎ ঘুঙ্গুরের মুখে মুক্তা গাঁথা আছে।

৪। চন্দ্রশালা, রথের সর্ব্বোপরি যে চূড়া থাকে তাহার নাম চন্দ্রশালা, দেবচূড়া।

১০। প্রতিহানে, প্রতিঘাত করে।

১৩। পদ্মরাগোপল, পদ্মরাগ মণি।

গৌরীর তনুতে, কস্তুরীবিন্দুতে,
  চিত্রক যেমতি সাজে॥
রথের উপর, সাজে বহুতর,
  বিবিধ আয়ুধগণ,
গদা নাগপাশ, অসি দিব্য প্রাশ,
  অশনি অরি-ভীষণ।
বহে সেই যান, পুরুষপ্রমাণ,
  হাজার দশ তুরঙ্গ,
সূক্ষ্ম রোমে ব্যাপ্ত, স্নিগ্ধে যেন লিপ্ত,
  নিতান্ত মসৃণ অঙ্গ॥
দেহ নহে কৃশ, মনে স্থূল ভৃশ,
  কুঁদে যেন উল্লিখিত,
কান্ধের উপর, যুগ গুরুতর,
  তবু উচ্চশিরে স্থিত।
লাগাম টানায়, মুখ বেঁকে যায়,
  তবু যেতে চায় আগে,

১। গৌরী, গৌরাঙ্গী স্ত্রী।
২। চিত্রক, তিলক।
৯। স্নিগ্ধ, রোকন, রঙ্গতৈল। মসৃণ, চিক্‌চিক্ করে। অর্থাৎ যে সকল ঘোড়ার গা অতিশয় চিক্‌চিকা ও সুক্ষ্মরোমে ব্যাপ্ত, বোধ হয় যেন রোকন দেওয়া।
১২। উল্লিখিত, কাটা।
১৩। যুগ, যোআল।

দেহে যেন বল, না ধরে ভূতলঃ,
থুঁড়িছে খুরাগ্রভাগে ॥
পুচ্ছ ঝাড়া দিয়া, হেষিত করিয়া,
নাসিকার শব্দ-ছলে,
নিয়মিত গুণ, বুঝি পুনঃ পুন,
শিথিল করিতে বলে।
শিখীর মতন, বরণ চিকণ'
গ্রীবাও শিখীর ন্যায়।
নানা বিভূষণ, অঙ্গে সুশোভন,
শিরে হীরা শোভা পায় ॥
কণ্ঠে হিরণ্ময়, কিঙ্কিণীপ্রচয়,
মধুর মধুর বাজে,
উচ্চৈঃশ্রবা সম, কর্ণ উচ্চতম;
ধবল চামরে সাজে।
শিবের মতন, ললাট ভূষণ,
চান্দ ধরে মনোরম,
দিব্যশক্তিতে, ব্যোমসরণিতে,
উড়ে গরুড়ের সম ॥
জলধির মত, করে অবিরত,
ফেণপুঞ্জ উদ্বমন,

৫। নিয়মিত গুণ, যে লাগাম টানিয়া ধরা হইয়াছে।
৭। শিখী, ময়ূর।
১৬। চান্দ, চন্দ্রাকৃতি ধবল রোমরাজি বা, চিত্র।

পবনেরো আগে, যেতে চায় রাগে,
মনের গতি যেমন।
বিমান দেখিয়া, বিস্ময় মানিয়া,
পার্থ হয় হতজ্ঞান,
বিতর্কিছে চিতে, পুন ধরণিতে,
আসিল কি মরুত্বান্॥
হেনকালে ভূমে দ্রুত নামিল মাতলি সুত,
দৈবশক্তি বলে, রথ সেই স্থলে,
রহিল তুরঙ্গ যুত।
কৌন্তেয়ের কাছে গিয়া, যন্তা কহে সম্ভাষিয়া,
মাতলি আমার, নাম মঘবার,
করি সারথির ক্রিয়া॥
তোমার আশ্রমে রথ, এনেছিহে মহারথ,
অমর-পুরীতে, তোমারে লইতে,
বাসবের আজ্ঞামত।
অপেক্ষা করিছে তব, মুখ দরশনোৎসব,
তারকা বেষ্টিত, চন্দ্র সম স্থিত,
অমর মাঝে বাসব॥

৬। মরুত্বান্, ইন্দ্র।
১০। যন্তা, সারথি।
১১। মঘবা, ইন্দ্র।

সজ্জহয়ে যশোধন, রথে কর আরোহণ,
ত্রিদশ-নগরে, গিয়া পুরন্দরে,
দেখ হে পৃথার ধন।
শুনি কহে ধনঞ্জয়, ধন্য হৈনু মহাশয়,
দেবের কৃপায়, ঊর্দ্ধগতি পায়,
অধমও যদি হয়॥
মাল্যসম ইন্দ্রাদেশে, ধরিলাম শিরোদেশে,
স্যন্দনে আপনি, বসুন এখনি,
অধম চড়িবে শেষে।
পার্থের হৃদয় জেনে, মাতলি চড়ে বিমানে,
বসিয়ে সুধীর, অশ্বগণে স্থির,
করিল বল্‌গা টেনে॥

ঐন্দ্রি আনন্দিত হিয়া, গঙ্গাতে অবগাহিয়া,
জপ্য মন্ত্র জপিলা বিধানে,
পরে জলাঞ্জলি দিয়া, পিতৃলোকে সন্তর্পিয়া,
সন্তর্পিল অগ্নিতে গীর্ব্বাণে।
লইল বিশিখ ধনু, ইরম্মদ শক্রধনু,
বর্ষা জলধর যেন ধরে,

১৩। ঐন্দ্রি, ইন্দ্রের পুত্র অর্থাৎ অর্জ্জুন।
১৬। গীর্ব্বাণ, দেবতা।
১৭। ইরম্মদ, বজ্রাগ্নি। শক্রধনু, ইন্দ্রের ধনু, ইন্দ্রের ধনু, অর্থাৎ রামধনুক।

যাইয়া রথের পাশে, প্রমদ-গদ্গদ ভাষে,
আমন্ত্রিতে লাগিল মন্দরে ॥
স্বর্গের সোপান তুমি, মুনিজন-বাসভূমি,
উপকার যেন মূর্ত্তিমান্,
উন্নতি গৌরব তব, উপযুক্ত গুণ সব,
বিধি বুঝি বুঝি কৈল দান।
গন্ধর্ব্ব কিন্নর যক্ষ, তব শৃঙ্গে লক্ষ লক্ষ,
পরম সুখেতে সদা রয়,
কল্পতরু শাখোপরি, যেমন কুলায় করি,
থাকে নানাবিধ পক্ষিচয় ॥
সাগর মন্থনে আগে, বদ্ধ হয়ে মহানাগে,
সহিয়াছ কষ্ট বহুতর,
সুধা দিয়া সেই ঋণে, চিরদিন সুরগণে,
বদ্ধ করিয়াছ গিরিবর।
অতি সুখে তব অঙ্কে, ছিনু আমি নিরাতঙ্কে,
জনকের কোলে শিশু যথা,
তোমার পবিত্র বনে, বাস যবে পড়ে মনে,
ভুলি আমি প্রাসাদেরো কথা ॥
মথন সময়ে তব, অঙ্গে লগ্ন সুধাদ্রব,
ঝরে বুঝি নির্ঝরাম্বুচ্ছলে,

১ মহানাগ, বাসুকি।

খাইয়াছি মধুসম, রসে পূর্ণ স্বাদুতম,
তব তরুফল কুতূহলে।
কাচতুল্য সুবিমল, তোমার নদীর জল,
শুচি করিয়াছে মোর কায়,
রম্য তব সানুদেশ, হরিয়াছে শ্রমক্লেশ,
সুশীতল তরুর ছায়ায়॥
আকাঙ্ক্ষিয়া পরসাদ, সেবয়ে তোমার পাদ,
শৈলরাজ যত স্বর্গকামী,
প্রসন্ন হইয়ে মোরে, শুভ আশীর্ব্বাদ কোরে,
কহ পিতঃ "স্বর্গে যাও তুমি।"
হেন কহি ধনঞ্জয়, যেমন বিরত হয়,
অমনি মন্দর শৈলপতি,
প্রতিশব্দ চ্ছলে পার্থে, বুঝি স্বর্গ গমনার্থে,
তাই কয়ে দিলা অনুমতি॥

এইরূপে বাসবনন্দন, মন্দরে করিয়া আমন্ত্রণ,
রথ প্রদক্ষিণ করি, আরোহিলা তদুপরি,
গিরিশৃঙ্গে কেশরী যেমন।
চন্দ্রশালে কনক বেদিতে, রতন আসনে হৃষ্টচিতে,
বসিয়া সে মহামতি, মাতলি সূতের প্রতি,
আজ্ঞা দিলা রথ চালাইতে॥

সূতবর লাগাম ছাড়িয়া, আঘাত করিল কশা দিয়া,
পূর্ব্ব অঙ্গ সঙ্কোচিয়া, ঊর্দ্ধে মুখ বাড়াইয়া,
অশ্বগণ উঠিল উড়িয়া।
হিমালয় হইতে সত্বরে, দিব্যযান উঠিল অম্বরে,
উদয় অচল হতে, রবিরথ ব্যোমপথে,
প্রাতে যেন উঠে বেগভরে॥
তীর তারা সমীরণ মন, জিনিয়া সে রথের গমন,
তথাপি অচল দেহে, রথে বীর বসি রহে,
দেখি কহে মাতলি তথন।
অপূর্ব্ব তোমার বীর্য্যসার, এরূপ না দেখি আমি আর,
এ রথ চলনে বীর! রহিলে হইয়া স্থির,
অনায়াসে গিরি যে প্রকার॥
চিরদিন দেখিয়াছি আমি, এ যান হইলে বেগগামী,
ধীরে চালাইতে কয়, সঘনে কম্পিত হয়,
স্তম্ভ চেপে ধরে দেবস্বামী।
ইন্দ্র হইতেও অতিশয়, গুরু তুমি হেন জ্ঞান হয়,
ইন্দ্রে লয়ে যত দ্রুত, যেতে পারে অশ্বাযুত,
তোমা লয়ে তত দ্রুত নয়॥
তবু দেখ জ্ঞান হয় মনে, দ্রুতবেগে অশ্বের চলনে,
রথের চাকার মত, যেন দিক্-চক্র যত,
ঘুরিতেছে জলদের সনে।

৫। উদয় অচল, উদয়পর্ব্বত।
৮। অচলদেহে, স্থিরশরীরে।

নিম্নদিকে হের মহাবল, পড়ে যেন অধোতে ভূতল,
ক্ষণে বুঝি গ্রাম নদী, পর্ব্বত কানন আদি,
একরূপ হইল সকল ॥

গগন লঙ্ঘিয়া দিব্য যান, এই আক্রমিল জ্যোতিঃস্থান,
দিগ্দন্তীর মদযুত, স্বর্ণদী তরঙ্গে পূত,
মৃদু মৃদু পড়ে পবমান।

এই দেখ লোক সমুদয়, দেব ঋষিগণের আলয়,
এখানে না তপে রবি, চন্দ্র নাহি দেয় ছবি,
পুণ্যেতে আপনি প্রভাময় ॥

দ্বীপতুল্য ভুবন এ সব, কামচর অতুল বিভব,
দূরক্ষিতিতলহতে, মানবের দৃষ্টিপথে,
তারারূপে হয় অনুভব।

নাই শীত নাই গ্রীষ্ম ক্লেশ, নাই ক্রোধ লোভ হিংসা দ্বেষ,
নাই জরা দৈন্য ক্লম, মুনির মানস সম,
সর্ব্বদা প্রশান্ত এই দেশ ॥

অন্ধকার হইতে যেমন, আলোতে প্রফুল্ল হয় মন,
ভূমিতল তেয়াগিয়া, এখানে আসিয়া হিয়া,
হরষিল মোদের তেমন।

এ স্থান হইতে ইন্দ্রালয়, ঐ দেখ অদূরে দৃষ্ট হয়,
প্রাচীরের মধ্যহতে, বুঝি তোমা নিরখিতে,
শির উঠাইছে সৌধচয় ॥

৭। লোক, ভুবন, জগৎ।
১০। কামচর, প্রভুর ইচ্ছানুসারে গমনাগমন করে।

দেখ যেন চপল গতিতে, তনয় বলিয়া কোলে নিতে,
নিজেই অমরাবতী, সোহাগে তোমার প্রতি,
আসিতেছে হেন লয় চিতে।
পবনে কম্পিত পতাকায়, হর্ম্ম্যগণ অলঙ্কৃত-কায়,
জ্ঞান হয় ঊর্দ্ধকরে, আদরে আহ্বান করে,
দ্রুততর যাইতে তোমায়॥
মুকুতার তোরণমালায়, নিকটে গোপুর শোভা পায়,
তব শুভ আগমনে, আনন্দ-মগন মনে,
দেখ বুঝি হাসিতেছে তায়।
দেবনদী অমরাবতীর, দেখ যেন পরিখা গভীর,
তরঙ্গ-ভঙ্গীর ছলে, হাত তুলি কলকলে,
তোমারে ডাকিছে যেন ধীর॥
মন্দাকিনী ইহার নাম, বহু অদ্ভুত দৃশ্যধাম,*
কনকসিকতাময় পুলিনা, কনকরজতরুচি নলিনা।
কাচসদৃশ বিমল জলা, সতীনারীসম হৃদয় খোলা,
যত পদার্থ মগন নীরে, সব দেখা যায় দাঁড়িয়ে তীরে।
কনক রোহিত অগাধ লীন, উলটে রজত চিতোল মীন,
মরকত চিত রজতপুঁঠী, খেলিছে সলিলে লাফিয়ে উঠি।

৭। গোপুর, পুরের দ্বার।
১৮। মরকত চিত—ইন্দ্রনীলমণিদ্বারা খচিত।
*। যে বর্ণের উপরে—এইরূপ গুরুচিহ্ন আছে, তাহা গুরুরূপে এবং তদ্ভিন্ন সমস্ত বর্ণই লঘুরূপে পাঠ করিতে হইবে।

রোহিত চিতোল শফরমীন, ত্রিবিধ প্রকৃতি দেখায় তিন,
কনক চঞ্চু কনক পাদ, রজতহংস করে নিনাদ।
চতুরানন-রথ বহন, করে এই সব হংসগণ,
সৌগন্ধিক কুসুমবন, সৌরভ ভরে মাতায় মন।
এ কুসুম নাই ধরণীতলে, স্বরগে আসিলে তাই দেখিলে,
কনক কমল সলিলে ফুটে, কনক কদলী ফলিছে তটে।
কনক কমলে কনক ছবি, হাসেন বসিয়ে কমলাদেবী,
পবনচলনে কমল হেলে, রমাদেবী যেন দোলায় খেলে।
মুখ সৌরভে ভ্রমরকুল, দেবীর বদনে ধায় আকুল,
করকিসলয়ে কমল তুলি, সলীলা কমলা তাড়ান অলি।
কুবলয় বনে অলি পশিয়া, মলিনে মলিন গেল মিশিয়া,
সমান বরণ দুইটি হলে, সন্ধিকরণে যেমন মিলে।
তবু স্বভাবের দোষে ভ্রমর, চুপে নাহি রহে হয় মুখর,
তাই পলায়িত সেই কিতবে, অনায়াসে পারে বুঝিতে সবে।
এ দিকে রজত কমল বনে, বাণী মজেছেন বীণ্‌বাদনে,
কত মূরছনা কতই তান, বিবিধ রাগ মূর্ত্তিমান্‌।
স্বর মিলাইয়ে বীণের স্বরে, মধুমাখা মুখে অলি গুঁজরে,
বীণের যেমন চিকারি সুর, তেমতি অলির সুর মধুর।

১। ত্রিবিধপ্রকৃতি—সাত্ত্বিকী, রাজসী, তামসী এই ত্রিবিধ প্রকৃতি।
৩। চতুরানন—ব্রহ্মা।
৭। কনক ছবি—সুবর্ণের ন্যায় গৌরাঙ্গী।
১০। কিসলয়—পল্লব।
১১। কুবলয়—নীলোৎপল।
১৪। কিতব—শঠ।

চরণপীঠ-কমলদলে, মৃদু ঘাত দিয়ে পদকমলে,
তালে তালে দেবী বাজান বীণ, নাদ ব্রহ্মে হৃদয় লীন।
খঞ্জনযুগ ফুট কমলে, নাচিতেছে সেই বীণের তালে,
বিবিধ দিব্য বিহগগণ, তটতরুশিরে করে কূজন।
বাণীর বীণের মধুর তান, শিখিবারে বুঝি করিছে গান,
দিব্য বিটপী দেখহ তীরে, আছে ফুল ফলে নম্রশিরে।
বিদ্যা আর বিনয়ে নত, রয়েছ সতত তুমি যেমত,
তার শিরে বসি গুহময়ূর, ডাকিছে ধরিয়ে খরজ সুর।
মরকত তনু কোকিলপাখী, পদ্মরাগসদৃশ আঁখি,
পঞ্চম সুরে করিছে গান, সুধারসে যেন পূরায় কান।
উমার সিংহ চরিছে তটে, হরবৃষ চরে তার নিকটে,
উভয়ের দেখ কত পীরিতি, সিংহে চাটিছে বৃষভপতি।
সিংহ আবার করে আদর, গলকম্বলে বুলায় কর,
সাবধানে তনু হইতে তার, ডাঁশ মাছি তু'লে করে আহার।
যেমতি পীরিতি উমাগিরিশে, তেমতি প্রণয় সিংহে বৃষে,
যে দেব যেমন সেই প্রকার, ভূষণ বাহন সব তাঁহার।

১। চরণপীঠ—পাদপীঠ অর্থাৎ পায়ের আসন।
৪। কূজন—শব্দ।
৬। বিটপী—বৃক্ষ।
৮। গুহময়ূর—কার্ত্তিকেয়ের বাহন ময়ূর।
৯। পদ্মরাগ—রক্তবর্ণ মণিবিশেষ।
১৩। গলকম্বল—গোরুর গলার লোলচর্ম্ম।

যমের বাহন যমসমান, চরিছে মহিষ খরবিষাণ,
পবনবাহন চরে পৃষত, ত্বরিতগমন তাহারি মত।
চরিছে সুরভি গোজননী, ওলানে দুগ্ধ ক্ষরে আপনি,
কামদুঘা এই দিব্য গাই, যাহা চাই তাই দুহিলে পাই।
নন্দিনী আদি দুহিতাসনে, বিহরেন দেবী মুদিত মনে,
লোকে যত দেখ গোবৃষভ, সুরভি হতেই সব প্রসব।
তপ আচরিতে আকুলচিত, তাই সবে করে নরের হিত,
পর উপকারে পরাণ পণ, বেচারার মত কালযাপন।
বৃষভ বলদ লাঙ্গল টানে, মানবে বাঁচায় জীবিকাদানে,
ধান্য মুদ্গ গোধূম যব, তাদেরি প্রসাদে পায় মানব।
ভার বয়ে দেয় বহে শকট, কতগুণ কব তব নিকট,
গাবীগণ দেখ অবলাজাতি, তবু হিত করে যত শকতি।
বিমুখ করিয়ে নিজতনয়ে, বিতরে দুগ্ধ মানবচয়ে,
তৃণলতা পাতা আহার করে, অমৃত মধুর দুধ বিতরে।
দধি ক্ষীর ছানা মালাই ঘৃত, দুধ হতে হয় মিঠাই কত,
জননীর দুধ শিশু না পায়, গাবীগণ তার দুধ যোগায়।
অতি কৃতঘ্ন মানবগণ, এ হেন জাতিকে করে তাড়ন,
নিঠুর কেহ বা আবার তায়, বধ করি আহা আমিষ খায়

১। বিষাণ– শৃঙ্গ বা শিং
২। পৃষত– মৃগ বিশেষ।
১৮। আমিষ—মাংস।

অতি পবিত্র গোরুর চিত, তবু নহে ভীত নহে কুপিত,
এই শুচি জাতি পালে যে জন, তারি করগত দেবভবন।
যারা দুখ দেয় তাহারা কভু, স্বরগে উঠিতে না হয় প্রভু,
ভীষণ নরকে তাদের গতি, কভু কৃতঘ্নে নাই নিষ্কৃতি॥

সুরপতি বাহন হের উদ্দামা
অই কুঞ্জর ঐরাবত নামা
শুদ্ধ রজত সম তনু পরকাশে
জিনই মতঙ্গজ গিরি কৈলাসে।
ভীষণ মুখভূষণ রদ চারি
দানব হৃদয়কপাট বিদারী
গঙ্গাবতরণ সময়ে দন্তে
এ গজ ভেদিল গিরি হিমবন্তে।
পুঞ্জিত অলিকুল মদজল লোভে
কর্ণোৎপল সম গণ্ডে শোভে
গাত্রে করশীকর-আসারে
বীর্য্যোষ্মা যেন সতত নিবারে।

২। শুচি—শুদ্ধান্তঃকরণ। করগত—হস্তগত অর্থাৎ অধীন।
৫। উদ্দামা—শৃঙ্খলশূন্য, বন্ধনরহিত।
৮। মতঙ্গজ—হস্তী।
৯। রদ—দন্ত।
১১। পুঞ্জিত—পুঞ্জীভূত।
১৫। করশীকর-আসারে—শুঁড়ের মধ্যহইতে যে জল বাহির হয় তাহার ধারাবৃষ্টিদ্বারা।
১৬। বীর্য্যোষ্মা—আত্মতেজের গরমাই।

সুরপতি সম অতি নির্ভয়চেতা
এ কুঞ্জরবর সমর বিজেতা
ক্ষীর পয়োনিধি মথি অতিযত্নে
লভিল পুরন্দর এ গজরত্নে ॥
অই হের দূরে কুন্তীনন্দন
নয়নানন্দন উপবন নন্দন
শোভে নবঘনসম বনরেখা
নীলগিরির যেন দূরে দেখা।
উপবন শোভই সুরধুনি কূলে
যেন শিশুকৃষ্ণ যশোদা কোলে
নীরে রাজই নিমগন ছায়া
জননীহৃদি যেন সন্ততিমায়া।
সব তরুমস্তক সুষম সমুন্নতি
ছত্র সদৃশ পরিমণ্ডল-আকৃতি
তরুগণ শিখরে স্তবক বিকাশে
উড়ুকুল শোভই যেন আকাশে

১১। রাজই—রাজিত হয় অর্থাৎ শোভা পায়।

১৩। সুষম সমুন্নতি—যাহাদিগের উচ্চতা সুন্দররূপে সমান অর্থাৎ কোন তরু হ্রস্ব কোন তরু দীর্ঘ নহে।

১৪। পরিমণ্ডল-আকৃতি—সর্ব্বতোভাবে গোলাকার।

১৫। স্তবক—ফুলের থকা।

১৬। উড়ুকুল—নক্ষত্রসমূহ।

এই বন-সুরভি সমীরণ সেবি
আমোদিত সব দেবা দেবী
মন মোদন হরিচন্দন গন্ধে
যুবতি যুবক মজে প্রেমানন্দে।
দরশাইব বন কোন অবকাশে
না হইও উৎসুক দরশন-আশে।
শিক্ষা সময় বিরত হও ভোগে
বহু সুখ ভুঞ্জিও অবসর যোগে॥
এইরূপে ধনঞ্জয়, বিবিধ অদ্ভুতময়,
মাতলি দর্শিত স্বর্গ দেখিয়া দেখিয়া
রথের সবেগ চারে, অমরাবতীর দ্বারে,
নিমিষের মধ্যে যেন উত্তরিল গিয়া।
দেবতার মুখে তথা, নিজগুণ-স্তুতি-কথা,
আশীর্ব্বাদ সহকারে, পুনঃ পুন শুনি,
শঙ্খ ভেরী নিনাদিত, সিদ্ধস্থানে উপস্থিত,
হইয়া মান্ধাতা সম, শোভিল ফাল্গুণি॥

ইতি নিবাতকবচ-বধে
মহাকাব্যে ইন্দ্রলোকাভিগমন নামে
তৃতীয় সর্গ।

৬। উৎসুক—উৎকণ্ঠিত—উতলা।
৮। অবসরযোগে—অবকাশ পাইলে।
১১। সবেগ চারে—বেগযুক্ত গমনে।

চতুর্থ সর্গ।

কিরীটী কিরীট সম সুমেরুগিরির
কনক প্রাচীর হেরে অমরাবতীর
প্রাচীরের গায়ে হেরে মণিস্তম্ভ সারি সারি
তদুপরি হেমময় কলস রুচির
প্রতি কলসের শিরে হিরণ্ময়ী ধ্বজ যষ্টি
ধ্বজোপরি পতাকা হেরিল কুরুবীর।
বিবিধ রতন রেখা-চিত্রিত বরণ দেখে
নগরতোরণ ইন্দ্র-ধনুর সমান
তার শিরে কনক-কলকাবলি ঝলমলি
অধোভাগে মুকুতা ঝালর লম্বমান।
দুই পাশে দুটি দুটি মরকত মণিময়
তোরণ-ধরণস্তম্ভ শোভিছে সুন্দর
দর্পণ জিনিয়ে শুচি জলস্তম্ভ সমরুচি
দিগ্‌দন্তিপদ সম নিতান্ত পীবর।

১। কিরীটী, অর্জ্জুনের নাম। কিরীট, মুকুট শিরোভূষণ।

৮। নগরতোরণ, নগরদ্বারের খিলান।

১২। তোরণধরণস্তম্ভ, যে স্তম্ভের উপরে খিলান থাকে সেই স্তম্ভ।

১৩। জলস্তম্ভ, মেঘহইতে হস্তিশুণ্ডাকার যে বাত্যা জলাকর্ষণ করে তাহার নাম।

১৫। পীবর, স্থূল—মোটা।

পুরীর সীমন্ত যেন তার মাঝে মহাপথ
সুসরল সুদীর্ঘ সুষম সুবিস্তার
সমুজ্জ্বল দিব্য বেশে বিবিধ আয়ুধ ধরি
বহু কোটি দেবসেনা রাখে পুরদ্বার।
সেই দ্বারে মহারথী পশিল অমরাবতী
রবি যেন পূর্ব্বদ্বারে প্রবেশে গগন
দৌবারিকপানে হেরি মাতলি ইঙ্গিত দিল
আদরে ছাড়িল দ্বার দৌবারিকগণ।
দেবযানে হেরি বীরে একেবারে দেবসেনা
আয়ুধ তুলিয়ে সবে দক্ষিণে চালায়
"তোমারি দক্ষিণ হয়ে অস্ত্র চালাইব মোরা"
এই আশীর্ব্বাদ যেন ইঙ্গিতে জানায়।
ধনুতে যুড়িয়ে গুণ অমনি কৌরবমণি
অশনি গর্জ্জন সম করিল টঙ্কার,
স্বর্গীয় গাণ্ডিব ধনু সাধিতে স্বর্গের হিত
হরিষে করিল যেন কণ্ঠের ক্রেঙ্কার।
টঙ্কারি পরম ধনু অমরসেনার প্রতি
প্রণমিল ধনঞ্জয় শুনাইয়ে নাম,
পরিচয় পেয়ে তারা আশীষ করিল সবে
[illegible]য়ী হও সর্ব্বত্র পূরুক মনস্কাম।"

১। সীমন্ত—সিঁতী।
১১। দক্ষিণ, অনুকূল, অথচ দক্ষিণদিগ্‌বর্ত্তী
১৪। অশনি, বজ্র, বাজ।
১৬। কণ্ঠের ক্রেঙ্কার, গলা খেঁকার দেওয়া।

দুই পাশে দেবসেনা দাঁড়াইল সারি সারি
মাঝে বিজয়ের রথ ধীরে ধীরে যায়,
বীরের বদনপানে চাহিয়ে মাতলি পুন
দেবসেনা বিবরণ তাঁহাকে শুনায়।
হের জলনিধি সম ভীমকান্ত সুরচমূ
রুষিলে ভয়দা কিন্তু তুষিলে জয়দা,
অসুরের কালরাত্রি সুরের মঙ্গলদাত্রী
বিপদ সম্পদ দুই হস্তগত সদা।
যে জন কুপথগামী বিপদে পাড়েন তারে
সুপথে যে চলে তার বাড়ান সম্পদ,
ইহলোকে সেই সাধু পিয়ে সুমধুর যশ
পরলোকে সুধা পিয়ে পেয়ে দেবপদ।
প্রথমত হের পার্থ পৃষতবাহনে অই
ঊনপঞ্চাশত দেব নামে সমীরণ,
জলজনি অম্লজনি প্রভৃতি সন্ততিসহ
চারিদিকে প্রাণাপান-আদি পরিজন।

২। বিজয়, অর্জ্জুনের নাম।

৫। ভীমকান্ত, ভয়ানক অথচ কমনীয়মূর্ত্তি।

১৩। পৃষত, মৃগবিশেষ।

১৪। জলজনি হাইড্রোজনগ্যাস। অম্লজনি অক্সিজনগ্যাস।

১৫। প্রাণ, যে বায়ু নিশ্বাসপ্রশ্বাসরূপে গতাগতি করে। অপান, যে বায়ু অধোদেশ দ্বারা নির্গত হয়।

ইঁহারা যাহার দোষে রোষেতে বিকৃত হন
বহুবিধ ব্যাধি তারে করে আক্রমণ
গাত্রকম্প শিরোরোগ কুণ্ঠতা কুব্জতা যোগ
শূলাঘাত সম শূল উন্মাদ মরণ।
গ্রাম নগরের প্রতি কুপিত হইলে পুন
বাত্যারূপে ইঁহারা করেন মহামার
তরুগুল্ম উপাড়িয়া গৃহদ্বার উড়াইয়া
নরপশু ঘুরাইয়া করেন সংহার।
যে দেশের পানে পুন ইঁহারা করেন কোপ
ঝড় বয় সেই দেশে অতি বলবান্
গিরিশৃঙ্গ ভাঙ্গে বেগে সৌধ-আদি কোথা লাগে
তরুলতা জনপ্রাণী হয় ম্রিয়মাণ।
কিন্তু এই দেবগণ যার প্রতি প্রীত হন
ধাতু পুষ্ট হয় তার বাড়ে তেজোবল
তুষিলে দেশের পানে শীতলপরশ দানে
শরীর জুড়ান আর শোষেন ভূতল।
ইঁহাদের অনুগ্রহে জগত জীবন্ত রহে
নিগ্রহে নিশ্বাস রোধ তখনি মরণ
জগত পরাণ নাম অলৌকিক গুণগ্রাম
ঈশ্বরের মত সদা সর্ব্বত্র গমন।
দিতির উদরে জন্ম তথাপি অসুর নন
সুরগণ সঙ্গে সখ্য অমল স্বভাব

৬। বাত্যা, ঘূর্ণাবায়ু, বায়ুড়ী।
২১। অসুর, সুরদিগের বিরোধী।

অমরপতির সনে সতত সোদর ভাব
সেই হেতু ইঁহাদের দেবপদ লাভ।
বেগে পবমান সম পরমান পরাক্রম
যুবরাজ ভীমসেন এই দেবসুত।
মাতার সদৃশী কন্যা কুলদ্বয়ে হয় ধন্যা
পুত্র ধন্য পিতৃসম রূপগুণযুত।
পুষ্কর আবর্ত্ত দ্রোণ সংবর্ত্ত নামেতে হের
দেবেন্দ্র সচিব দেব জীবনদ চারি
ইন্দ্রনীল জিনি তনু স্কন্ধেতে মহেন্দ্রধনু
কুক্ষিতে বিজুলী খেলে যেন তরবারি।
কামরূপ এই দেব ধরেন বিবিধ রূপ
গগনব্যাপক কভু কভু বিন্দুসম
কখন পর্ব্বতাকৃতি কখন কলভাকার
কভু বা ভীষণতম কভু চারুতম।
রুষিয়া এ দেবগণ গর্জ্জন করেন যদি
সঘনে কম্পিতা হন দেবী বসুমতী
কুণ্ডলী পাকিয়ে শিশু লুকায় মাতার কোলে
গর্ব্ভবতী ত্যজে গর্ভ্ভ গর্ব্ব মৃগপতি।
বরষি মুষলধারে ডুবাতে পারেন ধরা
পাতর বরষি বিশ্ব পারেন চূর্ণিতে
আগ্নেয় কুলিশপাতে দহিতে পারেন লোক
শীতল কুলিশে সৃষ্টি পারেন ভাঙ্গিতে।

৮। সচিব, অমাত্য। জীবনদ, মেঘ, জলদ।
১৩। কলভ, হস্তিশাবক।

তুষিলে ইঁহারা পুন সমুচিত বরিষণে
ধনধান্যে পরিপূর্ণ করেন ধরণী
তাপিত জগতজনে জুড়ান অমৃতদানে
সে অমৃতে মৃততরু মঞ্জরে অমনি।
অনুরূপা ইঁহাদের শকতি চপলাদেবী
নিমিষে ভুবনত্রয় করেন ভ্রমণ
যে দেশের যে বারতা তখনি জানিয়া সব
মহেন্দ্রের কাণে কাণে করান শ্রবণ।
সম্মুখে যে প্রভাপুঞ্জ দৃষ্টিপ্রতিঘাত করে
অই প্রভা মাঝে আছে দ্বাদশ মূরতি
অপ্রমিত তেজোধাম দ্বাদশ আদিত্য নাম
ছড়িয়ে পড়িছে তেজ ব্যাপিয়ে জগতী।
ইঁহারা করিলে উষ্মা শোষিতে পারেন সিন্ধু
দহিতে পারেন বিশ্ব সগিরিকানন
প্রসন্ন হইলে পুন পরশি কবোষ্ণ করে
হরেন ধরার রস শ্লেষ্মার মতন।
সন্তাপিতা হলে ধরা সেই রস দিয়ে পুন
সন্তাপ নাশিয়ে তারে করেন সফলা
তিমির অসুরে নাশি দৃষ্টি দেন তিনলোকে
দিবানিশা প্রভৃতি সৃজেন কালকলা।

১৫। কবোষ্ণ, ঈষদুষ্ণ।
২০। কালকলা, কালের ভাগ বা অংশ

রোহিত অশ্বের পৃষ্ঠে হুতবহদেবে হের
ধূমধ্বজ উড়াইয়ে করেন ভ্রমণ
উষ্মরূপে এই দেব পশিয়ে রুধির মাঝে
প্রাণীর শরীরযন্ত্র করান চালন।
ইঁহারই তেজোগুণে অন্ন পাক করে নর
চর্ব্ব্য চুষ্য লেহ্য পেয় বিবিধপ্রকার
ইনি তেয়াগেন যারে প্রাণানিল ছাড়ে তারে
অনল অনিল দোঁহে সৌহৃদ অপার।
প্রসন্ন হইলে ইনি সাধেন বিবিধ হিত
রুষিলে করেন দাহ পুরগ্রাম বন
দেব আর নরমাত্র ইঁহার প্রসাদ পাত্র
নাহি জানে ইঁহার আগম পশুগণ।
রুদ্রনামে হের অই একাদশ দেবগণে
চিতাভস্ম অঙ্গে মাখা মুণ্ডমালা গলে
ধরি শূল খরশাণ ডাকিছেন হান হান
ললাটফলকে বহ্নি ধক্‌ধকে জ্বলে।
কামাদি পতঙ্গগণ নিজে করি আগমন
সেই বহ্নিমাঝে পশি হয় ভস্মসাৎ
নাচিছেন মহোল্লাসে ধরা কাঁপে পদন্যাসে
রবি শশী পড়ে খসি বাড়াইলে হাত।

১। রোহিত, রক্তবর্ণ অথচ মৃগবিশেষ।
১১। প্রসাদ, প্রসন্নতা, প্রীতি।
১২। আগম, আগমন বিবরণ।

শ্মশানে সতত বাস মুখে অট্ট অট্ট হাস
বিষম নয়ন ঘোর-সংহার মূরতি
রাজা প্রজা ধনী দীন সবে এই দেবাধীন
এড়ায় এঁদের হস্ত কাহার শকতি।
ইঁহারা করিলে কোপ ক্ষণে হয় সৃষ্টিলোপ
ইঁহাদের পদতলে সবারি পতন
ভক্তে পুন হলে প্রীত বিতরেন জ্ঞানামৃত
শ্মশানবসতি মূর্ত্তি যে করে চিন্তন।
মহারথ গ্রহগণ অই দেখ অনুক্ষণ
ভ্রমিছেন কামগম মনোরম রথে
বিচিত্র দেবের শক্তি বুঝিবে কাহার শক্তি
রথ রথ্য সবে স্থিত নিরালম্ব পথে।
ক্ষণদণ্ড দিবা নিশা মাস ঋতু বর্ষময়
যেই কাল, সৃষ্টিস্থিতি সংহার কারণ
সেই কাল পরিমাণ ইঁহাদেরি নিরমাণ
ইঁহারা কালের কাল জগত শরণ।
ইঁহাদের অনুগ্রহে দীন ইন্দ্রপদ পায়
ইঁহাদের নিগ্রহে মহেন্দ্র হয় দীন
ইঁহাদের গতিবশে ঘুরে চরাচর সব
স্বর্গ মর্ত্ত্য পাতাল ঘুরিছে লোক তিন।

১০। কামগম, ইচ্ছানুসারে গমনকারী।
১২। রথ্য, রথে যোজিত অশ্বাদি।
১৬। শরণ, রক্ষিতা।

সপ্ত তুরঙ্গম জুড়ি এক চক্র রথে চড়ি
অই দেখ ঘুরিছেন রবিগ্রহপতি
জগত লোচন ইনি পদ্মরাগ মণি জিনি
অরুণ বরণ তনু অরুণ সারথি।
ইনি অভ্যুদিত হলে শুভঘটে ধরাতলে
ইনি অস্তমিত হলে অশুভ সঞ্চার
দিনে হয় স্নানদান প্রভৃতি সদনুষ্ঠান
সেই শুভ দিনমান নির্ম্মাণ ইঁহার।
রজনি নিকষাগর্ব্ভে জনমি যখন গর্ব্বে
গ্রাস করে এই বিশ্ব রাক্ষস তিমির
ইনি আসি হাসি হাসি তখন তিমির নাশি
তদুদর হতে বিশ্ব করেন বাহির।
অই হের তারাসহ রসাত্মক সোমগ্রহ
অমৃত কোমল দেহ কৌমুদীবিলাসী
মধুর অমৃত রস নিজ করে বিতরিয়ে
তরুলতা ওষধি পালেন হাসি হাসি।
ইঁহারই কলাসার হরশির অলঙ্কার
ইঁহাকে করিয়া পান দেবতা অমর
ইঁহার উদয়ক্ষণে পুত্রমুখ দরশনে
অসীম আনন্দ ভরে উথলে সাগর।

ইঁহারই বৃদ্ধিক্ষয় শুক্লকৃষ্ণপক্ষ হয়
দুই পক্ষে পঞ্চদশ পঞ্চদশ তিথি
ইনি অভ্যুদিত হলে নিশা হাসে কুতূহলে
চকোর অমৃত আশে ইঁহার অতিথি।
শ্বেতাংশুক পরিধান শ্বেত হয় শ্বেত যান
শ্বেতমালা শ্বেতচ্ছত্রে শ্বেত বিভূষণ
তথাপি ইঁহার গায় মালিন্য রয়েছে হায়
ত্রিজগতে কলঙ্করহিত কোনজন।
অই হের ভৌমগ্রহ ভ্রমিছেন অহরহ
বিবৃত লোহিতচ্ছত্রে আচ্ছাদিত শির
পিন্ধন লোহিত বাস লোহিত বিমানে বাস
লোহিত ভূষণে সাজে লোহিত শরীর।
লোহিত চন্দন মাখে লোহিত নয়নে দেখে
লোহিত পতাকা ধ্বজ সকলি লোহিত
মঙ্গল কেবল নাম বহু অমঙ্গল ধাম
ইনি যার পানে চান তাহারি অহিত।
অই দেখ বুধগ্রহ পীতবস্ত্র পীতদেহ
পীতচ্ছত্রে পীতগন্ধ পীত অলঙ্কার
পীত রথ পীত বাজি পীতাভ পতাকারাজি
ধ্বজযষ্টি পীতরুচি পীত কণ্ঠহার।

৯। ভৌম, ভূমিসুত মঙ্গলগ্রহ।
১০। বিবৃত, খোলা।

স্বভাবে থাকিলে ইনি বিতরেন শুভফল
দুষ্টগ্রহ সঙ্গী হলে ঘটান বিপদ
কি দেবতা কি মানব সঙ্গের অধীন সব
কুসঙ্গে অশুভপ্রদ সুসঙ্গে শুভদ।
অই হের মহামতি শুভগ্রহ বৃহস্পতি
কনক আসনে স্থিত কনক বিমানে
ইঁহার মন্ত্রণাবলে স্বর্গলক্ষ্মী কুতুহলে
নিদ্রা যান মহেন্দ্রের ভুজ-উপধানে।
ইন্দ্রের কুলিশ ধার ভগ্ন হয় কতবার
উপেন্দ্রের সুদর্শন কভু হয় মোঘ
ইঁহার সুতীক্ষ্ণ মতি কভু নহে ব্যর্থ গতি
অরাতি হৃদয় ভেদি সাধে শুভযোগ।
নানা শাস্ত্র অধ্যাপিয়ে দিব্যদৃষ্টি সমর্পিয়ে
দেবপুত্রগণে ইনি করেন বিবুধ
অঙ্কবিদ্যা ব্যাকরণ আধ্যাত্মিক দরশন
আন্বীক্ষিকী দণ্ডনীতি শিখান আয়ুধ।

৮। উপধান, বালিস, তাকিয়া।
৯। কুলিশ, বজ্র।
১০। উপেন্দ্র, বিষ্ণু। মোঘ, বিফল, অকৃতকার্য্য।
১২। অরাতি, শত্রু।
১৪। বিবুধ, বিশেষরূপে যাহারা বুঝিতে পারে অর্থাৎ পণ্ডিত
১৫। আধ্যাত্মিক দরশন, আত্মতত্ত্ব বিষয়ক শাস্ত্র।
১৬। আন্বীক্ষিকী, তর্কবিদ্যা। দণ্ডনীতি, অর্থশাস্ত্র।

ইঁহার বিমানচারী শিশু পশু শুক সারী
সকলেই দিব্যজ্ঞানী কারু নাই মোহ
পরশিলে স্পর্শমণি লোহ সোণা হয় জানি
পণ্ডিত সে স্পর্শমণি মূর্খ সেই লোহ।
অই হের শনৈশ্চর শ্যামকান্তি কলেবর
রথধ্বজ বসন ভূষণ সব শ্যাম
বেশ ভূষা যে প্রকার সেই মত ব্যবহার
প্রকৃতিও তেমতি তেমতি মন্দ নাম।
নাই ধনু নাই তীর দৃষ্টিতে হরেন শির
ইঁহার সম্মুখে শির কার সাধ্য রাখে
কিবা রোষে কি বা তোষে ইনি যার পানে চান
তাহারি মস্তক উড়ে বিধির বিপাকে।
পার্ব্বতীর নিমন্ত্রণে তাঁরি পুত্র দরশনে
যাইয়া যখন ইনি দেখেন গণেশে
অমনি গণেশবীর হারাইল নিজ শির
করিশির-যোজনে বাঁচিল অবশেষে॥
অন্যদিকে হের পার্থ বসন্ত সচিবসার্থ
মূর্ত্তিমান্ কামদেব করেন বিহার
সহচরী রতি সঙ্গে মাতি মধুপান রঙ্গে
মনোরথ রথে চড়ি শাসেন সংসার।

৮। মন্দ; মন্দগামী বলিয়া শনির নাম মন্দ।
১৭। বসন্ত সচিবসার্থ; বসন্ত নামক অমাত্যের সাথী।
১৮। কামদেব, কাম, উপভোগের অভিলাষ, তাহার অধিদেবতা।

ভূতলে ইহার দেহ দেখিতে না পায় কেহ
সবে বলে হরকোপে দগ্ধতনু কাম
কিন্তু এই দেবলোকে দেবগণ দিব্য চোখে
ইঁহার অনন্ত মূর্ত্তি দেখেন সুঠাম।
লোকের পছন্দমত ভোগের সামগ্রী যত
তাহারি আকারে ইনি পশেন মানসে
কভু হন্ ধনাকার কভু হন্ জনাকার
ব্যাকুল করেন মন বিষয়লালসে।
আশ্রয় করিয়া নব্য—মনের মতন্ দ্রব্য
রাগময়ী রতিদেবী পশেন প্রথমে
পিরীতি সখীর সনে রতি প্রবেশিলে মনে
সঙ্কল্পপ্রভব কাম আইসেন ক্রমে।
যেখানে পশেন রতি সেখানে কামের গতি
এই হেতু সবে বলে কাম রতিপতি
লোকমনে রতিকাম বৃন্দাবনে রাধাশ্যাম
কৈলাসে পার্ব্বতীশিব নিয়ত বসতি।
কাম জন্মে রতি হতে সেইজন্য অন্য মতে
রতির তনয় কাম মোহন মূরতি
কি দেবতা কি মানব ইঁহার অধীন সব
ইঁহার শাসন লঙ্ঘে কাহার শকতি।

৮। বিষয়লালস, উপভোগসাধনদ্রব্য বিষয়। তাহার অত্যন্ত অভিলাষ।

১০। রাগময়ী, অনুরাগস্বরূপা।

১২। সঙ্কল্পপ্রভব, কর্ম্মের মানসকে সঙ্কল্প কহে, তাহা হইতে জাত।

১৭। অন্যমতে, গ্রীক এবং ইংলণ্ডীয় কবিদিগের মতে।

কোমল ইঁহার তনু কুসুম ইঁহার ধনু
অলিমালা ধনুর্গুণ পুষ্পগুলি তীর।
অচিন্ত্য দেবের শক্তি অতিক্রমে ন্যায়যুক্তি
তথাপি ত্রৈলোক্যজয়ী এই মহাবীর।
কোকিলের কলধ্বনি ভ্রমরের গুণ্‌গুণি
মন্দিরা মৃদঙ্গ সঙ্গি বেণু বীণাযন্ত্র
মঞ্জীরের মঞ্জুধ্বান কিন্নরীকণ্ঠের তান
রতিকাম পূজনের আবাহনমন্ত্র।
হিমসম সুশীতল যৌবনের ঘর্ম্মজল
এই দুই দেবতার পাদ্যদান গণি
প্রেমময় মধুপান মধুপর্ক সম্প্রদান
প্রিয়জন নয়নমার্জ্জন আচমনী।
বিরহ রোদনধারা সিনানের উষ্ণজল
চেলি সাড়ী গরদ, বসন উপহার
বাগান, মুকুট, ফুল, সিঁতীপাটী, কাণ, দুল
হার, কণ্ঠি, চিকমালা, বহু অলঙ্কার।
হাতী ঘোড়া রথ যান, বিবিধ যৌতুকদান
আতর চন্দন চুয়া গন্ধ বিতরণ
অশোক বকুল বেলি জাতি যূথী কৃষ্ণকেলি
কমল গোলাপ শ্বেতি কুসুম অর্পণ।

৩। অতিক্রমে ন্যায়যুক্তি, প্রতিজ্ঞাদি পঞ্চাবয়বযুক্ত বাক্যকে ন্যায় কহে, তাহার যুক্তি অর্থাৎ তাহার যোগকে অতিক্রম করে, ন্যায়যুক্তির বহির্ভূত।

৭। মঞ্জীরের মঞ্জুধ্বান, নূপুরের মনোহর শব্দ।

সর্জ্জরস দেবদারু মৃগমদ কালাগুরু
শৈলেয়ের ধূমদান ধূপ উপহার
কাচপাত্রে সুশীতল আলো জ্বলে নিরমল
তাহাই দীপিকাবলী এই দেবতার।
পলান্ন পায়স ঘৃত শালি-অন্ন পরিষ্কৃত
দুগ্ধ দধি নবনী নৈবেদ্য অগণন।
প্রীতিতে চরণে ধরা পূজান্তে বন্দন করা
জীবন যৌবন দান আত্মসমর্পণ।
এ দেব প্রসন্ন হলে হাতে হাতে স্বর্গ ফলে
অপ্রসন্ন হলে পুন ঘটে বহু ক্লেশ
অভিলাষ, চিন্তা, স্মৃতি, গুণস্তুতি, ধৈর্য্যক্ষতি,
প্রলাপ, উন্মাদ, ব্যাধি, জাড্য, মৃত্যু শেষ।
শুচি মনে শুচিস্থানে শুচি উপচার দানে
যে জন দেবতা জ্ঞানে আরাধে ইঁহারে
সেই ভকতের প্রতি ইনি হন প্রীতমতি
স্বর্গীয় পিরীতি সুখ মর্ত্যে দেন তারে।

১। সর্জ্জরস, শালবৃক্ষের আটা ধুনা। মৃগমদ, কস্তূরী।

২। শৈলেয়, শৈলজনামক গন্ধদ্রব্য।

১১। ১২। অভিলাষ, প্রিয়ব্যক্তির প্রাপ্তীচ্ছা। চিন্তা, তাহার প্রাপ্তির উপায়াদিচিন্তন। স্মৃতি, তাহাকে স্মরণ করা। গুণস্তুতি, তাহার গুণের প্রশংসা করা। ধৈর্য্যক্ষতি, উদ্বেগ, অর্থাৎ ব্যাকুলতা। প্রলাপ, অনর্থক বাক্যপ্রয়োগ করা। উন্মাদ, চেতনাচেতনজ্ঞানহীনতা। ব্যাধি, দীর্ঘ-নিশ্বাস, পাণ্ডুতা, কৃশতা প্রভৃতি। জাড্য, অঙ্গের বা মনের নিশ্চেষ্টতা। মৃত্যু, মরণ। এই দশটি, কামদশা॥

শুদ্ধ বস্ত্র নিজ ধন পরিণীত স্ত্রীরতন
কামদেব পূজনের যোগ্য উপহার
পরদার বেশ্যাজন চৌর্য্যলব্ধ পরধন
মলিন বসন আদি অযোগ্য ইঁহার।
পরদারে পরধনে যে জন শঙ্কিত মনে
কুস্থানে কুকালে করে কাম আরাধন
মর্ত্ত্যেই সে নরপশু নরক ভুঞ্জয়ে আশু
অনুতাপ নরকাগ্নি দহে তার মন।
স্ত্রীপুরুষ কিবা ক্লীব যেখানে যতেক জীব
জলে স্থলে পাতালে অথবা স্বর্গে রয়
কি ধার্ম্মিক কিবা যোগী কিবা ধনী কিবা ভোগী
সকলে কামের ভক্ত কামী কেবা নয়।
কেহ হয় ধর্ম্মকামী কেহ হয় অর্থকামী
কোন জন কামকামী মুক্তিকামী কেহ
যে জন বাঞ্ছয়ে যাহা কামের বিষয় তাহা
কামসেবা বিনে কার আছে গেহ দেহ।
নারীর সাহায্যে ইনি লীলায় করেন জয়
পরম পৌরুষশালি- পুরুষপ্রবরে
সংসার তরণ তরি—ভীরুজনে অগ্রে করি
হেলায় জিনেন ইনি সাহসিক নরে।

১। পরিণীত, বিবাহিত।
৭। আশু, শীঘ্র।
১৯। ভীরু, ভয়শীলা স্ত্রী।

অবলাগণের বলে স্বর্গ মর্ত্ত্য রসাতলে
আয়ত্ত করেন ইনি যত বলবানে
রূপের মার্দ্দবগুণে ভাঙ্গেন ভেড়ার শৃঙ্গ
ফুলদলধারে ইনি কাটেন পাষাণে।
শীতল চন্দনরসে গলান কঠিন লৌহ
শরদের চন্দ্রালোকে তাতান পদ্মিনী
নিশ্বাস পবনবেগে কাঁপান অচলরাজে
বান্ধেন মৃণালসূত্রে গজরাজে ইনি।
মোহিনী রমণীজাতি কামের প্রধান বল
অগ্রণী অপ্সরাদল রমণীসমাজে
সেই সব অপ্সরার অই হের গৃহদ্বার
প্রতিদ্বারে মদনের জয়ডঙ্কা বাজে।
পরভৃত মধুকর দ্বার রাখে নিরন্তর
মদনশারিকা শুক দূতপণা করে
ত্রিলোকের পুণ্যচয় এ দ্বারে পুঞ্জিত হয়
সেই পুঞ্জগুলি বুঝি সৌধরূপ ধরে।

১। অবলা, বলহীনা স্ত্রী।
২। আয়ত্ত, অধীন।
৩। মার্দ্দব, মৃদুতা, কোমলতা।
৬। পদ্মিনী, পদ্মলতা, অথচ পদ্মিনীজাতীয়া কামিনী
৭। অচলরাজ, পর্ব্বতশ্রেষ্ঠ অথচ ধৈর্য্যধারী।
১০। অগ্রণী, মুখ্যা। অপ্সরা, স্বর্গবেশ্যা।
১৪। মদনশারিকা, ময়নাশালিক।

এই সব সৌধোপরি যত আছে সুরনারী
অশেষে কে দিতে পারে তাহাদের লেখা
তবু শুন গুণধাম প্রধানত কহি নাম
উর্ব্বশী, ঘৃতাচী, পঞ্চচূড়া, চিত্ররেখা।
দণ্ডগৌরী, কুম্ভযোনি, সহজন্যা, রক্ষথিনী
গোপালী, হরিণী, পূর্ব্বচিত্তি, তিলোত্তমা
মিশ্রকেশী, চিত্রসেনা স্বয়ম্প্রভা, সহা, মেনা
অলম্বুষা, প্রজাগরা, রম্ভা অনুপমা।
সকলেই কামচরী কামজয়ী হর-অরি
সকলেই কামরূপা পিরীতি মূরতি
বসন্তের ফুলসম ফুলের সৌরভ সম
সকলেরি অঙ্গে নবযৌবন বসতি।
মর্ত্ত্যের গণিকাজন ধন আশে লুব্ধ মন
স্বর্গীয় নাগরীগণ পুণ্যপণ চায়
সেই পুণ্য আছে যার ইহারা কিঙ্করী তার
অর্পিয়ে যৌবন মন সেবা করে তায়
নানাবিধ পুণ্য-পণ হাতে লয়ে ধন্যজন
অই দেখ প্রবেশিছে ইহাদের দ্বারে
যাহার যেমন পুণ্য সে তেমনি হয় মান্য
ভুঞ্জে নানাবিধ ভোগ তেমনি প্রকারে।

১৪। পণ, মূল্য।
১৭। ধন্য, পুণ্যবান্ লোক

রণশিরে ত্যজি দেহ পিপাসু হইয়া কেহ
ইহাদের পাশে আসি করে বীরপান
বিমানের অগ্রভূমে রতন পালঙ্কে তাঁয়
শোয়ায়ে ইহারা তার করে গুণগান।
দেব দ্বিজ গুরু পূজি কেহ বা শরীর ত্যজি
লভে ইহাদের পূজা নানা উপচারে
মন্দাকিনী জলে পাদ্য বিবিধ সুরভি খাদ্য
পারিজাত কুসুম ইহারা দেয় তারে।
অতিথি সেবিয়ে কেহ লভে যদি দিব্য দেহ
ইহারা অতিথি করে তারে নিজ ঘরে
পিপাসায় দেয় সুধা পুরোডাশে নাশে ক্ষুধা
চামর ঢুলায়ে তার শ্রম অপহরে।
সাধু এলে যেই জন প্রেমে দেয় কুশাসন
ইহারা বসায় তারে রত্নসিংহাসনে
প্রিয় সত্য আলাপনে যেই তোষে প্রিয়জনে
ইহারা তাহাকে তোষে প্রাণ সম্বোধনে।

২। বীরপান, যুদ্ধের পরে অথবা পূর্ব্বে বীরেরা যে মদ্যপান করে তাহাই বীরপান।

৩। বিমানের অগ্রভূমে, সাততলা ঘরের নাম বিমান, তাহার অগ্রভূমে অর্থাৎ উচ্চতলে।

১১। পুরোডাশ, দেবভোজ্য হবিষ্যান্ন বিশেষ, বোধ হয় পুরী।

প্রিয় অঙ্গে যেই জন করে গন্ধ বিতরণ
ইহারা তাহাকে হরিচন্দন মাথায়
পিপাসার্ত্ত জনে যেবা জল দিয়ে করে সেবা
ইহারা স্বর্ণদীজল তাহাকে যোগায়।
করিয়ে যে বস্ত্রদান দরিদ্রের রাখে মান
ইহারা তাহাকে তোষে অগ্নিশৌচ বাসে
যেই জন দিয়ে পূর্ত্ত যশেতে পূরায় মর্ত্ত্য
ইহাদের প্রেমসিন্ধু তরঙ্গে সে ভাসে।
অধিক কি কব আর পুণ্য দেহ আছে যার
প্রাণ হতে ইহারা তাহাকে ভালবাসে
ইহাদের ভালবাসা কামীর চরম আশা
রাজ্য ধন ত্যজে লোকে ইহাদের আশে।
ইহারা যাহাকে হেঁসে কথা কয় ভালবেসে
আজন্ম অর্জ্জিত পুণ্য সফল সে মানে
ইহারা যাহার দিকে সতৃষ্ণনয়নে দেখে
ইন্দ্রপদ পায় সে সৌভাগ্য অভিমানে।
যজ্ঞশত আচরিলে যে অখণ্ড পুণ্য মিলে
এদের প্রণয় সেই পুণ্যের সমান
ইহারা ধরিলে গলে ইন্দ্রও আনন্দে গলে
কৃত অশ্বমেধ শত মানে ফলবান্।

২। হরিচন্দন, ইন্দ্রের সেব্য গন্ধদ্রব্য বিশেষ।
৬। অগ্নিশৌচ বাস, স্বর্গীয় বস্ত্র, বোধ হয় ইস্তিরিকরা কাপড়।
৭। পূর্ত্ত, খাতাদি খনন করা।

স্বর্ণকোটি উপার্জ্জিলে যত প্রীতি নাহি মিলে
তত প্রীতি ইহাদের লভিলে প্রসাদ
লাজ পেয়ে পরিহাসে ইহারা যখন হাসে
হরেরো তখন হয় মদন-উন্মাদ।
যে সব অরির প্রতি কুলিষের নাই গতি
এদের কুহকে ইন্দ্র জিনে সেই অরি
ইহারা কটাক্ষশরে তাদিগে অধীন করে
শিশু যেন টানে বৃষে নস্যরজ্জু ধরি।
ইন্দ্রের অনভিমতে যে চলে মুক্তির পথে
অন্ধ করে ইহারা তাহাকে রাগ ধূলে
যোগী ঋষি ব্রহ্মচারী নিরখিলে সুরনারী
যোগধ্যান তপোব্রত সবে সব ভুলে।
দৈত্যগণে এরাসব দেয় নানা পরাভব
স্বপনে দেখায়ে রূপ হরে বুদ্ধিবল
চতুঃষষ্টি কলাবতী ইহারা যাহার প্রতি
কৃত্রিম বিলাস করে সে হয় পাগল।

২। প্রসাদ, প্রসন্নতা, আদর বা প্রীতি।
৫। কুলিষ, বজ্র।
৬। কুহক, মায়াজাল।
৮। নস্য, নাসিকাতে বদ্ধ।
১০। রাগ ধূলে, অনুরাগস্বরূপ ধূলি নিক্ষেপ দ্বারা।
১৫। চতুঃষষ্টি কলা, শিল্প প্রভৃতি চৌষট্টি প্রকার বিদ্যা।

গন্ধর্ব্ব কিন্নর নারী যক্ষবধূ বিদ্যাধরী
ইহাদের সহচরী রূপে অনুপমা
পদন্যাসে চিত্ত হরে বীণা জিনে কণ্ঠস্বরে
নৃত্যগীত তালমানে স্বরস্বতী সমা।
অই হের বসুগণ গণনায় আট জন
আভাস্বর, চতুঃষষ্টি তুষিত ছত্রিশ
বিশ্বদেব দশজন বার জনে সাধ্যগণ
মহারাজিকের সংখ্যা দুইশতবিশ।
দেবতা তেত্রিশ কোটি রাখে এই স্বর্গবাটী
চতুর্দ্বারে ভাগে ভাগে অতিসাবধানে
প্রত্যেকে এঁদের নাম প্রত্যেকের গুণগ্রাম
কাহার শকতি আছে নিঃশেষে বাখানে।
ঐক্য সকলেরি ব্রত সবে ইন্দ্র-অনুগত
দিব্যবলে সবে সাধে পরস্পর হিত
হিংসা দ্বেষ স্বর্গে নাই ভূতল তাদের ঠাঁই
সব দেবসেনা ঈর্ষ্যা-অসূয়া রহিত।
এ দেবসেনার বৈদ্য অই হের অনবদ্য
দিব্যজ্ঞানী অশ্বিনীকুমার দুই দেব
রূপ গুণ বিদ্যাযুত যমজ মাদ্রীর সুত
ইঁহাদের তনয় নকুল সহদেব।

১৬। ঈর্ষ্যা, পরশ্রীকাতরতা, অসূয়া, গুণের প্রতিও দোষারোপ করা
১৭। অনবদ্য, অনিন্দনীয়।

দেবতার নাই ব্যাধি নাই জরা নাই আধি
তবু যদি দৈত্যরণে অঙ্গক্ষত হয়
তবে সেই ক্ষতস্থানে বিশল্যকরণী দানে
চিকিৎসা করেন এই চিকিৎসকদ্বয়।
বিদ্যা মৃতসঞ্জীবনী এঁদেরি নির্ম্মিতা শুনি
ভূমিতলে নাই সে ওষধি সেই বেদ
সেই বিদ্যা সে ওষধি ভূতলে থাকিত যদি
ঊর্দ্ধ অধোলোকে তবে থাকিত না ভেদ।
কেহ বলে সুধা হৃদ্যা সেই সঞ্জীবনী বিদ্যা
মোরা কহি সুধা নয় মৃতসঞ্জীবনী
সুধাপান না করিলে উজ্জীবন নাহি মিলে
মৃতের সে সুধাপান অসম্ভব গণি।
সিন্ধু মথনের আগে দেবাসুরে মহারাগে
সমর হইল যবে বৈমাত্রেয় ভাবে
বলী সে অসুরদল মারিল দেবের বল
তথাপি বাঁচিল দেব বিদ্যার প্রভাবে।
বিদ্যায় বুদ্ধির শুদ্ধি প্রকাশিল দেববুদ্ধি
সাগর মথিয়ে সুধা পিব উদ্ধারিয়ে
সেই সুধারস পিয়ে নির্জ্জর অমর হয়ে
জিনিব সে বলবান্-অসুরে মারিয়ে।

১। আধি, মানসী ব্যথা।

৬। সে ওষধি, বিশল্যকরণী নামক লতাবিশেষ। সেই বেদ মৃতসঞ্জীবনী বিদ্যা।

১৬। বিদ্যার প্রভাবে, মৃতসঞ্জীবনী বিদ্যার ক্ষমতাতে।

১৯। নির্জ্জর, জরাবিহীন। অমর, মৃত্যুরহিত।

এই যুক্তি করি সবে আসিলেন ঘোর ভবে
মথিলেন ভবসিন্ধু বাহিরিল যশ
সেই যশঃসুধা পিয়ে পুণ্যদেহ উপার্জ্জিয়ে
অমর হলেন দেব, অসুর, বিবশ।
যশঃসুধা পিয়ে যেই স্বর্গভোগ করে সেই
তাহারি দেবত্বপদ অমরতা লাভ
নরও অর্জ্জিয়ে যশ সেই মিষ্ট সুধারস
পিয়ে যদি তবে তার ঘটে দেবভাব।
সব লোকে পূজে তায় স্বগৃহে আনিতে চায়
সব লোকে দেখে তার পুণ্যের মূরতি
হরিচন্দনেতে মাখা অপ্সরা চালায় পাখা
কথায় কথায় সেই মূরতির স্মৃতি।
স্বর্গলোকে জরা নাই দেবেরা নির্জ্জর তাই
মৃত্যু নাই তাই সব স্বর্গীরা অমর
না হয় যৌবন ভঙ্গ উথলে প্রেমের ভঙ্গ
ত্রিশবছরের যুবা ত্রিদশ নাগর।
স্বর্গীয় নাগরী মালা ষোলবছরের বালা
স্বর্গীয় কুসুম সব সদ্যোবিকসিত
স্বর্গীয়ের জরা নাই কুসুমের ম্লানি নাই
শরীর যশস্বী আর পুষ্প, সুবাসিত।

৮। দেবভাব, দেবত্ব।

১৫। যৌবনভঙ্গ, যৌবনের অপগম। প্রেমের ভঙ্গ, প্রেমের তরঙ্গ।

১৬। ত্রিদশ, তিনদশ অর্থাৎ ত্রিশবৎসর যাহাদের বয়স অথবা বাল্য কৌমার যৌবন এই তিন দশা যাহাদের হয় বার্দ্ধক্য হয় না।

কুসুমে না টুটে গন্ধ প্রেমেতে না ছুটে বন্ধ
নিদ্রাতে না হয় অন্ধ অস্বপ্ন দেবতা
ভোজনে অসুখ নাই অন্নে অণু দোষ নাই
স্বর্গে নাই মল মূত্রত্যাগের বারতা।
সুধা, পুরোডাশ, হব্য গোরসনির্ম্মিত দ্রব্য
স্বর্গীয় প্রজার অন্ন বিবিধপ্রকার
প্রিয়সনে পরিহাসে যে আমোদ পরকাশে
সুধা পিয়ে সে আমোদ ভুঞ্জ শতবার।
প্রণয়িজনের ঘরে পুরী খেয়ে সমাদরে
যত তৃপ্তি তত লভে দংশি পুরোডাশ
জননীর স্তন্যপানে শিশু যত হর্ষ মানে
তত হর্ষ সুরভির দুগ্ধে পরকাশ।
কল্পতরু এ নগরে বণিকের বৃত্তিকরে
পুণ্যরস পণ তার তাহাই জীবন
মূলেতে সিঞ্চিলে পুণ্য বিতরে বিবিধ পণ্য
অম্লান কুসুমমালা বিচিত্র বসন।

২। অস্বপ্ন, নিদ্রারহিত।
৩। অণু, অল্প।
৫। পুরোডাশ, দেবভোজ্যহবিষান্ন বিশেষ, বোধ হয় পুরী।
১০। দংশি, দংশন করিয়া, কামড়াইয়া।
১৪। পণ, মূল্য। জীবন, জীবিকা অর্থাৎ যাহাদ্বারা বেঁচে থাকা যায়।

মৃদু, দুগ্ধফেনকল্প পল্লব কুসুমতল্প
বিবিধ মধুর ফল নির্য্যাসের ধূপ
দিব্য অলক্তক দ্রব অভিনব পুষ্পাসব
ফলে এই দেবতরু আশা অনুরূপ।
বিশ্বকর্ম্মা এ নগরে স্থপতির কাজ করে
অনন্ত বৈচিত্র্যে বিশ্ব গড়েছেন যিনি
বিলাও পুণ্যের কড়ি তখনি দিবেন গড়ি
বিচিত্র বিমান পুরী ইন্দ্রপুরী জিনি।
গন্ধবহ এ নগরে ব্যজন চালনা করে
শীতল পরশে সদা জুড়ায় শরীর
শিবশিরসোহাগিনী দেবদিঘী মন্দাকিনী
জননীর ক্ষীর সম বিতরেন নীর।
চিন্তামণি এ নগরে চিন্তিলে প্রসব করে
হীরক, মুকুতা, পদ্মরাগ, মরকত
ইন্দ্রনীল, ইন্দুকান্ত, স্পর্শমণি, সূর্য্যকান্ত,
প্রবাল স্ফটিক আর সুবর্ণ রজত।
পুণ্য দীপ এ নগরে জ্বলিছে বাহিরে ঘরে
স্বপ্রকাশ সুবিশদ তৈলপূরহীন
ছায়া নাই নাই তাত না হয় কজ্জলপাত
অনিলে সে দিব্য আলো নাহি হয় ক্ষীণ।

৩। পুষ্পাসব, পুষ্পের মধুদ্বারা নির্ম্মিত মদ্য।
৫। স্থপতি, যাহারা ইমারত প্রভৃতি প্রস্তুত করে।
৮। বিমান, সাততলা গৃহ।
৯। ব্যজন, পাখা।

স্বর্গলোকে তম নাই সদা শুচি এই ঠাঁই
নিশা নহে তামসী তামস নহে মন
পাপে নাই অবকাশ পাপে নাই অভিলাষ
চুরী ডাকাইতী নাহি জানে স্বর্গিগণ।
সুমনা এ দেবগণ সবারি সুন্দর মন
সবাই বিবুধ কেহ নহে অপ্রবুদ্ধ
বিরজা এ পুণ্য দেশ নাই হেথা রজোলেশ
হৃদয় শরীর বেশ সকলেরি শুদ্ধ।
সুপর্ব্বা স্বর্গীরা সবে সদা পর্ব্বমহোৎসবে
স্বর্গীয় আমোদ লভে বিবিধপ্রকারে
পর্ব্বে পর্ব্বে হয় যাগ পূজা করে নর নাগ
সেই পূজা ভুঞ্জে নৃত্য গীতসহকারে।
এইরূপে দেবপুর দেখিতে দেখিতে শূর
অপার অমর সৈন্য তরিল ত্বরিত
নিমিষে অনন্ত পথ বিলঙ্ঘিয়ে মহারথ
মনে করে কতিপয় পদ পরিমিত।

১। তম, অন্ধকার এবং তমোগুণ।
৭। রজঃ, ধূলি এবং রজোগুণ।
১১। নর, মর্ত্যবাসী। নাগ, পাতালবাসী।
১৩। শূর, বীর।
১৫। অনন্তপথ, আকাশপথ অথচ যে পথের অন্ত নাই।

আনন্দ লহরীময় স্বর্গ হেরি ধনঞ্জয়
এদিকে সেদিকে চায় অধীর নয়নে
নাগর সে সুবিদিত তবু হয় চমৎকৃত
গ্রাম্যজন যেমতি নগর দরশনে।
কভু অভিমুখে দেখে কভু দেখে পার্শ্বদিকে
কভু দেখে পৃষ্ঠভাগে কভু অধোদিকে
কখন তুলিয়ে শির সৌধাবলি দেখে বীর
কখন ফিরিয়ে দেখে অমর-অনীকে।
কভু দেখে শুচিপথ কখন বা দিব্য রথ
চিত্রশালা হেরি কভু নয়ন জুড়ায়
কভু হেরে সুরবালা কভু হেরে ফুলমালা
আমোদে কামীর মন উভয়ে মাতায়।
অমর বীরের কভু মল্ললীলা হেরে প্রভু
অমরশিশুর ক্রীড়া কভু হেরে শূর
মন্দুরাতে হেরে যত্নে উচ্চৈঃশ্রবা হয়রত্নে
হয়াকার মঘবার যেন তেজঃপূর।

৩। নাগর, নগরবাসী, সহরিয়া, সুবিদিত, বিখ্যাত।
৪। গ্রাম্য জন, পাড়াগেঁয়ে লোক।
৮। অমর-অনীক, দেবসেনা।
১২। আমোদ, আনন্দ এবং সৌরভ।
১৫। মন্দুরা, অশ্বশালা, আস্তবল।

অট্টালক, পরম রম্য শৃঙ্গাটক, বিবিধ হর্ম্ম্য,
দেবদ্রুম, দিব্য কুসুম, দেউল, ফুলবাটী,
পুষ্পক-রথ, গজ, বিমান, শিবিকা, হয়, বিবিধ যান
আর কব কত পাণ্ডব যত হেরিল পরিপাটী।
হেরি হেরি অমরাবতী পুলকিত তনু বিস্মিত মতি
বিজয়ি বিজয় উপগত হয় ইন্দ্রসভার দ্বারে
অবতরি রথ হইতে বীর মাতলিসঁহ চলিল ধীর
ইন্দ্রসমিতি পশিল সুমতি মন্থর পদচারে ॥

ইতি নিবাতকবচ বধ মহাকাব্যে
অমরাবতী বর্ণন নামে
চতুর্থ সর্গ।

১। অট্টালক, উপরিতন গৃহ। শৃঙ্গাটক, চতুষ্পথ, চৌমাথা। হর্ম্ম্য, ইষ্টকানির্ম্মিত গৃহ।

২। দেবদ্রুম, দেবতাদিগের বৃক্ষ, মন্দার, পারিজাত, সন্তান, কল্পতরু হরিচন্দন। দেউল, দেবকুল অর্থাৎ বহুদেব যে গৃহে থাকে। ফুলবাটী। ফুলের বাগান।

৩। পুষ্পকরথ, যে রথে চড়িয়া ভ্রমণ করা যায় কিন্তু যুদ্ধ করা যায় না। বিমান, ব্যোমযান। শিবিকা পাল্কী।

৪। পরিপাটী, অনুক্রম ক্রমান্বয়ে সজ্জা।

৮। সমিতি, সভা। মন্থর, মন্দ মন্দ।

পঞ্চম সর্গ ।

গর্ব্ভবাস হতে জীব হইয়ে বাহির
প্রথমে জগত দেখে যেমতি রুচির ।
ইন্দ্রসভা তেমতি হেরিল পার্থবীর
চমকিয়া শিহরিল অমনি শরীর ॥
মুকুর সদৃশ শুচি মণিময় স্তম্ভ
সহস্র সহস্র সেই সভার আলম্ব ।
সহস্র সহস্র দ্বার প্রবেশ কারণ
সহস্র সহস্র শোভে উন্নত তোরণ ॥
সহস্র সহস্র শৃঙ্গ শোভিছে উপরে
সহস্র সহস্র শালা সভার ভিতরে ।
প্রতি শালে সহস্র সহস্র সিংহাসন
দিশি দিশি সহস্র সহস্র বাতায়ন ॥
সপ্ততল সেই সভা জগতে বিদিত
প্রতি তলে এক এক স্বর্গ বিরাজিত ।
ইন্দ্রনীল মণিময় সে সভার ছাদ
ছাদেতে হীরকময় শোভে তারা চাঁদ ॥
মরকত মণিময় সভার কুট্টিম
তথাপি পরশ তার সুকোমল হিম ।
গদীর উপরে যদি রহে মখমল
তাহার পরশ নহে তাদৃশ কোমল ॥

বিচিত্র কুসুমচয় তার আস্তরণ
কোমল শীতল গন্ধে মত্ত করে মন
প্রবেশের পথ তার আছে শত শত
তথাপি মাতলি পার্থে দরশায় পথ ॥
মাতলিদর্শিত পথে অর্জ্জুন চলিল
মাতলি তাহাকে পুন কহিতে লাগিল।
জগতে সুধর্ম্মা নামে বিখ্যাত এ সভা
সুধার্ম্মিক জন যাঁরা তাঁদেরি সুলভা ॥
শতৈক যোজন এই সভার বিস্তার
যোজন সার্দ্ধেক শত দীর্ঘতা ইহার।
উন্নতি যোজন পঞ্চ এই সমিতির
ব্রহ্মসভা দেখিতে উঠেছে বুঝি শির ॥
সর্ব্ব মনোরমা এই সভা কামগমা
প্রভুর কামানুসারে গতাগতিক্ষমা।
সভার ভিতরে গৃহ সহস্র সহস্র
প্রতি গৃহ সম্মুখে অঙ্গন চতুরস্র ॥
বিচিত্র নলিনী হের অঙ্গন নিকটে
কুসুমবাটিকা দেখ নলিনীর তটে।
দেবের আশয় সম শুচি এ নলিনী
পঙ্ক নাই তবু তাতে ফুটে পঙ্কজিনী ॥
কামের লহর উঠে দেবের হৃদয়ে
জলের লহর খেলে প্রতি জলাশয়ে।

দিব্য সুখে দেবসম নিমেষ রহিত
দেবমীন খেলে তাহে শফর রোহিত ॥
পদ্মমধু পদ্মধূলি ভুঞ্জে এই মীন
সেই জন্য এ মীন আমিষগন্ধ হীন।
মীনের শরীরে স্ফুরে পদ্মের সৌরভ
পদ্মরাগ মণি জিনি কান্তির গৌরব ॥
সোপান ভঙ্গিতে শোভে তীর্থ মণিময়
সে তীর্থে মনেরো পঙ্ক প্রক্ষালিত হয়।
সকল মালিন্য হরে এ তীর্থের জল
তথাপি এ জলে নাই বিন্দুমাত্র মল ॥
দিব্যজ্ঞানে ধৌত হয় কলুষ অশেষ
তবু না জনমে তাহে কলুষের লেশ।
কল্পতরু শোভে সেই তীর্থের দক্ষিণে
কল্পলতা শোভে বামে কুসুম যৌবনে ॥
কল্পতরু পতিস্কন্ধে কল্পলতা সতী
শাখাভুজ সমর্পিয়ে ঘুমায় যুবতী।
দুয়ের পরশ সুখে দুই অচেতন
কল্পকোটী স্বর্গ ভুঞ্জে স্বপ্নের মতন ॥
বাহ্য অনুভব নাই প্রেম ঘুমে মগ্ন
কুঠারাঘাতেও ঘুম নাহি হয় ভগ্ন।

৮। তীর্থ, ঘাট।

তীরে পুষ্পতরু বীথী শোভিছে সুন্দর
অনিল তাহাতে সিঞ্চে সলিলশীকর ॥
"এতাবত মাত্র বাড়" এই কথা বলি
স্বর্গিগণ বাড়িয়েছে সেই তরুগুলি।
যে তরুটি ভাল হয় যত বড় হ'লে
সেটিকে দিয়েছে সেই পরিমাণ ব'লে
দেবতার শাসন লঙ্ঘিতে নারে কেহ
মান হতে কভু নাহি বাড়ে তার দেহ।
সত্ত্বগুণ সম শুচি স্ফটিকের বেড়া
সেই ফুলবাগানের সমুচিত ঘেরা ॥
গৃহে গৃহে দেখ কত গৃহোপকরণ
আসন, বসন, শয্যা, ভাজন, ভূষণ।
ঐরাবত দন্তময় দ্বারের চৌকাট
হীরক রতনময় তাহার কপাট ॥
তথাপি সে দ্বার প্রায় রুদ্ধ নাহি হয়
সতের হৃদয় সম সদা খোলা রয়।
কখন যদিও বদ্ধ হয় সেই দ্বার
তবু অবিকল দেখা যায় গর্ব্বাগার ॥
জ্ঞানালোকনিভ দীপ ঘরে ঘরে জ্বলে
এমন শীতল দীপ নাই ভূমিতলে।
ভ্রমে যদি এই দীপ কারু ঘরে স্ফুরে
ইন্দ্র তারে সমাদরে আনেন এ পুরে ॥

পালঙ্ক ছাপর খাট গদী উপধান
বিবিধ শয়ন সজ্জা সুখের নিধান।
প্রিয়ের পরশ সুখে আঁখি নিমীলন
অস্বপ্নগণের তাই সজ্ঞান শয়ন ॥
প্রতিগৃহে বিমল মুকুর হের শূর
পৃথিবীতে নাই হেন আশ্চর্য্য মুকুর।
মুখ মাত্র দৃষ্ট হয় পার্থিব মুকুরে
চরিতেরো প্রতিবিম্ব এ মুকুরে স্ফুরে ॥
ঘুম হতে উঠি এ দর্পণে দেবগণ
মুখ আর চরিত করেন দরশন।
প্রথমে আপন মুখ আপন চরিত
এ দর্পণে ছায়া হেরি করেন শোধিত ॥
তার পরে পরমুখ পরের চরিত
দেখেন দেবতাগণ স্বর্গে এই রীত।
গৃহের ভিত্তিতে দেখ বহুবিধ চিত্র
কত ভাবে পরিপূর্ণ কতই বিচিত্র ॥
সমুদ্রে মথন চিত্র হের প্রথমত
অসার হইতে সার-উদ্ধারের মত।
অসার সংসার নিভ ক্ষীর পারাবার
তা হতে রতন উঠে বড় চমৎকার ॥
দেবাসুর দুই দলে মিলিত হইয়ে
দেখ সিন্ধু হতে রত্ন তুলিছে মথিয়ে।

অচল নিয়ম সম অচল মন্দর
তাহাতে মন্থানদণ্ড হয়েছে সুন্দর ॥
চেপে বসেছেন গিরি-শিরে বিশ্বম্ভর
তাই কেন্দ্র হতে নাহি সরে গিরিবর।
কালরূপী বাসুকী অসীম দীর্ঘকায়
রজ্জু সম লগ্ন আছে মন্দরের গায় ॥
ধরণীমণ্ডল, কূর্ম্মপৃষ্ঠ সমতুল
সেই কূর্ম্মপৃষ্ঠে স্থিত মন্দরের মূল।
টানিছে বাসুকী নাগে দেবাসুর দল
বাসুকীর ভ্রমণেতে ভ্রমিছে অচল ॥
অচলের ভ্রমণে ভ্রমিছে সিন্ধুজল
ক্রমে ক্রমে উঠে দেখ রতন সকল।
প্রথমে বিজ্ঞাননিভ উঠিল চন্দ্রমা
পরে কৌস্তুভের সনে উঠিলেন রমা ॥
রমা আর প্রেমনিভ কৌস্তুভ রতন
এ দুটি বিষ্ণুর হলো হৃদয় ভূষণ।
ঐরাবত উঠিল উঠিল উচ্চৈঃশ্রবা
হাসিয়া উঠিল সুরা-দেবী অভিনবা ॥
মাতিল সুরার গন্ধে অসুরের দল
তাহাই গ্রহণ করে হইয়ে পাগল।
অসুরেরা পরিণাম চিন্তা নাহি করে
না ভাবিল অমৃত উঠিবে ইতঃপরে ॥

মজিল অসুরদল সুরার বিলাসে
দেবগণ সুরা ত্যজে অমৃতের আশে।
সুরাদেবী হরে মন বনিতা সদৃশী
এই হেতু সেই দেবী অসুরপ্রেয়সী ॥
যশঃসম সুমধুর অমৃতের রস
সেই রসে স্বর্গিগণ তৃষিতমানস।
অসুর পছন্দ করে সুখ আপাতত
পরিণামে সুখভোগ স্বর্গীর সম্মত ॥
শিশুগণ যেমন না বুঝে পরিণাম
পাকিতে না সহে ব্যাজ খায় কাঁচা আম।
তেমনি অসুরকুল সুরাসেবা করে
বিলম্ব সহিতে নারে অমৃতের তরে ॥
পুনরপি দুইপক্ষ হইয়ে সঙ্গত
জলনিধি মথিতে লাগিল অবিরত।
শ্রমের এমনি শক্তি, মথিতে মথিতে
দেবভোগ্য ঘৃত হলো সলিল হইতে ॥
সেই ঘৃত হইতে উঠিল ধন্বন্তরি
সুধাপূর্ণ সুবর্ণ কলস হাতে ধরি।
দশদিক্ পূরিল সুধার পরিমলে
দেবগণ নিল সুধা "মোরা পাব" ব'লে ॥
ন্যায়েতে অসুরকুল সুধা নাহি পায়
তথাপি বলেতে তারা সুধা নিতে চায়।

যুবহস্তে পাকা আম্র দেখিলে যেমতি
কাঁচা আম্র ত্যজি শিশু ধায় তার প্রতি ॥
সুরা ত্যজি সুধা চাহে তেমতি অসুর
উপজিল দেবাসুরে কলহ-অঙ্কুর ।
ধর্ম্মরক্ষা হেতু মায়া করিল মুরারি
স্ফুরিল বিষ্ণুর মায়া যেন দিব্য নারী ॥
অসুরে ভুলায়ে সেই মোহিনী মায়াতে
অমৃত দিলেন বিষ্ণু দেবতার হাতে ।
অসুরে বঞ্চিয়ে সুধা পিয়ে দেবকুল
সেই হেতু দেবাসুরে বিরোধ তুমুল ॥
অই হের চিত্রিত সে দেবাসুর রণ
সদসত দুই দলে কলহ যেমন ।
অযশ-অঞ্জনে হের চিত্রিত অসুর
মদিরাক্ষী মদেতে হয়েছে যেন চুর ॥
না মানে নিষেধ, নাহি চিন্তে পরিণতি
যৌবন গরবে ধায় দেবতার প্রতি ।
পদে পদে স্খলে পাদ তবু বারম্বার
অমরে মারিতে চায় এমনি গোঁয়ার ॥
ইন্দ্রিয়ের মত্ত বেগে হয় সমুত্থিত
মাতালের মত হয় নরকে পতিত ।
কেহ নিপতিত হয় মূত্র প্রণালীতে
কেহ পড়ে মলগর্ত্তে টলিতে টলিতে ॥

পড়িতে পড়িতে কেহ করিছে উত্থান
বিষমে পড়িয়ে কেহ হয়েছে অজ্ঞান।
কেহ বা চেতন হয়ে হেরি দেবগণে
"এরাই ফেলেছে মোরে" এই মনে গণে॥
আপনি পতিত হয় আপনার দোষে
তথাপি দেবের প্রতি ধায় তীব্র রোষে।
অস্ত্র শস্ত্র লয়ে ধায় অসুরপৃতনা
দেবগণ তথাপি দেখায় বীরপণা॥
অই হের দেবপক্ষ কেশরীর মত
বিপক্ষের অস্ত্রাঘাত সহে প্রথমত।
দেবগণ অরাতির সহিয়ে প্রহার
নিজ নিজ শক্তিদ্বারা করে প্রতিকার॥
মূর্খসনে বিবুধের নাহি সাজে রণ
স্ত্রীরূপা শকতি তাই সৃজে দেবগণ।
বিবিধ আকৃতি সেই বিবুধ শকতি
যে দেব যেমন তার শকতি তেমতি॥
প্রবীর দুহিতা সবে প্রবীর জননী
প্রবীর প্রকৃতি সবে প্রবীর রমণী।
সেই সব দিব্যশক্তি লাগিল বুঝিতে
ভাবগতি তাহাদের কে পারে বুঝিতে॥
এক এক দেব সৃজে অনন্ত শকতি
দেখহ তাদের অই চিত্রিত মূরতি।

শঙ্খ চক্র গদা পদ্ম ধরি চারি করে
বৈষ্ণবী শকতি দেখ সন্নদ্ধা সমরে ॥
বেদধ্বনি শঙ্খনাদে পূরাইয়ে কান
আঙ্গুলে ঘুরান চক্র করিয়ে সন্ধান।
চক্রীর সে চক্রসহ ঘুরে ত্রিভুবন
অসুরের মাথা ঘুরে দেখি সে ঘূর্ণন ॥
কারু পানে গদা তুলি করেন সন্ধান
বিষ্ণুমায়াময়ী গদা দেখি উড়ে প্রাণ।
অমরের কলেবরে পুত্রস্নেহ ভরে
সুকোমল করপদ্ম বুলান আদরে ॥
হরের শকতি দেখ চিত্রিতা চণ্ডিকা
মৃত্যুকেও মারেন জগত সংহারিকা।
তৃতীয় লোচনে বহ্নি জ্বলে ধক্‌ধকে
ললাটভূষণ চন্দ্র শোভে চকমকে ॥
কালের শকতি দেখ করালা কালিকা
ছিণ্ডিয়ে অরির মুণ্ড গাঁথেন মালিকা।
দুই হস্তে অসি মুণ্ড অসুরভয়দা
অন্য দুই হস্তে ভক্তে অভয়বরদা ॥
মাহেন্দ্রী শকতি দেখ সহস্রনয়না
দেখিয়া সহস্র দিক নাশেন পৃতনা।
বজ্রাঘাতে অরির করেন অস্থি চূর
প্রতিবারে শত শত মারেন অসুর ॥

আগ্নেয়ী শকতি দেখ অরিভয়ঙ্করী
সন্তাপিকা দাহিকা পাচিকা আদি করি।
বায়বী শকতি দেখ করেন ফুৎকার
ত্রিভুবন উড়ে তাহে অসুর কি ছার ॥
বারুণী শকতি দেখ নাশিছেন অরি
নাক মুখ চাপিয়ে নিশ্বাস রোধ করি।
অই হের মৃত্যুরূপা যমের শকতি
অলক্ষিতে সমরে করেন গতাগতি ॥
ক্রোধে যার পানে চান তারি উড়ে প্রাণ
এঁর হস্তে অসুরের নাই পরিত্রাণ।
অই দেখ রৌদ্ররূপা আদিত্য শকতি
প্রলয় দহন জিনি তেজস্বিমূরতি ॥
ক্রোধে বাহিরায় দেহ হতে বহ্নিকণা
করদ্বারা নাশিছেন বিপক্ষ পৃতনা।
জলদ শকতি হের চপলগামিনী
তপ্তহেমনিভ তনু নামে সৌদামিনী ॥
ভীমগরজনে কর্ণ করিয়া বধির
অশনিতে চূর্ণিত করেন রিপুশির।
ইঁহার কান্তিতে মাতি অসুর সংহতি
ধরিতে মন্ত্রণা করি ধায় এঁর প্রতি ॥

১৮। অশনি, বজ্র।

পরশন মাত্রে ইনি সে অসুর দলে
মহাবেগে পাতিত করেন ভূমিতলে।
পরস্পর বিরোধিনী যে সব শকতি
তারাও অসুর বধে হয় একমতি ॥
অসামান্য বিরোধ ত্যজিয়ে পরস্পরে
সাধারণ শত্রুজয়ে সহায়তা করে।
আগ্নেয়ী বারুণী দুই শক্তিতে বিদ্বেষ
তথাপি বিপক্ষ রণে নাই দ্বেষ লেশ ॥
আগ্নেয়ীর উত্তেজনে বারুণী শকতি
উষ্ণ হয়ে বধ করে অসুর সংহতি।
মেঘশক্তি বরিষা আদিত্যশক্তি খরা
এ উভয়ে বিসম্বাদ চিরদিন ধরা ॥
তথাপি তাহারা এই বাহ্য রিপুবধে
পরস্পরে সহায়তা করে অবিরোধে।
ব্রাহ্মীশক্তি সৃজে বিশ্ব শাম্ভবী সংহরে
এ রণে দুয়েই কিন্তু অরিবধ করে ॥
বাহ্য শত্রু বধে গৃহশত্রু হয় মিত
ধরাতলে নাই এই স্বর্গীয় চরিত।
বাহ্যশত্রু আসি যদি গৃহশত্রু নাশে
মর্ত্যগণ শত্রুক্ষয় গণে অনায়াসে ॥

১০। উষ্ণ, ক্রুদ্ধ অথচ উত্তপ্ত।
১৭। মিতি, মিত্র, সখা।

মনে মনে কহে "যাক শত্রু পরে পরে
আপনার গায় যেন ধুলি নাহি ভরে"।
এইরূপে ঐকমত্যে দেবশক্তিগণ
হরিতে লাগিল রণে অসুরজীবন ॥
তৃণও যদ্যপি হয় একত্রে সংহত
ছিঁড়িতে না পারে তাহা গজঐরাবত।
অনন্ত দেবের শক্তি তাহে সমবায়
কার সাধ্য তাঁদের সমরে ত্রাণ পায় ॥
নিখিল শক্তির নাম আমিও না জানি
আকাশের তারা গণে হেন কেবা জ্ঞানী।
ইঁহাদের দুই এক শক্তিকে যে জানে
মর্ত্যলোকে সবে তারে দেবরূপে মানে ॥
দণ্ডে দশক্রোশ সেই যায় দিব্যরথে
ব্যোমযানে আরোহী বিহরে দেবপথে।
দিগন্তের বার্ত্তা আনে একই নিমিষে
নানাবিধ শিল্পযন্ত্র নির্ম্মায় হরিষে ॥
এজন্য শক্তিকে কেহ কহে মহেশ্বরী
শক্তিরাই বিশ্বসৃষ্টিস্থিতিলয় করী।

৩। ঐকমত্য, একমত হওয়া।

৫। সংহত, সংযুক্ত, মিলিত।

৭। সমবায়, সম্মেলন।

হারিয়া অসুরগণ শক্তির সমরে
নরলোকে লুকাইয়া রহে রূপান্তরে ॥
নরবেশে ঢাকে বেশ নররূপে রূপ
চেনা নাহি যায় যেন তৃণাচ্ছন্ন কূপ।
তথাপি আসুর ভাব পরকাশ পায়
আকৃতি বদলে কিন্তু প্রকৃতি না যায় ॥
সাধুবেশে চৌর্য্যবৃত্তি করে কোন জন
আপ্তবেশে কেহ করে বিশ্বাসঘাতন।
জঙ্গলের টাটী যেন সম্মুখে ধরিয়ে
ব্যাধগণ মারে পাখী সাতনলী দিয়ে ॥
রাজবেশে কেহ করে সাধু নিপীড়ন
সাধুগণ দেবভক্ত এই সে কারণ।
দেব নিন্দে গুরু নিন্দে নিন্দে বন্ধুগণে
দেবতাপ্রতিমা ভাঙ্গে হিংসে গোব্রাহ্মণে ॥
মন্ত্রিবেশে কেহ তার কুমতি ঘটায়
"তোমার হইলে পাত মোর কিবা যায়"।
এ সব লক্ষণে লক্ষি অসুরাত্মা নরে
মারিতে শকতিগণ ভূমে অবতরে ॥
সুরাজার দণ্ডশূল পাশ হাতে ধরি
চণ্ডিকাশকতি আসি নাশে দেব-অরি।
বিষ্ণুর শকতি লক্ষ্মী আসি সাধুনরে
বিবিধ সম্পদ দেয় পুত্রের আদরে ॥

প্রাড় বিবাকের মুখে দেবী সরস্বতী
অবতীর্ণা হয়ে দেয় রাজায় সুমতি।
রাম যুধিষ্ঠির আদি নরদেবগণ
শকতির অধিষ্ঠানে দেবের মতন ॥
দেবসম শীল যার দেবসম মতি
সেই নরে অধিষ্ঠিতা দেবের শকতি।
আসুরী প্রকৃতি যার আসুর চরিত
সে নর তো নর নহে অসুর নিশ্চিত ॥
দশানন দুর্য্যোধন প্রভৃতি ভূপতি
অসুরের অবতার প্রচ্ছন্ন মূরতি।
প্রকৃতি দেখিয়ে লোকে লক্ষিও পাণ্ডব
দেব কি অসুর একি অথবা মানব ॥
দেবতা হইলে পূজা করিও তাহার
অসুর হইলে তার করিও নিকার।
মানব হইলে তারে করিও আদর
তা হলে উত্তরকালে হইবে অমর ॥
ভূতলে কিন্তু সে দৈব আসুর লক্ষণ
স্পষ্টরূপে বুঝিতে না পারে কোনজন
এই সব দিব্যচিত্রে সে সব লক্ষণ
ব্যক্তরূপে হেরি পার্থ রাখিও স্মরণ ॥

১। প্রাড় বিবাক, রাজকীয় উকীল
১৪। নিকার, পরাভব।

ভূতলেও হয় এই দেবাসুর রণ
কিন্তু তাহা ব্যক্ত নহে এ চিত্রে যেমন।
অসুরেরা করে সদা দেব-অপকার
প্রতিশোধ লয় কালে দেবগণ তার॥
শক্তিতে অসুরে করে জীবনবিহীন
দশদিন চোরের সাধুর একদিন।
এ সব চিত্রের ভাব আমি কত কব
অশেষে কহিতে নারে ব্রহ্মা বিষ্ণু ভব॥
রাম রাবণের যুদ্ধ দেখহ চিত্রিত
ভারত সমর চিত্র দেখহ সূত্রিত।
গঙ্গাবতরণ চিত্র দেখ চমৎকার
অগণিত চিত্রে পূর্ণ এ সব আগার॥
বহুবিধ দেবমূর্ত্তি দেখ সুগঠিত
কমল আসনে ব্রহ্মা সুখে অধিষ্ঠিত।
বৃষাসনে মহাদেব শূল ধরে করে
চতুর্ভুজে বিষ্ণু শোভে গরুড়-উপরে॥
ময়ূর আসনে শোভে স্কন্দ ষড়ানন
গণপতিমূর্ত্তি শোভে গজেন্দ্র বদন।
সুসজ্জিত আছে যত দেবপ্রতিকৃতি
কহিতে তাদের নাম মোর কি শকতি॥

১০। সূত্রিত, যাহার সূত্রপাত করা হইয়াছে, আরব্ধ।

দেবীর প্রতিমা হের পূর্ণা অনুরাগে
ষোড়শ মাতৃকামূর্ত্তি অই দেখ আগে।
শিশু হেরি ইঁহাদের আনন্দ উথলে
হিয়ার বাৎসল্য রস ক্ষরে স্তন্য ছলে॥
তনয় জনম আদি অভ্যুদয় হলে
গৃহস্থের ঘরে এঁরা যান কুতূহলে।
পান গুয়া খান আর করেন আশীষ
ধনপুত্রে বাড়ে গৃহী নমাইয়া শীষ॥
ষষ্ঠীদেবী হের অই মধুরহাসিনী
ইঁহার চরিত কথা শুনে কুটুম্বিনী।
পরের পুত্রকে ইনি নিজ কোলে লয়ে
হাঁটাইয়ে লয়ে যান আপন তনয়ে॥
পরপুত্রে তোষেন নিজের স্তন্য দিয়ে
নিজ সুতে পোষেন গো-রস পিয়াইয়ে
পূজিয়া গৃহিণীগণ ইঁহার চরণ
শিক্ষা করে যতনে স্বর্গীয় আচরণ॥
কৃত্তিকা মাতৃকা মূর্ত্তি হের ছয়জন
কার্ত্তিকেয়ে করেছেন ইঁহারা পালন।
না পাইল স্তন্যরস জননী দুর্গার
ষট্ কৃত্তিকার স্তন্যে বাড়িল কুমার॥

চিত্রিত গঠিত এই অর্চ্চা সমুদায়
প্রকৃত কি অপ্রকৃত চেনা নাহি যায় ।
দেবগণ মাত্র চিনে দিব্যপ্রণিধানে
প্রকৃত দেবতা বলি অন্যজনে মানে ॥
প্রতিমাও অনিমেষ দেবের মতন
প্রতিমাও স্বপ্নশূন্য দেবতা যেমন ।
যখন যে দেব দেবী সভায় না রয়
প্রতিমা তখন তার প্রতিনিধি হয় ॥
নানাবিধ ভোজ্য পেয় দেখ ঘরে ঘরে
সৌরভে ডাকিছে যেন ভোজনের তরে ।
ভোজ্যের সুরভি গন্ধ ব্যাপে দিঙ্মুখ
আহারের কি কথা ঘ্রাণেই স্বর্গসুখ ॥
ভোজ্যের বিশুদ্ধা রুচি করি দরশন
বুঝহ দেবের রুচি বিশুদ্ধা কেমন ।
সব দ্রব্য স্নেহে মাখা রুক্ষ কিছু নহে
দেবতা স্নেহের বশ রুক্ষ নাহি সহে ॥
স্নিগ্ধ কথা স্নিগ্ধ ভোজ্য স্নিগ্ধ আচরণ
স্নিগ্ধ লোকে ভালবাসে স্বর্গবাসীগণ ।
রুক্ষ কথা রুক্ষ ভোজ্য রুক্ষ ব্যবহার
রুক্ষলোক প্রিয় নহে কোন দেবতার ॥

১। অর্চ্চা, প্রতিমা, প্রতিকৃতি।
১৩। রুচি, কান্তি, শোভা।
১৪। রুচি, পছন্দ, মতি।
১৫। স্নেহ, ঘৃত নবনীতাদি।

পরশেতে সুকোমল এই সব দ্রব্য।
কঠিন পরশ বস্তু নহে দেবসেব্য।
আস্বাদে ঈষদ্ মিষ্ট ভোজ্য এই সব
অতি মিষ্ট বস্তু নহে দেবের বল্লভ ॥
অতি মিষ্টরস আর অতি ভক্তি ভর
থাকুক দেবের কথা হেয় করে নর।
দেবপেয় সুধা অই কনককলসে
ঢাকা আছে তথাপি সৌরভে চিত্ত তোষে ॥
সিন্ধু হতে প্রথমে উঠিল সুধা যবে
ত্রিভুবন পূর্ণ হলো সৌরভ বিভবে।
এমন মধুর আর এমন শীতল
জগতে অপর বস্তু একান্ত বিরল ॥
সতীর পিরীতি নহে ঈদৃশ মধুর
ঈদৃশ মধুর নহে বচন শিশুর।
মাতার লালন নহে মধুর এমন
ঈদৃশ মধুর নহে শত্রুর নমন ॥
ভুবনে মধুর রস যত বস্তু আছে
সকলি বিরস এই অমৃতের কাছে।
হিমানী নিষ্যন্দ জল কত সুশীতল
কত সুশীতল হয় কল্পতরুতল ॥
মহতের আশ্রয় শীতল কত হয়
কত বা শীতল হয় সাধুর হৃদয়।

সুহৃদের বচন শীতল হয় কত
কিছুই শীতল নহে অমৃতের মত ॥
জন্ম জরা মরণাদি তাপসমুদায়
অমৃত করিলে পান তখনি জুড়ায়।
অতিথি বালক মিত্র আর বিপ্রগণ
এই সব ভোজ্য পেয় করে নিষেবন ॥
তাহারা হইলে তৃপ্ত তৃপ্তি দেবতার
দৃষ্টিমাত্রে সিদ্ধ হয় দেবের আহার।
এ সব স্বর্গীয় রীতি নাই ভূমিতলে
নিজোদর মাত্র বুঝে মনুষ্য সকলে ॥
পরের মুখের গ্রাস কেড়ে নিয়ে খায়
মর্ত্ত্যগণ নাহি বুঝে পরদুঃখ দায়।
নিজের মুখের গ্রাস দিয়ে পরমুখে
দেবগণ দিব্যরীতি দেখান কৌতুকে ॥
ভক্তেরা শ্রদ্ধাতে যাহা দেয় দেবগণে
দেবগণ হেরি তাহা দেন অন্যজনে।
নিমন্ত্রিত স্বজন অতিথি অভ্যাগত
দেবের প্রসাদ ভুঞ্জে দেবের ভকত ॥

তিনলোক পাবন বীর যতজন
সভ্য সেই সবে এই সভায়
হের ইন্দুমণ্ডল নিন্দি উজ্জ্বল
কীর্ত্তিমূরতি তাদেরি ভায়।

দেখ ধর্ম্মময় তনু বীর বর মনু
রবিতনয় যেন ধর্ম্মরাজ
ব্রতদণ্ড ধরি করে চণ্ডমতি নরে
শাসি শোধিল জনসমাজ।
হের বৃষভ আসন অসুর শাসন
সমর বীর ককুৎস্থ নাম
খর শূল ধরি করে জিনিল ইনি পরে
যেন মহেশ্বর দিব্যধাম।
নিজে বৃষভ মূরতি হইয়ে সুরপতি
এই নৃপতিবরে করিল মান
সেই মান অসুলহ করি পরিগ্রহ
বৃষভ বরে ইনি করিল যান।
হের নৃপতিবর অই গুণ শুনহ কই
বীর রঘু ইনি দানবীর
ইনি অর্থি মন হতে অধিক ধন দিতে
দক্ষ করে ধরে দাননীর।
ইনি বিশ্বজিত মখে করিল বিতরণ
নিখিল ধনজন রাজ্য দেশ
দিয়ে অর্থি জনে সব অতুল বৈভব
হইল মৃণ্ময় পাত্র শেষ।
পরদুঃখ কাতর বীর নৃপবর
হের দিলীপ দয়া নিধান

গুরুধেনু রক্ষণ করণ কারণ
করিল ইনি নিজদেহ দান।
অই দেখ মহারথ নৃপভগীরথ
পূর্ব্বপূরুষ ভক্তিমান্
অতি কঠিন তপে ইনি আনিয়ে সুরধুনি
করিল পিতৃগণে সলিল দান।
অই বিদিত সৎপথ নৃপতি দশরথ
সত্যপালন নিরত বীর
যিনি সত্যময় ধন করিতে পালন
ত্যজিল নিজ সুত নিজ শরীর।
অই কলিভয়ঙ্কর নল নৃপতি হের
পুণ্য কীর্ত্তন চণ্ডধাম
যাঁর নাম শুনি কলি তখনি যায় চলি
সর্প যেন শুনি গরুড় নাম।
দেখ ইন্দুকুল গুরু নহুষ কুরুপুরু
পৃথু যযাতি নরোত্তমে
দুষ্মন্ত শান্তনু ভরত শুচি তনু
পাণ্ডু চণ্ড পরাক্রমে।
দেখ অতিথি সেবক রন্তি দেবক
যজ্ঞ বীর মরুত্তরাজ
আমি কহিব আর কত সভ্য আছে যত
সবে অলৌকিক করিল কাজ।

ব্রত যজ্ঞ বিধি রত দেখহ শত শত
ব্রহ্ম সুর ঋষিমণ্ডলী
পরি দিব্য নিবসন দিব্য ভূষণ
বসেছে সুরসভা উজ্জ্বলি।
ঋষি অত্রি ভার্গব দক্ষ গালব
পুলহ ক্রতু ভৃগু অঙ্গিরা
সাবর্ণি মুনিবর ঋষি পরাশর
তাণ্ড্য, পর্ব্বত, সিতশিরা।
বাল্মীকি কবিবর দেখ পিকস্বর
করয়ে রঘুপতি চরিত গান
গন্ধর্ব্ব কিন্নর অমর নাগর
অমৃত ত্যজি তাহা করয়ে পান।
সুরলোক দুর্ল্লভ চরিত সেই সব
শুনি শিখয়ে সবে শুভ চরিত
সৌভ্রাত্র শিখে কেহ গুরু ভকতি কেহ
কেহ শিখয়ে সখাসহ পিরীত।
কেহ শিখই অনুপম বীর বিক্রম
কি কব যত শিখে গুণিগণা
শুচি জানকী গুণ শুনি পুনঃপুন
পতিভকতি শিখে অঙ্গনা।

১৬। সিতশিরা, গৌরশিরানামক ঋষি।

দেখ অমরগুরুসম বিজ্ঞ গৌতম
ন্যায় দরশন রচয়িতা
লভে অন্ধ নরগণ দিব্যলোচন
পড়িয়ে যাঁর কৃতসংহিতা।
কর পার্থ দরশন পরম সতীগণ
স্বরগ অনুভবে পতিসনে
যত অপ্সরস কুল রয়েছে আকুল
এঁদের পদযুগ সেবনে।
দেখ মনুর অনুরূপা মহিষী শতরূপা
চন্দ্রশতজিনি রূপিণী
এঁর কীর্ত্তি সৌরভ দেব দুর্ল্লভ
সতীর ইনি পথদর্শিনী।
দেখ সবিতৃমণ্ডল সম সমুজ্জ্বল-
বরণী সাবিত্রী সতী
তিন ভুবনে সুবিদিত ইঁহার সুচরিত
রমাও নহে হেন গুণবতী।
আহা সতীর পতিধন ইঁহার সে রতন
অকালে হরে যবে ধরমরাজ
ইনি দয়া ধরমগুণ কহি সে অকরুণ-
ধরম রাজনে দিলেন লাজ
যম, করুণারসে ভিজি এঁর পতিকে ত্যজি
ইঁহাকে বহুবর করিল দান

এঁর অন্ধগুরুজন হইয়ে সুনয়ন
লভিল সেই বরে রাজ্যমান।
করি ব্রত উপোষণ যত গৃহিণীগণ
ইঁহার পদ করে অর্চ্চনা।
পদচিহ্ন এঁর ধরি আসিতে সুরপুরী
সকল সতী করে কামনা।
দেখ, কমলকেশর জিনি কলেবর-
কান্তি দময়ন্তী সতী
পতি নলনৃপতিসহ বিহরে অহরহ
গিরিশসহ যেন পার্ব্বতী।
ত্যজি রাজ্যসম্পদ ভজিতে পতিপদ
হলেন ইনি বন-গামিনী
সুর নাগ নরগণ করয়ে কীর্ত্তন
ইঁহার সুচরিত কাহিনী।
এই, সকল সতীদল যখন উজ্জ্বল
করেছিলেন ধরা গুণবিভায়
এঁরা ছিলেন সুরীসম ধরণী দিবসম
তখন ছিল শুচি সুরভিকায়।
যথা দেবীর দেহ ছায় কখন কেহ হায়
দেখিতে নাহি পায় অতি নিপুণ
তথা অপর যুবতিতে না পাই নিরখিতে
এঁদের সুসদৃশ রূপ কি গুণ।

দিঠি দেবীর যেই মত এঁদের সেই মত
নিমেষ বিরহিত পতির পায়
ছিল এঁদের চরিতের তেমতি গৌরব
যেমন সৌরভ দেবীর গায়।
কভু মলিন দরশন—ধরণি পরশন
না করে অমরীর পদ যেমন্
সব যুবতিজন হতে অনেক উপরিতে
সতীকুলের পদ ছিল তেমন্।
সুর পুরেও এঁরা সবে আদর অনুভবে
রতি প্রভৃতি সতী করেন মান,
শশি কান্তি সন্মিত এঁদের সুচরিত
অপ্সরস কুল করয়ে গান।
নমি সতীকুলের পায় ভকতি নত কায়
মাগেন জয় বর বিজয়বীর
করি বরদ দরশন বিজয়ে সতীগণ
দিলেন আশিষ বিজয়িতীর,
সেই আশিষ ধরিয়া শীষে চলে পার্থ সহরিষে
সুরপতি প্রাসাদের দ্বার অভিমুখে
শত মনোরথ সুখে।
তারে মাতলি দেখায় পথ স্বর্গিদের অভিমত
ধূলি নাই কাদা নাই সে পথের বুকে
ফুল ফুটেছে দুদিকে।

পশি, দুয়ারে মহেন্দ্রসুত বসিল আদরপূত
মুকুতামণি খচিত কনক আসনে
মাতলির প্রযতনে,
ক্ষণে অমনি গন্ধর্বপতি চিত্রসেন মহামতি
পূজিয়া লইতে এল সে বীররতনে
ধন্য সেই যশোধনে ॥

ইতি নিবাতকবচ বধে মহাকাব্যে
সুধর্ম্ম সভা দর্শন নামে
পঞ্চম সর্গ ॥

ষষ্ঠ সর্গ।

যবে বিজয়ী বিজয় গেল বৈজয়ন্ত দ্বারে
এল অমনি গন্ধর্ব্বরাজ পূজিতে তাহারে,
বড় আশ্চর্য্য দেবের কার্য্যে শৃঙ্খলাবন্ধন
হয় অদৃষ্ট কারণে সব কার্য্য সঙ্ঘটন।
দিল কে কখন পুরন্দরে পার্থের বারতা
ইহা বুঝিতে নারিল কোন নর কি দেবতা,
তবু আচম্বিতে চিত্রসেন এল সেই দেশ
যেন দিব্যজ্ঞানে সে আগে জেনেছে ইন্দ্রাদেশ॥
তাই দুই দিক্ হতে পূজ্য পূজক দুজনে
এসে বৈজয়ন্ত দুয়ারে মিলিল একক্ষণে।
এল গন্ধর্ব্ব রাজের সঙ্গে বহু অনুচর
সুর সিদ্ধ বিদ্যাধর যক্ষ গন্ধর্ব্ব কিন্নর।
এল হাহা হূহূ আদি যত মহেন্দ্র গায়ন
এল নারদ পর্ব্বত আদি দেব ঋষিগণ;
পরি অপূর্ব্ব শৃঙ্গারবেশ শৃঙ্গারাভরণ
এল উর্ব্বশী মেনকা আদি সুরাঙ্গনাজন।
লয়ে বহুবিধ উপচার স্বর্গবাসিগণ
করি প্রত্যুদ্গম পাণ্ডবের করিল পূজন,

১। বিজয়, অর্জ্জুনের নাম।

১৫। শৃঙ্গারবেশ, শুচি অথবা উজ্জ্বল বেশ অর্থাৎ পোশাকী বেশ, শৃঙ্গারাভরণ, উজ্জ্বল অর্থাৎ পোশাকী আভরণ।

১৮। প্রত্যুদ্গম, আগন্তুকের অভিমুখে গমন। অভ্যুত্থান

আগে দিব্যাসনে চিত্রসেন বসায় পাণ্ডবে
পরে ফলমিশ্র অর্ঘ্য দিল পরম গৌরবে।
দুটি সুরবালা অমনি আনিয়ে পাদ্যজল
দিল ধোয়াইয়ে অর্জ্জুনের চরণযুগল,
আসি তখনি নারদ করে মধুপর্ক দান
যেন বাসবের সুমধুর স্নেহ মূর্ত্তিমান্।
পরে অপর অমর আসি বিজয়ের পাশ
তারে পরাইল সমাদরে অগ্নিশৌচ বাস,
তার কলেবরে করি হরিচন্দন লেপন
যত গন্ধর্ব্ব যুবতী করে গন্ধাদিবাসন।
দিব্য পারিজাতফুলমালা কণ্ঠে দোলাইয়ে
দিল পার্থিব দেহেই পার্থে দেব সাজাইয়ে,
সেই দেবের অর্চ্চনা পার্থ করিতে গ্রহণ
লাজে না পারিয়া অধোদিকে ফিরায় নয়ন।
হাসি অমনি গন্ধর্ব্বরাজ কহে পার্থপানে
সখি সম্বোধনে প্রেমমধু ঢালি তার কানে,
সখে লজ্জিত হয়ো না পূজাগ্রহণ করিতে
ইহা অতিথির শুচিধর্ম্ম কথিত স্মৃতিতে।
আর গৃহস্থের শুচিধর্ম্ম অতিথি সৎকার
তাহে বড় কি তুল্য কি ছোট নাই সে বিচার,

৮। অগ্নি শৌচ বাস, স্বর্গীয় বস্ত্র বোধ হয় ইস্ত্রিরী করা বস্ত্র।
১০। গন্ধাদিবাসন, গন্ধদ্রব্য দ্বারা সুবাসিত করা।

আজি গৃহস্থ মহেন্দ্রগৃহে তুমি যে অতিথ্
তাই পূজ্য পূজকের ক্রম হলো বিপরীত।
তুমি অন্যদা পূজক বট ইন্দ্র পূজ্য তব
আজি পূজ্য তুমি আর তব পূজক বাসব,
তুমি পূজিয়াছ বহুদিন ইন্দ্রে তপ করি
আজি সুখে সে ইন্দ্রের পূজা লও নরহরি।
যত পাদ্য অর্ঘ্য আচমনী আদি উপচার
উহা প্রেমেরই মূর্ত্তিভেদ বিবিধপ্রকার,
তুমি ইন্দ্রপূজা লভি প্রেমে হও মুগ্ধমন
তবে ভুলিতে পারিবে পূর্ব্ব তপোবিড়ম্বন।
মম নাম চিত্রসেন, আমি গন্ধর্ব্ব, জাতিতে
হয়ে ইন্দ্রপ্রতিনিধি তোমা আইনু পূজিতে,
তুমি মম হস্তে লও সেই ইন্দ্রের সৎকার
তিনি প্রতিনিধি সর্ব্বদা সকল দেবতার।
এইরূপে চিত্রসেন পূজা করায়ে গ্রহণ
এসো সখে এসো, বলি কহে স্বাগত বচন,
লভি দিব্য সমাদর হর্ষে মোহিত, পাণ্ডব
যত দুঃখ শোক ছিল মনে ভুলিল সে সব।
ইহা স্বর্গেরই মহিমা সেথানে গেলে লোক,
ভুলে তথনি হরিষভরে সব দুঃখ শোক,
ছিল অরিজয়ে সন্দিহান অর্জ্জুনের চিত
তাহা দেব-অনুগ্রহে আজি হইল শোধিত।

ছিল অরিদুরুক্তিতে তপ্ত যে কর্ণযুগল
আজি দেবের সূক্তিতে তাহা হইল শীতল,
পরে চিত্রসেন নিজকরে ধরি তার কর
লয়ে চলিল পাণ্ডববীরে ইন্দ্রের গোচর।
গায় সুধাকণ্ঠে সামগাথা তুম্বুরু নারদ
হাহা হূহূ আদি আশীর্ব্বাদী গায় ধ্রুবপদ,
গায় প্রিয়সমাগমোৎসব সুকণ্ঠী অপ্সরা
বাজে মুরজ মন্দিরা বেণু বীণা সপ্তস্বরা।
গুণস্তুতি করি আগে আগে যায় স্বর্গিগণ
পরে চিত্রসেন সনে যায় পার্থ যশোধন,
শুনি অগ্রগামী বালিখিল্য মুনিগণ স্তুতি
পশে দিনমুখে দিনমণি গগনে যেমতি।
পথে অক্লিষ্ট চরণপাতে চলিল পাণ্ডব
নাই ধরণীর মত দৃঢ়স্পর্শ অনুভব,
পরে হেরিল কুসুমকীর্ণ বিস্তীর্ণ অঙ্গন
যেন তারককুল সংকুল শরদগগন।
সেই অঙ্গনের পরে হেরে, ইন্দ্রের প্রাসাদ
যেন অন্তঃকরণের মূর্ত্তিমন্ত পরসাদ,

১। অরিদুরুক্তি, শত্রুদিগের দুর্ব্বচন।
২। সূক্তি, সুন্দর উক্তি—সুবচন।
৫। সাম গাথা—সামবেদের গান।
৬। ধ্রুবপদ, ধ্রুপদজাতীয় গীত।
১১। প্রসিদ্ধি আছে বালিখিল্য নামক মুনিগণ সূর্য্যের অগ্রে অগ্রে স্তব করিয়া যায়।

নীলকণ্ঠকণ্ঠ জিনি তার ভিত্তির বরণ
শোভে দ্বিতীয়ার শশিনিভ হীরক তোরণ।
শোভে লম্বিত মুকুতাদাম তোরণে তোরণে
যেন নভে শোভে উড়ুপাঁতি শিশুশশিসনে,
শোভে স্ফটিকসোপান সেই প্রাসাদারোহণ
যেন কুদ্দালকর্ত্তিতাকৃতি শনদের ঘন।
সব স্বর্গিসঙ্গে পার্থ সেই সোপান উন্নত
অবলীলাক্রমে অতিক্রমে স্বর্গিদের মত,
যেতে উন্নতির পথে বীর শ্রম নাহি মানে
যত ঊর্দ্ধে উঠে ততই নিরখে ঊর্দ্ধপানে।
পরে বৈজয়ন্ত প্রাসাদে পশিয়ে ধনঞ্জয়
হেরি প্রাসাদের দিব্য শোভা মানিল বিস্ময়,
নীল ন্যুব্জ কটাহের মত তাহার খিলান
যেন শিখিপুচ্ছে আচ্ছাদিত হেন হয় জ্ঞান।
সেই ছাদের শরীরে শোভে অতি চমৎকার
মেষ বৃষ মিথুনাদি চিত্র বিবিধপ্রকার,
ছাদে ঝুলিছে অদৃষ্টসূত্রে গোলক লণ্ঠন
ঠিক গ্রহ নক্ষত্রের মত তাদের গঠন।

১। নীলকণ্ঠ, ময়ূরের কণ্ঠ।
৩। মুকুতাদাম, মুক্তারমালা, হার।
৬। কুদ্দাল কর্ত্তিতাকৃতি, কোদাল কাটার আকারযুক্ত।
১৩। ন্যুব্জ, উপুড় করা। কটাহ, কড়াই
১৭ অদৃষ্ট সূত্র, যে সুতা দৃষ্ট হয় না সেই সূত্রে অথচ দৈবউপলক্ষে।

পশি পুরন্দরমন্দিরে পার্থের চক্ষুঃস্থির
যেন অনিমিষলোকে অনিমিষ হলো বীর,
হেরি প্রাসাদ শোভায় পার্থে অন্যমনা হেন
টিপি আঙুলে আঙুল তারে কহে চিত্রসেন।
"সখে প্রভাপুঞ্জতরল হীরকসিংহাসনে
হের বিরাজেন দেবরাজ শচীদেবী সনে
তনু ইন্দ্রনীল মণি জিনি কিরীট ভূষণ
রবিমণ্ডলের মধ্যবর্ত্তী যেন নারায়ণ।
শিরে একমাত্র সিতচ্ছত্র শোভে উল্লসিত
যেন পুঞ্জীভূত স্বরগ লক্ষ্মীর প্রেমস্মিত,
সুর নারীকরপদ্ম চুম্বি-মরালসন্নিভ
চুলে বাম আর দক্ষিণে চামর দুটি শুভ।
যেন স্বর্গ আর মর্ত্ত্য এই দুই জগতীর
দুটি পালনজনিতযশ ধরেছে শরীর,
দেখ প্রভুর দক্ষিণ পাশে গুরু বৃহস্পতি
বসি বিচারেন ভূত ভব্য বর্ত্তমান গতি।
প্রভু দশশতচার নেত্রে যে তত্ত্ব না পান
সেই তত্ত্ব দেখে ইঁহার ক্ষণিক প্রণিধান,

২। অনিমেষ লোক, দেবলোক অর্থাৎ স্বর্গ। অনিমিষ, নেত্রনিমেষ রহিত।

১১। মরাল, হংস।

১৭। চার নেত্র, রাজারা যে সকল গূঢ় পুরুষদ্বারা পররাষ্ট্র বিবরণ জ্ঞাত হয় তাহাদিগকে চার কহে, তাহারাই নেত্রস্বরূপ।

দেখ অরুন্ধতীসহিত বশিষ্ঠ মহামতি
অই দক্ষিণে অগস্ত্য আর লোপামুদ্রা সতী।
দেখ শৈব্যাসনে একাসনে হরিশ্চন্দ্র বীরে
ইনি ইন্দ্রপদ পেয়েছেন পার্থিব শরীরে,
দেখ পৃষ্ঠভাগে বসেছেন ময়ূর আসনে
দেব সেনাপতি কার্ত্তিকেয় জয়ন্তের সনে।
যত আর আর দেব দেবী নাম কব কত
সবে প্রভুর আদেশ চাহে দাস দাসী মত,
দেখ অন্যজনে যাহাদিগে দেখিতেও ডরে
সেই স্বর্গিগণ মহেন্দ্রের পরিচর্য্যা করে।
শোভে বনস্পতি যেমতি পাদপপাঁতি মাঝে
যথা কুলাচল মাঝে কিম্বা সুমেরু বিরাজে;
শোভে অথবা পূর্ণেন্দু যথা নক্ষত্রসমাজে
হের স্বর্গিমাঝে তেমতি শোভিত সুররাজে।"
কহি এই মাত্র চিত্রসেন বিরমিল যবে
গিয়ে অমনি কৌরবমণি নমিল বাসবে
পরে চুম্বিয়ে ভকতি ভরে চরণপঙ্কজ
শিরে গ্রহণ করিল তার শুচিপদ রজ।

৬। জয়ন্ত, ইন্দ্রের পুত্রের নাম।

১২। কুলাচল, আটটি পর্ব্বতের নাম কুলাচল।

সুতে চরণে পতিত হেরি সম্ভ্রমে উঠিয়ে
গাঢ় আলিঙ্গন দিল ইন্দ্র বাহু পসারিয়ে,
পরে মুহুর্মুহু করে তার মস্তক আঘ্রাণ
যেন যশের সৌরভ অনুভবে মরুত্বান্।
দশ শত নেত্রে অশ্রুবারি বরষি প্রমদে
যেন অভিষিঞ্চে সুতে ইন্দ্র মহাবীর পদে
সেই প্রেমনীরে মহাবীরে করি শুচিকায়
জয়-আশীর্ব্বাদে পুরন্দর তাহাকে বাড়ায়।
শির নত করি ধরি সেই জনক-আশীষ
শচীদেবীর চরণে বীর নমাইল শীষ,
পরে অন্য অন্য দেবোদ্দেশে করিল প্রণতি
সব দেব দেবী শুভাশীষ দিল তার প্রতি।
লভি দেবতার আশীর্ব্বাদ, করযোড় করি
রহে দাঁড়াইয়ে হরির সম্মুখে নরহরি,
হেরি মহেন্দ্র নরেন্দ্রসুতে দাঁড়িয়ে রহিতে
নিজ-আসনের এক পাশে কহিল বসিতে।
তবু না বসিল ধনঞ্জয় গুরুর আসনে
হলো উপবিষ্ট চরণ পীঠের এক কোণে,

১। সম্ভ্রম, ত্বরা ও হর্ষ।
৪। মরুত্বান, ইন্দ্র।
৫। প্রমদ, আনন্দ।
১৪। হরি, ইন্দ্র। নরহরি, নরের মধ্যে হরির তুল্য অর্থাৎ সিংহের তুল্য বিক্রান্ত—অর্জ্জুন।
১৭। গুরু, ধনুর্ব্বেদের আচার্য্য অর্থাৎ ইন্দ্র।

সবে নীরবে মুহূর্ত্তকাল বাসবের পানে
রহে কুতূহলে অনিমেষ নয়ন প্রদানে।
যেন মধ্যন্দিনে সূর্য্যমুখী কুসুম কানন
রবি-অভিমুখে রহে অর্পি ফুল বিলোচন,
পরে আদরে শীতল কর বুলায়ে শরীরে
ইন্দ্র কহিতে লাগিল পার্থবীরে ধীরে ধীরে।
বাছা দেবলোকে তোমারে এনেছি যে কারণ
শুন মন দিয়ে সেই ভাবি-কার্য্যবিবরণ,
মোরা প্রণিধানে দেখিতেছি, প্রজাক্ষয়কর
ধৃতরাষ্ট্রসুত পাণ্ডুসুতে হইবে সমর।
প্রজাহিত হেতু যদিও যতনে যুধিষ্ঠির
রণ নিবারণ-উপায় চিন্তিবে ধর্ম্মবীর,
তবু দুর্য্যোধন না মানিবে সেই হিতবাণী
হায় চোর নাহি শুনে কভু ধর্ম্মের কাহিনী।
সদা দুর্য্যোধনে যুধিষ্ঠির ভাই বলি মানে
তবু দুর্য্যোধন অরিভাবে দেখে তার পানে,
সদা ভীমসেন হইতে সে আশঙ্কে মরণ
দিবারজনী শঙ্কিত চিত্তে রহে পাপিজন।
ভয় দেখায় পাপীকে সদা পাপের মূরতি
কভু বিশ্বাস না হয় তার পাপে অব্যাহতি,

২। মুহূর্ত্তকাল, অল্পকাল।
৩। মধ্যন্দিন, মধ্যাহ্নকাল। সূর্য্যমুখী ফুল সেই সময় উর্দ্ধদিকে অর্থাৎ সূর্য্যের দিকে সম্মুখীন হইয়া থাকে।

জতু গৃহদাহ বিষদান দুরোদর ব্যাজ
সতী পাঞ্চালীর বসনাকর্ষণ সভামাঝ।
যত পাপাচার করেছে সে তোমাদের প্রতি
সেই পাপগুলি স্মৃতিপথে দেখে সে সম্প্রতি
সেই এক এক পাপ এবে ভীষণ আকারে
যমদূত সম নির্জ্জনে তর্জ্জন করে তারে।
তাই আশ্বস্ত না হয় তার শঙ্কাকুল মন
সদা চিন্তা করে তোমাদের নিধনসাধন,
ছল করিয়া দেখিল বহু না হইল ফল
রণ করিয়া দেখিবে এবে দেখাইবে বল।
বলে সমধিক দুর্য্যোধন তোমাদের হতে
দেখ ভীষ্ম দ্রোণ অতিরথ আছে তার মতে,
নাই ভূতলে তাদের মত সমরবিবুধ
তারা লৌকিকালৌকিক সব শিখেছে আয়ুধ।
রণ করিতে করিতে শুভ্র হয়েছে কুন্তল
যেন যশের প্রভায় শির হয়েছে বিমল,

১। দুরোদর ব্যাজ, দ্যূতক্রীড়ার ছল।
২। পাঞ্চালী, দ্রৌপদী।
৭। আশ্বস্ত, আশ্বাসপ্রাপ্ত।
৮। নিধন সাধন, মরণের উপায়।
১৩। সমর বিবুধ, রণপণ্ডিত।
১৪। লৌকিক আয়ুধ, ইহলোকে প্রচলিত অস্ত্র। অলৌকিক আয়ুধ, স্বর্গীয় অস্ত্র, বজ্রাদি।

রণে তাদিগে জিনিবে হেন শকতি কাহার
তারা সুরাসুরে নাহি ডরে নর কোন ছার।
সবে মর্ত্যধর্ম্মা মনে করে সেই দুই বীরে
ফলে অমরপ্রবর তারা মর্ত্যের শরীরে,
নহে বস্তুত দ্বিহস্ত নর সেই বীরদ্বয়
দেখ সমরে অমর সম চতুর্হস্ত হয়।
কভু দশ হস্ত হয় তারা শত হস্ত কভু
রণে তাদের হস্তের সংখ্যা করিতে কে প্রভু,
শর বরিষণ আবশ্যক যত দ্রুত যবে
যেন তত হস্ত হয় তারা তখন লাঘবে।
কভু দেখায় তাহারা দুণ হস্তের লাঘব
তাই বিষ্ণুসম চতুর্হস্ত বুঝে অরি সব,
কভু পঞ্চগুণ দ্রুত হস্তে হানে তারা বাণ
তাই দুর্গাসম দশ হস্ত অরাতির জ্ঞান।
যবে পঞ্চাশত গুণ শীঘ্র বরিষে মার্গণ
বুঝে শত হস্ত দেবতা তখন অরিগণ,
কোন কাজ না থাকিলে তারা দ্বিভুজ মনুজ
কাজ পড়িলে তাহারা কিন্তু দেব বহুভুজ।

৩। মর্ত্যধর্ম্মা, যাহাদের মৃত্যু নিশ্চয়ই হইবে।
৪। অমরপ্রবর, অমরের মধ্যেও বরণীয়।
১০। লাঘব, শীঘ্রতা।
১৪। অরাতি, শত্রু।
১৫। মার্গণ,বাণ, তীর।

দেখ ত্রিলোকে উপমাহীন ভীষ্মের বীরতা
তাই পার্থিব দেহেই তারে বাখানি দেবতা,
জয় করিয়ে ইন্দ্রিয় ঊর্দ্ধরেতা সেই বীর
তার অনিচ্ছায় ছুতে নারে মৃত্যু ও শরীর।
তাঁই জিতমৃত্যু অমর সে দেবখ্যাতি তার
নর নহে ভীষ্মদেব সে বসুর অবতার,
সেই সত্যব্রত সত্যবাদী সত্যসন্ধ বীরে
কার শকতি জিনিতে পারে সংগ্রাম-অজিরে।
আছে দুর্য্যোধন পক্ষে বহু আরও সহায়
তার আজ্ঞামাত্রে কর্ণ কৃপ অশ্বত্থামা ধায়,
তারা প্রতি বীর চিত্রযোধী অসীম পৌরুষ
তব সম লঘু হস্ত অরি-কুঞ্জর-অঙ্কুশ।
তোমা হতেও অথবা বীর, কর্ণ রবিসুত
রবি সদৃশ প্রতাপী একাঘাতী-অস্ত্রযুত,
সে যে প্রতিজ্ঞা করেছে দুর্য্যোধনের সম্মুখে
জয় করিবে তোমাকে কোনরূপে রণমুখে।
যতদিন কর্ণ তোমায় জিনিতে না পারিবে
ততদিন ধরি পাদশৌচ কভু না করিবে,

৭। সত্যব্রত, ব্রতশব্দে ব্রহ্মচর্য্য, যাহার ব্রহ্মচর্য্য সত্য অর্থাৎ কৃত্রিম নহে। সত্যসন্ধ, সন্ধাশব্দে প্রতিজ্ঞা, যাহার প্রতিজ্ঞা সত্য।

৮। সংগ্রাম অজিরে, সমরাঙ্গনে।

১১। চিত্রযোধী, আশ্চর্য্যরূপে যে বীর যুদ্ধ করে।

যদি কিছুতেই তোমারে জিনিতে নাহি পারে
তবে একাঘাতী প্রহরণে মারিবে তোমারে।
তাই একাঘাতী-অস্ত্র মন্ত্র রেখেছে গোপনে
তার প্রতিকার তন্ত্র নাহি জানে দেবগণে,
দেখ দিব্য আর ভৌম-আচারের ভেদ কত
তব বিরোধী ভূতলে কর্ণ জনমের মত।
এই স্বরগে প্রণয় কত রবি পুরুহূতে
ভূমে কত বৈর রবিসুত পুরুহূত সুতে,
এই পার্থিব-অনর্থমূল একমাত্র ধন
মরে দুর্য্যোধন লাগি কর্ণ ধনেরি কারণ।
ছার ধন লাগি মর্ত্যগণ অধর্ম্ম আচরে
সুত হিংসা করে জনকে সোদর, সহোদরে,
হেথা কল্পতরু আছে, নাই ধনের লালসা
তাই স্বর্গে নাই প্রণয়ের বিঘটন দশা।
জানি তুমিও সে বৈরীকর্ণে রণে বধিবারে
দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করেছ ক্ষাত্রধর্ম্ম-অনুসারে,
তব প্রতিজ্ঞা শুনিয়ে কর্ণ অন্তরে শঙ্কিত
তাই সংসার অনিত্য মানে স্বপন সম্মিত।

৩। মন্ত্র, জপ্যমন্ত্র অথচ মন্ত্রণা।
৪। প্রতিকার তন্ত্র, প্রতিকারের সিদ্ধান্ত বা শাস্ত্র।
৫। দিব্য, স্বর্গীয়। ভৌম, ভূমিসম্বন্ধী।
৭। পুরুহূত, ইন্দ্র।
৯। পার্থিব, পৃথিবী সম্বন্ধী।
১৮। স্বপনসম্মিত, স্বপ্নসদৃশ।

নাই ধন প্রাণসুতেও তাহার স্নেহলব
সদা যাচকের প্রীতি হেতু দান করে সব,
মোরা তোমারই প্রতিজ্ঞা করিব ফলবতী
সব দেবতারা পক্ষপাতী তোমাদের প্রতি।
সদা ধার্ম্মিকেরি অনুকূল দেবগণ হয়
রহে ধর্ম্মবল যেই দিকে সেই দিকে জয়,
কভু অনুকূল দৈব বিনে পৌরুষ না ফলে
যথা দেহবল নাহি ফলে বিনা বুদ্ধিবলে।
সেই দৈববল যোগাইতে তোমাদের প্রতি
ভূমে গমন করেছে মম অনুজ শ্রীপতি,
আমি তথাপি তোমায় স্বর্গে এনেছি যতনে
সব শিখাইব স্বর্গীয় কৌশল শুচি মনে।
তুমি শিখিতে পারিবে সব দিব্যনিপুণতা
দেব তনয় তোমরা সবে আছে সে যোগ্যতা,
শিখ স্বর্গীয় আচার ধর্ম্ম পরম যতনে
যাতে জিনিতে পারিবে দেবনিভ সাধুজনে।
দূরে থাকুক সাধুর কথা দেবনিভ যারা
নিজ দেবতাও জিত হয় সদাচারদ্বারা,

১। স্নেহলব, স্নেহের কণা।

১০। মম অনুজ শ্রীপতি, বামন অবতারে বিষ্ণু অদিতির গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন, তাহাতেই বিষ্ণুকে ইন্দ্রানুজ, ইন্দ্রাবরজ বলা যায়, সেই বিষ্ণু যদুবংশে কৃষ্ণনামে অবতীর্ণ হয়েছেন।

দেখ সদাচারে হরিশ্চন্দ্র জিনেছে আমায়
তাই আমার সদৃশ ভুঞ্জে স্বর্গসমুদায়।
সেই দিব্যাচার প্রয়োগ করিলে অবিরত
জিত হইবে তোমার পিতামহ দেবব্রত,
তাঁকে ধর্ম্ম আর বিনয়ে জিনেছে যুধিষ্ঠির
তাই মনে মনে তোমাদের হিতৈষী সে বীর।
ধৃতরাষ্ট্রসুত হেতু তার দেহদান পণ
পণ তোমাদের লাগি কিন্তু আত্মসমর্পণ,
ত্যজি দুর্য্যোধন-অন্নে পুষ্ট দেহ ভূতময়
তিনি করিবেন দুর্য্যোধন-অন্নের নিষ্ক্রয়।
কুরুপাণ্ডব সমরে তিনি প্রতিজ্ঞা করিয়া
তাহা পূরাবেন বহুসঙ্খ্য সৈন্য সংহারিয়া,
তাহে না হইবে তোমাদের সবিশেষ ক্ষতি
তাঁর আন্তরিক স্নেহ আছে তোমাদের প্রতি।
জানি আচার্য্য দ্রোণও সদা তব পক্ষপাতী
সে যে সব শিষ্য হতে করে তোমার সুখ্যাতি,
তুমি অশ্বত্থামা সদৃশ তাহার প্রিয়তম
গুণবন্ত শিষ্য গুরুর নিকটে পুত্রসম।

৪। তোমার পিতামহ। অর্থাৎ ভীষ্ম।

৯। ভূতময়, ক্ষিতি জল তেজ বায়ু ও আকাশ এই পঞ্চপদার্থকে ভূত কহে তদ্দ্বারা নির্ম্মিত, দেহ।

১০। নিষ্ক্রয়, প্রতিশোধ করা।

তবু শিক্ষা কর তুমি দিব্য সমর কৌশল
তাহে জনমিবে দিব্যশক্তি পাবে বুদ্ধিবল,
শিখ দ্বিগুণ চৌগুণ পঞ্চগুণ লঘু হাত
শিখ দৃষ্ট লক্ষ্য অদৃষ্ট লক্ষ্যেতে শরপাত।
শিখ শ্রমজয় ক্ষুধাক্ষয় পিপাসা বারণ
শিখ পৃথিবীতে নাই যত দিব্য প্রহরণ,
শিখ দুর্ভেদ্য বিবিধ ব্যূহ নির্ম্মাণ ভেদন
শিখ বহুবিধ মায়া আর মায়া নিবারণ।
শিখ স্থির লক্ষ্য চল লক্ষে নিক্ষেপিতে শর
শিখ দ্বৈরথ সমর আর সঙ্কুল সমর,
শিখ শরজাল নিরমাণ পিঞ্জর-উপম
যাতে অরাতি নিবদ্ধ হয় পোষা পাখী সম।
শিখ সমরে অমর বীর যেকার্য্য আচরে
তারা রণ হতে পলায়ন কভু নাহি করে
করে বরঞ্চ জীবিত দান নহে পৃষ্ঠদান
কভু তেজ নাহি ত্যজে ত্যজে বরঞ্চ পরাণ।
দেখ বরঞ্চ নির্ব্বাণ হয় সলিলে অনল
তবু তেজ পরিহরি কভু না হয় শীতল,
রণে মোহিত শরণাগত পলায়িত পানে
কভু ধার্ম্মিক অমরবীর অস্ত্র নাহি হানে।

১০। দ্বৈরথ সমর, দুইজন রথীর পরস্পর যুদ্ধ। সঙ্কুলসমর, বহু-বিপক্ষের সহিত একের যুদ্ধ অর্থাৎ তুমুল যুদ্ধ।

সে তো বীর নহে বারম্মন্য কাপুরুষ নর
যেই খাঁড়ার আঘাত করে মরার উপর,
রিপু বধ নাহি চাহে বীর চাহে বীরযশ
মেরু হতেও উন্নত হয় বীরের মানস।
যেই বধ চিন্তে শয়িত কি বিশ্বস্ত শত্রুর
পাপ দুর্য্যোধন সদৃশ সে নিশ্চয় অসুর,
অতি নীচাশয় ঘৃণিত সে খল বলি তারে
পদ অর্পিতেও স্বর্গপথে সে কভু না পারে।
পাপ দুর্গন্ধের লেশমাত্র যার গায় স্ফুরে
তারে স্বর্গীয় নাগরগণ পরিহরে দূরে,
আছে বিদ্যমান অনন্ত নরক তার তরে
যম লয়ে যায় সে নরকে তারে কেশে ধরে।
পচা পাপের দুর্গন্ধে পূর্ণ সে ঘোর নিরয়
অনুতাপে পরিপূর্ণ আর অন্ধকারময়,
হয় সে নিরয়ে পাপীর পাপের প্রতিকার
আর স্বর্গে হয় সুকৃতীর সুকৃত সৎকার।
তাই স্বর্গে যেতে নারে পাপী চরিত শিখিতে
আর নিরয়ে সুকৃতী নাহি যায় শিক্ষা নিতে,
গুরুবচনেও যার শিক্ষা না হলো ক্ষিতিতে
বহু শাস্ত্রেও নারিল যেই বিনয় শিখিতে।

১। বীরম্মন্য, আপনিই আপনাকে বীর বলিয়া মানে।
১৩। নিরয়, নরক।
২০। বিনয়, সদ্ব্যবহার।

বুধ সঙ্গেও যাহার বোধ না হইল শুচি
নৃপদণ্ডেও দুষ্কৃত ত্যাগে না ঘটিল রুচি,
যম সেই সেই পাপীজনে করেন শাসন
ঘোর দণ্ডদানে পাপ হতে করেন বারণ।
শিখে শাস্ত্র আর গুরুবাক্যে বুদ্ধিমান্ নর
আর দণ্ডেতে ঠিকিয়ে শিখে নির্ব্বোধ পামর,
গুরু-উপদেশ, চারিবেদ, চতুর্দ্দশ শাস্ত্র
জানি সকল হতেই বড় দণ্ডবিধি অস্ত্র।
তাই দুর্য্যোধনে দণ্ডই উচিত প্রতিকার
মৃদু উপায়ে না হয় শান্ত কভু দুরাচার,
যদি পশু দুষ্ট হয় তবে দণ্ডে তারে প্রজা
যদি প্রজা দুষ্ট হয় তবে তারে দণ্ডে রাজা।
আর রাজা দুষ্ট হলে তারে দণ্ডে দেবগণ
বিনা দণ্ডে কেহ নাহি করে ধর্ম্ম আচরণ,
মোরা শাসিব সে দুর্য্যোধনে দৈবদণ্ডপাতে
যদি তাহে নাহি শুধে, যম দণ্ডিবে পশ্চাতে।
যম ধর্ম্মরাজ মূরতিতে হয়ে অধিষ্ঠিত
তারে ভীমহস্তে দিবে দণ্ড পাপের উচিত,
তুমি মম প্রতিনিধি হয়ে সেই ধর্ম্মরাজে
মম শিক্ষামতে সাহায্য করিও রণমাঝে।

১৭। ধর্ম্মরাজ, যম অথচ যুধিষ্ঠির।

১৮। ভীমহস্তে, ভয়ানক হস্তে অথচ ভীমসেনের হস্তে।

মম অনুজ কেশর তব যইবে সারথি
দব বহ্নির সারথি হয় পবন যেমতি,
নর-মানে পাঁচবর্ষ, দেব মানে পাঁচদিন
শিখ সাঙ্গ ধনুর্ব্বেদ মম হইয়ে অধীন।
হেন সান্ত্ববাদে শান্ত করি কৌন্তেয়ের চিত্ত
সুরকান্তাদলে শচীকান্ত করিল ইঙ্গিত,
সেই ইঙ্গিতে অপ্সরাগণ আরম্ভিল গান
পশে অর্জ্জুনের কানে তাহা অমৃত সমান।
প্রবর্ত্তিল তৌর্য্যত্রিক বাজিল মৃদঙ্গ
আনন্দে হইল সবে পুলকিত-অঙ্গ,
শুনি নবজলদের গভীর ধ্বনন
রোমাঞ্চিত তনু হয় ময়ূর যেমন।
বেণু বীণা আদি যন্ত্রে বাজে একতান
স্বর্গীয় যন্ত্রও যেন স্পষ্ট করে গান,
নর্ত্তকী উর্ব্বশী আদি লাগিল নাচিতে
ক্ষীণ মাজা ভাঙ্গে বুঝি শঙ্কা হয় চিতে।
বিলম্বিত লয় সঙ্গে নৃত্য করে দ্রুত
দ্বিগুণ চৌগুণ নৃত্য দেখায় অদ্ভুত,

২। দব বহ্নি, বনাগ্নি।
৩। নরমানে, মনুষ্যের পরিমাণ। দেবমান, দেবতাদিগের পরিমাণ
৫। সান্ত্ববাদ, সান্ত্বনাবাক্য।
৯। তৌর্য্যত্রিক, নৃত্যগীত বাদ্য।

কখন তেহাই দেয় নাচিতে নাচিতে
লাটিমের মত কভু ঘুরে চারিভিতে।
অর্দ্ধাবগুণ্ঠনে অর্দ্ধবদন আবরি
নাচিতে নাচিতে কভু হাসে গালভরি,
নাচায় চরণ, কর, নাচায় জঘন
ক্ষীণমধ্য দোলায় লীলায় হরে মন।
কভু দ্রুতপদে নেচে পৃষ্ঠ দিয়ে যায়
বিজুলী চমকি যেন আন্ধারে মজায়
সভ্যের চেতনা হরি কর বিলসিতে
নত্ত্ব করে বাতাহত পদ্ম-শ্রীহরিতে।
কিবা হাব কিবা ভাব কিবা পদক্ষেপ
দেখিলে ঋষিরো দূর হয় অবলেপ,
শ্রবণে অমৃত যেন ঢালিয়ে প্রচুর
পদে পদে রুণু ঝুণু বাজিছে ঘুঙ্গুর।
রতন ভূষণ অঙ্গে করে ঝলমল
কামের পতাকাসম উড়ে বস্ত্রাঞ্চল
হাসিয়ে কটাক্ষশর হানে সমস্বরে
মোহনাস্ত্র সন্ধান শিখায় যেন স্মরে।
নাচিতে নাচিতে তারা আরম্ভিল গীত
তাল ব্রহ্মে নাদ ব্রহ্ম হইল মিলিত,

৩। অর্দ্ধাবগুণ্ঠন, অর্দ্ধেক ঘোমটা।
৯। কর বিলসিত; করতলের বিলাস।
১২। অবলেপ, গর্ব্ব, অর্থাৎ ইন্দ্রিয়জয়াভিমান।

নৃত্য গীত বাদ্য তিনে হইল মিলন
ব্রহ্মা বিষ্ণু শিবে হয় অভেদ, যেমন।
কত মুরছনা গানে কত কোটি তান
গান শুনি ফাল্গুনির তৃপ্ত হলো কান,
সকল ইন্দ্রিয় বুঝি হলো কর্ণময়
গীতময় হলো কিম্বা সকল বিষয়।
অন্তরে বাহিরে পার্থ শুনে সেই গীত
স্বর ব্রহ্মে যেন তার লীন হলো চিত,
পিকস্বর মিষ্ট নহে গানের সোসর
বনপ্রিয় পাবে কোথা দেবপ্রিয় স্বর।
শুনিলে সে গীতধ্বনি জাগরিত হয়
অমরের কিবা কথা মৃতেরো হৃচ্ছয়।
গীত শুনি ফাল্গুনি ভুলিল সব দুখ
অনুভব করিতে লাগিল দিব্য সুখ॥

এইরূপে কতক্ষণ নৃত্য গীতে তোষি মন
পাইল অপ্সরাগণ প্রসাদ তাম্বূল

৩। মুরছনা অর্থাৎ মূর্চ্ছনা, দুই তিনগ্রামে স্বরের আরোহাবরোহ দ্বারা রাগ বৃদ্ধি করাকে মূর্চ্ছনা কহে। একগ্রামে স্বরের আরোহাবরোহকে তান কহে।

৬। বিষয়, ইন্দ্রিয়গোচর পদার্থকে বিষয় কহে।

১২। হৃচ্ছয়, হৃদয়ে যে শয়ন করিয়া থাকে অর্থাৎ কন্দর্প।

১৬। প্রসাদ, প্রসন্নতাজ্ঞাপক পুরস্কার।

বিরত হইল গান　　তবু হৃদে সেই তান
　　ধরি নিজ নিজ স্থান চলে দেবকুল।
চিত্রসেন অবশেষে　　ধনঞ্জয়ে ইন্দ্রাদেশে
　　লয়ে গেল অন্য দেশে দিতে আবসথ
দিব্যামোদে ধনঞ্জয়　　সেই আবসথে রয়
　　নানা ভোগচয় জয়ন্তের মত॥

ইতি নিবাতকবচ বধ মহাকাব্যে
বৈজয়ন্ত বর্ণন নামে ষষ্ঠ সর্গ॥

৫। আবসথ, বাসা ঘর।

বীর রহিল অমরপুরে।
অমর নিকর করে সমাদর শোক তাপ গেল দূরে॥
মনের মতন মণি নিকেতন গৃহোপকরণ বিবিধ তায়
সেই গৃহে রয় প্রবীর বিজয় দাসদাসীজন মন যোগায়।
কোন দাস তায় আসনে বসায় চরণ সেবায় কেহ নিরত
কেহ তার গায় চামর ঢুলায় জনমের কেনাদাসের মত॥
অমৃতভাজন ধরে কোন জন পুরোডাশ হাতে কেহ দাঁড়ায়
কেহ সুমধুর কল্পতরুর ফল লয়ে তার বদন চায়।
বিমল শীতল কেহ লয়ে জল দাঁড়াইয়ে রহে করা'তে পান
কেহ করপুটে দাঁড়ায়ে নিকটে মাগে অনুগ্রহ নিদেশ দান॥
সোদরের মানে হেরি সবা পানে শ্রমবিনোদন করিয়ে বীর
ছাড়ি পুরোডাশ তেজি সুধা-আশ ফল খেয়ে পান করিল নীর।
যতনে যতীর ব্রত ধরে ধীর আয়ুধ শিখিতে পাঁচ বছর
তাই সে কেবল খায় ফলজল অমৃতেও নাহি করে আদর॥
জলযোগ করি পুন নরহরি হরিষে শুইল শুচি শয়নে
অভিসারিকার প্রকাশি আচার নিদ্রাদেবীতার ধরে নয়নে।

৩। মণি নিকেতন, প্রস্তরনির্ম্মিত গৃহ। গৃহোপকরণ, গৃহের উপকারী দ্রব্য।

১০। নিদেশ, আজ্ঞা, ফরমাস।

১২। পুরোডাশ, দেবতাদিগের ভোজ্য দ্রব্যবিশেষ, বোধ হয় পুরী।

১৩। যতী, ব্রহ্মচারী। তাহার ব্রত অর্থাৎ ব্রহ্মচর্য্য ধারণ করে।

প্রগল্‌ভা যুবতী আইসে যেমতি দূতীর সহিত প্রিয়সকাশে
অলসতা সাথে তেমতি নিশাতে এল নিদ্রাদেবী বিজয়-পাশে
অলখিতরূপে আসি চুপে চুপে পরিহাস যেন করে তা সহ
বিলোচনদ্বয় চেপে ধরি রয় ছলে পুছে বুঝি "আমি কে কহ" ॥
ঈষদ নিদ্রার আবেশে তাহার মুদিত নয়ন অলস কায়
তথাপি সতত হৃদয়, জাগ্রত বিরোধ অনল জ্বলিছে তায়।
জগতমোহিনী নিদ্রা বিনোদিনী নারিল তাহাকে আনিতে বশে
জ্বরিত-অধরে সুধা দিলে পরে তাও তিক্ত হয় জ্বরপরশে ॥
সজাগ শয়নে মুদিত নয়নে নীরবে রয়েছে বীর বিজয়
হেন অবসরে দ্বারী আসি ঘরে মৃদুস্বরে তারে নিবেদি কয়।
"কি যেন কারণে বিশ্বাচীর সনে উর্ব্বশী অপ্সরা নারীরতন
দিব্য বেশে এসে আছে দ্বারদেশে তব দরশনে করে যতন ॥
যদি অনুমতি করেন সুমতি! তবে আনি তারে নতুবা নয়"
এই কথা বলি বান্ধিয়ে অঞ্জলি মৌনে দ্বারপাল দাঁড়িয়ে রয়।
শুনি সে বচন ভারত রতন বহু বিতর্ক করিয়ে চিতে
শয়ন হইতে উঠিয়ে ত্বরিতে অনুমতি দিল তারে আনিতে ॥
যাইয়ে বাহিরে আসিল অচিরে পুন দ্বারী লয়ে দুটি রতন
হাত ধরাধরি এল দুটি নারী দুটিরই সম বেশ ভূষণ।

১। প্রগল্‌ভা, ধৃষ্টা অর্থাৎ যাহার লজ্জাদি নাই।
২। বিজয়-পাশে, অর্জ্জুনের পার্শ্বে।
৮। জ্বরিত-অধরে জ্বরাতুর লোকের মুখে।
১১। বিশ্বাচী, অপ্সরাবিশেষের নাম।
১৫। ভারত রতন, ভরতবংশের রত্নস্বরূপ অলঙ্কার।

দুইটি মুকুতা একগাছি সূতা দিয়ে যেন গাঁথা সুষমতুল
পাশাপাশি ফুটি এক ডালে দুটি অথবা রয়েছে গোলাপফুল ॥
অথবা বিদল কমল যুগল শোভিছে মিলিয়ে প্রেমপবনে
মিলেছে অথবা দুটি অভিনবা কল্পলতিকা পিরীতি বনে।
সে দুটি রতনে আনিয়ে যতনে পরিচয় দিয়ে কহিল দ্বারী
এ সুররমণী ঊর্ব্বশী নাম্নী বিশ্বাচী নাম্নী ও সুরনারী ॥
পেয়ে পরিচয় বীর ধনঞ্জয় তোষিল তাদিগে স্বাগত ভাষে
তারাও আসিয়ে বসিল হাসিয়ে অর্জ্জুনে সম্ভাষি তাহারি পাশে ॥
আদর জ্ঞাপন ছলে যশোধন বিছানা হইতে উঠি অমনি
বিস্মিত নয়ন সঁপি ঘন ঘন হেরে ঊর্ব্বশীর রূপ লাবণি ॥
বুঝি সে বদন গড়েছে মদন রতির হাতের লীলা কমলে
কমল সৌরভ নিশ্বাসে সুলভ কমলের দ্যুতি কপোলে ফলে ॥
কমল বিকাস হাসিতে প্রকাশ কমলদলাভ আঁখিযুগল
কমলিনীজাতি সে দেবযুবতী কমল লোহিত অধরদল ॥
নাসিকা উন্নতা জোড়া ভুরুলতা অষ্টমীর শশী-সদৃশ ভাল
শ্রুতিযুগ ছোট বিম্বনিভ ওঠ লাবণিতে ভরা নিটোল গাল।

৩। বিদল, প্রস্ফুটিত, যাহার দল বিঘটিত হইয়াছে।

১০। লাবণি, লাবণ্য।

১২। কপোল, গাল।

১৪। কমলিনীজাতি, পদ্মিনীজাতীয়া স্ত্রী।

১৫। ভাল, ললাট, কপাল।

১৬। ওঠ, ওষ্ঠ।

কবরীবন্ধন পশ্চাতে শোভন আবরণ তার রেসমী জাল
ফুলসহ তাহা কিবা শোভে আহা! শরসহ যেন কামের ঢাল॥
বুঝি কোমলতা আর শীতলতা-গুণে ভুজলতা জিনে মৃণাল
ক্ষুদ্র করযুগ নয়ন সুভগ যেন দুটি নবপল্লব লাল।
সে অঙ্গুলিগুলি যেন চাঁপাকলি রয়েছে ঈষদ স্ফুটিত মুখে
অর্দ্ধচন্দ্রশিশু জনমিবে আশু বুঝি সেই দশনখের মুখে॥
ভুজলতা মূল দেখিলে আকুল হয় যুবজন মদনাবেশে
হেন অনুমানি ক্ষীণ মাজাখানি মুষ্টিতে ধরিতে পারি অক্লেশে।
গঠন সময় বুঝি পার্শ্বদ্বয় মেজেছে বিধাতা তালপাতিতে
কাম আজ্ঞাপাঁতী রেখা রোমপাঁতি দেখায় সঘনে হাই তুলিতে॥
যৌবনের মদে অসীম-আমোদে বুঝি উরস্থলউঠেছে ফেঁপে
নিতম্ব জঘন দুই গুরু ঘন মহেশও হেরি উঠেন কেঁপে॥
বসন অঞ্চল অনিলে চঞ্চল তাই দেখা যায় সুঠাম উরু
যেন কাছে কাছে অধোমুখে আছে দুটি হেমময় কদলীতরু॥
জিনি কোকনদ সে দুখানি পদ প্রতিপদে যেন উগারে রাগ
পাদাঙ্গুলিগুলি জিনে শিরতুলি কমলদলের শিখরভাগ।

১। কবরী, খোপা।

৪। নয়ন সুভগ, দৃষ্টিপ্রীতিকর।

৯। তালপাতিতে, তালপত্রী দ্বারা।

১০। কাম-আজ্ঞাপাঁতী, কামাজ্ঞাসূচক পত্রিকা। রোমপাঁতী নাভীর ঊর্দ্ধের রোমাবলী।

১১। উরস্থল, বক্ষস্থল।

১৫। কোকনদ, রক্তোৎপল। দুখানিপদ, দুই চরণ। প্রতিপদে এক এক পদবিন্যাসে।

১৬। শিখরভাগ, অগ্রভাগ।

গতির বিলাসে জিনে রাজহাঁসে নটনকলায় জিনে খঞ্জনে
ভূষণ নিনদে বুঝি পদে পদে জাগায় যতনে স্মররাজনে ॥
কোন অঙ্গে নাই কোন দোষ, তাই সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী তায় বাখানি
রতির পছন্দে গড়েছে আনন্দে কাম নিজে বুঝি সে তনুখানি
সোণার মতন গায়ের বরণ সোণার ভূষণে আরো উজ্জ্বলা
ভূষণ-উপরি বিভূষণ পরি দ্বিগুণ ভূষিতা হয়েছে বালা ॥
তনুকান্তিছটা বিদ্যুতের ঘটা-প্রাবার-উপরে পরে প্রাবার
মুক্তা-অভিরাম ফুটিয়াছে ঘাম কণ্ঠতটে তবু মুকুতাহার।
নয়নযুগল নীলউৎপল সদৃশ শোভিছে শ্রবণমূলে
তথাপি সুন্দরী শ্রবণ উপরি নীলউৎপল পরেছে তু'লে ॥
শিরে পরিধান সোণার বাগান ফলসম তাহে শোভে মুকতা
প্রবাল রচিত-প্রবাল সহিত হীরক কুসুম কনকলতা।
মীণাতে সুন্দর রচিত ভ্রমর পাখীকুলসহ করে ভ্রমণ
রতিদেবী সাথে গঠিত তাহাতে ফুলশর হাতে মীনকেতন ॥
কানের উপরে হেমকান পরে তাহে কানবালা ঝুমকা দুল
বলয়-উপরি পরেছে সুন্দরী স্বর্ণচুরী আর লবঙ্গফুল।
তাবিজ-উপরে রত্ন বাজু পরে আঙুট পরেছে চাঁপাকলিতে
চরণ পদ্মে চরণপদ্ম আনট্ চুট্‌কী তার সহিতে ॥

১। নটনকলা, নৃত্য কৌশল

৭। প্রাবার, উত্তরীয় বস্ত্র।

১২। প্রবাল-রচিত, পলাদ্বারা নির্ম্মিত। প্রবালসহিত, পল্লবাঙ্কুর সহিত।

পুলিন-উপরে হংসপাঁতি চরে চন্দ্রহার দোলে শ্রোণি-উপরে
খেলিছে লাবণি দরপণ জিনি প্রতি অঙ্গে রতি কাম বিহরে।
কুটিল চাহনি জগতমোহনী মলিন অঞ্জন যোগ, তা সহ
কুটিল-অধীন হয়েছে মলিন শিবেরও তাহা নহে সুসহ॥
থাকিতে থাকিতে বালা আচম্বিতে কি যেন নিরখি হয় চকিতা
কম্পিত শরীরে বিশ্বাচী সখীরে চেপেধরে ভয়ে সুরবনিতা।
চঞ্চল নয়নে নেহারে সঘনে বীর কিরীটীর বদন পানে
বুঝি প্রেতস্মরে হেরি ভীরু, ডরে অভয় মাগিছে বীরের স্থানে।
কখন ঈষদ হাসিয়ে বিশদ স্ফুরিত অধরা হয় রমণী
বুঝি স্মরদায় জানাইতে চায় লাজ মুখ চেপে ধরে অমনি।
কি যেন হেরিয়ে উঠে শিহরিয়ে পুন সে অবলা কোমল তনু
বুঝি শরকরে তরজন করে পুন পোড়ামুখো সেই অতনু॥
কভু অকারণ মাথার ভূষণ সমান করিয়ে বসান ব্যাজে
দেখায় আছুল ভুজলতামুল পুন দংশে জিভ কৃত্রিমলাজে।
কভু বয়স্যার মুকুতামালার যষ্টিপরিপাটী করার ছলে
নখর প্রহার হৃদে করিতার বীরপানে চায় নয়নাঞ্চলে॥
কভু অকারণ রসনাভূষণ নীবীবন্ধেতুলে গুঁজে রূপসী
সেই ছলে তায় নাভি, দরশায় মদন মজ্জন রস সরসী।

৮। প্রেত, মৃত অথচ প্রেতলোক প্রাপ্ত।

১৫। যষ্টি, এক একটি হারের নর।

১৭। রসনা, চন্দ্রহার। নীবীবন্ধ, পরিধান বস্ত্রের গ্রন্থি।

পিন্ধন বসন সুদৃঢ় বন্ধন রয়েছে, তথাপি কি যেন হেতু
বালা বারেবারে সাড়ী কসে পরে উপদেশ দেয় মকর কেতু॥
উরুর উপরি পদার্পণ করি কভু ভাল হয়ে বসার ছলে
চরণে উদাস করি উরুবাস তাহার উপরে চরণ তোলে।
কভু স্মিতমুখে লীলাপদ্মশুঁকে কভু তার দলে চাপে অধর
মিছে তার পরে শীৎকার করে দংশিল অধরে যেন ভ্রমর॥
কভু সাবধানে বয়স্যার কানে কি যেন রহস্য কথন ছলে
লভিতে পরশ লুবধ মানস চুম্ব দেয় তার কপোলতলে।
পদচারে এসে শ্রম-অপদেশে কভু ত্যজে বালা প্রবলশ্বাস
সে শ্বাস পবনে নাচিছে সঘনে সুতনুর হৃদে প্রতনুবাস॥
বিশ্রামের ছলে প্রিয়সখীকোলে কভু অঙ্গঢালে সুরললনা
ভাব তরঙ্গিত বিবিধ ইঙ্গিত দেখাইতে পাতে কত ছলনা।
সে সব লক্ষণ করি নিরীক্ষণ শঙ্কিত বিস্মিত হইল বীর
তবু যশোধন আদর জ্ঞাপন করিয়ে বচন কহে গভীর॥
"এঘোর নিশীথে পথে বাহিরিতে শঙ্কাকরে কত পুরুষ জন
ভীরু দুইজনে এ দুরন্তক্ষণে হেথা আগমন কিবা কারণ।
জননী শচীর কোন সুগভীর নিদেশ লয়ে কি হেথা আগতি
পিতা মঘবার কোন কার্য্যভার কহিতে অথবা এ উপনতি॥

৪। উদাস, আলগা।
৭। রহস্য, গূঢ়কথা।
৯। শ্রম-অপদেশে শ্রমের ছলে।
১০। সুতনু, সুন্দরাঙ্গী। প্রতনু, অতিসূক্ষ্ম।
১৮। উপনতি, উপস্থিতি।

অথবা আমায় অপত্য মায়ায় দেখিতে এলেন বিজন ঘরে
অথবা প্রান্তরে কোন নিশাচরে হেরি এসেছেন এখানে ডরে।
ভূত প্রেতশঠ দানব লম্পট পিশাচাদি নিশাবিহারগণ
তামসগতিতে চরে রজনীতে হরে নারী লুঠে ধনরতন॥
শূন্যে অকারণে ভয় দরশনে অথবা এখানে এলেন ত্রাসে
এদুষ্টা ক্ষণদা অহেতু ভয়দা ভয়ের মূরতি গড়ে আকাশে।
অথবা স্বজনে হেরি মনেমনে ভয় পেয়েছেন দুর্জ্জন গণি
তমো অভিভবে সকলি সম্ভবে ভয় হলে হয় মালাও ফণী॥
সহায়বিহনে ঈদৃশ কুক্ষণে কেন আগমন জানিতে চাই
সাধ্য যদি হয় তবে ধনঞ্জয় যতন করিবে সাধিতে তাই।
পবিত্র এদেশ, পবিত্র আদেশ করুন কি কাজ করিব আমি
জীবিতেরো আশ ত্যজিয়ে এদাস সদাসুর হিত-সাধনকামী॥
এই কথা কয়ে, পাণ্ডব বিনয়ে চাহে উর্ব্বশীর বদন পানে
লাজে নিরুত্তরা উর্ব্বশী অপ্সরা অন্তরে অন্তরে ফুলিল মানে।
মৃদু মৃদু হাসি প্রেম পরকাশি বিশ্বাচী তখন করে উত্তর
মিলিত বীণাতে কোমল আঘাতে বাহিরায় যেন স্ফুট আখর॥

১। অপত্য, পুত্র পৌত্রাদি স্ববংশধর।
৩। নিশাবিহার, নিশাতে যাহারা বিহরণ করে নিশাচর।
৪। তামসগতি, অন্ধকার মধ্যে গমন অথচ তমোগুণজাত দশা।
৫। শূন্যে; ভয়শূন্য স্থানে অথচ আকাশে।
৬। ক্ষণদা, রাত্রি।
১৬। মিলিত বীণা, সুরমিল করা বীণা।

শুন সুবদন করি নিবেদন যে কারণে মোরা এই নিশিতে
তোমারে শরণ নিলাম দুজন ভয় পরিহরি পথে আসিতে।
এই মম সখী উর্ব্বশী সুমুখী অভয় মাগিছে তোমার স্থানে
স্বর্গীরাও তব করে গুণস্তব তুমি নাকি ব্রতী অভয় দানে॥
যদি ভুজচ্ছায়া দিয়ে কর দয়া তবে জীয়ে মোর পয়াণসখী
নতুবা মরণ ইহার শরণ তুমি হবে নারীবধ-পাতকী।
বাসব সভায় যখন তোমায় প্রথমে দেখিল এ সুরবালা
তখন হইতে কি যেন ব্যাধিতে হয়েছে ইহার মন উতালা॥
অতনু সন্তাপে সদা তনু কাঁপে শিহরে কখন কদম্ব মত
বহে ঘন ঘন নিশ্বাস পবন অকারণে বকে প্রলাপ শত।
শূন্য ঘরে কয় 'এসো দয়াময় ত্রাণ কর মোরে বীর বিজয়!
অই ধরি ধনু পরেত অতনু দেখ এভীরুকে দেখায় ভয়'॥
এই কথা বলি শূন্যে ভুজ মেলি কিজানি কাহারে ধরিতে ধায়
নাপেয়ে সুরস প্রিয়াঙ্গ পরশ ভগ্নকামা রামা পড়িয়ে যায়॥
পালঙ্কে রূপসী পুন গিয়ে বসি কিজানি কাহারে মানিনী হয়
বলে 'যাও শঠ ছাড়হ কপট কে তোমারে বীরপুরুষ কয়॥
শরণ প্রার্থনে সমাগতজনে যে নাকরে ত্রাণ সেকি পুরুষ
যার তলে গেলে ছায়াও না মিলে তরু বলে তায় কোন্ মানুষ'।

২। শরণ, রক্ষাকর্ত্তা, ত্রাণকর্ত্তা।

৯। অতনুসন্তাপ, অনঙ্গদুঃখ অথচ কন্দর্প জ্বর।

১২। পরেত, প্রেত, মৃত। অতনু; শরীরশূন্য অথচ কন্দর্প। ভীরু, ভয়শীলাস্ত্রী।

এই কথা কয়ে পরাঙ্মুখী হয়ে শুয়ে কৃশোদরী জানায় মান
সখীও সাদরে জিজ্ঞাসিলে পরে না করে ভামিনী উত্তর দান॥
পাগলিনী সম করে কতক্রম স্নেহে মোরা বলি পাগলী সখী
তব নাম ধরি এস্থরসুন্দরী সখীজনে ডাকে সহসা দেখি।
কভু করে তব রূপগুণস্তব আপনা আপনি বিজন ঘরে
মোরা শুনি গিয়ে আড়ালে থাকিয়ে খই ফুটে যেন এর অধরে॥
কহে 'সভামাঝ কি হেরিনু আজ অপরূপরূপ নররতন
নবজলধর ফুট ইন্দীবর নিন্দি কলেবর শ্যাম বরণ।
মুখে মৃদুহাস কৌমুদী প্রকাশ বুকে দিব্য ছিরি বিজুরী খেলে
ক্ষীণ গোলাকার মাঝাখানি তার প্রতিপদন্যাসে সুন্দর হেলে॥
কিবা ভুজযুগ ভুজগ সুভগ সুগোল সুদীর্ঘ মদন পাশ
নিতম্বজঘন দুই গুরু ঘন নাভি সুগভীর কূপনীকাশ।
শালের মতন উন্নত গঠন কপাটের মত আয়ত বুক
দৃঢ় বন্ধকাঁধ দৃঢ়সন্ধিবাঁধ কাঞ্চন কমল বিমল মুখ॥
শ্রুতিমূলে কিবা অলিপাঁতি নিভা আগগুলম্বিতা অলকপাঁতি
চিত্রিত-আকার গুম্ফ চমৎকার উচ্চশিরনাসা কুটিল ভাতি।

২। ভামিনী, কুপিতাস্ত্রী।
৩। ক্রম, প্রকার, রকম।
৮। ফুট ইন্দীবর, প্রফুল্ল নীলোৎপল।
৯। কৌমুদীপ্রকাশ, জ্যোৎস্নার স্ফূরণ অর্থাৎ তত্তুল্য। ছিরি, শ্রী, শোভা।
। ভুজগসুভগ, সর্পের ন্যায় সুন্দর।
১২। কূপনীকাশ, কূপ সদৃশ।
১৫। অলি পাঁতি, ভ্রমর পঙ্‌ক্তি। অলকপাঁতি, জুলফী।
১৬। গুম্ফ, গোঁপ, মোচ।

পদ্মদল সম আঁখি মনোরম উপান্ত লোহিত সিত-উদর
মিষ্ট দৃষ্টিদান প্রশ্রয় নিধান কিসলয় তাম্র ওষ্ঠ অধর ॥
দূরে থাকি তার দেখিনু আকার না পূরিল সাধ রূপ নিরখি
কাছে যদি পাই তবে সে মিটাই আঁখির পিপাসা সদাই দেখি।
রূপের উচিত স্বভাব চরিত জগতবিদিত কুল গরিমা
কলঙ্ক রহিত গুণ অপ্রমিত কে করিবে তার গুণের সীমা ॥
আশ্চর্য্য প্রকার অবদান, তার দেবতাও তাহা নারে সাধিতে
বিঁধি মীনচক্র জিনি নৃপচক্র দ্রৌপদীর বীর পশিল চিতে।
সুভদ্রা হরণে কেশবেও রণে জিনেছে যশস্বী সে বীর গুরু
দিগ জয়কালে দিব্য শরজালে জিনিল অজেয় উত্তর কুরু ॥
দহিয়ে খাণ্ডব তুষিল পাণ্ডব ভূদেব মূরতি দেব দহনে
প্রতিপক্ষ হল তাহে আখণ্ডল তারেও পাণ্ডব জিনিল রণে।
নিজভুজবলে বীর রণস্থলে হরেও তুষিল শুনিতে পাই
প্রসন্ন ঈশ্বর ধনঞ্জয়ে বর পাশুপত অস্ত্র দিলেন তাই ॥
এরূপে উর্ব্বশী নিজে নিজে বসি যত বকে তাহা বলিব কত
বকিতে বকিতে বালা আচম্বিতে মূরছি পড়িল মৃতের মত।

১। উপান্ত লোহিত, কোণগুলি রক্তবর্ণ। সিত উদর, যাহার মধ্যভাগ শুক্ল।

২। প্রশ্রয়, নাই, বিশ্বাস।

২। কিসলয়তাম্র, পল্লবের ন্যায় তামাড়িয়া।

৫। কুলগরিমা, বংশগৌরব।

৬। অপ্রমিত, অপরিমিত, প্রচুর।

৭। অবদান, যে সকল মহৎকর্ম্ম হইয়াগিয়াছে।

৮। নৃপচক্র, রাজসৈন্য অথবা রাজসমূহ।

কেঁদে কেঁদে মোরা ডাকিলাম ত্বরা অশ্বিনীকুমার দেবভিষজে
তাহারা জানিয়া জানাইল গিয়া অনিষ্ট বারতা অমর রাজে ॥
স্বরগ ভূষণ সুন্দরী রতন ভুঞ্জে কি কারণে ঈদৃশী দশা
অনুমানে সব বুঝিল বাসব তোমা পানে তার আছে লালসা ॥
উর্ব্বশীর পানে স্নিগ্ধ দিঠিদানে চেয়েছিলে নাকি তুমিও ভাই
উভয়ের প্রীতি জেনে সুরপতি চিত্রসেনে আজ্ঞা দিয়েছে তাই॥
চিত্রসেন আসি জানাইল হাসি উর্ব্বশীকে সেই প্রভু নিদেশ
যাও দেবি দ্রুত যথা ইন্দ্রসুত একাকী আছেন সে গুড়াকেশ।
তোষ গিয়ে তারে বিবিধপ্রকারে জীবন যৌবন মন প্রদানে
প্রভু অমরেশ দিলেন আদেশ সেবা কর তারে অমর জ্ঞানে
সতৃষ্ণ নয়নে তোমায় সঘনে চেয়েছিল পার্থ নটনকালে
সে তোমার লাগি ধ্রুব অনুরাগী তুমিও পড়েছ মদনজালে।
মহেন্দ্রও তায় সন্তোষিতে চায় বিবিধ স্বর্গীয় ভোগ প্রদানে
তাই সুরাঙ্গনে সেবিতে সেজনে প্রিয়দূতী সনে যাও সেখানে॥
ইন্দ্রের আলয় অতিথি যে হয় নিযুক্ত তোমরা তার সেবনে
আজি মহারথী পাণ্ডব অতিথি তাহার সৎকার কর যতনে।
যৌবন প্রসূনে পূজহ অর্জ্জুনে বসাইয়ে আগে হৃদি কমলে
নয়নেন্দীবরে গাঁথিয়ে আদরে বরণ মালিকা পরাও গলে ॥
আদেশি এ হেন গেল চিত্রসেন তাই আসিলাম মোরা এখানে
মম সহচরী উর্ব্বশী সুন্দরী পূজিবে তোমায় যথাবিধানে।

৪। লালসা, বলবতী তৃষ্ণা।
১২। ধ্রুব, নিশ্চয়।

তুমি হে নাগর গুণরত্নাকর কামতরঙ্গিণী এ রসবতী
সাগর সহিত মিলিল সরিত মণিকাঞ্চনেতে হলো সঙ্গতি।
সকলে রতন করে অন্বেষণ সে রতন নিজে তোমায় খুজে
বহুতবভাগ্য তাই দেবভোগ্য একান্তারতন তোমায় পূজে।
সুন্দরীর সার এই অলঙ্কার কর কণ্ঠহার সুভগ তুমি
শুভযোগ দেখি তৃপ্ত করি আঁখি আমি চলে যাই আপন্ ভূমি॥
এহেন্ অশুচি কথা সব্যসাচী শুনি শিবশিব স্মরণ করে
দিয়ে দুইকর শ্রবণ বিবর জিতেন্দ্রিয় বীর আবরে পরে।
অশুচি শ্রবণ-পাপপ্রশমন্ প্রায়শ্চিত্ত যেন করিয়ে আগে
ঢেকে কর্ণদ্বয় বুঝি ধনঞ্জয় পুন পাপালাপে বিরাম মাগে॥
লাজে আর দুখে তবু অধোমুখে উত্তর করিল স্মরবিজয়ী
পুরাতনমুনি কহিল ফাল্গুনি স্মরহর শিষ্য অতিবিনয়ী।
একি কলুষিত কথা বিপরীত শুনি অকলুষ দেব নগরে
রবিবিম্বে আসি পশেতমোরাশি অনল আসিয়ে সলিলে ধরে॥
মোর এশরীর উর্ব্বশীদেবীর রুধির হইতে হয়েছে জাত
তাই মাতৃসম এই দেবী মম মাতৃস্বসাসম তুমিও মাতঃ।
যেভাবে মাতাকে সুপুত্রেরা দেখে উর্ব্বশীকে আমি সেভাবে গনি
কেন সে আমায় অন্যভাবে চায় তুমিই বা কেন হলে কুটনী॥
ধরা চক্রবালে ঘোর কলিকালে বন্‌পোর দূতী হইবে মাসী
বিদ্যার কুটনী নামেতে মালিনী সুন্দরের মাসী জুটিবে আসি।

১৩। কলুষিত, পাপযুক্ত। অকলুষ, পাপশূন্য।
১৯। ধরা চক্রবালে ধরণীমণ্ডলে।

স্বরগে সকলে মাসীকে মা বলে আমিও তোমাকে মাসীমা বলি
চরণে তোমার পড়ি বারম্বার ছাড় দূতীপণা যাও মা চলি ॥
শুন কহি মাসি কিরূপে উর্ব্বশী একুরুকুলের জননী হয়
পুরূরবা হতে এই উর্ব্বশীতে জনমিল আয়ু নামে তনয়।
আয়ুহতে সুত হইল বিশ্রুত নরপতিবর নহুষ নাম
নহুষের সুত-রূপগুণযুত যযাতি নৃপতি ধরম ধাম ॥
পূরু নামে বীর সেই যযাতির তনয় হইল কুলভূষণ
পবিত্র হৃদয়ে পিতৃজরা লয়ে পিতাকে দিলেন যিনি যৌবন।
এই শুদ্ধিমতী পৌরব সন্ততি সেই পূরু হতে প্রকাশ হলো
পবিত্র মূরতি যথা ভাগীরথী শিবশির হতে ধরায় এলো ॥
বীরগুণবন্ত নৃপতি দুষ্মন্ত সেই পূরুকুলে হইল জাত
তাহার তনয় হলো মহোদয় ভরত নামেতে ভুবনে খ্যাত।
ভরত রাজার কুলে অলঙ্কার জনমিল কুরু নামে নৃপতি
কুরুক্ষেত্র যার তপের আধার যশের আধার এই জগতী ॥
সেই অপাংশুল পূরুকুরুকুল আমা হইতে কি মলিন হবে
চাঁদের কলঙ্ক জাহ্নবীর পঙ্ক কুসুমের কীট আমি কি তবে।
উর্ব্বশীদেবীর এসেছে রুধির পুরুষানুক্রমে আমার গায়
ধরাগর্ভ হতে স্কন্ধ শাখাপথে তরুপত্রে রস যেমতি যায় ॥
তাই এ রমণী কৌরব জননী অপত্য ইহাঁর সব কৌরব
সেই হেতু মম ইনি মাতৃসম পাপ কথা মাসি ছাড় ওসব।

৯। সন্ততি, বংশ, কুল।

১৫। অপাংশুল, অমলিন, ধূলিমলশূন্য।

১৮। স্কন্ধ, বড় বড় ডাল।

১৯। অপত্য, বংশধর পুত্রপৌত্রাদি।

কহি সত্য কথা কুন্তী মাদ্রী যথা অথবা ইন্দ্রাণী মোর যেমন
ঊর্ব্বশীও মম তেমনি রকম সম্বন্ধ বিচারে মাতাই হন ॥
সম্বন্ধ বিচার না থাকে যাহার পশুরূপে তারে গণনা করি
মর্ত্ত্যে অবিরল সে পশুর দল সম্পর্ক না মানে পেলে সুন্দরী।
বিমাতার সনে কেহ নিরজনে ভ্রাতৃজায়া সনে কোন পামর
শিব শিব শিব কি আর বলিব যত পাপ করে মরতে নর ॥
পবিত্র এ ভূমি কেন মাসি তুমি পাপে প্রলোভন দেখাও হেথা
"ইন্দ্রের আদেশে এসেছি এদেশে" কেন হেন কহ অলীক কথা।
বুঝি মরুত্মান্ পরীক্ষিতে চান বিজনে আমার মনের গতি
তোমাদিগে তাই আমার এ ঠাঁই পাঠালেন তিনি করি যুকতি ॥
বুঝিতে অথবা নারিনু মঘবা কেন পাঠালেন তোমাদিগকে
কাহার শকতি দৈবভাবগতি নির্ধারিতে পারে মানুষলোকে।
সে যা হোক্ আমি নহি যোষাকামী ব্রহ্মচর্য্য করি এ পাঁচ বর্ষ
মধুনিষেবণ করেছি বর্জ্জন তেজেছি কামত যোষার স্পর্শ ॥
তথাপি যে চেয়ে নটন সময়ে দেখেছিনু এই ঊর্ব্বশী পানে
তাহার কারণ করহ শ্রবণ বিবরিয়া কহি তোমার স্থানে।
যুগ শত শত হইল বিগত পুরূরবা হতে আজি পর্য্যন্ত
তবু এ ঊর্ব্বশী রয়েছে ষোড়শী না টলে যৌবন না পড়ে দন্ত ॥

৪। অবিরল, অনল্প, প্রচুর বা ঘন।

৮। অলীক, মিথ্যা বা অপ্রিয়।

১১। মঘবা, ইন্দ্র।

১৩। যোষা, স্ত্রী।

১৪। মধুনিষেবন, মধুপান, আসবপান।

নারীর যৌবন বন্যার মতন কিছুদিন রয়ে গলিত হয়
ইঁহার যৌবন নিত্যই নূতন বড় আশ্চর্য্যের ইহা বিষয়।
সে জন্য ইঁহারে অতি চমৎকারে দেখিয়াছিলাম যতনে আমি
সত্য কথা কহি মাসি আমি নহি ঊর্ব্বশীদেবীর প্রণয় কামী॥
এইমাত্র বলি মৌনে পার্থবলী রহিলে কহিল বিশ্বাচী পুন
একি হে তোমার ক্লীব ব্যবহার পুরুষ নহ কি তুমি অর্জ্জুন।
মোরা যে গণিকা সামান্য নায়িকা মোদের ধর্ম্ম কি জান না তুমি
সেবা করি সবে মোরা পতিভাবে সকলেরি মোরা প্রণয় ভূমি॥
একবার তাতে আরবার সুতে সেবি মোরা তাহে না হয় দোষ
যেদিন যেজনে বরি মনে মনে সেদিন তাহাকে করি সন্তোষ।
সরিতের সম মোদের ধরম সবাকে পিয়াই বদনামৃত
বন্যলতা সম গণিকার ক্রম ফল খায় তার যত ক্ষুধিত॥
পারের তরণি বারবিলাসিনী পার হয় তাহে সকল নর
কাহারও তায় ধরম না যায় কিবা মহাঋষি কিবা পামর।
দুষ্মন্ত প্রভৃতি পৌরব নৃপতি যত আছে এই দেবনগরে
সবে ঊর্ব্বশীতে মজেছে পিরীতে মা বলে গণনা কেহ না করে॥
তাদেরো অধিক তুমি কি ধার্ম্মিক তাই এ বেশ্যাকে বল জননী
ধরম না জানি কহ ধর্ম্মবাণী ভ্রমে মজি কেন ত্যজ রমণী।
ভ্রমে তুমি অন্ধ তাই এ নির্ব্বন্ধ সম্বন্ধ ঘটাও গণিকা সনে
বড়লোক যারা কোথায় তাহারা মাসী মামী আদি সম্বন্ধ গণে॥

৯। তাত, পিতা।

১৪। পামর, বাজে লোক।

১৯। নির্ব্বন্ধ, জেদ, আগ্রহ।

তোমারে সকলে বড়লোক বলে তুমি কেন ভীত হইলে বল
তেজীয়ান নর নাহি করে ডর সব জীর্ণ করে যথা অনল।
পেয়েছ সুযোগ কর স্বর্গভোগ চাখ অমরীর পিরীতি সুখ
তেজিলে এ ভোগ অনুতাপ যোগ অবশ্য ঘটিবে ভুঞ্জিবে দুখ॥
এই কথা শুনি আবার ফাল্গুনি কহিতে লাগিল গভীর স্বরে
চোখে ধূলি দিয়ে মাসী ভুলাইয়ে কিহেতু পাঠাও নরকে মোরে।
দুষ্মন্ত প্রভৃতি যত নরপতি পুণ্যে পেয়েছেন দিব্যশরীর
পুরুবংশভব-রুধির সংস্রব ছেড়েছেন সেই সকল বীর॥
দিব্য কলেবরে তাঁরা ভোগ করে ঊর্ব্বশী প্রভৃতি দেবীরতন
তাহে কি কলুষ তাঁরা অমানুষ সম্প্রতি তাঁরা তো পৌরব নন।
মম এই দেহে নররক্ত বহে সে রক্ত এসেছে ঊর্ব্বশী হতে
এ রক্ত থাকিতে না পারি ছুইতে ঊর্ব্বশীদেবীকে যুকতি মতে॥
বলেছি সে কথা কেন পুন বৃথা পাতকে আমায় ডুবা'তে চাও
করিনু প্রণাম ছাড় হেন কাম যথাস্থানে দোহে চলিয়া যাও।
এরূপে সুব্রত যুক্তি খণ্ডে যত ততই ঊর্ব্বশী হয় কুপিতা
শুনিতে শুনিতে না পারি সহিতে অগ্নিশিখা সম হলো জ্বলিতা॥
তীব্র পরাভব মনোভঙ্গ নব পামরীও কভু সহিতে নারে
সেতো সোহাগিনী অমরকামিনী সে কি সুস্থ রহে হেন নিকারে

৪। অনুতাপযোগ, পশ্চাত্তাপের সম্বন্ধ।

৮। সংস্রব, সংসর্গ, সম্বন্ধ।

১০। কলুষ, পাপ।

১৭। পামরী, বাজে লোকের স্ত্রী।

১৮। নিকার, পরাভব।

কোপে উর্ব্বশীর কাঁপিল শরীর দিব্য তেজ স্ফুরে দিঠি হইতে
কোপকৃশানুর যেন প্রভাপূর সম্মিত না হয় বিকৃত চিতে ॥
ভ্রুকুটি বিলাস ললাটে প্রকাশ রোষসাগরের যেন তরঙ্গ
ভুরুযুগ তার হলো বক্রাকার টেনে বুঝি ধনু ভাঙ্গে অনঙ্গ।
তীব্র দিঠি দানে চাহি পার্থ পানে সঘনে তপত নিশ্বাস ত্যজি
ভুজঙ্গিনী সম করিয়ে বিক্রম সহসা উর্ব্বশী উঠে গরজি ॥
পার্থে গালি দিয়া কহে দেবপ্রিয়া ধিক্ নরাধম পৌরুষ তব
ধিক্ তব জ্ঞান ধিক্ কুলমান ধিক্ ধর্ম্ম ধিক্ গুণগৌরব।
ধূর্ত্তপণা তব বুঝিয়াছি সব বড় ধূর্ত্ত হয় মানবগণ
বিড়ালের মত ব্রহ্মচর্য্যব্রত ছল করি তুমি কর ধারণ ॥
সকের বাজার গোপনে তোমার হৃদয়ে রয়েছে রমণীময়
সুভদ্রা দ্রৌপদী চিত্রাঙ্গদা আদি বহু নারী তব প্রেয়সী হয়।
মৃগচর্ম্ম দিয়ে রেখেছ ঢাকিয়ে রমণীসঙ্কুল সেই হৃদয়
মোরা সুরবালা বুঝি সব ছলা ব্রহ্মচারী কেবা তোমায় কয় ॥
সে সব নারীর ভয়েতে অধীর হয়ে কি বলিলে মোরে জননী
নাম, কিনিবারে অথবা আমারে অবজ্ঞা করিলে গণিকা গণি।
এত অহঙ্কার কি হেতু তোমার অপমান্ কর দেববধূর
এখনি তাহার পাবে প্রতিকার অহঙ্কার তব করিব চূর ॥
ক্লীবের মতন করিলে যেমন ব্যবহার তুমি আমার সনে
তেমনি সকলে তোমাকে ভূতলে ক্লীবই জানিবে বিশ্রব্ধ মনে।

২। সম্মিত, পরিমিত।
১৩। সঙ্কুল, ব্যাপ্ত।
২০। বিশ্রব্ধ, বিশ্বস্ত।

অমোঘ এ কথা না হবে অন্যথা গীর্ব্বাণ রমণী মোরা সকলে
মোদের বচন বাণের মতন পরহৃদে বিঁধে স্বর্গীয় বলে ॥
এরূপ বলিয়া নীরবে কাঁদিয়া সেই অশ্রু লয়ে ঊর্ব্বশী হাতে
দেখায়ে প্রতাপ পার্থে দিল শাপ "ক্লীব হবে তুমি গিয়ে ধরাতে"
হেন শাপ দিয়া সখীকে লইয়া গেল সে অপ্সরা আপন ঘরে
বিষধরী যথা হলে পাদাহতা দংশিয়া মানবে যায় বিবরে ॥
শাপবাণী শুনি বিমনা ফাল্গুনি চিন্তিতে লাগিল গণিকা-রীত
প্রবল চিন্তায় স্বাস্থ্য নাহি পায় কভু উঠে কভু হয় শয়িত।
হৃদে আছে ব্যথা ঘুমের কি কথা গতাগতি করে বাহিরে ঘরে
এইরূপ করি সেই বিভাবরী জেগে নরহরি যাপন করে ॥
পোহাইল নিশা ক্রমে দশ দিশা প্রকাশ হইল অরুণোদয়ে
পার্থের হৃদয় অন্ধকারময় তথাপি রহিল দারুণ ভয়ে।
হেনকালে আসি চিত্রসেন হাসি সুখসুপ্তি পুছে অমৃতমুখে
কেমন হে ভাই কহ মোর ঠাঁই রজনি তো তব গিয়েছে সুখে॥
সখার বচন শুনি যশোধন নিশার ঘটনা কহিল সব
ঊর্ব্বশীর শাপ বলিয়ে বিলাপ করিল বিস্তর দুখী পাণ্ডব।
অর্জ্জুনের দুখ শুনি স্মেরমুখ চিত্রসেন পুন বুঝায় তারে
সখে দেবতার কাজ বুঝা ভার অদৃষ্ট কি কেহ দেখিতে পারে॥
শুভাদৃষ্ট তব তাই হে পাণ্ডব ঊর্ব্বশী তোমায় দিয়েছে শাপ
এ শাপের ফল নহে অমঙ্গল দৃঢ় কর হিয়া ত্যজ বিলাপ।

১। গীর্ব্বাণ, যাহাদের বাক্যই বাণস্বরূপ অর্থাৎ দেবতা।
৭। বিমনা, যাহার মন খারাপ হইয়াছে।
৮। স্বাস্থ্য, সোয়াস্তি, প্রকৃতিস্থ হওয়া।
১৭। স্মেরমুখ, সহাস্য বদন।

কার্য্য যেই মত সত কি অসত সেই মত তার ফল-উদয়
বিপরীত ফল একান্ত বিরল আমগাছে জাম কভু না হয়॥
ধর্ম্ম অনুসারে সম্বন্ধ বিচারে জননী বলেছ তুমি তাহারে
এ কার্য্যটি সত ইহাতে অসত ফল কি কখন হইতে পারে।
শুন দিয়ে মন মহেন্দ্র যেমন বলেন তোমারে আমার মুখে
প্রণিধানে সব জানেন বাসব তাঁর কথা রাখ মজোনা দুখে
এ শাপ ফলিবে অন্যথা নহিবে ক্লীব হবে তুমি ভূতলে গিয়া
কিন্তু উপকার হবে হে তোমার এ শাপের বলে ক্লীব হইয়া।
একবর্ষ মাত্র ক্লীবতার পাত্র হয়ে রবে তুমি অজ্ঞাতবাসে
দেব শচীকান্ত এরূপে শাপান্ত করেছেন তব শুভের আশে॥
খ্যাত তব নাম খ্যাত গুণগ্রাম দুষ্কর তোমার আত্মগোপন
বিশেষ দুহাতে ধনুর্গুণাঘাতে পড়েছে দুইটি কিণলাঞ্ছন।
সব্য সাচী বিনে অন্যে নাহি জানে দুহাতে সমান বাণ হানিতে
যে দেখিবে তব চিহ্ন এই সব পারিবে তোমায় সেই চিনিতে॥
তখন তোমার বহু উপকার ঊর্ব্বশীর শাপে হইবে সখে
ক্লীববেশ ধরি হাতে চুড়ী পরি এ চিহ্ন ঢাকিতে পারিবে সুখে।
বহু চুড়ী দিয়ে প্রকোষ্ঠ ঢাকিয়ে ক্লীববেশে তুমি যবে ভ্রমিবে
দেখি চিরদিনে যে তোমায় চিনে সেও তো তখন ভ্রমে পড়িবে॥
ভস্মে আচ্ছাদিত-অনল সম্মিত কাটাইবে তুমি অজ্ঞাতবাস
চিত্ত কর স্থির তুমি মহাবীর অসতীর শাপে তব কি ত্রাস।

১২। কিণ লাঞ্ছন, ঘেঁটা বা কড়ার দাগ।
১৭। প্রকোষ্ঠ, যেস্থানে বলয় পরা যায়।
১৯। সম্মিত, সদৃশ।

অপ্সরার কাছে দৈবশক্তি আছে ভালুকের হাতে খনিত্র যথা
সেই শকতিতে সে তোমার চিতে আপাতত মাত্র দিয়েছে ব্যথা॥
এ শাপের ফল ফলিবে মঙ্গল মহেন্দ্র বচনে কর প্রত্যয়
দৃঢ় করি মন শিখ প্রহরণ অদৃঢ় মানসে শিক্ষা না হয়।
এ তব চরিত শুনি চমকিত হয়েছে নিখিল অমরগণ
আপনি যাচিকা স্বর্গীয় নায়িকা কে করিতে পারে পরিবর্জ্জন॥
যতদিন ভবে সহৃদয় রবে যতদিন নভে ভ্রমিবে রবি
ততদিন তব এ যশঃ সৌরভ মুক্তকণ্ঠে গান করিবে কবি।
সখাপ্রতি হেন কহি চিত্রসেন আলিঙ্গিল তারে বাহুযুগলে
হৃদয়, হৃদয়ে সম্মিলিত হয়ে যোড়া লাগে যেন প্রেমাশ্রুজলে॥

শুনিয়ে সখার বাণী শাপান্তে সৌভাগ্য মানি
প্রকৃতিস্থ হলো পুন বীর ধনঞ্জয়
বরিষান্তে হয় নভ যেমতি বিমলপ্রভ
পবিত্র হইল পুন তেমতি হৃদয়।
বদনে প্রসাদ গুণ লক্ষিত হইল পুন
গ্রহণান্তে চাঁদে যেন লক্ষ্মীর বিলাস
অধরে মধুর স্মিত পুন হলো প্রকাশিত
নিশান্তে কমলোদরে যেমতি বিকাস॥

ইতি নিবাতকবচবধ মহাকাব্যে উর্ব্বশীশাপোদ্ধার নামে
সপ্তম সর্গ॥ ৭॥

১। খনিত্র, খন্তা।
১৫। প্রসন্নতা স্বরূপ গুণকে প্রসাদ গুণ কহে।
১৬। লক্ষ্মী, প্রকৃত শোভা।
১৮। নিশান্তে, প্রাতে, বিকাস প্রস্ফুটন।

অষ্টমসর্গ।

আয়ুধ শিক্ষার্থ পার্থ সন্তুষ্ট-অন্তরে
রহে স্বর্গস্বামিপুরে পরম-আদরে।
বিশ্বাবসু গন্ধর্ব্বের পুত্র চিত্রসেন
সখা হল সুখদুঃখে এক-আত্মা যেন॥
কখন বয়স্য সহ লাস্য দরশন
বিচিত্র বাদিত্র সঙ্গি-সঙ্গীত শ্রবণ।
কখন হরিষে হেরে নগর গৌরব
আখণ্ডল বিভব পাণ্ডব দেখে সব॥
একদা সানন্দমনে নন্দন কাননে
বিহারার্থ হরিসূনু গেল সখাসনে॥
রমণীয় আরাম যথার্থ নাম ধরে
তুলা নাই সে বনের ভুবন ভিতরে॥
বৃষার বৃষের পূর যেন পরিণত
ইন্দিরা দেবীর লীলা মন্দিরের মত।

২। স্বর্গস্বামিপুরে, ইন্দ্রপুরে।
৫। বয়স্য, সখা। লাস্য, নৃত্য।
৬। বাদিত্র-সঙ্গি, বাজনার সহিত সঙ্গত।
১০। হরিসূনু, ইন্দ্রের পুত্র অর্থাৎ অর্জ্জুন।
১১। আরাম, উপবন অর্থাৎ নন্দন উহা যথার্থ নাম ধরে অর্থাৎ আনন্দজনক হওয়াতে যৌগিক নাম ধারণ করে।
১৩। বৃষা, ইন্দ্র। বৃষের পূর, পুণ্যের সঞ্চয়। পরিণত, উপবনরূপে স্থিত।
১৪। ইন্দিরা, লক্ষ্মী।

মদন যোধের যেন আয়ুধ সদন
বীর বর হরিষে হেরিল সে নন্দন ॥ ছেকানুপ্রাস।
মল্লিকার স্তম্ব পাঁতি নন্দনের বৃতি
সে বৃতির অগ্রভাগ তরঙ্গ-আকৃতি।
মূল হতে বৃতিগাত্র পত্রে আচ্ছাদিত
তথাপি চৌরসভাবে সে বৃতি শোভিত ॥
শোভিছে তাহাতে কত ফুল আর কলি
গারুত্মত মণিশালে যেন মুক্তাবলী।
শোভিছে তোরণ দ্বার লতা নিরমাণ
পুষ্পমালা ঝুলে তাহে ঝালর সমান ॥
সেই দ্বারে উদ্যানে পশিল মহাবীর
পশিয়ে প্রকোষ্ঠশত দেখিল রুচির।
চারিদিকে দেখে পার্থ শততরুবীথী
পথশোভা দেখে যেন কেশশোভা সিঁথী ॥
যেদিকে কি যে বিদিকে ফিরায় নয়ন
সে দিকেই বীথীশত দেখে যশোধন।
সুসরল সেই বীথী সুদূর বিস্তৃত
তরুগুলি তার মাঝে সমান্তরে স্থিত ॥

৩। মল্লিকার স্তম্বপাঁতি, বেলিফুলের ঝোপের পংক্তি। বৃতি, বেড়া।
৮। গারুত্মতমণিশাল, সবুজ রঙ্গের মণি নির্ম্মিত প্রাচীর।
৯। তোরণ দ্বার, খিলান করা দরজা।
১২। প্রকোষ্ঠ, ভাগ, পরিচ্ছেদ।
১৭। বীথী, শ্রেণী, পংক্তি।
১৮। সমান্তরে, সমান ব্যবধানে।

কুল্যাপথে মন্দাকিনী ভ্রমি সে উদ্যানে
প্রতিতরুমূল সিঞ্চে অমৃত প্রদানে।
মাঝে মাঝে শষ্পাবৃত প্রশস্ত-অজির
মরকতস্থল নিভ হেরে মহাবীর ॥
বিবিধ-আকারে সেই অজিরে রোপিত
পুষ্পতরুপাঁতি শোভে সতত পুষ্পিত।
পদ্মাকার কোথাও কোথাও চক্রাকার
কোথাও সে তরুপাঁতি অর্দ্ধচন্দ্রাকার ॥
নানাজাতি সে সকল তরু লতাপাঁতি
কিসলয় ফুল ফল তাহে নানাভাতি।
বিদল কুসুমগন্ধে মধুব্রত যত
উন্মত্ত সদৃশ তায় ধায় ইতস্তত ॥ শ্রুত্যনুপ্রাস।
কলরব করে অলিকুল মদকল
কাকলী করিছে ডালে কোকিল সকল।
অগণ্য বিহঙ্গগণ গাছে গাছে বসি
ফাল্গুনের গুণ যেন গাইছে হরষি ॥ বৃত্ত্যনুপ্রাস।

১। কুল্যা, কৃত্রিম প্রণালী।
৩। শষ্পাবৃত, কাঁচা ঘাসে আচ্ছাদিত। অজির। অঙ্গন।
১০। কিসলয়, পল্লব। নানাভাতি, নানাপ্রকার কান্তি।
১১। বিদল, প্রস্ফুটিত।
১৩। কলরব, অব্যক্ত মধুরশব্দ। মদকল মদমত্ত।
১৪। কাকলী, সূক্ষ্মশব্দ।
১৬। ফাল্গুন, অর্জ্জুনের নাম।

চলাচল কিসলয় হস্তে তরুগণ
অভ্যাগত পার্থে বুঝি করিছে বীজন।
লতাগুলি কুসুম বরিষে তার গায়
লাজ বৃষ্টি করে যেন কান্তা সমুদায়॥
শোভা-উপহারে দূরস্থিত তরুগণ
তৃপ্ত করে অতিথি পার্থের বিলোচন।
ফুল শোভা কত তরু করিছে বিস্তার
ধবল পাটল রক্ত নীল পীত শার॥
পত্রের বাহারে কত তরু হরে মন
কারু পত্র সিত কারু লোহিত বরণ।
কতগুলি পাদপ বিস্তারে ফলশোভা
বহুবর্ণে বিবিধ-আকারে দৃষ্টিলোভা॥
ফুল ফল নাই তবু সৌরভ বিভবে
চন্দন প্রভৃতি তরু তুষিল পাণ্ডবে।
এইরূপে অচেতন তরুও তাহারে
সৎকার করিল বুঝি নানা-উপহারে॥
যে দেশে যে কালে যত হয় ফুল ফল
জনমে নন্দন বনে সদা সে সকল।

১। চলাচল, অত্যন্ত চঞ্চল।
২। বীজন, বাতাস দেওয়া।
৪। লাজ, খই।
৮। শার, নানাবর্ণ, চিত্রবর্ণ।

ঋতুরাও দেবসম হইয়ে অমর
দেবোদ্যানে আমোদে বিহরে নিরন্তর ॥
বরুণ বহ্নিতে স্বর্গে বৈর নাই যথা
তেমতি শিশির গ্রীষ্মে নাই দ্বেষকথা।
পরস্পর মিত্রভাবে নন্দন কাননে
ষড় ঋতু বাস, পার্থ বুঝিল লক্ষণে ॥
বসন্ত বসন্ত সদা গ্রীষ্মবর্ষাসনে।
শরদ, শরদশনে হাসে সে কাননে।
লক্ষণা লক্ষণান্বিত হেমন্ত সহিত।
সেবন সেবন করে চিরকাল শীত ॥ আদিযমক।
আমোদভরেই বুঝি পুষ্পহাসময়
সদা বাস করে তথা বসন্ত সময়।
কান্তা-পদাঘাত বিনা অশোক-কলিকা,
ফুটিয়া জন্মায় মানিনীর উৎকলিকা ॥

১। অমর, মৃত্যুরহিত।

২। আমোদে, সৌরভ সহিত অথচ আনন্দে।

৭। বসন্ত বসন্ত সদা, বসন্ত নামক ঋতু সেই কাননে সদা বসন্ত অর্থাৎ বাসকারী।

৮। শরদশনে, শর অর্থাৎ কাশপুষ্পস্বরূপ দন্ত বাহির করিয়া।

৯। লক্ষণা লক্ষণান্বিত, লক্ষণা অর্থাৎ সারস পক্ষীর স্ত্রী। তৎস্বরূপ, লক্ষণ অর্থাৎ হেমন্তের চিহ্নবিশিষ্ট।

১০। সে বন, সেই বন অর্থাৎ নন্দন। সেবন করে আশ্রয় করে।

১৪। উৎকলিকা, উৎকণ্ঠা।

আমূলে ফুটিয়া পলাশের পুষ্পচয়,
মুনিরো করিছে যেন ধৈর্য্য-অপচয়।
বকুল ফুটিছে বিনা কান্তা-মুখাসব,
ফুল কিসলয় ভরে নম্র শাখা সব ॥
বিকসিত হয় ফুল মাধবী লতার,
ছুটিছে উন্মাদকারী পরিমল তার।
মঞ্জুল মঞ্জরী শোভে প্রতি সহকারে,
ঝাঁকে ঝাঁকে পড়ে অলি প্রিয়া সহকারে ॥
পুষ্পছলে হাসি বুঝি নবমল্লী লতা,
নাচিয়ে পবন বেগে ধরে সলীলতা।
চাঁপাতরু অলিযুক্ত-কলিকাগুলিতে,
শোভে যেন কাজল মাখিয়া অঙ্গুলিতে ॥
প্রবাসীর মুখে কালী দিতে অবমানে,
কোপে বুঝি কাঁপে হত হয়ে পবমানে!

১। আমূলে, মূল পর্য্যন্ত।

৩। কান্তামুখাসব, স্ত্রীদিগের মুখ-মধু অর্থাৎ স্ত্রী সকল মধু পান করিয়া যে কুলকুচা ফেলে।

৭। মঞ্জুল, চারু, মনোজ্ঞ। প্রতি সহকারে, প্রত্যেক আম্রবৃক্ষে।

৯। নবমল্লী লতা, নূতন বেলী বা বেলফুলের লতা।

১০। সলীলতা ধরে, লীলা অঙ্গভঙ্গী প্রভৃতি, তদ্যুক্ত হয়।

১৩। অবমানে, অবজ্ঞা করিয়া।

১৪। পবমানে বাতাসে।

কুন্দ কুরবক কর্ণিকার পুষ্পবন,
আন্দোলিয়া মন্দ মন্দ বহিছে পবন ॥
এইরূপে মধুশোভা নয়ন হরিছে,
অন্যত্র নিদাঘ-লক্ষ্মী সুখে বিহরিছে।
গ্রীষ্মের নয়ন যেন রোষেতে পাটল,
মনস্বিনী জন হেরে বিকচ পাটল ॥
শোভিতেছে অবতংস যোগ্য যুবতীর,
প্রফুল্ল শিরীষ ফুল মনোভব-তীর।
ব্রততি দেখিয়া সায়ন্তন মল্লিকার,
সতৃষ্ণ না হয় হায় নেত্র-অলি কার ॥
যশে পূর্ণ আত্মা যেন তেমনি অর্জ্জুন,
দেখিল কুসুম-ভরে সন্নত-অর্জ্জুন।

১। কুরবক, ঝিন্টী। কর্ণিকার, কর্ণিআর নামে খ্যাত।

২। আন্দোলিয়া আন্দোলন করিয়া।

৪। নিদাঘ-লক্ষ্মী, গ্রীষ্ম ঋতুর শোভা।

৫। পাটল, শ্বেতরক্ত বর্ণ।

৬। মনস্বিনী মানিনী। বিকচ, প্রফুল্ল। পাটল, পুষ্প বিশেষ, পারুল বা গোলাপ ফুল।

৭। অবতংস যোগ্য, কর্ণভূষণের যোগ্য।

৮। মনোভবতীর, মনোভব মদন, তাঁহার বাণস্বরূপ।

৯। ব্রততি, লতা। সায়ন্তন মল্লিকা, বোধ হয় রজনীগন্ধা নামে প্রসিদ্ধ।

১০। অর্জ্জুন, পাণ্ডব।

১২। অর্জ্জুন, অর্জ্জুন গাছ, ককুহা তরু।

গ্রীষ্মশ্রী তোষিল পুষ্পভূষণে তাহারে,
বিলাসিনী অলঙ্কৃতা যথা মুক্তাহারে ॥ অন্তযমক।
অন্যত্র হইতে তবে কদম্বের বায়,
বর্ষার সমৃদ্ধি যেন আসিয়া জানায়।
কৃত্রিম গিরিতে থাকি নাচিয়া নাচিয়া,
শিখিগণ আনে বুঝি বর্ষারে ডাকিয়া ॥
নানারত্ন-কান্তি-মিশ্র মরকত ছটা,
শৃঙ্গে শোভে যেন সৈন্দ্রধনু ঘনঘটা।
স্ফুটিত কেশর শোভে কদম্বের ফুল
কণ্টকখচিত যেন কামের বাঁটুল।
ভৃঙ্গ সঙ্গি কুসুমিত কুটজ কানন,
পার্শ্বে দেখে যেন মেলি সহস্র নয়ন।
গুঞ্জরবে কণ্টকিত কেতকীর পাশে,
মধুকর চাটু যেন করে মধু-আশে ॥
যূথিকা মালতী বুঝি কুসুম-বিকাসে,
কেতকী লম্পট মধুকরে উপহাসে।

৪। সমৃদ্ধি, সম্পদ।

৬। শিখিগণ, ময়ূর সকল।

৮। সৈন্দ্রধনু ঘনঘটা। ইন্দ্রধনু, রামধনুক তাহার সহিত যে মেঘ সমূহ।

১১। ভৃঙ্গসঙ্গি, মধুকরযুক্ত। কুটজ কানন, কুড়চীর বন।

১৩। কণ্টকিত কাঁটাযুক্ত অথচ রোমাঞ্চযুক্ত।

১৫। যূথিকা, জুঁই।

পান্থে বুঝি সাবধান করিতে চাতক,
ডাকে বনে নিরখিয়া প্রফুল্ল কেতক ॥
প্রাবৃষের কান্তি হেরি তৃপ্তি না হইতে,
শরদ্বধূ অর্জ্জুনের পড়িল দৃষ্টিতে।
বিকসিত কাশময় বসন পরিয়া,
সপ্তচ্ছদ ফুলে যেন ঈষদ হাসিয়া ॥
শেফালিকা উপহার ধরি ইন্দ্র-সুতে,
করিছে স্বাগত প্রশ্ন সারসের রুতে।
কন্দর্প রাজার যেন অলঙ্ঘ্য শাসন,
ঘোষয়ে দূতের ন্যায় মত্ত হংসগণ ॥
বন্ধূক কুসুমে বন মদনে হৃদয়,
পদ্মের পরাগে জল রাগময় হয়।
মালতীর ফুল্ল ফুলে শোভা পায় বনী,
যৌবনের প্রাদুর্ভাবে যেমন রমণী ॥
কাশের কুসুমে শুভ্র হয় চারি দিক,
বিরহীর চিত্তে হয় মালিন্য অধিক।

৬। সপ্তচ্ছদ ফুল, ছাতিম ফুল।
৭। উপহার, উপঢৌকন।
১১। বন্ধূক, বান্ধুলী।
১২। রাগময় রক্তবর্ণ অথচ অনুরাগযুক্ত
১৩। বনী, উপবন অর্থাৎ নন্দন বন।

কালকূটে দিগ্ধ যেন কন্দর্পের বাণ,
ভ্রমরে চুম্বিত শোভে উপবনে বাণ ॥
কানন ভূমিতে ফুটে অসনের ফুল,
মধুলোভে লগ্ন তাহে মধুকর কুল।
বামনয়নার অঙ্গে শোভয়ে যেমন,
মরকত-জড়িত সুবর্ণ বিভূষণ ॥
স্থলপদ্ম ফুল ধরি বিটপাগ্র-ভুজে,
অলিরবে সম্ভাষি শরদে যেন পূজে।
অদূরে দেখিলা পার্থ স্বর্ণদীর জলে,
বিহরে শরদলক্ষ্মী যেন কুতূহলে ॥
কুমুদ-হসিতা ফুল্ল-কমল-বদনা,
কাশাবৃত-সুবিপুল-পুলিন-জঘনা!
হংস কারণ্ডব পাঁতি সশব্দ চঞ্চল,
শোভিছে স্খলিত কাঞ্চী সম অবিকল ॥

১। বাণ, অস্ত্রবিশেষ, তীর।

২। বাণ, নীল ঝিণ্টী ফুল।

৩। অসনের ফুল, পীয়াসাল নামে বিখ্যাত বৃক্ষের ফুল, ঐ ফুল পীত-বর্ণ হয়।

৫। বামনয়না, সুন্দরী স্ত্রীবিশেষ।

৭। স্থলপদ্ম, তন্নামক তরু। বিটপাগ্র-ভুজে, বিটপ, ছোট ডাল, তৎ-স্বরূপ যে ভুজের অগ্র অর্থাৎ হস্ত তদ্দ্বারা।

১২। কাশাবৃত-সুবিপুল-পুলিন-জঘনা। কাশ, কেশে, তাহাতে আচ্ছাদিত গুরুতর যে পুলিন বালির চড়া তাহাই জঘন স্বরূপ যার।

১৩। কারণ্ডব, জলচর পক্ষি বিশেষ।

ঊর্ম্মিতে চপল নীলোৎপল বিকসিত,
কটাক্ষ নিক্ষেপ যেন ভ্রূভঙ্গ সহিত।
ভৃঙ্গের সদৃশ তথা ফাল্গুণির মন,
পরিমলে হরিল বিকচ পদ্মবন॥
হেন কালে বিকসিত কুসুমে হাসিয়া,
পবন চলনে যেন নাচিয়া নাচিয়া।
ভৃঙ্গ-শব্দে লবঙ্গ-লতিকা পার্থে কহে,
হেমন্ত সময় ইহা শরৎকাল নহে॥
দেখিয়া হেমন্তকান্তে পুষ্পোদ্গম-ভরে,
প্রিয়ঙ্গু লতিকা যেন আনন্দে শিহরে।
কানন-সীমাতে শুনি ক্রৌঞ্চের কূজন,
মান ছাড়ি প্রাণ রাখে মানবতী জন॥
হরিয়া লবঙ্গ-গন্ধ লোধ্রের পরাগ,
মারুত না জনমায় কার অনুরাগ।
অন্য দিকে দেখে পার্থ শিশির লক্ষণ,
ধীরে ধীরে সুশীতল বহিছে পবন॥
শিশির-লক্ষীর যেন মন্দ মন্দ স্মিত,
প্রতি বনে কুন্দপাঁতি হয় বিকসিত।

১। ঊর্ম্মি, ঢেউ।
১০। প্রিয়ঙ্গুলতিকা, শ্যাম লতা।
১১। ক্রৌঞ্চ, পক্ষিবিশেষ, কূজন, তাহার শব্দ
১৩। লোধ্র, লোধ।

উপকণ্ঠে বনাবলী কুন্দমালা ধরে
মুকুতার হার যথা বিলাসিনী পরে ॥
কুন্দমকরন্দগন্ধে অন্ধপ্রায় অলি
ঝাঁকে ঝাঁকে পড়ে আসি নাহি মানে কলি ॥
ফুলের সৌরভে ঘ্রাণ শোভাতে নয়ন
অলিগানে হৃত হলো পার্থের শ্রবণ ॥
এরূপে কৌন্তেয় তথা রহে স্থাণু যেন
হেন কালে তাহাকে কহিছে চিত্রসেন।
" এক ঋতু ছয় কালে এক কালে ছয়
যেন মূর্ত্তিমান হয়ে এ উদ্যানে রয় ॥
দেখ সখে দেব সম জরা বিরহিত
তরুলতা এই বনে যৌবনে ভূষিত।
কীট পিপীলিকা কিম্বা বেয়াধি বালাই
এ তরুগুলিতে কোন উপদ্রব নাই ॥
শাখা পত্রে তরুগুলি করে ডগমগ
বনদেবী-চ্ছত্রসম নয়ন সুভগ।
চৈতন্য শূন্যেরো দেখ স্বর্গীয় ক্ষমতা
নিত্যফল তরুগণ নিত্য পুষ্পলতা ॥
অই দেখ কোন ডালে রসালে মুকুল
কোন ডালে কুঁড়ীফল কোন ডালে স্থূল।

৭। স্থাণু, স্থাবর বস্তু, বৃক্ষাদি।
১৬। নয়নসুভগ, নয়নপ্রীতিকর।

কোন ডালে স্বর্ণবর্ণ পরিণত ফল
মনোহর সৌরভেতে করিছে বিকল ॥
স্নিগ্ধপত্র তরুলতা এরূপে সতত
প্রসব করিয়া থাকে ফল কতমত।
ফলভরে নত হয়ে ফলতরুগুলি
যেচে বুঝি নানা ফল হাতে দেয় তুলি ॥
পনস বদর জাম আতা নারিকেল
পেয়ারা দাড়িম শশা আনারস বেল।
গুবাক বাতাপী লিচু কমলা নারঙ্গ
তরমূজ খরমূজ মিষ্ট কামরঙ্গ ॥
কদলী কপিত্থ তাল খোবানী খাজুর
আকরোট দ্রাক্ষা পিস্তা বাদাম আঙ্গুর।
ক্ষীরা ক্ষীরী আদি হেথা যত ফল হয়
অশেষে তাদের নাম কার সাধ্য কয় ॥
নানাজাতি গন্ধতরু তরুণ বয়স
অই হের মহাবীর বীরণ সরস।

১। পরিণত, পরিপক্ক।
৩। স্নিগ্ধপত্র, যাহার পত্রগুলি চিকচিক করে।
৭। পনস, কাঁঠাল। বদর, কুল।
৯। গুবাক, গুপারি।
১০। কামরঙ্গ, কামরাঙ্গা।
১১। কপিত্থ, কয়েৎ বেল।
১২। দ্রাক্ষা, কিস্‌মিস।
১৬। বীরণ, বেণার মূল বা খস।

আরো দেখ ধনঞ্জয় জয়ত্রী কুঙ্কুম
জাতিফল যষ্টিমধু মধুরিকাদ্রুম ॥ মধ্যযমক
কক্কোল কর্পূরতরু শৈলেয় অগুরু
গুরু, সাল সরল গুগ্‌গুলু দেবদারু।
দারুচিনি এলালতা মরিচ চন্দন
চন্দনী জীরক আদি নাহয় গণন।
বিবিধ ওষধি দেখ বৃহতী প্রভৃতি
যার গন্ধে দূর হয় আময় বিকৃতি।
বহুবিধ মহৌষধি মৃত সঞ্জীবনী
বিশল্য করণী আদি দেখ গুণমণি ॥
পঞ্চবিধ দেববৃক্ষে কর দৃষ্টিপাত
এই দেখ কল্পতরু অই পারিজাত।
সন্তানক দেখ হরিচন্দন মন্দার
সপ্তস্বর্গে করে এরা আমোদ বিস্তার ॥
এই পঞ্চতরু যথা বিস্তারি সৌরভ
অন্য ফুল ফল গন্ধ করে অভিভব।
পঞ্চভাই তোমরাও যশঃপরিমলে
অন্য রাজগণে তথা জিন ধরাতলে ॥

২। জাতিফল, জায়ফল। মধুরিকা, মৌরী বা মহুরি।
৩। শৈলেয়, শৈলজ। অগুরু, আগোর।
৫। এলালতা, এলাচীর লতা।
৭। বৃহতী, বিজ্ঞিকী ব্যাকুড়ফল।
৮। আময় বিকৃতি, রোগের বিকার।

এই কল্পতরু যথা দিয়ে নানাধন
নিখিল স্বর্গীর করে সংকল্প পূরণ।
আশা করি তেমতি হইয়ে দানবীর
অর্থিকাম পূরণ করুন যুধিষ্ঠির ॥
পুষ্প, হার বলয়াদি, পল্লব, বসন
এ তরুরাজের শাখা রম্য নিকেতন।
কামদুঘ এই তরু অচিন্ত্য বৈভব
যাচকতা করে এর আপনি বাসব ॥
পিকস্বর বিকস্বর সদা এ উদ্যানে
নীলকণ্ঠ মুক্তকণ্ঠ খরজের তানে।
মদকল হংসদল গদগদভাষ
সদা হের খঞ্জনের নর্ত্তনবিলাস ॥
পারাবত অবিরত ধ্বনি করে কল
সুমধুর ধরি সুর গাইছে দৈয়ল।
মধুমুখে শ্যামা সুখে করে সিটি দান
শিব রাম তারা নাম সারী করে গান ॥

২। নিখিল, সমুদয়। সঙ্কল্প, মনোরথ।
৭। কামদুঘ, অভিলাষপূরক।
৯। বিকস্বর, পরিস্ফুট।
১০। নীলকণ্ঠ, ময়ূর।
১৩। কল অব্যক্তমধুর।
১৬। সারী, শালিকপক্ষী।

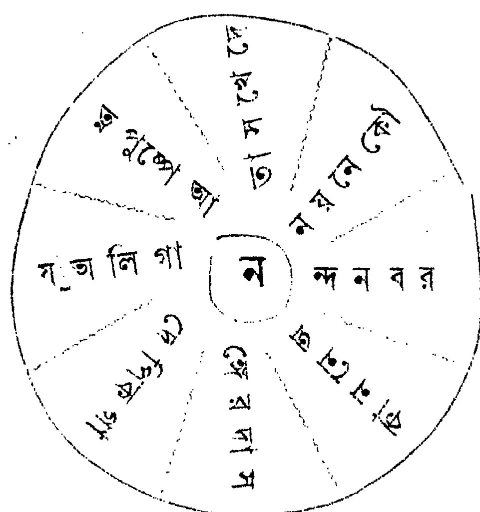
নেড়ে মাথা সামগাথা গায় দ্বিজশুক
আর পাখী বলে ডাকি " পিরীতি হউক। "
তৃষা নাই তবুভাই ডাকিছে সারঙ্গ
উচ্চস্বরে ধ্বনি করে সারস বিহঙ্গ ॥
সুললিত নৃত্যগীত করে পাখীগণ
মহোৎসবে যেন সবে সতত মগন। "
চিত্রসেন বাক্য হেন শুনি ইন্দ্রসুত
পুন দেখে একে একে বিবিধ অদ্ভুত ॥
মনোহর বহুতর লতাঘর বনে
দেখেবীর কদলীর গৃহ স্থির-মনে।
কুঞ্জে কুঞ্জে পুঞ্জে পুঞ্জে মঞ্জু গুঞ্জে অলি,
পুণ্যে গম্য কাম-হর্ম্ম্য সেই রম্য স্থলী ॥
দিব্য পয়-যন্ত্রালয় শৈত্যময়-স্থানে,
সখা সার্থ দেখে পার্থ চরিতার্থ জ্ঞানে।
প্রিয়াসনে হৃষ্টমনে বিহরণে রত,
হেরে দক্ষ পার্থ যক্ষ সিদ্ধ রক্ষ শত ॥

১। দ্বিজ শুক, তোতাপাখী অথচ ব্রাহ্মণশুক।
২। পিরীতিহউক, পাখীর নাম ও শব্দানুকরণ।
৩। সারঙ্গ, চাতক।
১১। মঞ্জুগুঞ্জে, মনোহর গুন্ গুন্ শব্দ করে।
১২। কাম-হর্ম্ম্য, কন্দর্পের বালাখানা স্বরূপ।
১৩। পয়-যন্ত্রালয়, ফোয়ারাযুক্ত বাড়ী। শৈত্যময়, শীতল।
১৬। দক্ষ, পটু।

অগণন পশুগণ সেই বন-চারী,
পক্ষিচয় সুখে রয় অতিশয় হারী।
পরস্পরে প্রেমভরে সবে চরে তথা,
নির্ব্বিশেষ সমাবেশ নাই দ্বেষ-কথা॥
কৃষ্ণসার, তৃণাকার জটাভার হেরি,
কেশরীর শুঁকে শির তবু স্থির হরি।
শার্দ্দূলের নাহি ফের সে মৃগের শৃঙ্গে,
নিজকায় চুলকায় হর্ষ পায় রঙ্গে॥
সিংহস্থলে কুতূহলে যদি চলে করী,
নহে হেয় পূজা দেয় আতিথেয় হরি।
মিত্র সম, ভুজঙ্গম সঙ্গে শম-রত,
শিখিবরে সমাদরে খেলা করে কত॥
আখুভুক হেরিশুক সকৌতুক হয়
ভেকপ্রতি ফণিপতি হিংস্রমতি নয়।
শ্যেন আর পায়রার নির্ব্বিকার চিত,
এক বাসে পাশে পাশে অনায়াসে স্থিত॥

২। অতিশয় হারী, অত্যন্ত মনোহারী।
৬। কেশরী সিংহ। হরি, সিংহ।
৭। শার্দ্দূল, বাঘ।
৯। করী, হস্তী।
১০। আতিথেয়, যে ব্যক্তি অতিথি সেবা করে
১১। শম-রত, শান্তিতে আসক্ত।
১২। শিখিবর, ময়ূর শ্রেষ্ঠ।
১৩। আখুভুক, বিড়াল।
১৫। শ্যেন, বাজপক্ষী।

এইরূপে দেখে পার্থ ইন্দ্রের আরাম,
অবিরাম ফল ফুলে পূর্ণ অভিরাম।
বসন্তাদি ঋতু সহ সদা যথা কাম,
চূতাঙ্কুর-শর হস্তে বিহরে প্রকাম॥
নন্দন বর কাননে অনঙ্গের দাস,
সদা রঙ্গে নদে পিক গায় অলি গান।



১। আরাম, উপবন।

২। অবিরাম, সর্ব্বদা। অভিরাম, মনোহর।

৪। প্রকাম, ইচ্ছানুসারে।

৫। নন্দন বর কাননে, নন্দন নামক শ্রেষ্ঠ উপবনে। অনঙ্গের দাস, কন্দর্পের দূত স্বরূপ।

৬। পিক, কোকিল। নদে, শব্দ করে।

নগালি অযত্ন পুষ্পে আনতা, সখেদে,
দেখে সতান নয়নে কৌরব নন্দন ॥ পদ্মবন্ধ।

নিত্য নিত্য পার্থ অদ্ভুত যেন,
বিবিধ পদার্থ হেরিয়া হেন।
অস্ত্র শিখে স্বর্গ-লোকে থাকিয়া,
অস্ত্র প্রতি তার রহিল হিয়া ॥
সপ্ত স্বর্গ দেখে গন্ধর্ব্ব পুর,
সমাদর করে যতেক সুর।
তবু প্রীতি নাই সে সবে তার,
চিন্তা করে মনে বৈরি-নিকার ॥
কিবা ভাল লাগে সতত যার,
মাথে রহে গুরু-কাজের ভার।
সদা অন্য মনে বিহরে পার্থ,
ধনুর্ব্বেদ চিন্তে সখার সার্থ ॥
কাব্য চিন্তাকুল কবি যেমন,
উন্মনেতে করে শয়নাশন।

১। নগালি অযত্ন পুষ্পে আনতা সখেদে (নগালি) তরুশ্রেণী, (অযত্ন পুষ্পে) যত্ন ব্যতিরেকে উৎপন্ন পুষ্পের ভারে, (সখেদে) খিন্ন হইয়া, (আনতা) অবনত হইয়াছে।

২। সতান নয়নে, বিস্ময় হেতুক বিস্তার যুক্ত লোচনে। কৌরবনন্দন কুরুবংশে জাত কৌরব, পাণ্ডু, তাহার পুত্র অর্থাৎ অর্জ্জুন।

১০। বৈরি-নিকার, শত্রু কর্ত্তৃক পরাভব।

ধনুর্ব্বেদে তারে করিয়া দীক্ষা,
বাসব দিলেন আয়ুধ শিক্ষা ॥
আচার্য্য মঘবা, শিষ্য অর্জ্জুন,
উপযুক্ত স্থানে পড়িল গুণ।
নানাবিধ অস্ত্র শিখিল বীর,
এক ধনুর্দ্ধর হইল

এই রূপে ইন্দ্র-স্থানে অস্ত্র শিক্ষা করিতে,
প্রায় পাঁচ বর্ষ তার গেল স্বর্গ-পুরীতে।
অরিবধূ মুখপদ্ম ম্লান করি ত্বরিতে,
অর্জ্জুন অর্জ্জুন যশ লাগিল বিস্তারিতে ॥
ইতি নিবাত-কবচ-বধ মহাকাব্যে নন্দনাদি দর্শনং
নাম অষ্টমঃ সর্গঃ।

১০। অর্জ্জুন যশ, শুভ্র অর্থাৎ বিমল কীর্ত্তি

নবম সর্গ।

গুরু হরি সন্নিধানে হরিসুত সাবধানে
অরি জয়ে করি জেদ শিখে সাঙ্গ ধনুর্ব্বেদ।
শিশু কেশরী যেমন নখদন্ত প্রহরণ
শিখে জননীসকাশে গজপতিবধ-আশে
যত অস্ত্র ইন্দ্র জানে সব শিখে তার স্থানে
যাহা ধরাতলে নাই তিনি শিখান তাহাই।
ঘোর আগ্নেয় আয়ুধ শিখে ধনঞ্জয় বুধ
যাহা হয়ে অগ্নিময় দহে অরিবংশচয়।
শিখে আয়ুধ নৈঋত যাহা রাক্ষসের মত
শিখে বায়ব্য যতনে যাতে ঝড় বয় রণে।
শিখে পর্ব্বতের মত—গুরু আয়ুধ পার্ব্বত
শিখে রৌদ্র প্রহরণ যাতে তাতে অরিজন।
শূর শিখে সৌরশর যাহা সূর্য্যসম খর
শিখে সৌম্যায়ুধ বীর যাতে হিমার্ত্ত শরীর।

১ হরি, ইন্দ্র। হরিসুত, ইন্দ্রের পুত্র অর্জ্জুন। এই ছন্দের প্রতিপাদের দ্বিতীয় বর্ণে যতি দিয়া পাঠ করিতে হইবে।

২। সাঙ্গ, ধনুর্ব্বেদের অঙ্গ অর্থাৎ সন্ধান মোচন, মন্ত্রাদি।

১২। তাতে, তাত অর্থাৎ উত্তাপ প্রাপ্ত হয়।

১৩। সৌর, সূর্য্যাধিদৈবত।

১৪। সৌম্যায়ুধ, চন্দ্রাধিদৈবত অস্ত্র।

শিখে শব্দবেধ বাণ যার শব্দই নিশান
শর গন্ধবেধ শিখে যাহা ছুটে গন্ধ দিকে।
শিখে ক্রিয়াবেধ বাণ যার বধ্য ক্রিয়াবান্
বীর রিপুকুলকাল শিখে বিদ্যা ইন্দ্রজাল।
সেই বিদ্যা অদভুত সৃজিয়াছে পুরুহূত
তাহা বিবিধ মায়ায় রণে শত্রুকে ভাঙ্গায়।
কভু দেখাইয়া ভয় করে অলিকুলজয়
কভু মজাইয়া শোকে রণে জিনে অরিলোকে।
কভু হাসাইয়ে পরে তার বলক্ষয় করে
কভু ঘৃণা জন্মাইয়ে পরে দেয় তাড়াইয়ে।
কভু উপহাস করি অপ্রতিভ করে অরি
হেন বিদ্যার বৈভব সব শিখিল পাণ্ডব।
পরে বীরেন্দ্র নির্ভীক শিখে আয়ুধ ঐযিক
শিখে শত্রুকুলত্রাস ব্রহ্মপাশ কাল পাশ।
সুতে শিখাইল শক্র কালচক্র, বিষ্ণুচক্র
শিখে অস্ত্র হয়শির আর বজ্র শিখে বীর।
আর্দ্র শুষ্ক দুইবিধ শিখে অশনি আয়ুধ
শিখে ত্বাষ্ট্র প্রহরণ যাহা করিলে ক্ষেপণ।
অরিগণ পরস্পরে মারামারি করি মরে
মিত্রজনে রিপু বুঝি মরে নিজে নিজে যুঝি।

১১। অপ্রতিভ, অপ্রস্তুত।
১৩। নির্ভীক, ভয়শূন্য।
১৭। অশনি, বজ্র।

শিখে আয়ুধ বর্ষণ যাতে বৃষ্টি বিনে ঘন
শিখে সত্য প্রহরণ যাতে সত্যের স্ফুরণ।
নাশি অরির কুহক উদে সে সত্য সায়ক
যথা ভেদিয়ে তিমির উঠে প্রভাতে মিহির।
পরে করিয়া ভকতি শিখে বিবিধ শকতি
শিখে নিযুদ্ধকরণ আর শিখে রথরণ।
গজযুদ্ধ শিখিপরে হয় যুদ্ধ শিক্ষা করে
গদা যুদ্ধের কৌশল শিখে পার্থ মহাবল।
পরে গন্ধর্ব্বপুরীতে গেল গান্ধর্ব্ব শিখিতে
সখা চিত্রসেন সনে গেল তাহারি সদনে।
তথা আয়ুধ গান্ধর্ব্ব আর বৈদ্যাধর, সর্ব্ব
করি পরম যতন শিখে কৌরব রতন।
অরি দৃষ্টিনিমীলন শিখে আয়ুধ স্বাপন
শিখে স্তম্ভন নৃহরি যাহা স্তব্ধ করে অরি।
অরিরুধিরচূষণ শিখে আয়ুধ শোষণ
রিপু বিলাপনিদান শিখে বিলাপন বাণ।
বীর জৃম্ভনাস্ত্র শিখে হাই তোলায় অরিকে
শিখে প্রশমন শর যাতে শান্ত হয় পর।

৩। কুহক, মায়া, ব্যাজ। উদে, উদিত হয়।

৪। মিহির সূর্য্য।

৬। নিযুদ্ধ, বাহুযুদ্ধ।

১৬। নিদান, কারণ, জনক।

শিখে সন্তাপন বাণ যাহা করে জ্বরদান
শিখে আয়ুধ মাদন যাহা মত্ত করে মন।
শিখে সম্মোহন শর যাতে মূঢ় হয় পর
পরে শিখে মহাভাগ বহুবিধ গীতরাগ।
সুখে সখার রঞ্জন শিখে রাগ আলাপন
আগে শিখে ধনঞ্জয় রাগ ভৈরবাদি ছয়।
পরে ছত্রিশ রাগিণী শিখে পাণ্ডুকুলমণি
উপরাগিণী অনন্ত শিখে বীর গুণবন্ত।
শিখে ওড়ব খাড়ব জাতি সম্পূর্ণ পাণ্ডব
শ্রম করি মতিমান্ শিখে ধ্রুপদাদি গান।
পরে শিখে ধনঞ্জয় বহুবিধ তাললয়
সম, বিষম দ্বিবিধ তাল শিখিল সে বুধ।
বিলম্বিত মধ্যদ্রুত লয় শিখে পৃথাসুত
সেই তাল লয় সনে বীর তীর হানে রণে।
কভু সমতাল ধরি শর ছাড়ে নরহরি
তাল ধরিয়ে বিষম কভু যুঝে অরিন্দম।

৪। মহাভাগ, সৌভাগ্যশালী অর্থাৎ অর্জ্জুন।

৫। সখার রঞ্জন, সখা অর্থাৎ মিত্রদিগের মনোরঞ্জনকারী।

৯। ওড়ব, খাড়ব, সম্পূর্ণ। পাঁচ সুরে ওড়ব। ছয় সুরে খাড়ব এবং সাত সুরে সম্পূর্ণ জাতি হয়।

১২। সম, বিষম তাল। যাহার মাত্রা জোড় তাহাকে সম ও যাহার মাত্রা বিজোড় তাহাকে বিষম তাল বলা যায়।

১৬। অরিন্দম, শত্রুদমনকারী অর্থাৎ অর্জ্জুন।

বিলম্বিত হাতে কভু শরাঘাত শিখে প্রভু
কভু মধ্য লয়ে বীর শিখে প্রহারিতে তীর।
কভু লয় ধরি দ্রুত শিখে যুঝিতে অদ্ভুত
হেন তাল লয় ধরি রণ শিখিল নৃহরি।
তালে তালে হানি তীর রণে নৃত্য শিখে বীর
সমে অরির পরাণ বধি দিতে শিখে মান।
কভু তেহাইর ঘরে অরিবধ শিক্ষা করে
বহুবিধ শরগতি রণে শিখিল সুমতি।
নানাবিধ নৃত্যগতি শিখে নর্ত্তক যেগতি
তার পরে সব্যসাচী বিদ্যা শিখিল পৈশাচী।
বীর তামস নামক শিখে পৈশাচ সায়ক
যাহা করিলে প্রহার রিপু দেখে অন্ধকার।
ক্ষণে দিশেহারা হয়ে রণে ভঙ্গদেয় ভয়ে
শিখে আয়ুধ রাজস যাতে অরাতি বিবশ।
রজ উড়ে বিনা বাতে রিপু অন্ধ হয় তাতে।
রিপু চক্ষে দিয়ে ধূলি জয় হাতে দেয় তুলি।
পরে অস্ত্র ধূমময় শিখে বীর ধনঞ্জয়
ধূমে হইয়ে আকুল যাতে ভাঙ্গে রিপুকুল।
শিখে আয়ুধ শৈশির যাহা কাঁপায় শরীর
আর রিপু দৃষ্টি নাশা যাতে জনমে কুয়াশা।

৬। সমে, অর্থাৎ সমের ঘরে।
১৫। রজ, ধূলি অথচ রজোনামক গুণ।
১৯। শৈশির, শিশিরোৎপাদক।

হেন মতে মহাবল শিখি বিবিধ কৌশল
পুন চিত্রসেন সনে গেল মহেন্দ্র ভবনে।
তথা নানা উপদেশ পুন লভে গুড়াকেশ
সব অমর সকাশে বীর যায় শিক্ষা আশে।
যে দেবতা যাহা জানে তাই শিখে তার স্থানে
সবে করি অনুগ্রহ শিক্ষা দেয় অহরহ।
কিছু শিক্ষা বিনে তার নাহি হয় দিন পার
যদি জ্ঞান বৃদ্ধি হয় তবে শ্লাঘ্য আয়ুঃক্ষয়।
এইরূপে দিব্যায়ুধ সব শিখিল সে বুধ—
অস্ত্র শিখিল সে যত তার নাম কব কত।
যত অস্ত্র স্বর্গে ছিল বীর শিখিল নিখিল।
রণে পার্থ ইন্দ্রসম হলো অসহ্য বিক্রম।
লভি আহুতি অনল হয় যেমতি উজ্জ্বল
দিব্য আয়ুধের তেজে বীর তেমতি বিরাজে।
তার যশের সৌরভে সুরগণ প্রীতিলভে
পারিজাতে পরাভব করে সে কীর্ত্তি সৌরভ।
সেই যশের আমোদ পেয়ে যত সুর যোধ
নিরখিতে নরবীরে গেল ইন্দ্রের মন্দিরে।

৩। গুড়াকেশ, অর্জ্জুনের নাম।

১১। নিখিল, সর্ব্ব, সকল।

১৭। আমোদ, সৌরভ অথচ প্রমোদ। যোধ, যোদ্ধা।

গিয়ে একদা সকলে নিবেদিল আখণ্ডলে
"মোরা দেখিতে পাণ্ডবে হেথা আসিয়াছি সবে।
বড় হয়েছে কৌতুক নিরখিব তাঁর মুখ
সুর হিত লাগি যাঁর নরলোকে অবতার।
সেই ঋষি পুরাতন তব শিষ্য এইক্ষণ
যাঁর স্থাপিত নিয়মে রবি শশী সদা ভ্রমে।
ইহা বড়ই অদ্ভুত তিনি নাকি তব সুত
যাঁকে দেবতাও কভু নেহারিতে নহে প্রভু।
তাঁর মানুষ মূরতি মোরা দেখিব সম্প্রতি
নর তনু ধরি রণ তিনি করেন কেমন।
তাঁর হইল কি শিক্ষা তাই করিব পরীক্ষা
তিনি কিরূপে সংহার করিবেন ধরাভার।
তাই নিরখিব ব'লে মোরা এসেছি সকলে
এই কহিয়ে বিরত হলো যতেক দৈবত।
পুরন্দর সমাদরে পার্শ্বে ডাকাইল পরে
শুনি জনক নিদেশ প্রবেশিল গুড়াকেশ।
পশি ইন্দ্রের সদন তাঁরে নমে যশোধন
পরে দেবগণ প্রতি বীর করিল প্রণতি।
পুন ইন্দ্রের নিকটে দাঁড়াইল করপুটে
স্থির নয়ন প্রদানে চেয়ে ইন্দ্র মুখপানে।

১। আখণ্ডল, ইন্দ্র।
১৪। দৈবত, দেবতা।

কোন গুরু কাজ লাগি   যেন আজ্ঞা অনুরাগী
শিরে শোভে জটাভার   দেহ উন্নত আকার।
পরিধান মৃগছাল   ঝুলে কুক্ষে করবাল
ক্ষত্র ব্রহ্মচারি বেশে   বীর দাঁড়াইল এসে।
ব্রতে শরীর কর্শিত   তবু তেজ অপ্রমিত
হৃদে খেলে তেজশ্ছটা   মেঘে বিদ্যুতের ঘটা।
বর্ণ মেঘের মতন   দেহ সুদৃঢ় গঠন
হাতে শোভিছে গাণ্ডীব   যেন ভুজগ সজীব।
হেরি সুতের সে বেশ প্রেমে আর্দ্র অমরেশ
দ্রব হয়ে তার হিয়া   বুঝি ঝরে নেত্র দিয়া।
ভাসি আনন্দ অশ্রুতে   ইন্দ্র আলিঙ্গিলা সুতে
আলিঙ্গিয়া শিষ্যবরে   গুরু কহে সমাদরে।
"এই যত দেবগণ   সবে কৌতুকিত মন
তব ধনুর্ব্বেদ জ্ঞান   এঁরা পরীক্ষিতে চান।
তব কি হইল শিক্ষা   এঁরা লবেন পরীক্ষা
তুমি শিখিলে কেমন   তাই করাও দর্শন।
এই দেবের কৌতুক   তুমি মিটাও সুমুখ।
এঁরা আজ্ঞা দেন যাহা   তুমি সিদ্ধ কর তাহা।

৩। করবাল, তলোয়ার।
৫। কর্শিত, যাহা কৃশ করা হইয়াছে। অপ্রমিত, অপরিমিত।
১৩। কৌতুকিত, কৌতুক যুক্ত।
১৭। সুমুখ, সুন্দর বদন যার। সম্বোধন।

দেখ দিব্য প্রহরণে কিবা অসাধ্য ভুবনে
তুমি সে অস্ত্র বৈভব জান সকলি পাণ্ডব।
মরু দেশে জল চান তুমি তাই কর দান
অস্ত্রে ভেদি রসাতল আন তথা হতে জল।
যদি অগাধ অব্ধিতে স্থল চাহেন দেখিতে
তবে থামাইয়ে জল শোষি কর তথা স্থল।
রবি শশী আবরণ যদি করিবারে কন
তবে শরজাল করি রাখ গগন আবরি।
যদি পবন গমন এঁরা নিরোধিতে কন
তবে ক্ষণমাত্র তার রুদ্ধ রাখিবে প্রচার।
যদি কর তদন্যথা তবে হবে লোকব্যথা
বায়ু রুদ্ধ হলে পরে লোক মরিবে ফাঁপরে।
রাখ দেবের আদেশ যাতে নাই কারু ক্লেশ
কভু এঁদেরো তেমন আজ্ঞা দিতে নাই মন।
তোমা সনে ক্রীড়ারণ যদি চান দেবগণ
তবে তাহাও করিবে তাহে শঙ্কা না গণিবে।
গুণে হলেও নির্জ্জিত এঁরা না হন কুপিত
গুণ করিলে দর্শন এঁরা বড় প্রীত হন।
সেই গুণ পরকাশ কর অমর সকাশ
তাতে পাবে ইষ্টবর না করিও লাজ ডর।

৩। মরু দেশ, জল শূন্য বালুকাময় স্থান।
৫। অগাধ, অতলস্পর্শ।
২০। ইষ্টবর, অভিলাষিত প্রার্থনীয় বস্তু।

হেন কহিয়ে বাসব   যবে হইল নীরব
পার্থ দেবগণ মুখে   দিঠি অর্পিল কৌতুকে।
যত দেবগণ তবে   হাসি কহিল পাণ্ডবে
"আগে ভুজবল তব পরীক্ষিব মোরা সব।
দেব পবমান সহ   কর কৃত্রিম কলহ
এঁর সঙ্গে বাহুরণ   বাছা কর কিছুক্ষণ।
যদি রণ দিতে পার   তবে ধন্য তব সার
তবে হব মোরা প্রীত   তব গুণে রব ক্রীত।
পৃথাসুতে দেবগণ   কহি ঈদৃশ বচন
লীলা সমর করিতে   বাতে প্রেরিল ইঙ্গিতে
পেয়ে দেবের ইঙ্গিত   হলো পবন উত্থিত
তাই হেরি নরবর   বাঁধে দৃঢ় পরিকর।
লয়ে কুসুম পরাগ   গায়ে মাখে মহাভাগ
শিরে গুরু পদধূলি   নিল ভক্তিভরে তুলি।
স্মরে স্মরহর পাদ   যাতে খণ্ডে পরমাদ
সুর সমাজের প্রতি   পরে করিল প্রণতি।
মনে মনে পবমানে   বীর নমি বহুমানে
'মাগে আশিষ মননে   যেন জয়ী হই রণে

২। দিঠি, দৃষ্টি।
৫। কলহ, যুদ্ধ।
৭। সার, বল।
১২। পরিকর, গাত্র বন্ধ, কোমর বান্ধা।

তাল দিয়ে ভুজ শিরে পরে দাঁড়ায় অজিরে
ধরি পার্ব্বতী শকতি রহে পর্ব্বত যেমতি।
যদি দ্যূতে কি সমরে কেহ আবাহন করে
তবে ক্ষত্র বীরগণ কভু বিমুখ না হন।
হের ওদিকে পবনে করে মণ্ডলী সঘনে
ঘূরে ঘোর উড়াপাকে সন সন স্বনে ডাকে।
রজোরাশি উড়াইয়ে দেব আইসে ধাইয়ে
দিনে স্থজিয়ে তিমির বেগে ধাইল সমীর।
দেব বাতই প্রথমে রণে অর্জ্জুনে আক্রমে
হৃদে লাগায়ে হৃদয় ঠেলে ধরি ভুজদ্বয়।
এক পদও তাহারে তবু বটাইতে নারে
পার্থ রহিল অটল যেন তুহিন-অচল।
দেখি অমর নিখিল পার্থে সাধুবাদ দিল
জেনে অর্জ্জুনের সার বাতে লাগে চমৎকার।
যেই শক্তিতে সমীর ভাঙ্গে প্রাসাদ প্রাচীর
ঠেলি সেই শকতিতে পার্থে নারিল পাতিতে

১। অজির, অঙ্গন।
২। পার্ব্বতী শকতি, পর্ব্বতের শক্তি।
৫। মণ্ডলী, মণ্ডলাকারে ভ্রমণ।
১৩। নিখিল, সর্ব্ব।
১৪। সার, বল।
১৬। পাতিতে, পাতন করিতে।

কিছু লজ্জা কোপযুত তাহে হইল মারুত
পুন দেব প্রভঞ্জন পার্থে করে আক্রমণ।
হিমে হয়ে আর্দ্রকায় বায়ু লাগে পার্থ গায়
যেন প্রতি রোম মূলে তাঁরে বিদ্ধ করে শূলে
শীতে বীভৎসু শিহরে যেন রুগ্ন, কম্পজ্বরে
ঘন ঘন তনু কাঁপ মুখে আইসে প্রলাপ।
ক্রমে কুপিত অনিল তনু অবশ করিল
পরে ধনঞ্জয় তার চিন্তা করে প্রতিকার।
চিন্তি পার্থ গুণধাম আরম্ভিল প্রাণায়াম
নাসা পথে নরবীর দেহে পূরায় সমীর।
ঊনপঞ্চাশ পবনে আনে প্রাণবায়ু সনে
আনি নিজ কলেবরে তার গতি রোধ করে।
সেই দেহকারালয়ে বায়ু রহে বন্দী হয়ে
সাধ্য নাই, নড়েচড়ে যেন নিবদ্ধ, নিগড়ে।
ক্ষণে ভুবন নিখিল তাই নির্ব্বাত হইল
রুদ্ধ হলো জগৎ প্রাণ প্রাণী হয় ম্রিয়মাণ।
বায়ু শূন্য জগতীতে কেহ নারে নিশ্বসিতে
সেই বিশ্ব-অমঙ্গল দেখি কহে আখণ্ডল।
বাছা! গুণে পরাভূত তব হয়েছে মারুত
তাঁরে ত্যজ এইক্ষণ দেখ মরে বিশ্বজন।

২। প্রভঞ্জন, বায়ু।
৪। বীভৎসু, অর্জ্জুন।

সেই মহেন্দ্র বচনে পার্থ ছাড়িল পবনে
মুক্তি লভিয়ে অনিল বেগে নির্গত হইল।
লাজে রোষে পবমান বাহিরিল ম্রিয়মাণ
তবু দিতে পরাভব সৃজে সদুপায় নব।
করি' অর্জ্জুনে বর্জ্জন দূরে গেল প্রভঞ্জন
তার রোধিতে নিশ্বাস পবনের অভিলাষ।
শ্বাস টানে পৃথাসুত কিন্তু না পায় মারুত
শ্বাস নিশ্বাস বিহনে পার্থ সদুপায় গণে।
ক্ষণে বায়ব্য-আয়ুধ প্রযোজিল সেই বুধ
তার মন্ত্রের শক্তিতে বায়ু আসিল ত্বরিতে।
বাতে পূরিল সে স্থল প্রীত হ'ল সুরদল
সুরদলের হরিষে হরি প্রেমাশ্রু বরিষে।
যদি শিষ্য কি তনয় বুধমুখে স্তুত হয়
তবে গুরু কি পিতার নাই হরিষের পার।
পরে পুরন্দর রণে নিবারিল দুইজনে
শান্ত হ'ল পৃথাসুত মৃদু বহিল মারুত।
দেবপবনচরণে বীর নমে পরক্ষণে
সেই ভকতি হেরিয়া বায়ু গেলেন গলিয়া।
বড় আনন্দে অনিল পার্থে আশিষ করিল
বাছা হেন রণ করি জিন দেবকুল-অরি।
তুষি পবনে অর্জ্জুন গেল সভামাঝে পুন

১৩। স্তুত, প্রশংসিত।

গিয়ে প্রভু মঘবার পদে করে নমস্কার।
তাঁরে করিয়ে প্রণতি নমে দেবগণ প্রতি
নমি বীর ধনঞ্জয় পাশে দাঁড়াইয়ে রয়।
পরীক্ষিত বীরবর শোভে সমধিকতর
যেন দগধকাঞ্চন যেন দ্বিধৌতবসন।
যেন মার্জ্জিত আয়ুধ যেন তর্কজয়ী বুধ
যেন হীরেকাটা মণি বীর শোভিল তেমনি।
দূরে হেরি সে সৌষ্ঠব তৃপ্ত না হয় বাসব
তাই নিকটে আসিতে সুতে ডাকিল ইঙ্গিতে
সন্নিধানে পৃথাসুত এলে কহে পুরুহূত
বাছা মোর অর্দ্ধাসনে তুমি বসো মোর সনে।
কেন দাঁড়াইয়ে রহ মি সামান্য তো নহ্ভু
এই কয়ে করে ধরি পাশে বসাইল হরি।
ইচ্ছা বিহনেও বীর পাশে বসিল হরির
বসি ইন্দ্রের আসনে পার্থ লজ্জা গণে মনে।
হেন সময়ে লোমশ—নামে আইল তাপস
দেশ ভ্রমিতে ভ্রমিতে এল মহেন্দ্রে দেখিতে
আসি মহেন্দ্রে আদরে ঋষি নমস্কার করে
পরে ইন্দ্রও তাঁহারে কহিলেন বসিবারে।
সেই মহেন্দ্র-বচনে ঋষি বসিল আসনে

১। মঘবার, ইন্দ্রের।
৬। মার্জ্জিত আয়ুধ, শিকল করাস্ত্রস

বসি দেখি ইন্দ্রাসনে পার্থে চিন্তে মনে মনে।
এ তো সামান্য মানব সেই ক্ষত্রিয় পাণ্ডব
একে চিনি আমি বেশ এর নাম গুড়াকেশ।
এ যে স্বরগে এসেছে হেন কি পুণ্য করেছে
ইন্দ্রাসনে একাসনে এ বসেছে কি কারণে।
দেবনমস্কৃত স্থানে বসে পার্থ কি বিধানে
এর এত কি যোগ্যতা সশরীরে আসে হেথা।
মুনি হেন চিন্তাবশে রহে বিস্মিত মানসে
তার মনোভাব সব ক্ষণে বুঝিল বাসব॥
অন্তর্যামী যেবা হয় তার অজ্ঞাত কি রয়
বুঝি কহে সুরপতি সেই তাপসের প্রতি।
" মুনে করহ শ্রবণ পার্থ হেথা যে কারণ
এঁকে এ দেবভবনে আমি এনেছি যতনে॥
এই তৃতীয় পাণ্ডব নহে প্রাকৃত মানব
বদরিকাশ্রমবাসী ইনি পুরাতন ঋষি।
নামে নর নারায়ণ ঋষি ছিল যে দুজন
যাঁহাদের তপশ্চয় এই রবিশশিদ্বয়॥
যাঁহাদের ধ্যানফল এই নিয়ম সকল
করবদরের মত যাঁরা দেখেন জগত।
তাঁরা দেব কার্য্যতরে এবে মর্ত্ত্য দেহ ধরে
ঊর্দ্ধলোক পরিহরি আছে ভূমে অবতরি॥

১৭। তপশ্চয়, তপ উপার্জ্জন অর্থাৎ তাহার ফল।
১৯। করবদর, হস্তস্থিত কুলফল।

বিশ্ব হিতার্থ যেজন   সদা করে আয়োজন
অবনতিও তাহার   গণি উন্নতি প্রকার।
যার উদ্দেশ্য উন্নত   সেই কার্য্যই মহত
তাহে হলে অধোগতি   তাও শ্লাঘনীয় অতি ॥
পার্থ মাধব দুজন   সেই নর নারায়ণ
লঘু করিতে ভূভার   ধরেছেন মর্ত্যাকার ;
এই কৌন্তেয় ফাল্গুনি   সেই নরনামা মুনি
আর দৈবকীনন্দন   সেই ঋষি নারায়ণ ॥
ইনি দৈত্য দুই দলে   নাশিবেন রণস্থলে
কালকেয় সুদুর্ব্বচ   আর নিবাতকবচ।
তারা সুরগণ সহ   করে সদাই কলহ
মোরা তাদিগে নাশিতে   নারি অথবা শাসিতে
তারা দেবের অবধ্য—বরে হয়েছে অবাধ্য
তাই মানুষ শরীর   ধরেছেন এই বীর।
সেই দুদলদনুজে   ইনি দহিবেন তেজে
এঁর তেজ অপ্রমিত   আছে ভস্মে আচ্ছাদিত।
ইনি অদ্যই আসবে   বধিবেন মহাহবে
নাই এ বাক্যে সংশয়   জয়ী হবেন বিজয়।
তারা দেবের অবধ্য   কিন্তু ইঁহার সুসাধ্য
দেখ নিশার তিমির   নারে নাশিতে মিহির ॥

১৬। অপ্রমিত, অপরিমিত।
২০। মিহির, সূর্য্যদেব।

কিন্তু দীপের প্রকাশ সে তিমিরে করে গ্রাস
পার্থ তাদিগে তেমতি বধ করিবে সম্প্রতি।
বধি সুররিপুদলে পুন যাবে ধরাতলে
মুনে আপনি ত্বরায় যাত্রা করুন ধরায়॥
যুধিষ্ঠির সন্নিধিতে যান এঁর বার্ত্তা দিতে
জিষ্ণু ভাল আছে নাকে ইহা বলুন তাঁহাকে।
দিব্য প্রহরণসব শিক্ষা করেছে পাণ্ডব
মম সদৃশ অর্জ্জুন রণে হয়েছে নিপুণ।
দ্রুত সাধি সুরকাজ সে যাইবে ধরামাঝ
মিলি ভ্রাতৃ বন্ধুদলে স্বর্গ ভুঞ্জিবে ভূতলে।
মুনে এই বার্ত্তা দিতে যাত্রা করুন ভূমিতে
হেন কহি ঋষিবরে ইন্দ্র বিসর্জ্জন করে॥
মুনি পাইয়া বিদায় হর্ষে চলিল ধরায়
ঋষি গেলে সুরপতি পুন কহে পার্থ প্রতি।
বাছা শুনিলে সকলি তবু সবিশেষে বলি
সুরসভা তব আগে এক উপকার মাগে॥
তুমি সাধিয়ে সে কাজ তোষ এ দেবসমাজ
এঁরা সদা রিপুভয়ে আছে সঙ্কুচিত হয়ে।
তুমি সেই রিপুদলে বধ কর দিব্য বলে
করি রিপুকুলক্ষয় দেহ এঁদিগে অভয়॥

৬। নাকে, স্বর্গে।
১২। বিসর্জ্জন, বিদায়।

এঁরা তোমার নিকটে মাগে অভয় সঙ্কটে
ইহা বহু ভাগ্য তব তব অর্থী দেব সব।
তুমি সাধিয়ে এ কাজ মোরে সুখী কর আজ
আমি এত সুখী হব তব গুণে ক্রীত রব॥
এই সুরগণ রিপু যদি ক্ষয় কর বাপু
তবে মম প্রয়োজন তুমি করিলে সাধন।
তবে গুরুর দক্ষিণা তুমি দিলে বিলক্ষণা
তবে ধনুর্ব্বেদজ্ঞান তব হলো ফলবান্॥
তব সুকর সে কাজ তাহে নাই ভয় লাজ
বাছা শুন দিয়ে মন সেই কার্য্যবিবরণ।
দৈত্য সম্প্রতি দুদল বড় হয়েছে প্রবল
তারা দেবের অবধ্য—বরে মোরও অসাধ্য॥
তাহাদিগে সেই বর দিয়াছেন প্রজেশ্বর
সেই বিধাতার বরে তারা তাঁকেও না ডরে।
সেই অমরকণ্টকে তুমি উদ্ধার সায়কে
পাশুপত নামে আছে যেই অস্ত্র তব কাছে॥
সেই অস্ত্রে তারা সবে তব হস্তে হত হবে
ইহা বিধিরই কথা এর না হবে অন্যথা।
তারা অন্য প্রহরণে হত না হইবে রণে
তারা সবে মহাবীর সবে সন্নদ্ধশরীর॥

২। অর্থী, যাচক।
১৩। প্রজেশ্বর, ব্রহ্মা।
২০। সন্নদ্ধ, কবচযুক্ত।

সবে দৃঢ় সন্নহন সবে দৃঢ় সংহনন
তারা ত্রিকোটি সংখ্যায় পটু বিবিধ মায়ায়।
সবে যেন সশরীর অপকার জগতীর
তারা নহে সাধারণ ইহা রাখিও স্মরণ ॥
তুমি অপ্রমত্তমনে রণ দিও দৈত্য সনে
দেবসেনা চতুরঙ্গে আমি দিব তব সঙ্গে।
তুমি সেনাপতি হয়ে যুদ্ধ করিও নির্ভয়ে
আর মাতলি তোমার লবে সাহায্যের ভার ॥
শুভ মাহেন্দ্র এক্ষণ এতে যাত্রা সুলক্ষণ
তাই ত্বরান্বিত হয়ে যাত্রা কর শত্রুজয়ে।
কাল বুঝিয়ে যে চলে তার সদা শুভ ফলে
কালে জয় পরাজয় কালে হয় সৃষ্টি, লয় ॥
এই কয়ে পুরন্দর বাঞ্ছে শুনিতে উত্তর
অর্পি সহস্র নয়ন হেরে পার্থের বদন।
পার্থ দেখায়ে ভকতি কহে জনকের প্রতি
গুরো আজ্ঞা আপনার মম শিরে পুষ্পহার ॥
আপনার আজ্ঞাবাণী আমি অনুগ্রহ মানি
গুরু দিলে কার্য্যভার শিষ্য দয়া মানে তাঁর।
আজ্ঞা করিতে পালন প্রাণ করিলাম পণ
হবে কার্য্যের সাধন কিম্বা শরীর পাতন ॥

দৃঢ় সন্নহন, দৃঢ়কবচ। দৃঢ়সংহনন, দৃঢ়শরীর
অপ্রমত্তমনে, সাবধানচিত্তে।

স্থরকার্য্য সিদ্ধি লাগি আমি সদা আজ্ঞা মাগি
আশা পূরিল সে আজ আজ্ঞা দিলেন স্বারাজ।
আজি দ্রোণশিষ্য সম রণ করিবে অধম
ইন্দ্রসুত সমতুল আজি যুঝিব তুমুল ॥
আজি ইন্দ্রশিষ্য সম রণে দেখাব বিক্রম
আজি হর শিষ্যনিভ রণে অসুরে হানিব।
আশার্ব্বাদমাত্র চাই সৈন্যে প্রয়োজন নাই
মোর হেন কি শকতি হই দেবসেনাপতি ॥
একমাত্র শক্তিধর সেই কাজে শক্তিধর
শুধু মাতলির সনে আমি প্রবেশিব রণে।
লয়ে মাতলিকে সাথে আর ধনু লয়ে হাতে
সুররিপু সঙ্গে আজি দিব যথাশক্তি আজি ॥
সেই সমর দেখিতে যদি ইচ্ছা হয় চিতে
তবে করি নিমন্ত্রণ তথা যান সুরগণ।
তাঁরা মধ্যস্থ হইয়া রণ দেখুন যাইয়া
পাপ সুররিপুকুল আজি হইবে নির্ম্মূল ॥
তারা কত শক্তি ধরে যে মহেন্দ্রে নাহি ডরে
বুঝি মরিবার তরে ইন্দ্রসনে দ্বন্দ্ব করে।
পাখা গাজিলে যেমন মরে পিপীলিকাগণ
বর গরবে তেমতি মরে দৈত্যেরা সম্প্রতি ॥

২। স্বারাজ, স্বর্গের রাজা অর্থাৎ ইন্দ্র।
৯। শক্তিধর, কার্ত্তিকেয়। শক্তিধর, যোগ্যতাশালী
১২। আজি, অদ্য। আজি, যুদ্ধ।

সুরদ্বেষে দৈত্যগণ   পঙ্কে রয়েছে মগন
দেবদ্বেষ যেই করে   দৈব বলেই সে মরে।
তারা নিজেই নিহত   অন্যে উপলক্ষ মত
এই কয়ে ধনঞ্জয়   মৌন অবলম্বি রয়॥
পার্থের সে কথা শুনি ইন্দ্র মনে মনে
নিবাত কবচ গণে পরাজিত গণে।
মাতলিকে ডাকাইয়ে পরে অমরেশ
প্রমদ গদগদস্বরে করিল আদেশ॥
সাংগ্রামিক রথসজ্জা কর হে সারথি
অদ্য যাবে দানব জয়ার্থ পার্থ রথী।
নিবাত কবচ আর কাল কঞ্জগণে
বাছা মোর একাকী বধিবে রণাঙ্গনে॥
অরি সিন্ধু মথি জয়রত্ন উদ্ধারিবে
তাহাই দক্ষিণারূপে মম হস্তে দিবে।
তুমিই কেবল তার রহিবে সহায়
অপ্রমাদে পদে পদে দেখিও বাছায়॥
আজানেয় বাজি গণে যুড় আজি রথে
কুলিশাদি দিব্যায়ুধ সব লও সাথে।
বিরমিল পুরন্দর এই কথা বলি
আজ্ঞা পেয়ে গিয়ে রথ সাজায় মাতলি॥

৩। পঙ্ক, পাপ।
৮। প্রমদ, হর্ষ।
১৬। অপ্রমাদে, সাবধানে।
১৭। আজানেয়, বড় কুলে উৎপন্ন। বাজি, ঘোড়া।

এদিকে অমররাজ পার্থকে ত্বরায়
বিবিধ সমর সাজ আপনি পরায়।
মিত্র ভৃত্য শত শত রহেছে প্রস্তুত
তবু পুত্রে স্বহস্তে সাজায় পুরুহূত॥
স্নেহে যাহা করা যায় শোভাপায় তাই
স্নেহহেবিলসিত্ত কাজে নিন্দা লাজ নাই।
স্নেহেতে দাসেও সেবে প্রভু হয় যেবা
শিষ্যে সেবে গুরু, পিতা পুত্রে করে সেবা॥
স্নেহে ইন্দ্র শিষ্যকে কবচ পরাইল
অভেদ্য কবচে পার্থ সুন্দর শোভিল।
জলদাবরণে শোভে নীলাদ্রি যেমতি
তেমতি শোভিল বীর শ্যামল মূরতি
পরে সমাদরে দিব্য কুণ্ডল যুগল
পরাইল অর্জুনের কানে আখণ্ডল।
গণ্ডমণ্ডলের পাশে শোভে সে কুণ্ডল
চন্দ্রের সমীপে যেন পরিধিমণ্ডল॥
পরাইল পরে ইন্দ্র বাহুতে কেয়ূর
শোভিল কেয়ূর পরি ধনঞ্জয়শূর।
ত্রিপুর বিনাশ হেতু দেব পশুপতি
সর্পের অঙ্গদে পূর্ব্বে শোভিল যেমতি॥

১৬। পরিধিমণ্ডল, চন্দ্র শোভা উপশোভা।

১৭। কেয়ূর, তাড়।

২০। অঙ্গদ, কেয়ূর, তাড়।

অনন্তর সুতশিরে নমুচিশাসন
বড় সাধে দিল বেঁধে কিরীট ভূষণ।
সূর্য্যনিভ কিরীট পরিল নরবীর
উদয়াদ্রি ধরে যেন শিখরে মিহির॥
বড়ই সাজিল সেই কিরীটে পাণ্ডব
তাই পার্থে কিরীটী কহিল দেবসব।
সেই হতে পার্থের কিরীটী অভিধান
দেবগণ করিলেন সে উপাধি দান॥
তার পরে পুরন্দর গাণ্ডিবে যুড়িতে
অজর অচ্ছেদ্য গুণ দিল হৃষ্ট চিতে।
সর্ব্ব শেষে দেবেশ আশীষ দিল তারে
"বিজয়" বিজয়ী হও দৈত্য সম্প্রহারে॥
যুকতি করিয়া পরে যত দেবগণ
শঙ্খ দিল ধনঞ্জয়ে সাগর রতন।
সে শঙ্খ ধ্বনিতে বৈরি হয় বিমোহিত
দেবদত্ত নাম তার জগতে বিদিত॥
শঙ্খ প্রদানের যেন দক্ষিণা প্রচুর
জয়াশীষ দিল পার্থে পরে যত সুর।

১। নমুচি শাসন, ইন্দ্র।
৭। অভিধান, নাম।
৮। উপ[illegible] স্তন[illegible]নাম।
১০। অ[illegible]নী যাহা জীর্ণ হয় না।
১২। [illegible]হারে, যুদ্ধে।

আশীষে জানিল পার্থ হবে জয়যোগ
দেবগুরু বিপ্রের আশিষ নহে মোঘ॥
তবু শিরে নিল বীর গুরুপদরজ
দেবগণে নমিয়া উঠিল কপিধ্বজ।
সেইক্ষণে মাতলি আনিল সজ্জযান
শিব শিব স্মরি পার্থ করিল প্রস্থান॥
রথের নিকট গিয়ে সুধীর
স্মরিল সকল আয়ুধতীর,
সব প্রহরণ আসিয়ে তখন
দিল দরশন ধরি শরীর।
তাদিগে যতনে রাখি মানসে
মাতিল বিজয় সমররসে
প্রদক্ষিণ করি রথের উপরি
চড়ি নরহরি চলে হরষে॥

ইতি নিবাত কবচ-বধ মহাকাব্যে যুদ্ধ যাত্রা নামে
নবম সর্গ॥ ৯॥

২। মোঘ, বিফল।
৫। সজ্জ, সজ্জিত।

চলে দানব বধিতে বীর মহেন্দ্র কুমার যেন উমার কুমার।
বাজে বাদিত্র দুন্দুভি আদি বিবিধ প্রকার শুনি লাগে চমৎকার॥
আগে দিব্য দুন্দুভির শব্দ হইল উদ্ভব পরে উঠে জনরব।
"আজি সুরারি বধিতে যাত্রা করিল পাণ্ডব বিশ্ব হবে অদানব"॥
সেই জনরব শুনি সব ত্রিদশ নাগরী স্ব স্ব কার্য্য পরিহরি।
বীরে নীরখিতে কুতূহলে যায় ত্বরা করি গিয়ে চড়ে সৌধোপরি॥
যায় সমাগত প্রিয়জনে করিয়ে বর্জ্জন কোন দিব্য নারীজন।
তার প্রিয় হয় মানভরে বিরস বদন তবু না করে গণন॥
প্রিয়সখী সঙ্গে ক্রীড়ারঙ্গরস অনাদরি ধায় অন্য কৃশোদরী।
ধায় স্তনন্ধয় শিশুর রোদন তুচ্ছ করি বেগে অপরা সুন্দরী॥
কেহ গাঁথিতে গাঁথিতে মালা ধাইল ত্বরিতে বীর অর্জুনে হেরিতে
তার দুটি হস্ত বদ্ধ তাই নারে সম্বরিতে নীবী খসে আচম্বিতে॥
ফুল তুলিতে তুলিতে কেহ দ্রুতপদন্যাসে ধায় পার্থের সকাশে।
তার সাড়ী ছিঁড়ে গাছে লাগি অন্যে দেখি হাসে তবু ধায় ঊর্দ্ধশ্বাসে॥
করে নাপিতিনী কারু পদনখাগ্রকর্ত্তন তবু চলিল সে জন।
তাই ক্ষত হয়ে রক্তদ্রবে শোভিল চরণ লাক্ষারঞ্জিত যেমন॥

২। বাদিত্র, বাদ্যভাণ্ড।

১০। স্তনন্ধয়, স্তন্যপায়ী।

১২। নীবী, বস্ত্রের গ্রন্থি।

১৬। লাক্ষা, আলতা।

কেহ অর্দ্ধবিরচিতবেশে ধায় কুতূহলে অর্দ্ধনিবদ্ধকুন্তলে।
কেহ আলতা পরিয়ে একমাত্র পদতলে আর্দ্রচরণেই চলে ॥
ধায় একমাত্র বিলোচনে পরিয়ে অঞ্জন অন্য সুরাঙ্গনাজন।
কেহ একমাত্রকানে পরি শ্রবণভূষণ দ্রুত করিল গমন ॥
কেহ চন্দ্রহার ভ্রমে হার জঘনপ্রদেশে পরে দেখিতে বীরেশে।
আর হারভ্রমে চন্দ্রহার পরি কণ্ঠদেশে ধায় বিপরীতবেশে ॥
পরে কণ্ঠতটেসীঁতিপাটি কোন সুরবালা আরসীঁতে চিকমালা।
কেহ শ্রবণে পরিল নৎ হইয়া উতালা আর নাকে কানবালা ॥
কেহ নয়নে আলতা পরে অধরে কাজল আর হাতে পরে মল।
কর-অঙ্গুরীয়ে পূর্ণকরে পাদাঙ্গুলিদল হয়ে কৌতুকে বিহ্বল ॥
ধায় সাড়ীবোধে তাড়াতাড়ি পরিয়া ওড়না কোন মুগ্ধ সুরাঙ্গনা।
কেহ থাকুক বেশের কথা থাকুক গহনা ধায় ভুলিয়ে আপনা ॥
কেহ পাণ্ডবে দেখিতে ধায় ত্বরাসহকারে বেশভূষাপরিহারে।
কেহ নিজরূপ নিজবেশ দেখাইতে তারে সাজেনানা অলঙ্কারেঁ॥
সেই বাণ্ডবের বীরপণা করিতে অর্চনা লয়ে কুসুমরচনা।
মদ মন্থর গমনে যায় কোন সুরাঙ্গনা হয়ে ভাবেনিমগনা ॥
জয় যাত্রার উচিত কেহ করিতে সৎকার নিল লাজউপহার।
করে পূর্ণকুম্ভকক্ষে কেহ মঙ্গল আচার অগ্রে দাঁড়াইয়ে তার ॥
কেহ বাতায়নে যায় কেহ ছাদের উপরে উঠে কুতূহলভরে।
প্রতি সোপানারোহণে মল ঝম ঝম করে অতি সুমধুরস্বরে ॥

১৬। মদমন্থর, মত্ততাহেতু ধীর।

১৭। লাজ, খই।

সেই ভূষণ নিক্কণ শুনি ছাদের উপরে আর গবাক্ষ বিবরে।
পথে যেতে যেতে ধনঞ্জয় দৃষ্টিপাত করে দেখে রমণী নিকরে॥
তারা কেহ তার পানে করে ফুল বরিষণ কেহ লাজ বিকিরণ।
কেহ মুক্তকণ্ঠে করে তার গুণপ্রশংসন কেহ শুভ আশংসন॥
কেহ কটাক্ষ উৎপলমালে করিয়ে বরণ মাগে দানব দমন।
মৃদুস্মিত উপচারে তার সাহসে পূজন করে কোন কান্তাজন॥
শোভে অনিলচঞ্চলাঞ্চলে প্রাসাদশিরসি কোন স্বর্গীয়রূপসী।
জয়ি-বিজয় বীরের জয়পতাকা সদৃশী স্থির যৌবনা ষোড়সী॥
কেহ স্বর্ণপাত্রেমধুলয়ে দেখায় বীরেশে যাত্রা মঙ্গল উদ্দেশে।
কেহ হৃদয়ের প্রেমমধু মৃদুমৃদু হেসে ঢালি দিল গুড়াকেশে॥
কেহ দেখায় শকরী মৎস্য আনিয়ে ভাজনে বীর পৃথারনন্দনে।
কেহ শফরীর পরিবর্ত্তে আঁখিবিবর্ত্তনে তোষে সেই যশোধনে॥
কেহ দ্বিজপাঁতি তার প্রতি দেখায় বিমল করি জৃম্ভারম্ভ ছল।
কেহ অধরের ছলে দেখাইয়ে বিম্বফল করে পার্থের কুশল॥
কেহ সুবর্ণ দেখায় নিজ দেহপ্রভাছলে সেই পার্থমহাবলে।
কেহ দেখাইল গ্রীবাছলে কম্বু কুতূহলে তারে প্রস্থানমঙ্গলে॥
কোন মন্দগতি রসবতী গতিতে প্রকাশ করে গজেন্দ্র বিলাস।
কোন মৃগাক্ষী পূরায় মৃগদরশন আশ করি কটাক্ষ বিন্যাস॥

১। ভূষণ নিক্কণ, অলঙ্কারের শব্দ।

৩। লাজবিকিরণ, খইনিক্ষেপ।

৪। শুভ আশংসন, মঙ্গলাশা।

১২। আঁখিবিবর্ত্তন, নেত্রের বিলাসবিশেষ।

১৩। দ্বিজপাঁতি, দন্তপংক্তি অথচ ব্রাহ্মণপংক্তি।

কেহ ঘৃতের বদলে স্নেহ সেই মহাভাগে দেখাইল অনুরাগে।
কেহ দর্পণ সদৃশ স্বচ্ছকপোলে সোহাগে দাঁড়াইল তার আগে॥
করে এইরূপে বহুবিধ মঙ্গলাচরণ যত সুরাঙ্গনাগণ।
সেই সব স্ত্রী-আচার আর দিব্য স্ত্রীবীক্ষণ পার্থ মানে সুলক্ষণ॥
তবু সুরভি দেবীরে আর সুরর্ষিনিকরে বীর প্রদক্ষিণ করে।
পূজ্য জনের পূজন যেই জন না আচরে তারে বিঘ্ন অনুসরে॥
শুভতারাগুলি সেইক্ষণে পার্থের সম্মুখে আসি উদিল কৌতুকে
নমি তাদিগে পাণ্ডববীর সুপ্রসন্নমুখে দেবদত্ত শঙ্খ ফুঁকে॥
সেই শঙ্খধ্বনি করি বিনাশিতে সুর অরি বাহিরিল নরহরি।
নিজ গহ্বরেগরজি যথা বিনাশিতেকরী বেগে নির্গমে কেশরী॥
ক্রমে বৈজয়ন্তে সপ্তকক্ষ্যা করে অতিক্রম বীর কেশরীবিক্রম।
পরে সপ্তস্বর্গ হতে নভে করিল নির্গম তেজে গ্রীষ্মরবিসম॥
নভে সপ্তবায়ুপথ লঙ্ঘি দেবী পৃথিবীর মুখ দেখিল সে বীর।
সেই পৃথিবী লঙ্ঘিয়ে পুন মহাজলধির তীরে উত্তরিল ধীর॥
সেই জলনিধি দেখে সুধী পাণ্ডব উল্লাসে সদা ফেণে যেন হাসে
যেন পবন-আঘাতে হামাগুড়িদিয়ে আসেতটে আরোহণ-আশে॥
পুন অধোদিকেপড়ে যেন প্রস্খলিতপাদে কোলাহলে যেনকাঁদে।
নাচে তরঙ্গ-উদয়ে যেন থই থই ছাঁদে শিশুসদৃশ আহ্লাদে॥
ক্রমে তীরভূমি অতিক্রমি গেল কতদূর, ব্যোমপথে পার্থশূর।
গিয়ে নিম্নদিকে অনাদি অনন্তজল পূর, বীর হেরিল সিন্ধুর॥

৫। সুরভি, গোমাতা।
৬। অনুসরে, পশ্চাদ্গমন করে।
১১। কেশরি বিক্রম, সিংহের ন্যায় বিক্রমশালী। কক্ষ্যা প্রকোষ্ঠ।
১৫। সুধী, সুবুদ্ধি।

আঁখি যেদিকে ফিরায় ভীমানুজ মহাবল, দেখে সেইদিকে জল।
যেন জলময়ী আদ্যা সৃষ্টি হয়েছে কেবল, নাই কূল কিংবা স্থল॥
রবিকরপাতে সেই জল করে চলমল, তাই দেখায় ধবল,
যেন সগর রাজার কীর্ত্তি রজতবিমল, শোভে আবরি ভূতল॥
দেখি পৃথাসুতে সকৌতুক, মাতলি তখন, কহে সিন্ধুবিবরণ।
পেলে অবকাশ, বিচিত্র-আলাপে তোষে মন, বক্তা হয় যেই জন॥
"অই যে সাগর দেখ বীরবর, ভীরুদের উহা অতি ভয়ঙ্কর,
সাহসীর কাছে কিন্তু রত্নাকর কমলা-দেবীর জনমভূমি।
ভীরুজন উহা দূরে পরিহরে, সাহসী উহাতে রতন উদ্ধরে,
অই যে অগাধে মুকুতার তরে ডুবিছে ডুবারু দেখ হে তুমি॥
তিমি-তিমিঙ্গিল-কুমীর-মকরে সাহসী পুরুষ ভয় নাহি করে,
সাঁতার দিয়েও সাগর উতরে বিদেশে লভিতে বিভব-মান।
কিন্তু ভীরুগণ পোতেরো উপরে সাগরে গমন পাপ মনে করে,
জনমভূমে কি জননী-উদরে চিরদিন তারা রহে শয়ান॥
কাপুরুষগণ মরণের ভয়ে যেতে নাহি চায় নদী পার হয়ে,
গৃহকোণে রয়ে ভোজনসময়ে গৃহিণীর প্রতি তেজ প্রকাশে।
কিন্তু দিগন্তেও যায় কৃতী জন, শত শত তরি করিয়ে যোজন,
অই দেখ সেই সব তরিগণ সারি সারি সিন্ধুসলিলে ভাসে॥

১। ভীমানুজ, অর্জ্জুন।

৪। রজতবিমল, রূপার ন্যায় নির্ম্মল।

১১। তিমি ও তিমিঙ্গিল, জলজন্তুবিশেষের নাম।

১৩। পোত, অর্ণবযান।

পাইল বিস্তারি পোত শতশত চলিছে অনিলে হইয়ে আহত,
বৃহতপ্রমাণ পর্ব্বতের মত কনকের দ্রবে চিত্রিতকায়।
ইন্দ্রভয়ে ছিল সাগরে মগন যে সকল গিরি কনকবরণ,
মৈনাক প্রভৃতি সেই গিরিগণ পাখা মেলি যেন ভাসে লীলায়॥
অই দেখ দেখ কুরুকুলমণি, আবর্ত্তে পড়িয়ে ঘুরিছে তরণি,
বাঁশপাতা ঘুরে বাত্যায় যেমনি, তৈলযন্ত্রে গাছ ঘুরে যেমতি।
তেমতি ঘুরিয়া ডুবিল এ তরি, আরোহীরা পড়ে লম্ফ ঝম্প করি,
কালেরো আবর্ত্তে পড়ি ঘুরি ঘুরি লভে ত্রিজগতী এমতি গতি॥
তাই নিরখিয়ে আর সব তরি তীরপানে ধায় পাক পরিহরি,
তবু কত তরি ডুবে হরিহরি! সেখানেও আছে বিধির পাক।
কোনখানি ডুবে গাঁঠিনায় লেগে, কূলে লেগে যায় কোনতরি ভেঙে
অন্য কোন তরি ঘূর্ণাবায়ুবেগে ঘুরে যেন কুম্ভকারের চাক॥
এত যে বিপদ সম্ভবে সাগরে, তবু কৃতী জন সম্পদের তরে,
সাহস করিয়া সাগর উতরে, সাহসে কমলা করেন বাস।
স্বকার্য্যসাধন পুরুষের পণ অথবা এ তুচ্ছ-শরীর-পাতন,
দেখ পারে গেল কত সাধুজন কত পুরুষ বা লভিল নাশ॥
উত্তাল-তরঙ্গ এ সাগরে আসি দেখ কত বীর বীরতা প্রকাশি,
তিমি জলকরী শিশুমার নাশি মৃগয়া করিছে অগাধ জলে।
অই যে দেখিছ ফোহারার মত সলিলপ্রবাহ উঠে শত শত
তিমি-শিরোরন্ধ্র হতে সমুদ্গত হতেছে ওগুলি গগনতলে॥

৫। আবর্ত্ত, জলের পাক। তরণি, নৌকা।

১৭। উত্তাল-তরঙ্গ, উৎকটতরঙ্গযুক্ত।

১৮। জলকরী জলহস্তীনামক জলজন্তু। শিশুমার, শুশুনামক জলজন্তু।

জল সহ মীন গ্রাসি তিমিগণ শিরোরন্ধ্রে করে জলবিকিরণ
পরে মীন ভুঞ্জে করিয়ে চর্ব্বণ, প্রকৃতি এমতি তিমিজাতির।
আরও অদ্ভুত দেখ এ সাগরে, পাখী মীন অই আকাশ-উপরে
হাঙ্গর-কুমীর-মকরের ডরে উড়িয়ে চলিছে তেজিয়ে নীর॥
হিংস্র জলচরগণের তরাসে পাখী মীন ধায় উড়িয়ে আকাশে,
তথাপি সহসা তাহাকে গরাসে কালসম বেগে আসিয়ে বাজ।
তরঙ্গের মাঝে তরঙ্গ-আকারে ভুজঙ্গ ভাসিছে অজ্ঞাতপ্রচারে
ফণামণিদীপ্তি লক্ষ্য করি তারে তথাপি ধরিছে বিহঙ্গরাজ॥
পুঁটী মাছ দেখ লাফিয়ে পলায়, বোয়াল তাহার পাছে পাছে ধায়
বোয়ালের পাছে পুন তিমি যায়, সকলেরি পাছে ধাইছে কাল।
শুক্তি কপর্দ্দক রহিয়া অগাধে মনেকরে "মোরা রয়েছি অবাধে"
ধীবরেরা আসি তাহে বাধ সাধে অগাধজলেও পাতিয়ে জাল॥
দেখ মেঘগণ হয়ে লম্বমান দিগদন্তিনিভ করে জলপান,
সেই জল পুন করিয়ে প্রদান জগজ্জনে পালে উহারা সবে।
সরোবর হতে মালীরা যেমন জল লয়ে করে আরাম সেচন,
তেমতি উহারা সিঞ্চে এ ভুবন পূরে বসুমতী ফলবিভবে॥
সেই জলে পূর্ণা অসংখ্য সরিত অভিসারিকার প্রকাশি চরিত,
এই রত্নাকরে আসিয়া ত্বরিত আত্মদান করে ঢালিয়ে রস।
দেখ সাগরের জলের সহিত সরিতের জল হতেছে মিশ্রিত,
অনুরাগভরে হয় সম্মিলিত দম্পতির যথা দুই মানস॥

২। প্রকৃতি, স্বভাব।
৮। বিহঙ্গরাজ, গরুড়।
১১। শুক্তি, ঝিনুক। অগাধে, অতলস্পর্শ জলে।
১৫। আরাম, উপবন।

সুরাসুর মিলি এ সিন্ধু মথন প্রথমে করিল তুলিতে রতন,
উঠিল বিবিধ মনের মতন বাছা বাছা মণি জলমথনে।
উঠিল চন্দ্রমা হরশিরোমণি, উঠিল কমলা কেশবরমণী,
উঠিল সুরভি গোবৃষজননী পারিজাততরুরতন সনে॥
উচ্চৈঃশ্রবা নামে তুরগরতন, মাতঙ্গরতন বাসব-বাহন,
উঠিল সুন্দরীহস্তবিভূষণ প্রবাল সহিত শঙ্খবলয়।
উঠিল অম্লান কমলমালিকা, পরিলেন তাহা গিরীন্দ্রবালিকা,
নন্দনভূষণ কলপলতিকা কলপতরুর হলো উদয়॥
মুকুতাঝালর শিরো-অলঙ্কার, হৃদয়ভূষণ বহুবিধ হার,
নাসাগ্রভূষণ দুল চমৎকার উঠিয়ে সাজিল দেবীর অঙ্গে।
উঠিল অমৃত মরণনিবারি, উঠিল বারুণী অসুরপিয়ারী,
উঠিল কৌস্তুভমণি মনোহারী এই দেবদত্ত শাঁখের সঙ্গে॥
দেব দৈত্য দুই দল পরস্পরে দ্বন্দ্ব করে সেই অমৃতের তরে,
কভু জয়লক্ষ্মী পড়ে দৈত্যকরে, পুন দেবকরে উঠে চপলা।
তুমি আজি দিব্য আয়ুধ প্রহারি সেই দেবরিপু দৈত্যদলে মারি
ইন্দ্রকরে দেহ জয়শ্রী উদ্ধারি, নিজকরে রাখ কীর্ত্তি অচলা॥
রঘুপতিকীর্ত্তি অই সেতুবর সাগরে যেমন শোভিছে সুন্দর,
তোমার এ কীর্ত্তি রবে নিরন্তর তেমতি জনতা-সাগরমাঝে।
ধন্য রঘুপতি ধন্য তাঁর লীলা! অগাধসলিলে ভাসাইয়া শিলা
সৈন্য সহ প্রভু সিন্ধু উত্তরিলা দমন করিতে রাক্ষসরাজে॥

৬। শঙ্খবলয়, শাঁখার চূড়ী।

১১। বারুণী, মদিরাবিশেষ।

অতীব বিচিত্র এ বরুণালয়, সলিল অনল দুই এতে রয়,
হলাহল আর অমৃত উভয় উঠেছে ইহার মথনকালে।
নিশি নিশি সেই আশ্চর্য্য অনল সলিল-উপরে করে চলমল,
দিনে কিন্তু তাহা রহে অনুজ্জ্বল প্রচণ্ডতপনকিরণজালে॥
ঔর্ব্বনামে ঋষি ছিল পূর্ব্বতন তাঁহারই উহা রোষহুতাশন,
পিতৃবাক্যে ঋষি করিলা ক্ষেপণ দীপ্ত রোষানল সাগরজলে।
সেই ঔর্ব্বতেজ হয়ে হয়শির নিরন্তর দহে এ অনন্তনীর,
ঔর্ব্বানল নাম তাই এ বহ্নির বড়বাগ্নি নাম কেহ বা বলে॥
জলকরী জলমানুষ প্রভৃতি বহু জলজন্তু অদ্ভুত-আকৃতি
এ মহাসাগরে করে অবস্থিতি, কে কবে বিধির কত বিধান।
অসীম বিস্তৃত দৈর্ঘ্যে অনবধি এই যে দেখিছ অগাধ জলধি,
একেও অগস্ত্য নামে তপোনিধি চুলুকে করিয়াছিলেন পান॥
কালেয়নামক দিতিসুতগণ করিত দেবের অহিতাচরণ,
পরে ইন্দ্রভয়ে হয়ে নিমগন লুকিয়ে রহিত এ সিন্ধুনীরে।
তথাপি মহেন্দ্র তাদিগে বধিতে অগস্ত্যমুনির গিয়ে সন্নিধিতে
এ জলনিধির সলিল শোষিতে প্রার্থনা করিলা প্রণতশিরে॥
দেখি মহেন্দ্রের কাকুতি মিনতি দয়ালু হলেন মুনি মহামতি
চিন্তিলেন মনে "নদনদীপতি তপেতে করিব আমি শোষণ।
তপের অসাধ্য কি আছে ভুবনে, রস শোষে রবি তপ-আচরণে
তপে শেষনাগ ধরা ধরে ফণে, ধরা করে তপে ভার সহন॥

১। বরুণালয়, সমুদ্র।

৭। হয়শির, অশ্বের মস্তকাকার।

১২। চুলুক, চৌল অর্থাৎ হস্ততলের মধ্যস্থ নিম্নস্থান।

তপে সুধাকর তোষে বিশ্বজনে, তপে ইন্দ্র তোষে জলবরিষণে,
তপোবলে বায়ু বহে সর্ব্বক্ষণে, আমিও তপেতে তুষিব সবে।
একে দেবকাজ, তাহে দেবরাজ আপনি যাচিছে পরিহরি লাজ
বরষিয়ে যিনি পালেন সমাজ আজি সন্তোষিব সেই বাসবে" ॥
এই ভেবে মুনি উঠিল যেমন, অমনি উঠিল বলনিসূদন,
সঙ্গে সঙ্গে উঠে যত দেবগণ সবে আনুগত্য করে মুনির।
ক্রমে গিয়ে মুনি সাগরের তীরে কক্ষের আসন ভূমে পাতি ধীরে,
বসি তদুপরি কিছু নতশিরে চরণ ধুইতে তুলিল নীর ॥
কমণ্ডলুজলে ধুইয়ে চরণ, সিন্ধুপানে মুনি অর্পিল নয়ন,
দেখে সিন্ধু যেন করে গরজন "মহাতীর্থ আমি" এই গরবে।
সেই গর্ব্ব চূর করিতে সিন্ধুর গাজিল মুনির হৃদে রোষাঙ্কুর
বাহিরিল অঙ্গ হতে তেজঃপূর চির-উপার্জ্জিত-তপোবিভবে ॥
রোষে মুনিবর হয়ে গরগর সাগরের জলে দিয়ে চিতকর,
আচমনমাত্রে শোষিতে সাগর সেই করে করে অধরদান।
একই চুলুকে একই চুমুকে মহা-আচমন করিয়া কৌতুকে
ইন্দ্রপানে মুনি দেখে স্মিতমুখে সমস্ত সলিল করিয়া পান ॥
ক্ষণে রিক্ত হলো সিন্ধুর উদর, দেখাদিল সব দানবনিকর,
কুলিশে তখন প্রভু পুরন্দর বধিতে লাগিল কালেয়গণে।
কিছুকাল ধরি তুমুল যুঝিয়া বহুদৈত্যবীরে বাসব বধিয়া,
অগস্ত্যসমীপে পুনরপি গিয়া প্রার্থনা করিল পড়ি চরণে ॥

৫। বলনিসূদন, ইন্দ্র।
১৭। রিক্ত, খালি।

"ভগবন্ মুনে আপনারি গুণে বধিলাম আমি দিতিসুতগণে
পুন জলনিধি পূরান এক্ষণে নিজ মহিমায় অদ্ভুতনিধে"।
শুনি মুনিবর করিল উত্তর "বহুক্ষণ হলো পিয়েছি সাগর,
হয়েছে সে জলবিন্দু জীর্ণতর নাই তো সে জল মম সবিধে॥
পূরাইব আমি কি দিয়ে সাগরে, পূরিবে সাগর বহুদিন পরে,
মন্দাকিনী দেবী যখন নির্ভরে ঢালিয়া দিবেন অনন্তজল।
সাগর হইতে তাঁহার মহিমা গুরুতর বটে নাই তার সীমা,
তাহাতেও পুন শিবের গরিমা গুরুতম আর অতিবিমল॥
সাগরপূরণী সেই মন্দাকিনী শিবের জটায় বিন্দুমাত্র গণি,
অবতীর্ণ হয়ে ধরণিতে তিনি পূর্ণ করিবেন শূন্য সাগর।
যাও দেবরাজ সাধ সেই কাজ, যাতে দ্রুত আসে গঙ্গা ক্ষিতিমাঝ
গঙ্গা এলে দূর হবে মোর লাজ, ধিক ব্রাহ্মণের পোড়া উদর॥
পান করিলাম অনন্ত সাগর, তাকেও জারিল দগধজঠর,
অচিরে যেরূপে পূরে রত্নাকর তদুপায় শুন আমার স্থানে।
অশ্বমেধযাগ করিবে সগর, সেই অশ্ব তুমি হর পুরন্দর,
হরিয়ে পাতালে রাখ অশ্ববর কপিল যেখানে মগন ধ্যানে॥
ধরাতে না পেয়ে সেই মেধ্য হয় ষাইট হাজার সগরতনয়
খনন করিয়া এ বরুণালয় প্রবেশ করিবে অধোভুবনে।
কপিলসমীপে অশ্ব নিরখিয়া, তাঁকেই ধরিবে তস্কর বলিয়া,
অমনি মরিবে দগধ হইয়া কপিলমুনির কোপদহনে॥

৪। সবিধে, নিকটে।

৬। নির্ভরে, নিঃশেষরূপে ভরাইয়া

১৮। অধোভুবন, পাতাল।

পাপে দগ্ধ সেই সগরজগণে উদ্ধার করিতে তপস্যাচরণে
গঙ্গা আনিবেন মধ্যমভুবনে ভগীরথনামা মহাপুরুষ।
সগরসন্তানে দিতে দিব্যগতি পাতালে যাবেন দেবী ভাগীরথী
মধ্যপথে মাতা দিবেন মুকতি মর্ত্যজনগণে হরি কলুষ" ॥
এইমাত্র কহি বিরমিল মুনি বিস্ময় মানিল বাসব তা শুনি,
অতীত অথবা ভবিষ্য কাহিনী শুনিলে বিস্মিত না হয় কেবা।
ভবিষ্যশ্রবণে হরষি বাসব ভক্তিভরে করে অগস্ত্যের স্তব,
তুচ্ছ যাঁহাদের ইন্দ্রেরো বিভব ভকতি স্তুতিই তাঁদের সেবা ॥
"মহর্ষে আপনি দক্ষিণাশাচারী কিন্তু দশদিশামুখোজ্জ্বলকারী
বিন্ধ্যশিখরীর গৌরবনিবারী বিবিধ-অদ্ভুত-গুণনিধান।
আপনারি ভয়ে বিন্ধ্যগিরিবর নমাইয়ে আছে অদ্যাপি শিখর
তাই নভঃপথে রবি শশধর নিয়ত করিছে গতিবিধান ॥
লঙ্ঘন করিয়া বিন্ধ্যগিরিবরে মেরুকে ভাস্কর প্রদক্ষিণ করে,
সেই অপমানে বিন্ধ্য রোষভরে আগুলিয়েছিল রবির রথ।
সহস্রশিখরে আকাশ ব্যাপিয়া বড় বেড়েছিল সে গিরি রুষিয়া
আপনি তখন তার কাছে গিয়া চাহিয়াছিলেন গমনপথ ॥
অমনি সে গিরি পদানত হয়ে পথ ছেড়ে দিল আপনাকে ভয়ে
তথাপি আপনি কঠোরহৃদয়ে আজ্ঞা করিলেন সেই ভূধরে।
'অবনত হয়ে থাক বিন্ধ্য তুমি যাবৎ ফিরিয়া না আসিব আমি'
এই আদেশিয়ে দক্ষিণাশাগামী হইলেন চিরকালের তরে ॥

১। সগরজ, সগররাজার পুত্র।

৪। কলুষ, পাপ।

৯। দক্ষিণাশাচারী, দক্ষিণদিগ্‌গামী

গর্ব্বিত গিরির হলো গর্ব্ব চুর, দেখা দিল নভে পুন চন্দ্রসূর,
পুন ত্রিজগতে শ্রবণমধুর উদিত হইল মঙ্গলধ্বনি।
যে গিরি রবির পথ আগুলিল আপনাকে দেখি সে গিরি নমিল,
তপন হতেও তাই অনাবিল আপনার তপ অধিক গণি॥
বাহ্য তমোমাত্র নাশে দিনমণি অন্তরেরো তম নাশেন আপনি
রাখিলেন কীর্ত্তি ত্রিলোকপাবনী হরিয়া বিন্ধ্যের গরব-তম।
বাতাপি ইল্বল নামে দিতিসুত দুই সহোদর মায়াবলযুত
আপনার তেজে হলো ভস্মীভূত অনলে পতিত পতঙ্গসম॥
ব্রাহ্মণ সজ্জনে নিমন্ত্রিয়া ছলে ইল্বল আনিত শ্রাদ্ধ হবে ব'লে
বাতাপি তখন মায়ার কৌশলে রহিত মেষের রূপ ধরিয়া।
মেষরূপী সেই ভ্রাতার পলল ব্রাহ্মণে ভোজন করাইত খল
পরে উচ্চস্বরে ডাকিত ইল্বল "বাতাপি বাহির হও" বলিয়া॥
ব্রাহ্মণগণের উদর বিদারি বাহির হইত বাতাপি সুরারি,
এরূপে তাহারা দ্বিজগণে মারি লইত তাদের বেশভূষণ।
আপনি একদা ইল্বলের ঘরে অতিথি হলেন ভোজনের তরে,
বাতাপির মাংস রান্ধিয়া আদরে আপনাকেও সে দিল তখন॥
মাংসগুলি সব আপনি খাইয়া উঠিলেন যবে ঈষদ্ হাসিয়া
ইল্বল অসুর অমনি আসিয়া ডাকিল "বাতাপে নিক্রম" বলি।
আপনি ইল্বলে দিলেন উত্তর কোথা সে বাতাপি তব সহোদর,
এতক্ষণ জীর্ণ হইয়া পামর শমনসদনে গিয়াছে চলি॥

১। সূর, সূর্য্য।
৪। অনাবিল, নির্মল
১১। পলল, মাংস।

পুনঃপুন ডেকে ইল্বল যখন না পাইল সেই ভ্রাতৃদরশন,
আপনার বাক্য বিশ্বাসি তখন রোষে আপনাকে এল বধিতে।
তাকেও আপনি সরোষনয়নে হেরি ভস্মসাত করিলেন ক্ষণে,
স্মরহর যথা দহিল মদনে তৃতীয় আঁখির শিখাবলিতে॥
আপনার কাছে নাই অসম্ভব, আপনার তপে শুকালো অর্ণব,
কি করিব আমি আপনার স্তব, আপনার গুণ বচনাতীত।"
এইরূপ স্তবে অগস্ত্যে তুষিয়া গেলেন বাসব স্বস্থানে চলিয়া,
কতদিনপরে ভূতলে আসিয়া পূরাইল সিন্ধু সুরসরিত॥
এ জলে হয়েছে ব্রহ্মাণ্ড প্রসব, এ জল বরষি পালেন বাসব,
কল্পক্ষয়ে পুন এই জলে সব জগৎপ্রপঞ্চ হইবে লীন।
স্থাবর জঙ্গম সহিত ভুবন এজলপ্লাবনে ডুবিবে যখন,
সপ্ত ঋষি সহ মনুকে তখন রাখিবে মনুর পালিত মীন॥
প্রলয়সময়ে এ মহাসাগরে কুণ্ডলিত শেষনাগের উপরে,
চরাচর বিশ্ব রাখি নিজোদরে শয়ন করিবে পুরুষ পর।
জাহ্নবী যমুনা সরযূ প্রভৃতি তীর্থরূপা যত আছে স্রোতস্বতী,
সকলের পতি সকলের গতি মহাতীর্থ এই মহাসাগর॥
অনন্ত অগাধ এই নদীপতি অষ্টমূরতির প্রথমা মূরতি,
আয়ুষ্মন্ নতি কর এঁর প্রতি, ইনি তোমাদের কুলনিদান।

৪। শিখাবলি, শিখাশ্রেণী।

৮। সুরসরিত, গঙ্গা।

১০। কল্পক্ষয়ে, প্রলয়কালে।

১৩। কুণ্ডলিত, কুণ্ডলী পাকান।

১৪। পর, সকলের পরবর্ত্তী।

১৮। নিদান, আদিকারণ।

তব কুলে যিনি পুরুষ প্রথম, শিবশিরে যিনি ভূষণ উত্তম,
এ সিন্ধু হইতে লভিল জনম সেই দ্বিজরাজ সুধানিধান ॥"
মাতলির কথা শুনি মহামতি ভকতিতে ভিজি সাগরের প্রতি,
কৃতাঞ্জলিপুটে করিয়া প্রণতি মনে মনে জয়-আশীষ মাগে।
পার্থের হৃদয় জানিয়া সাগর দেখাইতে বুঝি অপত্য-আদর,
তরঙ্গের ছলে উঠাইয়া কর আশীর্ব্বাদ দিল সে মহাভাগে ॥

অঙ্গুলিতে নির্দেশিয়া সিন্ধুকুক্ষে দেখাইয়া
মাতলি কহিল পুন তারে,
অই দেখ নরোত্তম! মানবের সুদুর্গম
দানবের পুরী পারাবারে।
নিবাতকবচগণ ব্রহ্মবরে দৃপ্তমন
অবহেলি সব দেবতারে
এই পুরে করে বাস তিন লোকে দেয় ত্রাস
ইন্দ্রও যাদিগে নাহি পারে ॥

মাতলির সেই বাক্যে করিল দর্শন,
সিন্ধুমাঝে দৈত্যপুর পুরুষরতন।
অনন্তগগনমাঝে দেব ত্রিলোচন
পুরাকালে পুরত্রয় হেরিল যেমন ॥

ইতি নিবাতকবচ-বধ মহাকাব্যে দৈত্যপুরদর্শন
নামে দশম সর্গ।

৭। সিন্ধুকুক্ষে, সাগরের কুক্ষিতে অর্থাৎ গর্ভে
১১। দৃপ্তমন, যাহাদের মন দর্পযুক্ত।
১২। অবহেলি, অবহেলা করিয়া।

অবিলম্বে অম্বর হইতে দিব্য রথ নামিল ভূমিতে।
আষাঢ়িয়া ঘন-ঘটা যেন গভীর গরজে চাকা হেন॥
আকর্ণিয়া রথনেমি-ধ্বনি বাসবের আগমন গণি।
দৈত্যবৃন্দ সম্ভ্রমে বিকল লাগাইল গোপুরে অর্গল॥
বদ্ধদ্বারে পুরী ভীতমনে রহে যেন মুদ্রিতনয়নে।
দ্বারে উত্তরিয়া পার্থ শূর অবরুদ্ধ করিল সে পুর॥
দেবদত্ত শঙ্খ ভীমরুত জোরে বাজাইল পৃথাসুত।
কম্বু-শব্দ ব্যাপিয়া আকাশ প্রতিধ্বানে জনমায় ত্রাস॥
আস্ফালিয়া যাদোগণ ক্ষণে অগাধে পশিল ব্যগ্রমনে।
ধরণি কাঁপিল থরথরে, উল্লসিল কল্লোল সাগরে॥
সংহরিতে শিঙ্গা মৃত্যুঞ্জয় বাজাইল হেন জ্ঞান হয়।
ধ্মাতে যেন হৈল কর্ণরোধ দৈত্যগণে উপজিল ক্রোধ॥
রোষজ্বরে তপ্ত কারো কায় কাঁপে কদলীর পত্র প্রায়।
কাহারো সর্ব্বাঙ্গে অবিশ্রাম প্রবাহে বহিয়া পড়ে ঘাম॥

৩। আকর্ণিয়া, শুনিয়া। নেমি, চাকার প্রান্তভাগ অর্থাৎ লৌহদ্বারা যে ভাগ বেষ্টিত থাকে।

৪। সম্ভ্রমে, ভয়জন্য ত্বরাতে। গোপুর, সহরের দ্বার। অর্গল, খিল বা হুড়কা।

৭। ভীমরুত, ভয়ানকশব্দকারী। পৃথা, কুন্তীর নাম।

১০। উল্লসিল, উত্থিত হইল। কল্লোল, বৃহৎ তরঙ্গ।

১১। সংহরিতে, সংহার করিতে।

১২। ধ্মাতে, শঙ্খের ধ্বনিতে।

পর্ব্বত হইতে বেগভরে প্রাবৃষে নির্ঝর যথা ঝরে।
কারো ভালে ভ্রুকুটীবিলাস দেখিলে পুত্রেরো হয় ত্রাস॥
কেহ বা অধর দংশে দন্তে কৃতান্ত যেমন সৃষ্টি-অন্তে।
কারো রক্ত নেত্রের বিভ্রমে বুঝি অগ্নিস্ফুলিঙ্গ নির্গমে॥
কুম্ভকার-চক্রের মতন ঘুরে আঁখি ঘোরদরশন।
কাম-ভস্ম-সময়ে যেমন মহেশের তৃতীয় লোচন॥
দন্তে দন্তে কেহ বা ঘরিষে যাঁতাতে কলায় যেন পিষে।
অন্যে ছাড়ে শ্বাস ঘন ঘন ক্রোধোদ্ধত তক্ষক যেমন॥
অপরে বাঁধিছে পরিকর করতলে কেহ ঘর্ষে কর।
আসন হইতে উঠি কেহ দড়বড়ি পশে অস্ত্রগেহ॥
কেহ বা বাহুতে ঘসি মাটি তাল ঠুকে দর্পভরে আঁটি।
ফট ফট ঘোর শব্দ ছুটে গৃহদাহে বাঁশ যেন ফুটে॥
সিংহনাদ ছাড়ে কোন জন গুহামাঝে কেশরী যেমন।
কেহ বলে লহ যুদ্ধসাজ মার মার নাই কালব্যাজ॥
হেন কালে অন্য দৈত্য কয়, সহসা সমর যুক্ত নয়।
না বুঝিয়া কর্ত্তব্য নিশ্চয় কার্য্য করে মূঢ় যেই হয়॥
দূত পাঠাইয়া আগে জান কি জন্যে কে আসিল এ স্থান।
তার বাক্যে সায় দিল সবে দূতে ডাকি দৈত্য কহে তবে।

১। প্রাবৃষে, বর্ষাকালে।

২। ভালে, ললাটে।

৮। ক্রোধোদ্ধত, ক্রোধ হওয়াতে অবিনীত, অর্থাৎ দুর্দ্ধর্ষ।

৯। পরিকর, মালকোঁচা।

"ওহে দূত শীঘ্র জান গিয়া শঙ্খধ্বনি কে করে আসিয়া।
রণার্থে আসিয়া থাকে যদি তরিবে সে বৈতরণী নদী॥
এই স্থানে দৈত্য-আবসথ দেখুক সে পলাইতে পথ।
সে যদ্যপি মহেন্দ্রও হয় তবু হবে অমরতা-ক্ষয়॥
আমাদের কথা বিশেষিয়া কহ তার নিকটে যাইয়া।"
যে আজ্ঞা বলিয়া গেল দ্রুত পশ্চিম দুয়ার খুলি দূত॥
পার্থ যথা, গিয়া সেই স্থলে সন্দেশ সন্দেশহর বলে।
"নিবাতকবচ-নামধেয় তিন কোটি বিখ্যাত দৈতেয়॥
এইদ্বীপমাঝে যাঁরা স্বামী তাঁহাদের দূত হই আমি।
বলি আমি তাঁদের সন্দেশ স্থিরমনে লহ উপদেশ॥
জানি না চিনি না কেবা তুমি যেই হও ত্যজ এই ভূমি
কি হেতু আসিলা যুদ্ধবেশে এই মহাভয়ঙ্কর দেশে।
ইহাঁদিগে কেবা নাহি জানে পক্ষীও না সঞ্চরে এ স্থানে॥
হেথা যদি আইসে বাসব অবশ্য সে দেখে পুনর্ভব॥
বাঁচিতে যদ্যপি থাকে আশ ফিরিয়া পলাও নিজবাস।
যুঝিতে আসিয়া যদি থাক এ মাংসে তর্পিবে গৃধ্র কাক॥"

২। তরিবে, পার হইবে অর্থাৎ যমপুরে গমন করিবে।

৩। দৈত্য-আবসথ, দৈত্যদের বাসস্থান বা আলয়।

৬। পশ্চিম দুয়ার, খিড়্‌কীর দ্বার, ক্ষুদ্র দ্বার।

৭। সন্দেশ, দূতের দ্বারা যে বাক্য অন্যকে বলা যায়। সন্দেশহর, দূত।

৮। নামধেয়, নাম।

১৪। পুনর্ভব, পুনর্জন্ম।

ক্ষান্ত হৈল দূত এই বলি কহে তারে হাসিয়া মাতলি।
"তোমার রাজারে বল দূত রণার্থে আসিল ইন্দ্রসুত॥
ইন্দ্রসুত কিংবা তব যম জিষ্ণু নামে পাণ্ডব মধ্যম।
আশ্রয় করিয়া যাঁর ভুজ খাণ্ডব দহিল হবির্ভুজ॥
একাকী যাদব-বল জিনি সুভদ্রা হরিয়া নিল যিনি।
যুদ্ধে ব্যাধরূপী ভূতপতি সুপ্রীত হইলা যাঁর প্রতি॥
একা যিনি জিনিল মেদিনী সেই বীর-শিরোমণি ইনি।
আগে ধনুর্ব্বেদে দেখি পার তরিল সামান্য পারাবার॥
পিতৃবৈরী বিনাশি সমূলে পুন যাইবেন অন্য কূলে।
পাণ্ডবের ভুজ-বীর্য্যানল আশুগের প্রভাবে প্রবল॥
দহিবে দানব-বংশ সব পূর্ব্বে যথা দহিল খাণ্ডব।
সাধ্য থাকে এই স্থানে আসি যুদ্ধ দেহ বীরতা প্রকাশি॥
শমন রাজার রাজ্যে তবে তিন কোটি প্রজা বৃদ্ধি হবে।
বীর নহে যুদ্ধে পরাঙ্মুখ সমরে মরিলে পরে সুখ॥
ভয়ে যদি বেঁধে রাখ দ্বার তবু নাই তোদের নিস্তার।
সবা সহ পুরী দিব্য শরে মজাইব অগাধ সাগরে॥

৩। জিষ্ণু, অর্জ্জুনের নাম।

৪। হবির্ভুজ, অগ্নি।

৫। যাদব-বল, যদুবংশীয় সৈন্য।

৬। ভূতপতি, শিব, মহাদেব।

১০। আশুগ, (ভুজবীর্য্যপক্ষে) বাণ, (অনলপক্ষে) পবন, বাতাস।

১১। দানব-বংশ, দৈত্যদের কুল, অনলপক্ষে দানবরূপ বাঁশ। যথা দহিল খাণ্ডব, অর্থাৎ অর্জ্জুনের প্রতাপের সাহায্যে অনল যেরূপ খাণ্ডববন দহিয়াছিল সেইরূপ দানবদিগকে তাঁহার প্রতাপই দহিবে।

ব্রহ্মার বরেতে অভিমানে নাহি মান দেব মরুত্বানে।
যত কষ্ট হইল তাঁহার মূলে সুদে শুধিব সে ধার॥
আজি রক্ষা নাই যদি ধাতা নিজে আসি হয় তব ত্রাতা
কাল যারে নিমন্ত্রে আদরে সে কি কভু ফিরি যায় ঘরে॥
মাতলিসহায় গুড়াকেশ দৈত্যের করিবে অদ্য শেষ।
তর্পিবে গণ্ডীবমুক্ত বাণ উষ্ণ দৈত্য-রক্ত করি পান॥”
শুনিয়া কহিছে দূত রোষে “মূঢ় জন মজে নিজ দোষে।
হুতবহ শলভনিবহে ইচ্ছাক্রমে কখন কি দহে॥
কহিনু তোমারে বাক্য হিত না শুনিলে মরিবে ত্বরিত।
রোগী যেন আসন্নমরণ নাহি করে ঔষধ সেবন॥
ক্ষণমাত্র অপেক্ষিয়া রহ সাক্ষাত হইবে মৃত্যু সহ।
যাবত না আইসে দানব তাবত প্রাণের আশা তব॥
ভাগ্যগুণে শঙ্খধ্বনিক্ষণে দৈত্যকুল না পশিল রণে।
একালপর্য্যন্ত সেকারণ তোমাদের রহেছে জীবন॥”
এইরূপে কহিয়া জিষ্ণুরে প্রবেশিল দূত দৈত্যপুরে।
উত্তরিয়া দূত সাবধানে দানব-পতির সন্নিধানে॥
‘জয় মহারাজের’ বলিয়া নিবেদিল অঞ্জলি বাঁধিয়া।
“শুন দেব ইন্দুবংশে জাত পাণ্ডব করিল শঙ্খঘাত॥
বাসবের তনয় কৌন্তেয় অর্জ্জুন তাহার নামধেয়।
পিতার গৌরবে দৃপ্ততম মরিতে আসিল নরাধম॥

১। মরুত্বানে, ইন্দ্রকে।
৩। ধাতা, ব্রহ্মা।
৮। হুতবহ, অগ্নি। শলভনিবহে, পতঙ্গ সকলকে
১৫। জিষ্ণুরে, অর্জ্জুনকে।
২০। দৃপ্ততম, অতিশয়দর্পযুক্ত।

কহিলাম বহু হিতবাণী যুদ্ধ চাহে সে কথা না মানি।
মানব হইয়া সেই মূঢ় দানব-পতিকে কহে রূঢ়॥
যেরূপ পরুষ উক্তি করে, সে কথা কাহার মুখে সরে।
শক্রের সারথি যে মাতলি দুর্ম্মতি তাহার বলে বলী॥
স্কন্ধে বুঝি ধরেছে মরণ দৈত্যগণসনে যাচে রণ।
একাকী আসিয়া করে দর্প তার্ক্ষ্যকে খাইতে চাহে সর্প॥
যাঁহাদের বাহুর প্রতাপে দেবরাজ থর থরে কাঁপে।
দিবানিশি দশ দিক-পানে দেখে দশ শত দৃষ্টিদানে॥
ত্যজিয়া যাঁদের ঘোর রণ অমরতা রাখে সুরগণ।
হেন বীর দৈত্যবৃন্দসহ যুদ্ধ দেয় এরূপ কে কহ!॥
নিজবল না বুঝে অধম, খদ্যোত ধ্বংসিতে চায় তম।
উল্লঙ্ঘিতে গিয়া বৈশ্বানরে পতঙ্গ আপন দোষে মরে॥
ত্র্যম্বকে জিনিতে গিয়া মার পাইল উচিত প্রতিকার।
সেইরূপ মারিয়া সমরে প্রতিফল দর্শাও পামরে॥
কণ্টক সে কুরু-কুলাঙ্গার বিঁধিল উদ্ধার কর তার।
অবিলম্বে যুঝ মহাশয়, এই যুক্তি মোর মনে লয়॥"

৩। পরুষ উক্তি, নিষ্ঠুর বাক্য।

৪। শক্র, ইন্দ্র।

৫। যাচে, যাজ্ঞা করে।

৬। তার্ক্ষ্য, গরুড়।

১১। খদ্যোত, জোনাকি পোকা।

১২। বৈশ্বানর, অগ্নি।

১৩। ত্র্যম্বক, মহাদেব। মার, কন্দর্প।

১৫। কণ্টক, কাঁটা এবং ক্ষুদ্র শত্রু।

শুনিয়া রুষিল দৈত্যগণ,
মার রে মার রে নরে কহিছে বচন।
আমি আগে সে দুষ্টে মারিয়া
কবোষ্ণ রুধির পিব উদর পূরিয়া॥
এই কথা বলিয়া সকলে
অহম্পূর্ব্বিকাতে বেগে ধায় রণস্থলে।
নাই অস্ত্র নাই যুদ্ধসাজ
শূন্যহস্তে চলে যত দানবসমাজ॥
কোন শুক্রশিষ্য পাছে থাকি
হেন কালে বলে যত দানবেরে ডাকি।
ফির সবে রণসাজ লহ
এ বেশে সমরে যাত্রা নহে যুক্তিসহ॥
বিপক্ষ যদ্যপি ক্ষীণ হয়
তথাপি উপেক্ষা করা নীতিসিদ্ধ নয়।
নিরস্ত্র হইলে বীর, তারে
দুর্ব্বলে জিনিতে পারে তীক্ষ্ণ-অস্ত্রসারে॥
যে কেশরী নখদংষ্ট্রাহীন
কি আশ্চর্য্য তারে শৃঙ্গে মারিবে হরিণ।

৪। কবোষ্ণ, ঈষৎ উষ্ণ অর্থাৎ টাট্‌কা।

৬। অহম্পূর্ব্বিকাতে, আমিই পূর্ব্বে যাই, আমিই পূর্ব্বে যাই, এইরূপে।

৮। দানবসমাজ, দৈত্যসমূহ।

১২। যুক্তিসহ, যাহা যুক্তি সহিতে পারে অর্থাৎ যুক্তিযুক্ত।

১৬। অস্ত্রসারে, অস্ত্রস্বরূপ বলদ্বারা।

বিশেষত বাসবতনয়
সাধারণ বীর জ্ঞানে অবজ্ঞেয় নয়॥
সে যে বলী বাসব হইতে
বাসবে জিনিয়াছিল খাণ্ডব দহিতে।
আমাদের অংশ সুযোধন
অর্জুনের ভয়ে সদা সচকিতমন॥
এজন্যে আমার মনে লয়
উপযুক্ত সজ্জা করি যুঝ দৈত্যচয়।
লহ অস্ত্র, পরহ সন্নাহ,
আরোহ দুঃসহ যে বা রথ গজ বাহ॥
শুনি কেহ সাধুবাদ দেয়
শ্রুতও অশ্রুতপ্রায় কেহ করে হেয়।
কেহ কহে ভীরু এই জন
ভীরু সহ অন্তঃপুরে থাকুক এখন॥
অন্যে বলে বৃদ্ধবাক্য ধর
নীতি-অনুসারে সবে রণসাজ পর।
তার বাক্যে সবে দিল সায়
কেহ পরে বর্ম্ম, কেহ অস্ত্রগৃহে যায়॥

২। অবজ্ঞেয়, অবহেলা করার যোগ্য।

৫। সুযোধন, ধৃতরাষ্ট্রের পুত্র দুর্য্যোধন।

৯। সন্নাহ, কবচ, সাঁজোয়া।

১০। আরোহ, আরোহণ কর। বাহ, অশ্ব, ঘোড়া।

১৩। ভীরু, ভয়াতুর।

১৪। ভীরু সহ, স্ত্রীদিগের সহিত।

তনু ঢাকে আয়স-দংশনে
শৈল যথা প্রাবৃষে প্রাবৃত হয় ঘনে।
শোভে দীপ্ত শিরস্ত্র মাথাতে
উদয়াদ্রি-শৃঙ্গে যেন সূর্য্য শোভে প্রাতে॥
অঙ্গুলিতে অঙ্গুলিত্র দিল
পঞ্চশীর্ষফণী যেন ফণা বিস্তারিল।
অনন্তর অস্ত্রালয়ে গিয়া
সকলে লইল অস্ত্র বাছিয়া বাছিয়া॥
কেহ বা লইল ধনুঃ শর,
কেহ নিল অসি, চর্ম্ম, ভূষণ্ডী, তোমর।
পরিঘ, নালীক, ভিন্দিপাল,
পরশ্বধ, গদা, ঋষ্টি, শূল, করবাল॥
ক্ষুরপ্র, শতঘ্নী শক্তি, প্রাস,
নারাচ, মুষল, শেল, দণ্ড, নাগপাশ।
মুদ্গর সাক্ষাৎ যেন অন্ত,
পট্টিশ, কূট মুদ্গর, চক্র, বৎসদন্ত॥
নানাবিধ অস্ত্রশস্ত্রগ্রাম
লইল যতেক তার কত কব নাম।

১। আয়স-দংশনে, লৌহ নির্ম্মিত কবচ দ্বারা।
৩। শিরস্ত্র, যুদ্ধকালে মাথা ঢাকিবার মুকুটবিশেষ
১৭। অস্ত্রশস্ত্রগ্রাম, অস্ত্রশস্ত্রসমূহ।

দৈত্য-সেনা সাজিল ভীষণ
ইন্দ্রধনু করকা বজ্রেতে যেন ঘন ॥
অনীকিনী শোভে চতুরঙ্গে
পদাতি স্যন্দন আর মাতঙ্গ তুরঙ্গে।
ঘন বাজে বিবিধ বাদিত্র
আনক পণব শঙ্খ দুন্দুভি বিচিত্র ॥
যাত্রাকালে দানবচমূর
অশুভনিমিত্ত দৃষ্ট হইল প্রচুর।
সহসা হইল উল্কাপাত
প্রতিকূল বহিতে লাগিল চণ্ড বাত ॥
দক্ষ পার্শ্ব অবলম্বি সব
শিবাগণ করে রব শ্রবণভৈরব।
উড়িয়া পড়িছে যাত্রাক্ষণে
মাংসগৃধ্নু গৃধ্র কাক রথের কেতনে ॥
অশ্বগণ পৃষ্ঠ দিকে যায়
কশাঘাত করে তবু সমুখে না ধায়।
প্রয়াণে দন্তীর স্খলে পদ
নেত্রে অশ্রু ঝরে কিন্তু গণ্ডে নাহি মদ ॥

২। করকা, মেঘ হইতে যে শিল পড়ে।
৩। অনীকিনী, সেনা।
৭। দানবচমূর, দৈত্যসেনার।
১২। শ্রবণভৈরব, শুনিতে ভয়ানক।
১৪। মাংসগৃধ্নু, মাংসলোভী, মাংস-আকাঙ্ক্ষী। কেতনে, ধ্বজাতে

রূক্ষবর্ণ জলধরাবলী
অলক্ষিতে আচ্ছাদিল গগনমণ্ডলী।
বাত্যাচক্র করিয়া ভ্রমণ
সৈন্যের নয়নে করে বালুকা-বর্ষণ ॥
বসুন্ধরা কাঁপিল সঘনে
ধূমকেতু দেখা যায় দিবসে গগনে।
রথধুরা ভাঙ্গে অকস্মাৎ
অকারণে কোষ হ'তে হয় শস্ত্রপাত ॥
অন্তঃপুরে দৈত্য-বনিতার
কুচভার হইতে টুটিল মুক্তাহার।
খসে হস্ত হইতে বলয়
আতুরের ন্যায় কাঁপে সহসা হৃদয় ॥
নিরখিয়া অশুভ লক্ষণ
ভয়ে ভীরুতর হয় যত ভীরুজন।
ইতস্তত করে নিরীক্ষণ
ব্যাঘ্রের গর্জ্জন শুনি হরিণী যেমন ॥
বিশৃঙ্খলে স্খলিতেছে গতি,
ধাইয়া তথাপি সবে যায় প্রিয়প্রতি।
পথ আগুলিয়া যত নারী
সেনার সমুখে দাঁড়াইল সারি সারি ॥

৩। বাত্যা-চক্র, ঘুরণা বাতাসকে বাত্যা কহে, তৎস্বরূপ যে চাকা
৮। কোষ, তরওয়ার ইত্যাদির খাপ।
১৭। বিশৃঙ্খলে, বেয়াড়া রকমে।

রাজদারা দেখিয়া বাহিরে
সৈন্যগণ আঁখি মুদি পৃষ্ঠদিকে ফিরে।
উদ্ভ্রান্তনয়নে রামাগণ
বাষ্পরুদ্ধকণ্ঠে কহে গদ্গদ বচন ॥
অমঙ্গল-ভয়ে না কান্দিয়া
দয়িতে নিষেধ করে বিনয় করিয়া।
"দৈত্যরাজ, ক্ষান্ত হও রণে
হৃদয় মোদের কাঁপে উৎপাতদর্শনে ॥
ভূকম্প নির্ঘাত অবিরত
নভ আবরিছে ভস্মবর্ণ মেঘ যত।
শুনিয়াছি মানবের ভয়
উপজিবে দৈত্যকুলহ্রাসের সময় ॥
অদ্য বুঝি আসিল সে জন
বদ্ধ-দ্বার পুরে রহ না করিহ রণ।
ইন্দ্রকে জিনিলে বহুবার
কোন কালে না হইল অশুভ সঞ্চার ॥"
শুনি হাস্য করে দৈত্যগণ
স্ত্রীবাক্য অবজ্ঞা করি বলিছে তখন।
প্রেয়সি! কি ভয় আছে তার,
অমরে জিনিতে পারি মর্ত্ত্য কোন ছার ॥
ক্ষণমাত্রে মারিব তাহারে
অবরোধে থাক গিয়া ভয় পরিহারে।

২২। অবরোধ, অন্তঃপুর

এ সকল নহে তো উৎপাত,
বহু দিন হয় হেন ভূকম্প নির্ঘাত ॥
আজি ইহা নহে অসম্ভব
বায়সতালীয় ন্যায়ে হইল এ সব।
প্রচণ্ড সমীরে কিবা ভয়
সাগরের কূলে ইহা প্রতিদিন হয় ॥
আশ্বাসিয়া এরূপ বচনে
অন্তঃপুরে পাঠাইল যত রামাগণে।
অনন্তর উৎপাত সকল
তৃণজ্ঞানে গণি রণে যায় দৈত্যবল ॥

চলে দৈত্যসেনা সবে এক সঙ্গে
সবে এক সঙ্গে পদক্ষেপরঙ্গে।
সুরা সেবিয়ে সাজিয়ে চারি অঙ্গে
রথব্যূহ পাদাত দন্তী তুরঙ্গে ॥
"ভভম্ ভম্ ভভম্ ভম্" তূরী বাদ্য বাজে
"দুদুম্ দুম্ দুদুম্" দুন্দুভিধ্বান গাজে।
"ঝণা ঝণ্ ঝণা" কুক্ষিতে কোষমাজে
পদন্যাসতালে মহাখড়্গ ঝাঁজে ॥

৪। বায়সতালীয় ন্যায়, কাকতালীয় ন্যায়—যথা তালগাছ হইতে কাক উড়িয়া যাইবার পরেই অন্য কোন কারণবশতঃ তালফল পতিত হইলে যেরূপ হয় তাহার ন্যায়।
১৩। সুরা, মদিরা; সেবিয়ে, পান করিয়া।
১৪। রথব্যূহ, রথসমূহ; পাদাত, পদাতিসৈন্যসমূহ।
১৭। কোষ, তরবারের খাপ।

প্রতিচ্ছন্দবন্ধে গজানীকঘণ্টা
করে শব্দ জোরে "ঠণঠা ঠণঠা"।
মৃদঙ্গে উঠে নাদ "দিন্তা দিদিন্তা"
কহে যেন "যুদ্ধে কি চিন্তা কি চিন্তা" ॥
"টুণুং টুং টুণুং টুং" করে ঘণ্টিকালী
"খচা খচ্ খচা" বাজিছে কাংস্যতালী।
করে শব্দ উচ্চস্বরে শঙ্খ-কাঁসী
ধরে সুস্বরে তান সানাই বাঁশী ॥
"চিহিঁ হিঁা চিহিঁ হিঁী" বলে বাজিরাজী,
"টপা টপ্ টপা" বিন্যসে টাপ তা
চলে সংযুগে গর্জ্জিয়ে মত্ত হাতী,
অহঙ্কারি-হুঙ্কার ছাড়ে পদাতি ॥
ঘুরে ঘর্ঘরে স্যন্দনে লগ্ন চাকা,
উড়ে ফর্ফরে কেতুলগ্না পতাকা।
চলে ধানুকী তর্জ্জিয়ে চাপঘোষে,
চলে সিংহনাদী রথী তীব্ররোষে ॥
উঠে সে সমস্ত ধ্বনি স্বর্গলোকে,
ভয়ে দেবদেবী চতুর্দিক্ বিলোকে।

১। গজানীক, গজসৈন্য।
৫। ঘণ্টিকালী, ছোট ঘণ্টাশ্রেণী অর্থাৎ অষ্টঘণ্টাযুক্ত বাদ্য।
৬। কাংস্যতালী, কাঁসার করতাল।
১৬। সিংহনাদী, সিংহনাদকারী।

তুলে বজ্র দেবেন্দ্র সোৎকম্প হাতে,
পড়ে তৎক্ষণে বজ্র অজ্ঞাতপাতে ॥
পশে শব্দ পাতাললোকে গভীরে,
ডুবে মীন কুম্ভীর গম্ভীর নীরে।
চলে দানবানীকিনী বীরদাপে,
পদাঘাতবেগে ধরাচক্র কাঁপে ॥
ধরে কষ্টস্থষ্টে ধরিত্রী অনন্ত,
ধরিত্রীভরে দিক্‌করী ভগ্নদন্ত।
ধরিত্রী পুনঃ সম্ভ্রমে দৈত্যভারে,
অধোগামিনী হয় যথা পাপভারে ॥
উঠে দিক্ বিদিক্ ব্যাপিয়ে ধূলিরাশি
দিনে চণ্ডরশ্মিপ্রভাজাল নাশি।
রজঃস্পর্শদোষে সবে অন্ধপারা,
সবে সৎপথালোকনে দৃষ্টিহারা ॥
তমঃ জন্মিয়ে সে রজোরাশিতত্ত্বে
হঠাৎ আবরে সূর্য্য-আলোকসত্ত্বে।

১। সোৎকম্প, উৎকম্পিত।
৫। দানবানীকিনী, দৈত্যসেনা।
১৩। রজঃস্পর্শ, ধূলির স্পর্শ অথচ রজোগুণের স্পর্শ, তদ্রূপ দোষে।
১৫। তমঃ, অন্ধকার। রজোগুণ হইতে তমোগুণ জন্মিয়া সত্ত্বগুণকে যেমন আবরণ করে, তেমনি ধূলি হইতে অন্ধকার জন্মিয়া সূর্য্যালোকের বিদ্যমানতা আবরণ করিয়াছিল।

সবে সেই ঘোরান্ধকারাপিধানে
পুনঃ গর্ভবাসে অধিষ্ঠান মানে ॥
জ্বলে পার্থ তত্রাপি বিদ্যাপ্রভাবে
জিনে লোক, বিদ্যাগুণে সূর্য্যদেবে।
রহে নির্ভয়ে পার্থ দৈত্যাভিপাতে
বিহঙ্গেশ যাদৃক্ ভুজঙ্গপ্রয়াতে ॥
পুরদ্বাঁর হইতে নির্গমি দৈত্যবল,
সহসা পশিল গিয়া সমরের স্থল।
জোয়ারে নদীর মুখে সাগরের জল,
আসিয়া প্লাবয়ে যথা বেগে ভূমিতল ॥
গিরিগুহা হইতে দিনান্তে ধ্বান্তমল
নিষ্ক্রমি আক্রমে যেন গগনমণ্ডল।
যামিনীর মুখে যেন ছাড়িয়া পল্বল,
গ্রামের ভিতরে পশে বন্য ক্রোড়দল ॥

ইতি নিবাতকবচ-বধ মহাকাব্যে নিবাতকবচ নির্যাণ
নামে একাদশ সর্গ।

১। ঘোরান্ধকারাপিধানে, ঘোর অন্ধকারের আবরণে
৬। বিহঙ্গেশ, গরুড়।
১১। ধ্বান্তমল, অন্ধকারস্বরূপ মলা।
১২। নিষ্ক্রমি, নির্গত হইয়া।
১৩। পল্বল, ডোবা, অল্পজলাশয়।
১৪। ক্রোড়দল, শূকর সকল।

দ্বাদশ সর্গ।

দৈত্যসেনা আগত দেখিয়া ধনঞ্জয়,
পূর্ব্বমুখে শুচিমনে স্মরে অস্ত্রচয়।
নরলোকে দেবলোকে যত অস্ত্র ছিল,
দেবমূর্ত্তি ধরি সবে তখনি আসিল॥
কিঙ্করে যে আজ্ঞা হবে বহিবে অচিরে
কহিয়া হইল লীন বীরের শরীরে।
অস্ত্রবলে বীরসিংহ প্রতপে দ্বিগুণ,
ভাস্করের তেজে যেন রাত্রিতে আগুন॥
তেজঃপুঞ্জে সুদুষ্প্রেক্ষ্য হইল বিক্রমী,
সূর্য্য যেন নভোমধ্য নিদাঘে আক্রমি।
অনন্তর কম্বু দেবদত্ত-নামধেয়
ফুঁকাইল প্রগুণিত-নিস্বনে কৌন্তেয়॥
ভূমি ভূমিধরে যেন করিয়া বিদীর্ণ,
নিমিষে হইল ধ্বনি সর্ব্বদিকে কীর্ণ।
রণশঙ্খবাদ্য শুনি ফাল্গুনির প্রতি
প্রতিশব্দ-ছলে সিন্ধু দিল অনুমতি॥

৫। অচিরে, অবিলম্বে, শীঘ্র।

৭। প্রতপে, প্রতাপযুক্ত হয়।

৮। ভাস্করের ইত্যাদি। প্রসিদ্ধি আছে রাত্রিতে সূর্য্য স্বীয় তেজ অগ্নিতে সমর্পণ করিয়া অস্তগত হন।

৯। সুদুষ্প্রেক্ষ্য, যাহা অতিকষ্টে দেখিতে পারা যায়।

১১। কম্বু, শাঁখ।

১২। প্রগুণিত, যাহা গুণন করা হইয়াছে।

১৩। ভূমিধর, পর্ব্বত।

শ্রবণকুহর যেন হইল বধির,
চমকিল তিন লোক সহসা অধীর।
শব্দে স্তব্ধ হয় স্বর্গে দেব সমুদায়,
বুঝিল যুঝিতে শঙ্খ অর্জ্জুন বাজায়॥
সুরাসুর, সুরমুনি গন্ধর্ব্ব, কিন্নর,
ঔৎসুক্যে আকুল সবে দেখিতে সমর।
কার্য্য পরিহরি নিজ নিজ যানে চড়ি,
রণস্থলে ব্যোমতলে চলে তড়বড়ি॥
আসিলেন ঐরাবতে আরোহিয়া হরি,
বামার তিলক বামে ইন্দ্রাণী সুন্দরী।
জ্ঞান হয় উমা-সঙ্গে অনঙ্গদমন,
জঙ্গম-কৈলাস-শৃঙ্গে কৈলা আগমন॥
শিরে ছত্র বিচিত্র শোভিছে শুভ্রছবি,
পূর্ব্বাহ্লেতে পূর্ব্বাদ্রির ঊর্দ্ধে যেন রবি।
দেবতা তেত্রিশ কোটি চৌদিকে বেড়িয়া,
কুলাচল রহে যেন সুমেরু ঘেরিয়া॥
রণমুখে হত যোধ গ্রহণ করিতে,
লক্ষ লক্ষ সুরাঙ্গনা আসিল ত্বরিতে।
বেশ ভূষা রূপের ছটাতে লয় চিতে,
মেঘ বিনা নভ বুঝি ব্যাপিল তড়িতে॥

৯। হরি, ইন্দ্র।
১১। অনঙ্গদমন, শিব, মহাদেব।
১৩। শুভ্রছবি, ধবলকান্তিযুক্ত।
১৭। যোধ, যোদ্ধা।

আসিয়া মরীচি-আদি সপ্তর্ষিমণ্ডল
রাত্রে যথা, অলঙ্করে তথা নভস্তল।
চিত্ররথ বিশ্বাবসু যুদ্ধ দেখিবারে,
উত্তরিলা গন্ধর্ব্ব-পৃতনা-পরিবারে ॥
গুহ্যক কিন্নর সিদ্ধ যক্ষ-অনুচরে,
কুবের পুষ্পক রথে অম্বর আবরে।
পাতাল করিয়া শূন্য শূন্য আবরিয়া,
বাসুকিপ্রভৃতি নাগ আসিল ধাইয়া ॥
বিজয়ের প্রতিকূলে আকাঙ্ক্ষি বিজয়,
আসিল অসুর রক্ষঃ পিশাচ নিচয়।
দেবযোনি যত আছে সবে সমুৎসুক,
দেখিতে আসিল সেই রণের কৌতুক ॥
শরৎসময়ে সরঃ যেন পদ্মফুলে,
সঙ্কুল হইল ব্যোম তথা দেবকুলে।
ঊর্দ্ধে থাকি দেখে যুদ্ধ অমর সকল,
হস্তি-সিংহে রণ যথা হেরে পাখিদল ॥
নিবাতকবচগণ প্রথমে আসিয়া,
ঘেরিল পার্থের রথ চৌদিকে বেড়িয়া।
শিশিরসময়ে ঘোর কুয়াশা যেমন
পূর্ব্বাহ্নে তপনবিম্বে করে আবরণ।

২। অলঙ্করে, সুশোভিত করে।
৪। গন্ধর্ব্ব-পৃতনা-পরিবারে, গন্ধর্ব্বজাতীয় সৈন্যপরিবৃত্ত হইয়া।
৯। বিজয়ের, অর্জ্জুনের।

রূক্ষ চক্ষু ঘুরাইয়া তরক্ষুর মত,
সরোষে পরুষ ভাষে দিতিসুত যত।
"রে কৌরবাধম! তোর সাহস দুর্ম্মর,
ক্ষুধিত হর্য্যক্ষ-মুখে পড়িলি পামর॥
যুঝিতে দুর্ব্বুদ্ধি তোরে দিল কোন্ জন,
ডাক তারে সে আসিয়া রাখুক এখন।
বুঝিয়াছি বাসব দিয়াছে পরামর্শ,
তোর প্রতি ছিল তার পূর্ব্বের অমর্ষ॥
শচীর চাতুর্য্যাবর্ত্তে অথবা পড়িয়া
মরিলি রে মূঢ়! হিতাহিত না বুঝিয়া।
বিমাতা সপত্নীসুতে যেরূপ প্রণয়,
অহি আর নকুলেও তার তুল্য নয়॥
সংহারিতে তোরে শচী করিল কৌশল,
তাহার কথায় মতি দিল আখণ্ডল।
তুই মলে শোকে কুন্তী মরিবে নিশ্চয়,
দূর হবে পৌলোমীর সপত্নীর ভয়॥
যা হউক সে হউক, তোরে সংহারিব,
প্রণিপাত অনুনয় কিছু না মানিব।

১। তরক্ষু, নেকড়িয়া বাঘ, ব্যাঘ্র বিশেষ।
২। পরুষ, নিষ্ঠুর কথা।
৪। হর্য্যক্ষ, সিংহ, কেশরী।
৯। চাতুর্য্যাবর্ত্তে, চাতুর্য্যস্বরূপ আবর্ত্তে অর্থাৎ জলের পাকে।
১৬। পৌলোমী, ইন্দ্রাণী, শচী।

দুর্য্যোধন সনে তুই করিস্ বিরোধ,
তেঁই তোর প্রতি আছে আমাদের ক্রোধ ॥
চিরদিন পক্ষপাতী মোরা তার প্রতি,
স্বভাবে পদ্মের গুণে বদ্ধ দিনপতি।
তার ভয়ে পলাইয়া স্বদেশ হইতে,
এখানে পড়িলি পুন ঘোরতর ভীতে ॥
মৃগ যেন এড়াইতে তরক্ষুর দায়,
প্রবেশে ভীষণ-সিংহ-সেবিত গুহায়।
প্রথমে বধিব তোরে, মরিবে পশ্চাতে
অযত্নে পাণ্ডব চারি শোকশল্যপাতে ॥
নিষ্কণ্টকে ধার্ত্তরাষ্ট্র সাম্রাজ্য ভুঞ্জিবে,
তোদের নিবাপকার্য্য কৃপাতে করিবে।
দ্রৌপদী হইবে যোগ্যা মহিষী তাহার,
নৃপ বিনা বানরে কি সাজে মুক্তাহার ॥”
নানাবিধ কটু বাক্যে দৈত্যরাজগণ,
এইরূপে বীভৎসুকে করিল ভর্ৎসন।

১। দুর্য্যোধন সনে ইত্যাদি। মহাভারতে লিখিত আছে দুর্যোধন দৈত্যদিগের অংশে জাত।

৬। ভীতে, ভয়েতে; ভী, ভয়।

১০। শোকশল্যপাতে, শোকস্বরূপ যে শল্য অস্ত্র-বিশেষ, তাহার পতনে।

১১। নিষ্কণ্টকে, পাণ্ডবরূপ ক্ষুদ্র শত্রু বিহীন হইয়া। ধার্ত্তরাষ্ট্র ধৃতরাষ্ট্রের পুত্র দুর্য্যোধন।

১২। নিবাপকার্য্য, মৃত ব্যক্তির উদ্দেশে যে তিলতোয়াঞ্জলি প্রভৃতি দেওয়া যায় তৎস্বরূপ ক্রিয়া।

১৬। বীভৎসুকে, অর্জ্জুনকে।

কালকূটে ভরাইয়া অর্জ্জুনের কাণ,
পশিল সে বাক্য হৃদে যেন দিগ্ধ বাণ ॥
ঈষৎ অমর্ষে পার্থ স্ফুরিত-অধর,
অম্ভোদ-গম্ভীর স্বরে করিলা উত্তর।
ঊর্জ্জস্বি বচনমাত্রে বীর কেহ নয়,
শাস্ত্র অধ্যয়ন মাত্রে ধীর কেবা হয় ॥
দীর্ঘ যজ্ঞসূত্র মাত্রে না হয় ব্রাহ্মণ,
কেবল বিজয়ে রাজা না হয় কখন।
উৎসাহেতে জানি বীর, ধৈর্য্যে ধীর জানি,
ব্রহ্মজ্ঞানে ব্রাহ্মণ, রঞ্জনে রাজা মানি ॥
কার্য্যেতে প্রকাশে গুণ গুণী যেই জন,
শরন্মেঘসম বৃথা না করে গর্জ্জন।
তপন নিঃশব্দে তপে, মৌনে অগ্নি দহে,
শ্লাঘা বিনা সর্ব্বংসহা সর্ব্ব ভার সহে ॥
শক্তি থাকে প্রকাশহ বীরতা-বিভব,
গাণ্ডীব ধরিয়া এই রহিল পাণ্ডব।

২। দিগ্ধ বাণ, বিষাক্ত তীর।

৩। ঈষৎ অমর্ষে, অল্প ক্রোধে। স্ফুরিত-অধর, যাহার নীচ ওষ্ঠ কাঁপিতেছে।

৪। অম্ভোদ-গম্ভীর। অম্ভোদ মেঘ, তাহার ন্যায় গম্ভীর।

৫। ঊর্জ্জস্বি, তেজস্বী, গর্ব্বিত।

১৪। সর্ব্বংসহা, পৃথিবী।

করিয়াছ মহেন্দ্রের বহু অপকার,
মোর হস্তে লহ অদ্য তার প্রতিকার ॥
সবারে করিব ক্ষণে যমের অধীন,
দশ দিন চোরের সাধুর এক দিন।
এইমাত্র বলিয়া গাণ্ডীব ধনু ধরি,
গিরীন্দ্র-গৌরবে বীর রহে রথোপরি ॥
বীর্য্যমদে মাতিয়া রুষিল দৈত্যকুল,
দানব মানবে যুদ্ধ বাজিল তুমুল।
সিংহনাদে গর্জ্জিয়া হাঁকিয়া স্ব স্ব নাম,
দৈত্যগণ ছাড়ে খরতর শরগ্রাম ॥
কোন মল্ল মারে ভল্ল ধনু উল্লাসিয়া,
অন্যে হানে কর্ণি বাণ আকর্ণ টানিয়া।
কেহ মুঞ্চে অর্দ্ধচন্দ্র বাণ শিতধার,
বিপাঠে অপর ভট করিল প্রহার ॥
ক্ষিপ্র কেহ ক্ষুরপ্র চালায় দীপ্রতর,
অন্যে ছাড়ে শঙ্কাকারী কঙ্কপত্র শর।
ত্যজে কেহ কূর্ম্মনখ বাণ মর্ম্মভেদী,
অন্তকারী বৎসদন্ত কোন অস্ত্রবেদী ॥

৬। গিরীন্দ্র-গৌরবে, গিরীন্দ্র হিমালয় বা সুমেরু, তাহার যেরূপ গরিমা সেইরূপ গরিমাতে।

১৫। ক্ষিপ্র, শীঘ্র। দীপ্রতর, অতিশয় দীপ্তিযুক্ত বা উজ্জ্বল।

বিবিধ আয়ুধ ক্রোধে ছাড়ে দৈত্য যোধ,
সহসা হইল শরে সুরপথ রোধ।
দীপ্ত শরজাল ব্যোমে লাগিল শোভিতে,
খদ্যোত-আবলি যেন বর্ষার রাত্রিতে॥
অবিরল শরাসার পড়ে পার্থ-রথে,
জলধারা পড়ে যেন পর্ব্বতের মাথে।
ইষুবর্ষে আচ্ছাদিত হইল স্যন্দন,
শলভপতনে ঢাকে পাদপ যেমন॥
বৈরীর বিশিখবৃষ্টি দৃষ্টে পাণ্ডুসুত,
চণ্ডরবে গাণ্ডীব কোদণ্ড টানে দ্রুত।
ভীমানুজ-ভুজবলে গর্জ্জিল শিঞ্জিনী,
গিরিপক্ষচ্ছেদে যথা ইন্দ্রের হ্লাদিনী॥
ধনু টঙ্কারিয়া বীর তূণীর হইতে,
তুলিল অতুলতর শর আচম্বিতে।

২। সুরপথ, আকাশ।

৪। খদ্যোত, জোনাকী পোকা।

৫। শরাসার, বাণবৃষ্টি।

৭। ইষুবর্ষে, বাণবর্ষণে।

৮। শলভ, পতঙ্গ, একপ্রকার ফড়িঙ্গ।

১০। কোদণ্ড, ধনুঃ।

১১। ভীমানুজ-ভুজবলে, অর্জ্জুনের বাহুবলে আকৃষ্ট হওয়াতে। শিঞ্জিনী, ধনুকের ছিলা বা গুণ।

১২। হ্লাদিনী, বজ্র।

১৪। অতুলতর, যাহার তুলনা হইতে পারে না।

আকর্ণ টানিয়া গুণ গুণাঢ্য ফাল্গুন,
শত শত শিত বাণ এড়ে পুনঃ পুন ॥
তারা হেন ছুটে তীর বেগে অনর্গল,
চাকে ঢেলা দিলে যেন মৌমাছি সকল।
অর্জ্জুনের বাণাগ্নি দৈত্যের শরবণে,
দহিল পূর্ব্বেতে যেন খাণ্ডব কাননে ॥
নিমিষে বৈরীর বীর বাণ বিনাশিয়া,
নারাচ সন্ধান করে ধনুতে হাসিয়া।
অলক্ষিতে প্রত্যেক দানবে লক্ষ্য করি,
দশ দশ নারাচ এড়িল নরহরি ॥
গাণ্ডীব হইতে যেন সমান সময়,
শ্বসিয়া বাহিরাইল নারাচনিচয়।
ভূতেশের জটাজূট হইতে যেমন,
সংহারে নির্গমে বেগে আশীবিষগণ ॥
গরুড়ে দেখিলে সর্প নিবর্ত্তে তরাসে,
অমোঘ পার্থের বাণ গরুড়েও নাশে।
নারাচের আঘাতে অনেক দৈত্যসেনা,
মরিল উগারি মুখে রক্ত আর ফেনা ॥

১০। নরহরি, মনুষ্যমধ্যে সিংহের ন্যায়, অর্থাৎ মানবশ্রেষ্ঠ, অর্জ্জুন।
১৩। ভূতেশ, মহাদেব, শিব।
১৬। অমোঘ, অব্যর্থ। নাশে, নাশিতে পারে।

কেহ বা হইল হত কেহ বা আহত,
হস্তপদচ্ছেদে কেহ কুষ্মাণ্ডের মত।
সহসা মস্তক কারো পড়িল ধরায়,
কবন্ধের ন্যায় তবু পূর্ব্ববেগে ধায় ॥
সারথি বিনাশে কোন রথীর স্যন্দন,
অবিরত ঘুরে মাত্র বাত্যার মতন।
শরাঘাতে অশ্বারোহী পড়ে রণস্থলে,
ব্যূহ ভাঙ্গি বেগে অশ্ব ধায় বিশৃঙ্খলে ॥
করিকুম্ভ বিদারিয়া পার্থ তীক্ষ্ণ শরে,
যশে আর মুক্তাফলে ধরা পূর্ণ করে।
দেবলোকে উঠে কীর্ত্তি পার্থের অচিরে,
দেব-মুক্ত পুষ্পবৃষ্টি পড়ে তার শিরে ॥
পার্থবাণে দৈত্যসৈন্য হইল আকুল,
অনল-আক্রান্ত বনে যথা মৃগকুল।
হেন কালে পুন শঙ্খ বাজাইল জিষ্ণু,
জনের সমরে পাঞ্চজন্য যথা বিষ্ণু ॥

৪। কবন্ধ, মস্তকহীন ভূতবিশেষ।
৬। বাত্যা, ঘুরণিয়া বাতাস।
৮। বিশৃঙ্খলে, বেআড়া রকমে।
৯। করিকুম্ভ, হস্তীর কুম্ভ।
১১। অচিরে, অবিলম্বে।
১৫। জিষ্ণু, অর্জ্জুন।
১৬। জনের সমরে, জননামক অসুরের সহিত যুদ্ধে।

সে বিশাল নিনাদে কাঁপিল সমকাল,
বৈরীর হৃদয় আর ধরা-চক্রবাল।
বধির করিয়া কর্ণ-কুহর অমনি,
আট দিক হইতে উঠিল প্রতিধ্বনি॥
ভগ্নপ্রায় ব্যূহ দেখি দানব সকল,
অধিক রুষিল যেন মত্ত দন্তাবল।
পাণ্ডবের রথ-পথ আগুলিল গিয়া;
সূর্য্যপথ যথা বিন্ধ্য রোধিল বাড়িয়া।
হুঙ্কার ছাড়িয়া পূর্ব্বে নাম শুনাইয়া,
পুন অস্ত্রশস্ত্র এড়ে অর্জ্জুনে লক্ষিয়া।
গিরিকূটসদৃশ ভীষণদরশন,
ঘুরাইয়া গদা কেহ করিল ক্ষেপণ॥
অধর দংশিয়া কেহ রাঙ্গাইয়া দৃষ্টি,
সৃষ্টি সংহারিতে যেন করে ঋষ্টি-বৃষ্টি।
পরুষ গর্জ্জিয়া কেহ পরশু তুলিয়া,
একতাল গিরি সম আক্রমে ধাইয়া॥
শূলরোগসদৃশ কেহ বা শূল লয়ে,
জ্বরের মতন ধায় ভীমাকৃতি হয়ে।
মুদ্গর ঘুরায় কেহ মণ্ডলী করিয়া,
পদভরে ধরা কাঁপে দেখি কাঁপে হিয়া॥

২। ধরা-চক্রবাল, পৃথিবীমণ্ডল।
১১। গিরিকূট, পর্ব্বতের শৃঙ্গ।
১৫। পরুষ, নিষ্ঠুর।

কোন দৈত্য মূর্ত্তিমতী যেন বীর-শক্তি,
সমরে আসক্তি দর্শাইয়া ছাড়ে শক্তি।
দণ্ডধর-সোসর, হইয়া দণ্ডপাণি,
পার্থপ্রতি ধায় কোন দৈত্য অভিমানী॥
মাতলিকে বিনাশিতে কোন মহাবল,
বেগে ধায় করে ধরি বিশাল মুষল।
অন্যে চলে কোষ-মুক্ত নিশিত-অসিতে,
যজ্ঞিয় পশুর ন্যায় অশ্বে বিনাশিতে॥
তা দেখি মহেন্দ্রসুত ধনুতে যুড়িল দ্রুত
মাধবাখ্য মহাদ্ভুত ইন্দ্রপ্রিয় অস্ত্র,
উল্কাসম বেগবান্ ছুটে অস্ত্র খরশাণ
কাটে করি খানখান দৈত্যদের শস্ত্র।
বিপক্ষের শস্ত্র যত সব করি প্রতিহত
পুন পার্থ অবিরত শর যুড়ে চাপে,
কি দক্ষিণ কিবা বাম দুই হস্তে অবিশ্রাম
সব্যসাচী শরগ্রাম এড়িল প্রতাপে॥
ক্ষণমাত্রে শরে শরে অর্জ্জুন দুর্দ্দিন করে
মধ্যে বায়ু না সঞ্চরে ঢাকিল আলোক,

৩। দণ্ডধর-সোসর, যমের সদৃশ।
৮। যজ্ঞিয় পশু, অশ্বমেধাদির অশ্বাদি।
১৪। চাপে, ধনুতে।
১৬। শরগ্রাম, বাণসমূহ।

সর্পসম শোসাইয়া   শরগণ বেগে গিয়া
অরি বক্ষ বিদারিয়া   পশে নাগলোক।
যথা হয় যে গোচর   তথা তারে হানে শর
পার্থের না সহে ভর   আঁখি ফিরাইতে
অরিশিরে রণস্থল   আচ্ছাদিল মহাবল
বীজ যথা কৃষীবল   ছড়ায় ভূমিতে ॥
সারথিও বেগে রথ   চালাইয়া করে পথ
দুই পাশে মহারথ   অরিব্যূহ ভাঁগে
অশ্বাযুত বেগবান্   বেগে হয় ধাবমান
শত্রুদলে দলে যান   চক্রনেমি ভাগে ॥
তুরঙ্গের পদাঘাতে   মাতলির কশাপাতে
অর্জ্জুনের শরব্রাতে   বহু দৈত্যপতি
হয়ে গেল যমাধীন,   তবু তারা নহে ক্ষীণ,
কাতর কি হয় মীন   মরিলে সন্ততি ॥
হত গজবাজি সঙ্গে   পতিত দানব-অঙ্গে
তিলমাত্র যুদ্ধরঙ্গে   স্থান নাহি খালী,
শিবা গৃধ্র কাক চিল   আসি করে কিল কিল
পিশাচ আসিয়া দিল   প্রেমে করতালী।

২। নাগলোক, পাতাল।
৬। কৃষীবল, কৃষক।
১০। দলে, দলন করে। যান, রথ।
১২। শরব্রাত, শরসমূহ।

শবপূর্ণ রণাঙ্গন   ক্ষণে হলো পিতৃবন
তাহে পুন প্রেতগণ   কোলাহল করে,
দূরে থাক দরশন   শুনিলে সে বিবরণ
হিয়া কাঁপে ঘন ঘন   শরীর শিহরে॥
শোণিতের স্রোতস্বতী   বহে মহাবেগবতী
তরঙ্গে আকুলগতি   আবর্ত্তে ভীষণা,
উষ্ণীষ তাহার ফেন   চর্ম্ম ভাসে কূর্ম্ম হেন
ধনু ভাসে ফণী যেন   তুলি অগ্রফণা॥
সিন্ধুঘোটকের মত   মৃত ঘোড়া ভাসে কত
হত হস্তী শত শত   ভাসে তিমিসম।
জল-মানুষের ন্যায়   পদাতি ভাসিয়া যায়
কেশ শ্মশ্রু সমুদায়   শৈবাল-উপম॥
মকরকুম্ভীরাভাসে   লৌহ-সন্নহন ভাসে
দেখিলে বীরেরো ত্রাসে   উড়ে প্রাণানিল।
দীর্ঘ জলৌকার ন্যায়   ধনুর্গুণ ভাসে তায়
প্রতি তরঙ্গের ঘায়   করে কিল কিল॥
রক্তপঙ্কা উষ্ণনীরা   বসাগন্ধা সুগভীরা
কঙ্কালসঙ্কুলতীরা   সেই স্রোতস্বতী।

১। পিতৃবন, শ্মশান।

৭। চর্ম্ম, ঢাল।

১৩। মকরকুম্ভীরাভাসে, মকর ও কুম্ভীরের আকারে। সন্নহন, কবচ।

১৮। কঙ্কালসঙ্কুলতীরা, অস্থিপুঞ্জে যাহার তীর পরিব্যাপ্ত। স্রোতস্বতী, নদী।

বহিল সে সম্প্রহারে বহে যথা মৃত্যুদ্বারে
বৈতরণী ঘোরাকারে অস্থিকেশবতী॥
রক্তনদী রসভরে বিস্তৃত তরঙ্গ করে
সিন্ধুমাঝে অভিসরে ঝটিতি যাইয়া।
নূতন দয়িতা সঙ্গে অবিলম্বে স্ফীত-অঙ্গে
অনুরক্ত হয় রঙ্গে জলধির হিয়া॥
মৃত্যুর মদিরাতুল্যা শোভিল সে রক্তকুল্যা
মৃত্যুপানভূমিতুল্যা শোভিল সে স্থলী।
বিদংশসদৃশ তায় মাংসখণ্ড শোভা পায়
সুপক্ক ফলের ন্যায় শোভে মুণ্ডাবলী॥
ধরণীর রক্তরজে অম্বর রক্তিমা ভজে
সান্ধ্য জলধরব্রজে যেন আচ্ছাদিত।
সূর্য্যও গগনাঙ্গনে রজঃপুঞ্জ-আবরণে
দেখাগেল সেই ক্ষণে কুঙ্কুমলোহিত॥
এইরূপে রিপুগণে বধি পার্থ ঘুরে রণে
সিংহ যেন চরে বনে হরিণ মারিয়া।
তথাপি সে নহে ক্লান্ত ঔর্ব্বাগ্নি কি হয় শ্রান্ত
দিবানিশি সাগরান্ত সলিল দহিয়া॥

১। সম্প্রহারে, যুদ্ধে।

৩। রক্তনদী, শোণিতের নদী, অথচ অনুরক্তা নদী। রসভরে, শোণিতস্বরূপ জলের আধিক্যে, অথচ অনুরাগের আতিশয্যে।

৭। রক্তকুল্যা, শোণিতের কৃত্রিম নদী।

৮। মৃত্যুপানভূমিতুল্যা, যমরাজের মদ্যপানগোষ্ঠীর সদৃশ।

৯। বিদংশসদৃশ, দংশন করিবার দ্রব্য অর্থাৎ চাট সদৃশ।

১১। অম্বর, আকাশ, অথচ বস্ত্র।

সমরসময়ে তার দেখিয়া ভীষণাকার
যুঝিতে না পারে আর দিতিসুতগণ।
সংসার সংহার তরে হর যবে ক্রোধ ধরে
হেন কার সাধ্য করে সে মূর্ত্তি দর্শন॥

অর্জ্জুনের শর দানবনিকর
সহিতে নারিল যবে,
সম্মুখ সমর ছাড়িয়া সত্বর
পলাইয়া যায় সবে।
মায়াবী সকলে নানা মায়াবলে,
পুন যুঝিবার তরে,
সভয়হৃদয়ে অন্তর্হিত হয়ে,
অম্বরমণ্ডলে চরে॥
দৈত্যে না হেরিয়া হরিষে চাহিয়া
সারথির মুখ পানে,
বুঝি দৈত্যকুলে নাশিনু সমূলে,
কুন্তীসুত হেন মানে॥
আকার ইঙ্গিতে বুঝিয়া ভঙ্গিতে
মনের আশয় তার,
মাতলি ঈষদ হাসিয়া গদ্গদ
বচনে কহিছে সার॥
জান না ফাল্গুন দৈত্যদের গুণ,
মায়াতে তাহারা রত,

মায়ার বিস্তারে সাধুকে প্রতারে,[1]
ঐন্দ্রজালিকের[2] মত।
এখনো দানব মরে নাই সব,
পার্থ হও সাবধান,
পুন ধূর্ত্তগণ দিবে মায়া-রণ,
এই করি অনুমান॥

ইতি নিবাতকবচ-বধে মহাকাব্যে যুদ্ধারম্ভ
নামে দ্বাদশ সর্গ।

১। প্রতারে, প্রতারণা করে, ঠকায়।
২। ঐন্দ্রজালিক, ভেলকীওয়ালা, বাজিকর।



জিনিতে পাণ্ডব বীরে বাঞ্ছিয়া অনতিচিরে
মায়া বিস্তারিল দৈত্যগণ,
কুঞ্জরে নিরখি বনে, শূকর বুঝিয়া মনে
জাল পাতে কিরাত যেমন।
হুঙ্কার ছাড়িয়া চণ্ড, বরিষে প্রস্তর-খণ্ড,
অর্জ্জুনের রথের উপরে,
গরজিয়ে ঘন ঘন করকা যেমতি ঘন
ধরাধর-পৃষ্ঠে বৃষ্টি করে॥
প্রস্তরবর্ষণে পার্থ রুষি তার বারণার্থ
ধনুতে যুড়িল দিব্য বাণ
শিলাবর্ষী শৈল প্রতি রুষি যথা সুরপতি
পূর্ব্বে বজ্র করিল সন্ধান।
শিলা পড়ে যথা যথা তীক্ষ্ণ বাণে তথা তথা
পণ্ডিত পাণ্ডব লক্ষ্য করে,
শরের আঘাতে তূর্ণ প্রস্তর হইল চূর্ণ
স্ফুলিঙ্গ নির্গমে ঝরঝরে॥

৪। কিরাত, ব্যাধ।
৭। করকা, মেঘ হইতে যে শিল পড়ে।
৮। ধরাধর, পর্ব্বত।

হেন মতে ক্ষিপ্ত শিলা ক্রমে বীর বিনাশিলা
দৈত্যদের জয়াশা সহিত,
হুঙ্কারে লক্ষিয়া বীর পরে শব্দবেধী তীর
ছাড়ি মারে প্রচুর অহিত।
ছায়া দেখি ভূমিতলে কোন দৈত্য নভস্তলে
বিঁধিল বিষম শরজালে,
কৃষ্ণার বরণ-দিনে মৎস্য-চক্র-স্থিত মীনে
বিভেদিল যথা পূর্ব্বকালে॥
ব্যর্থ দেখি শিলাবৃষ্টি, পুনশ্চ মায়ার সৃষ্টি
দৈত্যগণ দম্ভে আরম্ভিল,
ঝম ঝম বৃষ্টিপাত সন সন চণ্ড বাত
সহসা সমরে উপজিল।
মায়াময় ঘনঘটা মায়া-বিদ্যুতের ছটা
মাঝে মাঝে ঘোর গরজন,
গরজনে ফাটে কাণ, ঝড়ে দেহ কম্পমান,
ধারাপাতে আচ্ছন্ন গগন।
সুশিক্ষিত গুড়াকেশ তথাপি না মানে ক্লেশ,
পবনে কি গিরিবর কাঁপে,
বিশোষণ অস্ত্র বলে শুষিল নিখিল জলে
নিদাঘের রবির প্রতাপে।

কৃষ্ণা, দ্রৌপদী
১৭। গুড়াকেশ, অর্জ্জুন।

বৃষ্টির হইল শোষ দৈত্যেরা করিয়া রোষ
জনমায় চণ্ড পবমান,
তৃণ ধূলি উড়াইয়া তরু লতা উপাড়িয়া
বহিল অনিল বেগবান্ ॥
পার্থ-রথে বায়ু লাগে রথ নাহি চলে আগে
চাহে যেন পশ্চাতে হটিতে,
মাতলি অদ্ভুত মানে কশা দিয়া অশ্বে হানে
তবু অশ্ব না পারে টানিতে।
চাহিয়া সূতের আস্য করিয়া ঈষদ হাস্য
অস্ত্র নিল পার্থ মহাবল,
বীর পর্ব্বতাস্ত্র দিয়া, বায়ুবেগ নিবারিয়া,
দেখাইল শিক্ষার কৌশল ॥
দৈত্যগণ অমর্ষণ পুন করে প্রবর্ষণ
মায়াময় দুঃসহ দহন,
হুঁ হুঁ শব্দে সে অনল ব্যাপিয়া গগনতল
আক্রমিল পার্থের স্যন্দন।
লেলিহান জিহ্বা সম শত শত দীপ্ততম
শিখা উঠে দেখি লাগে ভয়,

২। পবমান, বাতাস।

৯। আস্য, মুখ।

১৩। অমর্ষণ, ক্রোধান্ধ অথবা ক্ষমা-রহিত।

১৭। লেলিহান জিহ্বা, অর্থাৎ যে জিহ্বা দিয়া কোন বস্তু চাটা যাইতেছে।

যে দিকে ফিরায় দৃষ্টি সেই দিকে অগ্নিবৃষ্টি
সৃষ্টি যেন হৈল অগ্নিময় ॥
তবে অস্ত্র জলময় অভিমন্ত্রে ধনঞ্জয়
বাম হস্তে ধরি দিব্য চাপ,
নিক্ষেপিয়া সে আয়ুধ, অগ্নি নিবাইল বুধ,
মূর্ত্ত যেন অরির প্রতাপ।
মায়া যদি গেল দূরে, দৈত্যবৃন্দ রোষে পূরে
হুঙ্কারে এড়িল নাগপাশ,
সহস্র সহস্র নাগ আবরিয়া নভোভাগ
বেগে ধায় পাণ্ডবের পাশ ॥
উঠাইয়া অগ্রকায় ফণা বিস্তারিয়া ধায়
ফণা-মণি জ্বলে ধক ধকে,
মুখে বিষ উগারিয়া সৃক্কদ্বয় জিহ্বা দিয়া
মুহুর্মুহু চাটে লক লকে।
আলোহিত চক্ষুর্দ্বয়, যেন অগ্নিশিখাময়,
অমর্ষে ঘূর্ণায়মান ভৃশ,
গণ্ড ফুলাইয়া ঘন, শ্বসি করে গরজন,
কামারের ভস্ত্রার সদৃশ ॥

৩। অভিমন্ত্রে, মন্ত্রদ্বারা অভিমন্ত্রিত বা পূত করে
৬। মূর্ত্ত, মূর্ত্তিমান্।
১১। অগ্রকায়, শরীরের পূর্ব্বভাগ।
১৩। সৃক্কদ্বয়, মুখচ্ছিদ্রের ডানি বাম দুই পার্শ্ব।
১৮। ভস্ত্রা, হাপর।

হেন কালে জপি মন্ত্র বৈনতেয়-পরতন্ত্র
অস্ত্র ছাড়ে কুরুবংশ-মণি,
ভুজঙ্গের সংখ্যা যত গরুড়ের মূর্ত্তি তত
ধনু হৈতে নির্গমে অমনি।
পাখ সাট দিয়া ঘন ধাইয়া গরুড়গণ
শত শত ভুজঙ্গমে গ্রাসে,
তখনি ত্যজিয়া দর্প মাথা গুঁজি কত সর্প
ভূমির বিবরে পশে ত্রাসে॥
এইরূপে অরি-সার্থ যত মায়া করে পার্থ
সকলি নিবারে অস্ত্র-বলে,
তা দেখিয়া দৈত্যকুল রোষে হলো সমাকুল
ঝড়ে যেন সাগর উথলে।
পাণ্ডবে করিতে জয় পুন স্বজে দৈত্যচয়,
বহুবিধ মায়ার প্রপঞ্চ,
একদা করিয়া দর্প বর্ষিল প্রস্তর সর্প
অস্ত্র বহ্নি বাত এই পঞ্চ॥
শম্ভুশিরে গঙ্গা যেন পার্থের মস্তকে হেন
পড়িল সে বৃষ্টি ভয়ঙ্কর,

১। বৈনতেয়-পরতন্ত্র, যে মন্ত্রের বা অস্ত্রের দেবতা গরুড়, তাদৃশ মন্ত্র বা অস্ত্র।

৯। অরিসার্থ, শক্রসমূহ।

১৪। প্রপঞ্চ, বিস্তার।

সে বেগ ধরিল ধীর ঊর্ম্মিবেগ জলধির
সহে যথা সহ্য মহীধর।
পার্থে পঞ্চ মায়াবল হলো যবে হীনফল
যতিতে কামের যেন বাণ,
তখন দানবগণ আরম্ভিল বিভীষণ
অন্যবিধ মায়ার বিধান॥
যুদ্ধ-রঙ্গে অলক্ষিতে পড়িল উপর হতে
যবনিকাসদৃশ আঁধার।
সূর্য্যেরো অবার্য্য তম দিবসে তামসীভ্রম
জন্মাইয়া পাইল বিস্তার॥
ঢাকিয়া সূর্য্যের কর চারি দিকে সান্দ্রতর
অন্ধকার ব্যাপিল গগন।
অমানিশি অর্দ্ধরাত্রে প্রদীপ নির্ব্বাণমাত্রে
ব্যাপে যথা রুদ্ধ নিকেতন॥
চলিত অথবা স্থিত অসিত অথবা সিত
উচ্চ নীচ দর্শন না হয়।
চক্ষুতে আঙ্গুল দিলে দরশন নাহি মিলে
অকালে প্রবর্ত্তে যেন লয়॥

৪। যতিতে, মুনিতে অর্থাৎ যাহারা ইন্দ্রিয় সকলকে সংযত করিয়াছে।
৮। যবনিকা, পর্দ্দা।
৯। অবার্য্য, যাহাকে বারণ করা যায় না। তামসী, অন্ধকারাচ্ছন্ন রাত্রি।
১১। সান্দ্রতর, অতিশয় নিবিড়।
১৫। অসিত, কাল। সিত, শুক্লবর্ণ।

প্রগাঢ় তিমির-ভরে   শ্বাস যেন রোধ করে
কলেবরে চাপা যেন লাগে।
কালিন্দী-সলিল-ওঘে   অথবা অঞ্জনযোগে
শূন্য বুঝি মুজিল দিগ্‌ভাগে ॥
বিশ্ব দেখি ধ্বান্তময়   মাতলি পাইল ভয়,
সবিস্ময় ইন্দ্রসুত বীর।
তুরঙ্গে না শুঝে পথ,   বিশৃঙ্খলে চলে রথ,
আসন নড়িল সারথির ॥
পড়িয়া অবনিতলে   মাতলি পাণ্ডবে বলে
ভয়ে ভিন্নস্বরে পুনঃ পুন,
"আয়ুষ্মন্! বল বল,   তোমার মঙ্গল বল,
কোথা তুমি রহেছ ফাল্গুন ॥
হেথা আমি স্থানভ্রষ্টে,   ভূমিতে পড়িনু কষ্টে,
স্যন্দনের বিষম গমনে।
চাবুক পড়িল কোথা,   রথ কোথা তুমি কোথা,
কিছুমাত্র না দেখি নয়নে ॥
ভয়েতে কম্পিত অঙ্গে,   সোণার কশার সঙ্গে,
হারাইনু বুদ্ধিশুদ্ধি যত।
সঙ্কট দেখিয়া ঘোর   অদ্যই হইল মোর
অভিনব ভয় উপনত ॥

৩। কালিন্দী, যমুনা নদী।

১০। ভিন্নস্বরে, গলাভাঙ্গা স্বরে।

১১। আয়ুষ্মন্, দীর্ঘ আয়ু যাহার আছে।

শুনিয়া থাকিবে পার্থ, দেবাসুরে অমৃতার্থ
বেধেছিল পূর্ব্বে ঘোর আজি।
সে আজিতে সুরস্বামী বহ্নি, আর বাত আমি,
ইন্ধন দনুজবংশরাজি ॥
শম্বর নমুচি জম্ভ, যেন মূর্ত্তিমান দম্ভ,
যবে দিল তুমুল আহব।
মোর রথপোতে বসি, অহিত-সাগরে পশি,
জয়-রত্ন লভিল বাসব ॥
হঠে যবে ত্রিভুবন আক্রমিল দশানন
নিশাচর অন্ধকার-ছবি।
সারথি করি আমারে নাশিলেন রাম তারে
অরুণসহায় যথা রবি ॥
দেখিয়াছি সুস্থমনে ত্রিপুরপুর-মথনে
মৃত্যুর উৎসব ঘোর যুদ্ধ।

৩। সুরস্বামী, ইন্দ্র।

৪। ইন্ধন, দাহ্যবস্তু, কাষ্ঠ ইত্যাদি। বংশ, কুল অথচ বাঁশ। রাজি, শ্রেণী, সমূহ।

৬। আহব, যুদ্ধ।

৭। রথপোতে, রথস্বরূপ অর্ণবযানে অর্থাৎ জাহাজে।

৯। হঠে, বলপূর্ব্বক।

১০। অন্ধকার-ছবি, আঁধারের মত যাহার কান্তি।

১২। অরুণ, সূর্য্যের সারথি, যাহার নাম অনূরু।

অকালে সংশয় করি সংহারিকা শক্তি ধরি
যে রণে পশিল হর ক্রুদ্ধ ॥
তারক অসুরে যবে কার্ত্তিকেয় মহাহবে
বধিলেন সুরসেনা লয়ে।
ইন্দ্রের হইয়া সূত দেখিলাম সে অদ্ভুত
তখনও ছিলাম অভয়ে ॥
সঙ্খ্যা দিব কত আর আমি যত সম্প্রহার
দেখিয়াছি মহাভয়ঙ্কর।
কিন্তু বয়ঃক্রমে মোর এ হেন সমর ঘোর
কখন না হইল গোচর ॥
হেন বুঝি বিধি আজি ছল করি এই আজি
প্রজাগণে করিবে সংহার।
সংহারসময় বিনে কভু নাহি হয় দিনে
সূচিভেদ্য হেন অন্ধকার ॥
পার্থ হও সাবধান, না করিহ ভয়-জ্ঞান,
অনর্থ-তরুর মূল ভয়।
ভয়ে জ্ঞান চুরি করে, অজ্ঞানে শূরতা হরে,
শূরতা-অভাবে নাহি জয় ॥”
শুনি বাণী মাতলির সভয় হইল ধীর
তথাপি অভীরুভাবে বলে,

৭। সম্প্রহার, যুদ্ধ।

১১। এই আজি, এই যুদ্ধ।

১৪। সূচিভেদ্য, সূঁচ দিয়া যাহা ফোড়াযায়।

"সূতবর স্থির রহ, ক্ষণমাত্র কষ্ট সহ,
ছলতমঃ বিনাশিব ছলে ॥
বিষে বিষ পায় ক্ষয়, কণ্টকে উদ্ধৃত হয়
কণ্টক, জলেতে কাটে জল।
গাণ্ডীব কোদণ্ড চণ্ড অস্ত্র আর ভুজদণ্ড
এ তিনের দেখ অদ্য বল ॥"
এতেক কহিয়া পার্থ দৈত্য-মায়া বিনাশার্থ
দৈবী অস্ত্রমায়া বিরচিল।
মন্ত্রিত মোহনী মায়া, বিপক্ষের মায়া ছায়া,
সহসা সকল বিনাশিল ॥
তমস্কাণ্ড গেল দূরে, ভুবন আলোকে পূরে,
পুলকে পূরিল দেখি সূত।
রথে আরোহিয়া পুন ধরিয়া অশ্বের গুণ
পার্থগুণ মানিল অদ্ভুত ॥
প্রকাশে হইল দৃষ্ট শব-মুণ্ডে ক্ষিতিপৃষ্ঠ
আবৃত হয়েছে অবিরলে।
দেখিলে সিহরে রোম তামসীনিশিতে ব্যোম
ঢাকে যথা নক্ষত্রপটলে ॥

৮। দৈবী, দেবতা-সম্বন্ধিনী অর্থাৎ দেবতাদিগের নিকট শিক্ষিতা।

৯। মন্ত্রিত, মন্ত্রদ্বারা সংস্কৃত। মোহনী অর্থাৎ শত্রুদিগের মোহজনিকা।

১১। তমস্কাণ্ড, অন্ধকারসমূহ।

১৪। নক্ষত্রপটলে তারাসমূহে।

পাদ বাড়াইতে স্থান ভূমে নাই দেখি যান
নভঃপথে বহে অশ্ব যত।
অবসর বুঝি পার্থ শরজালে অরি-সার্থ
বিনাশে নিমিষে শত শত ॥
দৈত্যগণ তবু কোপে মায়া সৃজে নানারূপে
পুনঃ পুন জয়-অভিলাষে।
ক্ষণে সৃষ্টি তমোময় ক্ষণে আলোকিত হয়,
পুন অন্ধকার বিশ্ব গ্রাসে ॥
ক্ষণে বৃষ্টি অতিশয়, ধরণী আপ্লুত হয়,
ক্ষণে পুন বহে চণ্ড বাত।
ক্ষণে বর্ষে বৈশ্বানর, পুন বর্ষে ঘোর শর,
পুন করে শিলা-বৃষ্টি-পাত ॥
এরূপে দনুজবর্গ মায়াময় উপসর্গ
যত যত সৃজে রোগ-সম।
নিপুণ বৈদ্যের ন্যায় পাণ্ডুপুত্র বীর তায়
সদ্যঃসদ্য করে উপশম ॥
হিমমুক্ত-রবি-সম দানব-কুলের যম
বীর হেন বিহরে সমরে।
তথাপি অসুরগণ জয় হেতু সযতন,
দরিদ্রে রতন সাধ করে ॥

১৭। হিমমুক্ত, নীহারাবরণ হইতে নির্গত।

মায়াতে সংবরি দেহ শাল তরু তুলি কেহ
পাণ্ডুসুতে মারিতে ঘুরায়।
শালতরু-অনুসারে বিঁধিয়া কুমার তারে
শাল সহ পাড়িল ধরায়॥
মারে কেহ সুবিশাল কাল-দণ্ড-তুল্য তাল,
গরজি গভীর ভীমনাদে।
যুড়িয়া সুধার তীর সেই তালগাছ বীর
তিলে তিলে কাটে অবিষাদে॥
দানব কতকগুলি গুরু গিরিকূট তুলি
নিক্ষেপিল বেগে রথোপরি।
গগনে ভ্রমিয়া রড়ে সে শৃঙ্গ অধোতে পড়ে,
দেখি জ্বলে মনুজ-কেশরী॥
জ্বলিয়া পাণ্ডবমণি নিক্ষেপিয়া চণ্ডাশনি
ফিরাইল গিরির শিখর।
যথা জোয়ারের বলে নদের সবেগ জলে
বিপরীতে ফিরায় সাগর॥
অনেকে রথের তলে গিয়ে ধুরা ধরি বলে
পার্থরথ উল্টাইতে চায়।
অপর দানব যোধ করিতে গতির রোধ
চাপি ধরে তুরঙ্গের পায়॥

৩। চণ্ডাশনি, ভয়ানক বজ্র।

গতিভেদ নিরূপিয়া   মাতলি তা বিতর্কিয়া
ইঙ্গিতে জানায় পাণ্ডুপুত্রে।
সে সবারে এক শরে,   গাঁথে বীর থরে থরে
মালা যেন গাঁথা যায় সূত্রে॥
অবিষয়ে দৃষ্টি যথা   কভু নাহি পড়ে তথা
পার্থশর না পড়ে অলক্ষ্যে।
কি আকাশে কি ভূতলে,   যে জন রহে যে স্থলে,
বাণ পশে তথা তার বক্ষে॥
পলাইলে নাহি ত্রাণ,   পৃষ্ঠে পৃষ্ঠে ধায় বাণ
নাহি ফিরে লক্ষ্য না বিঁধিয়া।
জয়ন্তের পৃষ্ঠভাগে   রামের বিশিখ আগে
গিয়াছিল যেমতি ধাইয়া॥
লঘুহস্তে পাণ্ডুসুত   শর ছাড়ে মন্ত্রপূত,
বিদ্ধ হয় অরি লক্ষ লক্ষ।
দৃশ্য নহে তূণস্পর্শ,   দৃশ্য নয় গুণাকর্ষ,
সন্ধান মোক্ষণ নহে লক্ষ্য॥
অপূর্ব্ব শিক্ষার গুণ,   শুনা যায় পুনঃ পুন
গাণ্ডীবের কেবল বিস্ফার।
দেখা যায় পরক্ষণে   দৈত্যমুণ্ড পড়ে রণে
পাকা তাল-ফলের আকার॥

১। গতিভেদ, রথগমনের বৈলক্ষণ্য। নিরূপিয়া জানিতে পারিয়া।
৫। অবিষয়ে, চক্ষুরিন্দ্রিয়-গ্রাহ্য বস্তু ভিন্নেতে।
১৮। বিস্ফার, ধনুর টঙ্কারশব্দ।

দেখিয়া স্বপক্ষ-ক্ষয় রুষিয়া অসুরচয়
দশনে অঙ্গুলী কামড়ায়।
সহসা করিয়া মায়া ধরিতে গিরির ছায়া
বাড়াইল নিজ নিজ কায়॥
আকৃতি ফিরিয়া হৈল নিমিষে বিশাল শৈল,
অভ্র-ভেদি উঠিল শিখর।
নিতম্ব, নিতম্বস্থান, গভীর নাসিকা কাণ
মুখ-ছিদ্র হইল গহ্বর॥
দীর্ঘ স্থূল তনুরুহ হইল ধরণিরুহ,
ঘর্ম্মজল হইল নির্ঝর।
লৌহময় সন্নহন জলধর-দরশন,
অস্থি তাহে কঠিন পাথর॥
আবরি সমরাঙ্গন বেগে বাড়ে গিরিগণ
কিরীটীর ঘেরিয়া স্যন্দন।
বিন্ধ্যের বর্দ্ধনভয় পুনশ্চ সূর্য্যের হয়,
শৃঙ্গ লগ্নে রুগ্ন গ্রহগণ॥
গুহাসম অল্প ফাঁকে কষ্টে পাণ্ডুসুত থাকে,
ভূধর পড়িতে চায় শিরে।

৬। অভ্র, মেঘ বা আকাশ।

৭। নিতম্বস্থান, পর্ব্বতের কটক দেশ।

৯। তনুরুহ, রোম, লোম। ধরণিরুহ, বৃক্ষ, গাছ

১১। সন্নহন, কবচ, সাঁজোয়া।

১৬। রুগ্ন, পীড়িত।

নিরখিয়া মায়াময় শিখরীর উপচয়,
ভয় উপজিল মহাবীরে ॥
ঘামিয়া কাঁপিল তনু, খসিল হাতের ধনু,
দিবাচন্দ্রসদৃশ বদন।
রথীর বিকৃত হিয়া চিহ্ন দেখি অনুমিয়া
সূত কহে অক্লীব বচন ॥
"বীরের তিলক তুমি পাণ্ডব! ধৈরজ-ভূমি
ভয়ে কি উচিত তব খেদ।
পবনের বেগবলে উভয়েই যদি চলে
তৃণ আর গিরিতে কি ভেদ ॥
কুলিশ আয়ুধ মার, দর্শাও পৌরুষ সার,
অরিকে নিকার দেহ বীর।
মঘবা যেমতি পর্ব্বে সেই অস্ত্র দিয়া পূর্ব্বে
পক্ষ ভেদ করিল গিরির ॥"
মাতলির সুবচনে পুন বিজয়ের মনে
নূতন উৎসাহ যেন হয়।
বজ্রমন্ত্র জপি দাপে বাণ আরোহিয়া চাপে
গিরিতে এড়িল ধনঞ্জয় ॥

১। শিখরীর, গিরির। উপচয়, বৃদ্ধি।
১১। কুলিশ, বজ্র।
১২। নিকার, পরাভব।
১৩। মঘবা, ইন্দ্র।

গাণ্ডীব হইতে দ্রুত বাহিরিল বজ্রভূত
বজ্রের প্রেরিত বাণজাল।
মহীধর-রূপ-ধর-দৈত্য-হৃদে অস্ত্রবর,
প্রবেশিল গরজি করাল ॥
সে ভীম বিশাল ধ্বান বধির করিল কাণ
থরহরে কাঁপিল জগৎ।
পুষ্করাবর্ত্তক আর বুঝি ক্ষুব্ধ পারাবার
ধ্বনিল যুগান্তে যুগপৎ ॥
মর্ম্ম-ভেদী সে ভিদুর দনুজের অস্থি চূর
করি ফিরে কিরীটীর পাশে ॥
আলিঙ্গিয়া পরস্পর দৈত্যগণ অনন্তর
ভূতলে পড়িল প্রাণনাশে।
এরূপে দনুজদলে পড়িলে ধরণীতলে
সিংহনাদ ছাড়িল নৃহরি।
হিরণ্যকশিপুহিয়া পূর্ব্বে যথা বিদারিয়া
গর্জ্জিলা নৃহরিতনু হরি ॥
নিবাতকবচ-চয় গেল যদি যমালয়,
অবশিষ্ট অল্প দিতিসুত
ঝাঁপিয়া সাগরজলে, ভূমি বিদারিয়া বলে
পাতালে পশিল ভয়ে দ্রুত ॥

৪। করাল, ভয়ানক।
৯। ভিদুর, বজ্র।

ভুজদণ্ডে পার্থ রথী অরি-বল-সিন্ধু মথি
উপার্জ্জিল বিজয়-কৌস্তুভ।
অকলঙ্ক কলাপূর্ণ, সে সিন্ধু হইতে তূর্ণ,
উঠে পুন যশ-ইন্দু শুভ ॥
দনুজ পাইল ক্ষয়, জগতী সুস্থিত হয়
ঝড়বেগ-বিরামে যেমন।
মঙ্গল্য-দুন্দুভি-নাদ-সহকারে সাধুবাদ
উচ্চরিল স্বরগে তখন ॥
সমরে অমররাজ নিরখি সুতের কাজ
আপনাকে পাশরে হরিষে।
দিব্যাঙ্গনা শতশত পার্থশিরে অবিরত
দেবদ্রুম-কুসুম বরিষে ॥
ফুলের কোমল স্পর্শে অর্জ্জুন শিহরি হর্ষে
ভুলিল বৈরীর শরব্যথা।
ঝলসি দব-দহনে অমৃতের বরিষণে
পল্লবিত হয় তরু যথা ॥

১। ভুজদণ্ডে, ভুজস্বরূপ মন্থান-দণ্ডে।

৮। উচ্চরিল, উত্থিত হইল।

৯। অমররাজ, ইন্দ্র।

১২। দেবদ্রুম-কুসুম, কল্পদ্রুমের ফুল।

১৫। দব-দহন, বনে জাত অগ্নি, দাবানল।

১৬। পল্লবিত, পল্লবযুক্ত।

মরিল অসুরগণ, কাঁদে তার বধূজন,
দৈত্যপুরী পূরে কোলাহলে।
কৃষ্ণসার হারা হয়ে মৃগীযূথ যথা ভয়ে
আর্ত্তনাদ করে বনস্থলে ॥

পরে রণাঙ্গন ত্যজি মাতলি হরিষে মজি
অসুর-পুরের পথে তুরঙ্গ চালায়।
অশ্ব দেখি দশশত অসুর-বনিতা যত
ইতস্তত ভয়ত্রাসে স্খলিয়া পালায় ॥
অন্ধকার পরিভবি উদয় লভিয়া রবি
গগনমণ্ডলে যবে মহাজবে যায়।
তখন তারকাগুলি যেমতি দিগন্তে ঝুলি
সে তেজ সহিতে নারি অদর্শন পায় ॥

ইতি নিবাতকবচ-বধে মহাকাব্যে নিবাতকবচ-বধ
নামে ত্রয়োদশ সর্গ।

৮। স্খলিয়া, স্খলিত হইয়া।
১০। মহাজবে, অতিশয় বেগে।

পুরীতে পশিবামাত্র সুষমা হেরিয়া,
বীরের শিহরে গাত্র কদম্ব জিনিয়া।
চটুল প্রস্ফারতর ঘুরে দুনয়ন
মধ্যন্দিনে বাতাহত নলিন যেমন॥

উপমা *

"আহা, আহা, এই স্থানে রহ মহাশয়,
দেখি দেখি পুন দেখি" সূতে পার্থ কয়।
অসুরের মায়া এ কি, অথবা স্বপন,
দেবপুরী দেখিলাম, না দেখি এমন॥
নায়ক বিনেও যথা শোভে মুক্তাহার,
অলি বিহনেও শোভে পদ্ম যেপ্রকার,
শুধাংশু বিনেও যথা শরদে গগন,
প্রভু বিহনেও শোভে এ পুর তেমন॥

মালোপমা †

১। সুষমা, উত্তম শোভা।

৩। চটুল প্রস্ফারতর, চঞ্চল অথচ অতিশয় বিস্তীর্ণ।

৪। মধ্যন্দিনে, দিনের মধ্য সময়ে।

৯। নায়ক, হারের মধ্যস্থানে স্থিত বড় মণি।

* উপমার লক্ষণ। উপমান উপমেয় ভাবাপন্ন দুইটী পদার্থের একবাক্যে অবিশেষে সাধর্ম্ম্য (সাদৃশ্য) বাচ্য হইলে উপমা হয়।

† যেরূপ একটী সূত্রে বহুগুটিকা গাঁথিলে মালা হয়, তাহার ন্যায় একটী উপমেয়ের অন্যূন তিনটী উপমান বিশেষণ হইলে মালোপমা বলা যায়।

দেখাইতে বুঝি কারিকরীর চাতুরী,
গড়িলা নমুনারূপে বিধি এই পুরী।
হেরিয়া নয়ন মন তৃপ্ত মোর নয়,
যত দেখি ততই দেখিতে তৃষ্ণা হয়॥
লক্ষ্মীর হৃদয়ে যেন শোভে নারায়ণ,
তাঁহার হৃদয়ে শোভে কৌস্তুভ যেমন,
কৌস্তুভের হৃদে যথা উজ্জ্বল কিরণ,
সাগরের হৃদে শোভে এ পুর তেমন॥

রসনোপমা *

তুল্যকান্তি ইহার অমরাবতী নয়,
স্বর্গীয়েরো স্বর্গ ইহা হেন জ্ঞান হয়।
কলা মাত্র ইহার অলকাপুরে মানি,
রাকার নিকটে যথা প্রতিপদে জানি॥
এই নগরীর তুল্য এই সে নগরী,
এর কারিকরী যেন এই কারিকরী।

৯। তুল্যকান্তি, শোভা-সম্পত্তিতে সমান।

১১। কলা, ষোড়শাংশ।

১২। রাকা, পূর্ণিমা তিথি।

* রসনা অর্থাৎ বিছা অলঙ্কারেতে যেরূপ একটী কৌঁড়ার উপরে আর একটী, তাহারও উপরে আর একটী, এই ক্রমে গাঁথা থাকে, তাহার ন্যায় সকলের অধঃস্থ (অর্থাৎ বিশেষ্য) উপমেয় পদার্থের উপরে যে উপমান তদুপরি আর একটী উপমান, এইরূপে অন্যূন তিনটী উপর্য্যুপরি উপমান নিবেশিত হইলে রসনোপমা বলা যায়।

অট্টালক প্রাচীর প্রাসাদ যত আছে,
আপনি সদৃশ সবে আপনার কাছে ॥

অনন্বয় *

শুনি যন্তা পার্থে কহে, সত্য ইহা বটে,
অমর-নগরী তুচ্ছ ইহার নিকটে।
পূর্ব্বে মহেন্দ্রের বাস ছিল এই পুর,
ব্রহ্ম-বরে পরে বলে লভিল অসুর ॥
বিভবে মহেন্দ্র যথা এ পুর তেমতি,
এ পুর বিভবে যথা মহেন্দ্র তেমতি,
এ শুদ্ধান্ত যথা রম্য সুরবধূ তথা,
সুরবধূ যথা রম্য এ শুদ্ধান্ত তথা ॥

উপমেয়োপমা †

এই তো গোপুর পার হইলে কেবল,
চল আগে দেখাইব রম্যতর স্থল।
গজ-বাজি-শালা দেখ গজ-বাজি-হীন,
পরাণ বিহনে দেহ যেমতি মলিন ॥

৯। শুদ্ধান্ত, অন্তঃপুর, খিড়কী।

১১। গোপুর, নগরের দ্বার।

* অনন্বয়। একটী পদার্থই যদি উপমান এবং উপমেয় হয়, তবে অনন্বয় বলা যায়।

† উপমেয়োপমা। পূর্ব্ব বাক্যের উপমান ও উপমেয় দুইটী পদার্থ যদি উত্তর বাক্যে (বিপরীতভাবে) উপমেয় এবং উপমানরূপে বর্ণিত হয়, তবে উক্তনামক অলঙ্কার বলা যায়।

বিপণিতে দুই দিকে দেখ সারি সারি,
প্রবাল মুকুতারত্ন শঙ্খ মনোহারি।
রত্নাকরগর্ভ মনে পড়িল এখানে,
শোষিল অগস্ত্য মুনি যবে জলপানে॥

স্মৃতি *

ভুবনের দ্রব্যজাত হেথা সংগৃহীত,
গজযূথ দেখি যথা দর্পণে বিম্বিত।
যে দোকানে পড়ে সেই খানে রহে আঁখি,
পতঙ্গ দেখিয়া যেন ফাঁদে পড়ে পাখী॥
দানব যমের কারাভবন নরক,
দোর্দ্দণ্ডে অনুশাসিত দেখ ভয়ানক।
দুস্তর পরিখা-বৈতরণীতে বেষ্টিত,
যাতনা ভুঞ্জিয়া হেথা বন্দী প্রেত স্থিত॥

রূপক †

১। বিপণি, দোকান, পসারি।

৫। দ্রব্য-জাত, দ্রব্যসমূহ।

৬। বিম্বিত, প্রতিবিম্বিত।

৯। কারাভবন, জেলখানা, ফাটক।

১০। দোর্দ্দণ্ডে, বাহুস্বরূপ দণ্ড অর্থাৎ যমদণ্ড দ্বারা।

১১। পরিখা, জল-গড়।

১২। প্রেত, নরকবাসী প্রাণী।

* প্রস্তুত পদার্থের অনুভব হওয়াতে উদ্বোধকবশতঃ তৎসদৃশ বস্তুর স্মরণেতে যে চমৎকার-বিশেষ তাহাকে স্মৃতি কহে।

† উপমেয় পদার্থকে শব্দদ্বারা উদ্দেশ করিয়া অভেদ-সম্বন্ধে উপমান পদার্থের সারোপা-লক্ষণা-মূলক যে আরোপ তজ্জন্য চমৎকারবিশেষকে রূপক বলা যায়। দানব যমের ইত্যাদি কবিতাতে যাতনা-ভোগই রূপকের সাধক।

শুনি প্রহরীকে আজ্ঞা দিয়া ইন্দ্রসুত,
বন্দীর নিগড়-বন্ধ ঘুচাইল দ্রুত।
ভব-বন্ধ বিচ্ছেদিয়া যেন ভক্ত জনে
মুক্তি দেয় মহেশ্বর সকরুণ মনে॥
পরে কত দূর গিয়া যন্তা পার্শ্বে কয়,
বামভাগে হর্ম্ম্যশ্রেণী দেখ মহাশয়।
মদন-ব্যাধের ফাঁদ, রসের এ হ্রদ,
পিরীতি-মণির খনি, গণিকা-আস্পদ॥

মালারূপক *

অদূরে বিরাজে উচ্চ রাজার প্রাসাদ,
দেখ মূর্ত্তিমান্ যেন মনের প্রসাদ।
ঋজু রাজপথ এই স্ফটিকে রচিত,
পুরীর সীমন্ত যেন হের হরে চিত॥
কল্পতরুবীথী দেখ পথের দুধারে,
অবনতশিরে শোভে ফুলফলভারে।

২। নিগড়, লৌহ-শৃঙ্খল।

৫। যন্তা, সারথি, এখানে মাতলি।

৮। গণিকা-আস্পদ, বেশ্যাদিগের স্থান।

১০। প্রসাদ, প্রসন্নতা।

১২। সীমন্ত, সীঁতি।

* আরোপের বিষয় একটী পদার্থকে উদ্দেশ করিয়া অন্ততঃ তিনটী উপমানের আরোপ হইলে মালারূপক হয়।

ছায়াতে যাদের তল শীতল শোভন,
পথিকের পক্ষে হয় সুলভ সদন।

পরিণাম *

পাশে উপবন হের, জুড়াও নয়ন,
পোড়া অঙ্গ জুড়াইল এখানে মদন।
ত্রিভুবনে হেন বন আর নাহি মিলে,
পুত্রশোক ভুলে লোক এ স্থানে আসিলে ॥
ভূষণ মুকুতা কিংবা হাস্য ঋতুশ্রীর,
মূর্ত্তিমান পুণ্যরাশি কিংবা বিলাসীর।
বটে বটে বুঝিলাম কুসুম এ সব,
ঘুচাইল সংশয় অলির কলরব ॥

সংশয় †

কুসুমবিকাসে হাসি পবনে কাঁপিয়া,
বিটপীর কাঁধে শাখা-বাহু পসারিয়া,

৭। ঋতুশ্রীর, বসন্ত ঋতু-লক্ষ্মীর।

১২। বিটপী, বৃক্ষ, তরু।

* আরোপ্যমাণ (আরোপের বিধেয়) পদার্থ যে স্থলে স্বকীয় প্রয়োজনকারিতা হেতুক আরোপের উদ্দেশ্যরূপে পরিণত হয় সেই বৈচিত্র্য-বিশেষকে পরিণাম কহে। এখানে পথিকের সদন, কল্পতরুতলরূপে পরিণত হইয়াছে এবং সদনে যেরূপ সুখে ভোজন শয়ন করাযায় ইহাতেও তাদৃশ সুখজনকতা আছে। সুলভতা হেতু ইহা অধিকারূঢ়বৈশিষ্ট্য পরিণাম।

† প্রস্তুত পদার্থে অপ্রস্তুত পদার্থের যে সন্দেহ তজ্জন্য চমৎকার-বিশেষকে সংশয় কহে। এ স্থলে নিশ্চয়ান্ত সংশয়।

মকরন্দ-ঘর্ম্মজলে আর্দ্র আর্দ্র কায়,
অনুরাগচিহ্ন হেথা লতাও দেখায় ॥
পরিহাসে লুকায়িত কামিনী খুঁজিতে,
কামী জন এই বনে প্রিয়া বুঝি চিতে,
প্রত্যেক লতিকা ধরি ঠকিয়া ঠকিয়া,
কান্তাকেও ধরিতে না চায় নিরখিয়া ॥

ভ্রান্তিমান্ *

পরস্পর অবিরোধী হেথা ঋতুগণ,
অগ্নি জল দুই রহে সাগরে যেমন।
মুকুল কুসুম ফল নূতন পল্লবে,
তরু লতা পূর্ণ সদা স্বর্গীয় বিভবে ॥
অলি পিক দেখে ইহা মধুর অধীন,
বর্ষাশ্রীভূষিত বুঝে চাতক বর্হিণ।
মরাল সারস মানে শরদে আশ্রিত,
খঞ্জন খঞ্জনী জানে শীতে অধিকৃত ॥

উল্লেখ †

১। মকরন্দ, পুষ্পরস, ফুলের মধু।

১২। বর্হিণ, ময়ূর।

১৩। মরাল, হংস, হাঁস।

* প্রস্তুত পদার্থে সাদৃশ্য-মূলক অপ্রস্তুত পদার্থের ভ্রম হইলে যে চমৎকার হয় তাহাকে ভ্রান্তিমান্ কহে। এ স্থলে লতাতে কামিনী-ভ্রম এবং কামিনীতে লতা-ভ্রম হেতুক ভ্রান্তিমান্।

† জ্ঞাতার অথবা বিষয়ের ভেদ-নিবন্ধন এক পদার্থেরই যে অনেকধা উল্লেখ, তাহাকে উল্লেখ বলা যায়।

লতাকুঞ্জ আক্রীড়-পর্ব্বত সরোবর
স্থানে স্থানে হের আহা কিবা মনোহর।
কোকিল ময়ূর আর ভ্রমরের কলে
জাগরূক তনুশয় সদা এই স্থলে॥
নলিনীর ছলে দেখ সম্মুখে যোষিত
ঊর্ম্মিময় এই তার ভুরুর ললিত।
অলি-যুক্ত-পদ্ম-ছদ্মে অপাঙ্গচলন
বিমল-সলিল-ছলে শোভে খোলা মন॥

অপহ্নুতি *

কমল কুমুদে এর সলিল আচিত,
সোপান-ভঙ্গীতে ঘাট স্ফটিকে রচিত।
সরসীর তীরে হের সহকারবন,
কুরবক চম্পক বকুল অগণন॥
পুষ্পিত কিংশুক হের ভৃঙ্গে আকুলিত,
দাবানল নহে ইহা ধূমের সহিত।

১। আক্রীড়-পর্ব্বত, বিহারার্থ কৃত্রিম পর্ব্বত।

৩। কলে, অব্যক্ত অথচ মিষ্ট শব্দে।

৪। তনুশয়, শরীরেতে যে শুইয়া থাকে অর্থাৎ কন্দর্প।

৫। নলিনী, পদ্মযুক্তা সরসী; পুষ্করিণী।

৯। আচিত, ব্যাপ্ত।

১০। সোপান-ভঙ্গীতে, পইটার প্রকারে।

১৩। কিংশুক, পলাশ।

* প্রস্তুত পদার্থের অপলাপপূর্ব্বক অপ্রস্তুতরূপে তাহাকে বিধান করিলে অপহ্নুতি বলে।

তথাপি বিরহী জন কি জানি বুঝিয়া,
পরিহরে এই বন দূরেতে থাকিয়া॥

নিশ্চয় *

মন্দার সন্তান হরিচন্দন প্রভৃতি,
দেবতরু পঞ্চ এ বনের অলঙ্কৃতি।
নিন্দিত নন্দন-বন ইহার নিকটে,
যোড়শাংশ চৈত্ররথ বটে কি না বটে॥
উপবন অতিক্রমি এই রাজধানী,
কৈলাস দ্বিতীয় যেন শোভে হেন মানি।
জ্ঞান হয় যেখানে চিকণ শুক্ল ভাসে,
বৈজয়ন্তে সৌধগণ বুঝি উপহাসে॥

উৎপ্রেক্ষা †

'সম্পাদে আমার তুল্য কিংবা উন্নতিতে
আছে কি না আছে কোন বস্তু ত্রিলোকীতে।'
ইহাই দেখিছে বুঝি নৃপতিমন্দির,
কুতূহলে ব্যোমতলে উঠাইয়া শির॥
অন্যই ইহার বটে নির্ম্মাণচাতুরী,
স্বতন্ত্রপ্রকার কিবা শোভার মাধুরী।

৬। চৈত্ররথ, কুবেরের উদ্যান।

* সংশয় সম্ভাবনাতে অপ্রকৃত কোটির নিরাস করিয়া প্রকৃত কোটির নিশ্চয় হইলে তাহাকে নিশ্চয় বলাযায়।

† উপমেয় পদার্থে উপমান-প্রকারেতে যে উৎকট-কোটিক সম্ভাবনা (সংশয়) তাহাকে উৎপ্রেক্ষা কহে।

দৃষ্টি হেথা পড়িতে না পড়িতে তোমার,
আগেই হইল দেখি বিস্ময়ে প্রস্ফার ॥

অতিশয়োক্তি *

ইষ্টক রজত আর সুবর্ণে রচিত,
বিবিধ সদন দেখ রতনে খচিত।
শিরে লগ্ন মণি-জালে নিশায় নিশায়,
নক্ষত্র-মালার সখ্যা যে সবে বাড়ায় ॥
চিকণ-রোকনে লেপা স্ফটিকের ভিতে,
অন্য গৃহ শোভে এই বিশদ কান্তিতে।
মলিন ইহার কাছে মৃণাল, কুমুদ,
কুন্দ, ইন্দুবিম্ব, কম্বু, শরদ-অম্বুদ ॥

তুল্যযোগিতা †

২। প্রস্ফার, বিস্তৃত, প্রসারিত।

৮। বিশদ, ধবল, শ্বেত।

১০। ইন্দুবিম্ব, চন্দ্রমণ্ডল। কম্বু, শঙ্খ, শাঁখ।

* প্রকৃত বিষয়ের নিগরণ(অধঃকরণ)হেতুক সিদ্ধ যে অপ্রকৃতের অধ্যবসায় তাহাকে অতিশয়োক্তি কহে; ইহা পাঁচপ্রকার, যথা ভেদসত্ত্বে অভেদের অধ্যবসান, অভেদে ভেদের অধ্যবসান, সম্বন্ধসত্ত্বে সম্বন্ধাভাবের অধ্যবসান, সম্বন্ধাভাবেতে সম্বন্ধাধ্যবসান, কার্য্যের পূর্ব্বকালে কারণ থাকে এই নিয়মের বিপর্য্যয়াধ্যবসান। এ স্থলে অভেদ থাকিলেও ভেদের অধ্যবসান ও কার্য্য-কারণের পৌর্ব্বাপর্য্য-নিয়মের বিপর্য্যয় অধ্যবসান হেতুক অতিশয়োক্তি।

† প্রস্তুত বহু পদার্থের এক ধর্ম্মে সম্বন্ধ অথবা অপ্রস্তুত বহু পদার্থের এক ধর্ম্মে সম্বন্ধ বর্ণিত হইলে তুল্যযোগিতা কহে। এস্থলে অপ্রস্তুত মৃণালাদির মলিনত্ব রূপ একধর্ম্ম-সম্বন্ধ কথিত হইয়াছে।

গবাক্ষে ঘটিত চন্দ্রকান্ত পদ্মরাগ
হীরা মরকত কত দেয় পরভাগ।
অনন্তের ফণাশ্রেণী যেন মণিময়,
সারি সারি স্তম্ভ-পাঁতি শোভে অতিশয়॥
এত বড় বিভব সম্পদ হেন স্ফীত,
তবু ইহা দেখি এবে দুখী মোর চিত।
পদ্মে শোভে সরোবর, গৃহ পরিবারে,
উৎসবে সম্পদ শোভে, কাব্য অলঙ্কারে॥

দীপক *

কহিতে কহিতে হেন উত্তরিয়া দ্বারে,
নামিল মাতলি তথা পার্থ সহকারে।
দিব্য প্রভাবেতে রথ সুস্থির রহিল,
বাড়ী নিরখিতে দোঁহে ভিতরে পশিল॥
পাণ্ডবে দেখায় সূত নৃপের আস্থান,
বহুবিধ মণি দিয়া বিচিত্র নির্ম্মাণ।
তুলনার স্থান নাই যাহার নিখিলে,
কৌস্তুভের দ্বিতীয় রতন কোথা মিলে॥

প্রতিবস্তূপমা †

২। পরভাগ, গুণের উৎকর্ষ।

১৩। আস্থান, সভা অর্থাৎ কাচারির ঘর।

* প্রস্তুত ও অপ্রস্তুত এই দুই পদার্থের এক-ধর্ম্ম-সম্বন্ধ বর্ণনা করিলে দীপক হয়। এ স্থলে গৃহ এবং সম্পদ প্রস্তুত, তাহার সহিত অপ্রস্তুত সরোবর ও কাব্যের শোভা প্রাপ্তি-রূপ এক-ধর্ম্ম-সম্বন্ধ বর্ণিত হইয়াছে।

† পূর্ব্ব ও উত্তর এই দুই বাক্যে সাদৃশ্য ব্যঙ্গ্য স্থলে তুল্যার্থবাচক ভিন্ন ভিন্ন পদ দ্বারা সামান্য ধর্ম্মের কথন হইলে প্রতিবস্তূপমা বলাযায়।

ঝুলিছে মুকুতা-দাম তোরণে তোরণে,
মণি-কাঞ্চী ঝুলে যেন নারীর জঘনে।
গর্ভাগার দীপ্ত সদা মণির জ্যোৎস্নায়,
মুনিমন দীপ্ত যথা জ্ঞানের প্রভায়॥
সজ্জা আর সমৃদ্ধিতে যে সভার আগে
বাসবের সমিতি নয়নে নাহি লাগে।
সমধিককান্তি ইন্দু পাইলে উদয়,
সহসা কমলাকর সঙ্কুচিত হয়॥
দৃষ্টান্ত *
ভবনে ভবনে অধিদেবতার ন্যায়,
মঞ্জুরূপা শালভঞ্জী শোভে যে সভায়।
কৃত্রিম কি অকৃত্রিম সেই সমুদয়,
গায়ে হাত নাহি দিলে নির্ণয় না হয়॥
তেজস্বী পরের তেজে হইলে তাপিত,
নিজ তেজ প্রকাশিতে না হয় কুণ্ঠিত।

১। তোরণ, দ্বারের বাহির, বারাণ্ডা।

৩। গর্ভাগার, বাসগৃহ, ভিতরের ঘর।

৫। সমৃদ্ধি, উন্নত সম্পত্তি।

৬। সমিতি, সভা।

৮। কমলাকর, পদ্মসমূহ।

১০। মঞ্জুরূপা মনোহররূপবতী। শালভঞ্জী, পুত্তুল, পুত্তলী।

১৪। কুণ্ঠিত, যত্নহীন, নিরুৎসুক।

* সামান্য-বাচক পদদ্বয়ের আপাততঃ ভিন্নার্থ বোধ হওয়াতে প্রণিধান (বিশেষপর্য্যালোচনা) দ্বারা যদি পূর্ব্ব ও উত্তর বাক্যে উপমান উপমেয় ভাব জানাযায়, তবে দৃষ্টান্তালঙ্কার হয়।

এই জানাইয়া রবি-কর-অভিঘাতে,
সূর্য্যকান্ত মণিগণ জ্বলে যে সভাতে ॥

নিদর্শন *

মাঝে মাঝে পদ্মরাগ-মণিতে খচিত
স্থল নিরখিয়া ইন্দ্রনীলে বিরচিত,
নলিনীর ভ্রমে জলচর পক্ষিগণ
বিফল যেখানে করে গমনাগমন ॥
কৃষ্ণ সিত রাঙ্গা পীত বিবিধবরণ
কৃষ্ণ সিত রাঙ্গা পীত মণির কিরণ
যে সভাতে শোভে ইন্দ্র-ধনুর সদৃশ,
কিন্তু সে নিমিষে মিশে, এ নহে তাদৃশ ॥

ব্যতিরেক †

ইন্দ্রনীল-মণির দেখিয়া কান্তি-ছটা
পোষা শিখী যেখানে বুঝিয়া ঘনঘটা,
অকালেও ডাকিয়া সুস্বরে নৃত্য করে,
চন্দ্রকে উৎপল-বন রচিয়া অম্বরে ॥

১২। শিখী, ময়ূর।

১৪। চন্দ্রকে, ময়ূরের পুচ্ছে যে চিত্র বিচিত্র চিহ্ন থাকে তাহার নাম চন্দ্রক, তদ্দ্বারা। অম্বরে, আকাশে।

* প্রস্তুতের বর্ণনাতে তুল্যরূপে অপ্রস্তুত পদার্থের গুণক্রিয়াদি জ্ঞাপিত হইলে সম্ভবদ্বস্তু-সম্বন্ধ নিদর্শন কহে এবং বাধবশতঃ যথাশ্রুত অর্থের অন্বয় না হওয়াতে যদি উপমা কল্পনা করাযায়, তবে অসম্ভবদ্বস্তু-সম্বন্ধ নিদর্শন কহে। এ স্থলে পূর্ব্বোক্ত নিদর্শন।

† সাদৃশ্য-বোধ-স্থলে উপমান অপেক্ষা উপমেয়ের কোন বিশেষ গুণ বা দোষ দর্শিত হইলে ব্যতিরেক হয়।

পদ্মরাগ মণির সহিত কামী জন,
অনুরক্তহৃদয় যেখানে অনুক্ষণ।
কামিনী বিলাস লভি যৌবনের সঙ্গে,
অপাঙ্গের সঙ্গে সঙ্গে ফিরায় অনঙ্গে॥

সহোক্তি*

পিঞ্জরের শুকপাখী সময়ে সময়ে
যে সভাতে বন্দীদের প্রতিনিধি হয়ে,
মৃদুপদে বাক্য রচি, জিনি সুকবিরে,
নৃপতির স্তুতিগান করে ধীরে ধীরে॥
পঙ্ক বিনা প্রসন্ন যেখানে জলাশয়,
বিরহ বিহনে প্রেমে মগ্ন যুবদ্বয়।
তিমির-সঞ্চার বিনা প্রবর্ত্তে রজনী,
কণ্টক বিটপী বিনা রমণীয় বনী॥

বিনোক্তি †

ইন্দ্রনীল-ভূমি যথা কান্তির ছটায়
কৃষ্ণ যবনিকা দিয়া আচ্ছাদিত প্রায়।

২। অনুরক্তহৃদয়, যাহার হৃদয় অনুরাগ-যুক্ত। অনুরাগ, রক্তিমাবর্ণ এবং আসক্তি-বিশেষ বা রতি।

৬। বন্দীদের, স্তুতিপাঠকদিগের।

১০। যুবদ্বয়, যুবা ও যুবতী এই দুই।

১২। বনী, ছোট বন, উপবন।

১৪। কৃষ্ণ যবনিকা, কাল রঙ্গের পর্দ্দা।

* ভঙ্গীক্রমে সহার্থক শব্দ দ্বারা গুণক্রিয়াদির সাদৃশ্য অথবা সমকালীনতা প্রতিপন্ন করিলে সহোক্তি বলাযায়।

† বিনার্থবাচক পদ দ্বারা কোন পদার্থ ব্যতিরেকে তদিতরের উৎকর্ষ অথবা অপকর্ষ জ্ঞাপন করিলে বিনোক্তি হয়।

দৃষ্টি নাহি চলে তেঁই গূঢ় অতিশয়,
দিবাতেও কামীর সঙ্কেত-স্থান হয়॥
বিরস-হৃদয়ে সারা দিন কাটাইয়া
সন্ধ্যাকালে চন্দ্রিকার সঙ্গম লভিয়া।
প্রতি রাত্রে যে সভাতে চন্দ্রকান্ত মণি,
ধর্ম্মাক্ত আপন অঙ্গ জুড়ায় অমনি॥

সমাসোক্তি *

সলিল-যন্ত্রের জলে যাহার অঙ্গনে,
ধূলি মাত্র মরে পঙ্ক জনম বিহনে।
দেখাইয়া মাতলি সে সভা কিরীটীরে,
বিবরণ কহিতে লাগিলা ধীরে ধীরে॥
ব্রহ্মবরে অভিমানী মায়াবী বিক্রমী
সাহসী দুঃসহ শূর অজেয় অক্ষমী
নিবাতকবচগণ দেবে তাড়াইয়া,
এ সভা লইয়াছিল বলেতে কাড়িয়া॥

পরিকর †

তব বাহুদণ্ড-বলে পুন মঘবার
এ সভাতে অধুনা হইল অধিকার।

৩। বিরস, তরলপদার্থশূন্য এবং অনুরাগশূন্য।

১৫। মঘবা, ইন্দ্র।

* তুল্যরূপ কার্য্য, লিঙ্গ এবং বিশেষণের চাতুর্য্য বশতঃ প্রস্তুত পদার্থ দ্বারা অপ্রস্তুত পদার্থের ব্যবহার ব্যঙ্গ্য হইলে সমাসোক্তি বলাযায়। এ স্থলে চন্দ্রকান্ত মণিতে নায়ক-ব্যবহারারোপ ব্যঙ্গ্য।

† অব্যর্থ (অভিপ্রায়বোধক) বহু-বিশেষণ দ্বারা উক্তিকে পরিকর বলে।

হারাধন-লাভে আর অরির নিকারে
আজি ইন্দ্র মজিবে আনন্দ-পারাবারে ॥
নিবাতকবচ-বধ কত গুরু আর,
তোমার বাহুতে সাজে ভুবনের ভার।
নর তুমি দেবতা হইতে শক্তিমান্,
দেবরাজ তোমাকে পাইয়া মিত্রবান্ ॥

শ্লেষ*

যে তপ করিয়াছিল পামর দানব,
বিশ্বাস ছিল না কভু পাবে পরাভব।
সে বৈরী বধিয়া তুমি জনকে তোষিলে,
ইহার সদৃশ কাজ কি আছে নিখিলে ॥
দেবতা প্রসন্ন যারে ধন্য সেই জন,
সিদ্ধ হয় তাহার সকল প্রয়োজন।

১। নিকারে, পরাভবে।

৩। নিবাতকবচ-বধ ইত্যাদি। তুমি নর অর্থাৎ মনুষ্য হইয়াও দেবতা অপেক্ষা বিক্রমশালী এবং পুত্রত্বসম্বন্ধ প্রযুক্ত ইন্দ্রের মিত্র অর্থাৎ সুহৃদ, এই হেতুক তোমার বাহুতে ভুবন-রাজ্যের ভারও সাজে অর্থাৎ সাজিতে পারে, অযোগ্য হয় না, সুতরাং তোমার পক্ষে নিবাত-কবচের বধ গুরু ব্যাপার নহে। অপর অর্থ, তুমি নরনামক ঋষি, সুতরাং তুমি যথার্থই দেবতা অপেক্ষা ক্ষমতাবান্, এবং তোমার ও নারায়ণের প্রতি সৃষ্টিপালন-কর্তৃত্ব থাকাতে তোমার বাহুতে বস্তুগত্যাই ভুবনের ভার সজ্জিত আছে, সেই সম্পর্কে অর্থাৎ পালক-ইন্দ্রের সাহায্য দান হেতু তাহার মিত্রও তুমি বট, তোমার পক্ষে এই দৈত্যবধ অতি সামান্য কার্য্য।

* শব্দগুলি স্বভাবতঃ তুল্যার্থক হইলেও ব্যঞ্জনাবৃত্তি দ্বারা যদি তাৎপর্য্য-বিষয়ীভূত অনেক অর্থ জ্ঞাপন করে, তবে শ্লেষ কহে।

রিপুর আশাতে পড়ে অবিলম্বে ছাই,
ইহলোকে পরলোকে কোন দুঃখ নাই ॥

অপ্রস্তুতপ্রশংসা*

দেখিয়া শুনিয়া হেন শাসিয়া সে পুর,
মাতলির সঙ্গে রথে আরোহিলা শূর।
গগনে উঠিল রথ, শুনিল পাণ্ডব
পথে নভশ্চর-মুখে হেন ব্যাজ-স্তব ॥
বীর নও পার্থ তুমি রিপুর শুভদ,
রণান্তে তোমার বৈরী পায় উচ্চ পদ।
স্বরগে উঠিয়া দিব্য-শয়ন-ভোজনে,
অপ্সরার সঙ্গে তারা রয়েছে এক্ষণে ॥

ব্যাজস্তুতি †

ব্যোমে এক পুরী হেরি হেন কালে শূর,
মাতলিকে পুছে পার্থ 'কাহার এ পুর ?'।
মাতলি কহিছে, রহে এখানে দৈতেয়,
নামধেয় তাদের পৌলোম কালকেয় ॥

৩। শাসিয়া, আয়ত্ত করিয়া।

৬। নভশ্চর, দেবতা।

* অপ্রস্তুত অর্থের কথন দ্বারা যদি প্রস্তুতের অবগম হয়, তবে অপ্রস্তুত-প্রশংসা বলাযায়। ইহা পাঁচপ্রকার, সামান্য দ্বারা বিশেষের, বিশেষ দ্বারা সামান্যের, কার্য্য দ্বারা কারণের, কারণ দ্বারা কার্য্যের, সদৃশ দ্বারা সদৃশের ব্যঞ্জন। এ স্থলে তোমার প্রতি এই বক্তব্যে 'যারে' এই সামান্য-বাচক শব্দ প্রযুক্ত হইয়াছে।

† আপাততঃ (অর্থাৎ বাচ্য অর্থে) নিন্দা বা স্তুতি বুঝাইলেও যদি ব্যঞ্জনাবৃত্তি দ্বারা তাহার বিপরীত (অর্থাৎ স্তুতি বা নিন্দা) বুঝায়, তবে ব্যাজ-স্তুতি বলাযায়। এ স্থলে বাচ্যার্থ নিন্দা, ব্যঙ্গ্যার্থ স্তুতি।

নন্দন তরুর ডাল ছাল ফুল ফল
খাইয়াছে ইহাদের মত্ত দন্তাবল,
ভয়ও এদের সনে রণে পেয়ে ভয়
ইন্দ্রের হৃদয়-দুর্গে লুকায়িত হয়॥

পর্য্যায়োক্ত *

নিবাতকবচ হৈতে বিক্রমে অন্যূন,
সঙ্খ্যাতে হাজার যাটি সমরে নিপুণ।
অবধ্য ইহারা দেব গন্ধর্ব্ব কিন্নরে
পন্নগ রাক্ষস যক্ষ সিদ্ধ বিদ্যাধরে॥
পুলোমা কালকা দুই ইহাদের মাতা,
সুতার্থে করিল তপ, তুষ্ট হৈলা ধাতা।
এই পুর দিলা আর দেবের অভয়;
তপোবলে ভুবনে অলভ্য কিছু নয়॥

অর্থান্তরন্যাস †

নামেতে হিরণ্যপুর সেই পুর এই,
মায়াবলে যথা ইচ্ছা তথা যায় যেই।
সেই দুই দানবীর পুত্র দৈত্যগণ,
এই পুরে করে বাস দেবের মতন।

১০। ধাতা, ব্রহ্মা।

* সরলভাবে বিবক্ষিত অর্থটী না বলিয়া তদর্থক পদ দ্বারা ভঙ্গীক্রমে কথন হেতুক বাচ্যার্থ ও ব্যঙ্গ্যার্থ একরূপে পর্য্যবসিত হইলে পর্য্যায়োক্ত কহে।

† প্রস্তুত বাক্যার্থ যদি অপ্রস্তুত বাক্যার্থ দ্বারা সমর্থিত (অর্থাৎ অপ্রামাণ্যাদি শঙ্কা নিরাস দ্বারা দৃঢ়তরীকৃত) হয়, তবে অর্থান্তরন্যাস কহে। ইহা আটপ্রকার। এ স্থলে সামান্য দ্বারা বিশেষের সমর্থন।

সহজে প্রতাপী এই দানবনিকর,
পাইল ব্রহ্মার স্থানে পুন ইষ্ট বর।
থাকুক অন্যের কথা ইন্দ্রেও না ডরে,
তৃণজ্ঞানে গণ্য করে ক্ষীণজীবি-নরে ॥

কাব্যলিঙ্গ *

নরের হাতেই কিন্তু এদের মরণ,
ইহাতে সংশয় নাই, ব্রহ্মার বচন।
বজ্র-অস্ত্র দিয়া এই অসুরনিচয়ে
অচিরে পাঠাও তুমি যমের আলয়ে ॥
তব তেজঃ-প্রাদুর্ভাবে, করি অনুমান,
দৈত্য-আঁধারের আজি নিশা-অবসান।
মহেন্দ্রের দশশত নেত্র-পদ্মবন
অবশ্য বিকাস-শোভা লভিবে এখন ॥

অনুমান †

যদিও এদের বধে ইন্দ্রাদেশ নাই,
দূর করা উচিত তথাপি এ বালাই।
নিয়োগ বিনাও যে বা করে উপকার,
অকৃত্রিম মিত্র সেই, তুল্য নাহি তার ॥

১৬। অকৃত্রিম, যথার্থ, খাঁটি।

* বাক্যের অর্থ অথবা পদের অর্থ যদি অপরার্থের প্রতি হেতুস্বরূপে প্রতিপাদিত হয়, তবে কাব্যলিঙ্গ কহে। এ স্থলে পূর্ব্ব দুই পাদের অর্থ পশ্চাদ্বর্ত্তী পাদদ্বয়ের অর্থের প্রতি হেতু।

† সাধনের জ্ঞানাধীন সাধ্যের জ্ঞানবিশেষকে অনুমিতি কহে। ঐ অনুমিতি যদি বৈচিত্র্যবিশেষ উদ্ভাবন করে, তবে অনুমান অলঙ্কার হয়।

পাপ কালকঞ্জগণ অমরের আধি,
অসৎ-জনের গর্ব্ব, জগতের ব্যাধি।
বিনাশিলে ইহাদিগে আপদ জুড়ায়,
ক্ষেত্র নিড়াইলে যেন শস্য বৃদ্ধি পায়॥

হেতু *

সম্প্রতি বধিলে এই দিতিসুত-কুলে,
দেবের বৈরিতা-কথা দূর হয় মূলে।
ঋণশেষ অগ্নিশেষ আর ব্যাধিশেষ
রাখিলে অবশ্য কালে জনমায় ক্লেশ॥
আপন আশ্রিত দৈত্যে বিপন্ন দেখিয়া
ব্রহ্মা যদি রোষে, তবে কর প্রতিক্রিয়া।
বশে আনি তাহাকেও গুণেতে বান্ধিয়া,
আনন্দ-সাগর-জলে রাখ ডুবাইয়া॥

অনুকূল †

শুনিয়া অর্জ্জুন কহে মাতলির প্রতি,
"পুরীর নিকটে সূত যাও শীঘ্রগতি।
অমরের বিপক্ষ যেখানে যত আছে,
সবাকে প্রেরিব অদ্য শমনের কাছে॥

১। আধি, মনের ব্যথা।

৯। বিপন্ন, বিপদে পতিত।

১০। প্রতিক্রিয়া, প্রতিকার।

* কারণের সহিত অভেদরূপে কার্য্যের উক্তিকে হেতু কহে।

† বাচ্যমুখে প্রতিকূলাচরণ বর্ণনাতেই ব্যঙ্গ্যার্থে যদি আনুকূল্য প্রতিপাদিত হয়, তবে অনুকূল কহে।

কিণাঙ্ক পিতার হাতে মিশুক এখন,
বজ্র নিতে আর তাঁর নাই প্রয়োজন।
গাণ্ডীবসহায় এই একাকী পাণ্ডব
রিপুদলে দেখাইবে মৃত্যুর তাণ্ডব॥

আক্ষেপ *

অদ্য মোর শরগণ ধাবিত হইয়া,
কালকঞ্জ পৌলোমের হৃদয়ে পড়িয়া,
গৃধ্র-শৃগালের সঙ্গে পিপাসা নিবারি,
সমর-উৎসবে পিবে রক্তময় বারি॥
বারিধারা-বরিষণ ব্যতিরেকে অদ্য
জগতের পরিতাপ জুড়াইবে সদ্য।
অস্ত্রের আঘাত বিনা অচিরে নিশ্চয়
বিদীর্ণ হইবে দৈত্য-বধূর হৃদয়॥”

বিভাবনা †

যাবত কহেন হেন সব্যসাচী বীর,
তাবত আইল রথ দ্বারে সে পুরীর।
দেখিলা দানবপুর অপূর্ব্বনির্ম্মাণ,
দ্বিতীয় অমরাবতী যেন হয় জ্ঞান॥

১। কিণাঙ্ক, ধাঁটার দাগ।

৪। তাণ্ডব, নাট্য, নৃত্য।

৮। পিবে, পান করিবে।

১৩। সব্যসাচী, অর্জ্জুনের নাম।

* বিশেষ প্রতিপাদনের ইচ্ছাতে বিবক্ষিত বিষয়ের নিষেধের ন্যায় উক্তিকে আক্ষেপ কহে।

† প্রসিদ্ধ কারণ ব্যতিরেকে কার্য্যের উৎপত্তি বর্ণনাকে বিভাবনা কহে।

পৃথিবী সহিতে নারে যাহাদের ভার,
সেই দৈত্যগণ করে তথায় বিহার।
গৌরবের সীমা নাই, তবু পুরবর
অধোতে পতিত নহে ব্যোমে স্থিরতর॥

বিশেষোক্তি *

দ্বারে উত্তরিয়া পুর আক্রমিয়া
বীরেন্দ্র মহেন্দ্র-সুত,
যুঝিতে মানসে উৎসাহের বশে
করিলা শাঁখের রুত।
শুনিয়া সে রব কালকঞ্জ সব
আহত হইল রোষে,
মত্ত দন্তিচয় যেন ক্রুদ্ধ হয়
নব জলদের ঘোষে॥

ইতি নিবাতকবচ-বধ মহাকাব্যে হিরণ্যপুরাক্রমণ
নামে চতুর্দ্দশ সর্গ।

---

* কারণকূট সত্বেও কার্য্যের অনুৎপত্তি বর্ণনাকে বিশেষোক্তি কহে।

কিরীটী করিল কম্বুর স্বন, অচলাও তাহে কাঁপিল ঘন।
অমরের কাণে অমৃত ঢালি দানবে সে রব দিলেক গালি ॥

বিরোধ *

পুরদ্বারে শুনি শাঁখের রুত, কুপিল পুলোমা-কালকা-সুত।
নিজ বনে যদি প্রতি-কেশরী গরজে তবে কি ঘুমায় হরি ॥
রোষজ্বরে তপ্ত দৈত্যের কায়, সুরের হৃদয় কাঁপিল তায়।
দৈত্যের নাসাতে ঝড় বহিল, স্বরগে শচীর প্রাণ উড়িল ॥

অসঙ্গতি †

রক্তনেত্রে তারা যে দিকে চায়, সেই দিক বুঝি পুড়িয়া যায়।
আঃ, এ কি পাপ বলিয়া তবে আসন হইতে উঠিল সবে ॥
অস্ত্র শস্ত্র সাজ নিয়া ত্বরিতে চলিল তাহারা পার্থে জিনিতে।
জানে না যে ইনি তাদের কাল, জয়ের কি আশা বাঁচিলে ভাল ॥

বিষম ‡

১। অচলা, পৃথিবী, অথচ যাহা চলিত (কম্পিত) হয় না।

৪। হরি, সিংহ।

১০। কাল, যম।

* পরস্পর বিরুদ্ধভাবে গুণক্রিয়াদির ভান হইলে বিরোধ বলা যায়।

† যে অধিকরণে কারণ থাকে সেই অধিকরণেই কার্য্য জন্মে, এই নিয়মের বিপর্য্যয়ে অর্থাৎ ভিন্ন ভিন্ন দেশে কার্য্য ও কারণের স্থিতি বর্ণিত হইলে অসঙ্গতি বলা যায়।

‡ আরব্ধ ক্রিয়ার নিষ্ফলতা অধিকন্তু অনিষ্টফলজনকতা বর্ণনা করিলেও বিষম বলা যায়।

ক্ষণে দানবেরা দ্বারে যাইয়া পার্থে আক্রমিল রথ ঘেরিয়া।
সহসা প্রখর শর-নিকরে অকালে গগনে দুর্দ্দিন করে॥
বাসব-বিজয়ী দানব সব, পিনাকীর তেজ ধরে পাণ্ডব।
সমানে সমানে বাজিল রণ, তারক-গুহের রণ যেমন॥
সম *

অরির আয়ুধ-বরিষা ধরি গাণ্ডীবী গাণ্ডীব সগুণ করি।
প্রত্যেক অসুরে হানিল বীর অগ্নিশিখাসম একৈক তীর॥
আশ্চর্য্য যুঝিছে অসুরচয় পরে প্রহারিতে প্রহার লয়।
অরির পরাণ-নাশের তরে নিজপ্রাণ-দান স্বীকার করে॥
বিচিত্র †

বুক পাতি সেই শরতাড়ন ফুলসম ধরি অসুরগণ।
নাম শুনাইয়া হুঙ্কার সহ পুন শরজাল করে দুঃসহ॥
গগনের কত বড় মহিমা কেবা পারে তার কহিতে সীমা।
দনুজদিগের অসংখ্য বাণ অনায়াসে যথা পাইল স্থান॥
অধিক

১। দুর্দ্দিন, মেঘাচ্ছন্ন দিন।

২। পিনাকী, শিব, মহাদেব।

৩। তারক-গুহ, তারক তারক নামে অসুর, গুহ পার্ব্বতীর পুত্র কার্ত্তিকেয়।

৪। সগুণ করি, ছিলা লাগাইয়া।

* অনুরূপ পদার্থদ্বয়ের শ্লাঘনীয় মিলনকে সম কহে।

† অভিলষিত-ফল-প্রাপ্তির আশাতে তাহার বিপরীত-ফল-দায়ক কার্য্যারম্ভ-বর্ণনাকে বিচিত্র বলাযায়।

‡ আধার ও আধেয় এই দুইয়ের মধ্যে অন্যতরের আধিক্য বর্ণনাকে অধিক বলাযায়।

ঢাকে পার্থরথ অরির শরে শলভে যেমন তরু আবরে।
দেখি অর্দ্ধপথে সে শরচয় নিজশরে বীর করিল ক্ষয়॥
দানবের শর কাটিছে বীর, দানবেরা কাটে পার্থের তীর।
কৃতপ্রতিকৃতে ইতরেতর দুই পক্ষ যুঝে তুমুলতর॥

অন্যোন্য *

দ্রুতবেগে রণে করি মণ্ডলী রথ চালাইয়া ঘুরে মাতলি।
গ্রীষ্মে রবি দেয় কিরণ যথা ইষুধারা সৃজে পাণ্ডব তথা॥
সে বাণপতনে ভয়ে বিকল পলাইতে চায় দনুজদল।
আগে পাছে পাশে যেদিকে ধায় সর্ব্বত্র অর্জ্জুনে দেখিতে পায়॥

বিশেষ †

ভগ্নপ্রায় দেখি অরিনিবহে অভিমানে বীর-তিলক কহে।
"পলায়ন নয় বীরের রীতি মানুষের সনে রণে কি ভীতি॥
দেবে উল্লঙ্ঘিয়া গর্ব্বের ভরে তুচ্ছ জ্ঞান কর তোমরা নরে।
দেবলঙ্ঘনেই তোদের গর্ব্ব নরহস্তে আজি হইবে খর্ব্ব॥

ব্যাঘাত ‡

৪। কৃতপ্রতিকৃত, একজন কোন কাজ করিল এবং তাহার প্রতিপক্ষে অন্য ব্যক্তি অন্য কাজ করিল, এইরূপে দুইজনে বিধান করিলে কৃতপ্রতিকৃত বলাযায়।

* দুই পদার্থ যদি পরস্পরের একজাতীয় ক্রিয়ার প্রতি কারণরূপে বর্ণিত হয়, তবে অন্যোন্য কহে।

† একটী পদার্থ নানাস্থানস্থিতরূপে বর্ণিত হইলেও বিশেষ অলঙ্কার কহাযায়।

‡ কোন উপায় দ্বারা এক বস্তু যেরূপ করা হইয়াছে সেই উপায় দ্বারাতেই যদি তাহা অন্যপ্রকার করা হয়, তাহাকে ব্যাঘাত বলে। এ স্থলে দেবতাদিগের লঙ্ঘন অর্থাৎ অবহেলা করাতে গর্ব্ব হইয়াছে, ঐ দেব-লঙ্ঘন উপায়েতেই (অর্থাৎ দেবলঙ্ঘনজন্য দুর্ভাগ্যেতেই) গর্ব্ব চূর্ণ হইবে।

শূর যদি হও থাক সমরে যমের অতিথি করিব শরে।
নিবাতকবচে দেখিবে তথা ঘুচিবে বন্ধুর বিরহ-ব্যথা ॥
রণে যদি মর ঘুষিবে যশ, যশ যার তার দেবতা বশ।
বশ হলে দেব যাইবে দিবে, দিবে গেলে সদা সুখ ভুঞ্জিবে ॥"

কারণমালা *

উলটিয়া হেন কটু বচনে দিতিসুতদল শ্বেতবাহনে।
পুন আক্রমিল অস্ত্রধারায়, কিরীটী দেখিয়া কুপিল তায় ॥
পার্থে আকর্ষণ করিল ক্রোধ, গাণ্ডীব টানিল সে মহাযোধ।
গাণ্ডীবে আকৃষ্ট হইল বাণ, বাণ আকর্ষিল অরির প্রাণ ॥

মালাদীপক †

হেন মতে শত শত কলম্বে দৈত্যে হানে পার্থ বিনা বিলম্বে।
তবু শূন্য নহে তাহার তূণ, লয়ে সৃষ্টি প্লাবি সিন্ধু কি ঊন ॥
পার্থ নহে হেন নিরস্ত্র হয়, অস্ত্র নহে যাতে বৈরী অক্ষয়।
বৈরী নহে যেই বীর্য্যেতে ক্ষীণ, বীর্য্য নহে যাহা খ্যাতিবিহীন ॥

একাবলী ‡

৫। শ্বেতবাহনে, অর্জ্জুনকে।
৮। গাণ্ডীবে, গাণ্ডীব ধনু কর্ত্তৃক।
৯। কলম্বে, বাণে, তীরে।
১০। লয়ে ইত্যাদি—অর্থাৎ প্রলয়কালে জলদ্বারা সৃষ্টি প্লাবন করিলেও সমুদ্র কি হ্রাস পায়?

* পূর্ব্ব পূর্ব্ব পদার্থগুলি পর পর পদার্থের প্রতি কারণরূপে বর্ণিত হইলে কারণমালা কহে।

† উত্তর উত্তর পদার্থের প্রতি পূর্ব্ব পূর্ব্ব পদার্থের এক-ধর্ম্ম-সম্বন্ধ-বর্ণনাকে মালাদীপক বলা যায়। এ স্থলে আকর্ষণক্রিয়া সাধারণ ধর্ম্ম।

‡ পূর্ব্ব পূর্ব্ব পদার্থের বিশেষণগুলি উত্তরোত্তর পদার্থের বিশেষ্যরূপে স্থাপিত বা পরিত্যক্ত হইলে একাবলী বলাযায়। এ স্থলে পরিত্যক্ত হইয়াছে।

হেন কালে পার্থে কহে মাতলি "দেব হইতেও ইহারা বলী।
ইহাদিগে দৈব-অস্ত্রে বধিয়া আনন্দে ডুবাও ইন্দ্রের হিয়া ॥
জনমে মানব-জনম সার, বড় কুলে জন্ম সার তাহার।
তাহে সার নিজধর্ম্মপালন, স্বধর্ম্মে পিতার আজ্ঞা-বহন ॥
সার *
বীরবর স্মর ইন্দ্র-আদেশ, অরিবধে চেষ্টা কর বিশেষ।
নতুবা সামান্য-আয়ুধ-বলে বধিতে নারিবে এ দৈত্যদলে ॥
বজ্র দণ্ড পাশ গদা লইয়া ইন্দ্র যম পাশী কুবের গিয়া।
না পারিয়া ইহাদের সমীকে পূর্ব্বে পলাইল পূর্ব্বাদিদিকে ॥"
যথাসঙ্খ্য †
শুনি ভীমানুজ ভীমপ্রতাপে গান্ধর্ব্ব সন্ধান করিল চাপে।
দৈবী মায়া যোগ করি তাহাতে অস্ত্র নিক্ষেপিল সত্বর হাতে ॥
গাণ্ডীবের ছিলা ছাড়িয়া তবে অস্ত্র আলম্বিল যত দানবে।
বৈরীরা আয়ুধপ্রহার নিয়া বিবেক-রতন দিল ছাড়িয়া ॥
পরিবৃত্তি ‡

২। দৈব-অস্ত্রে, দেবসম্বন্ধীয় অস্ত্রে।

৭। পাশী, বরুণ।

৮। সমীকে, যুদ্ধে। পূর্ব্বাদি দিক, পূর্ব্ব দক্ষিণ পশ্চিম উত্তর।

৯। ভীমানুজ, অর্জ্জুন। গান্ধর্ব্ব, গন্ধর্ব্বদিগের অস্ত্র। চাপে, ধনুতে।

* পূর্ব্ব পূর্ব্ব পদার্থ অপেক্ষাতেও পর পর পদার্থের উৎকর্ষ বর্ণনাকে সার বলাযায়।

† ক্রমশঃ উল্লিখিত পদার্থগুলির যথাক্রমে অন্বয় থাকিলে যথাসঙ্খ্য বলাযায়।

‡ তুল্য বা ন্যূন অথবা অধিক মূল্যের বস্তু দিয়া বিনিময় (বদল) করা বর্ণিত হইলে পরিবৃত্তি কহে।

অস্ত্রের মায়াতে দনুজদল সহসা হইল ভ্রমে বিকল।
এই পার্থ এই পার্থ কহিয়া পরস্পরে তারা মরে যুঝিয়া॥
অগুরু কুঙ্কুম চন্দনে যাহা পূর্ব্বে বিলেপিত হইত আহা।
দৈত্যসৈন্যদের সেই হৃদয় সম্প্রতি হইল শোণিতময়॥

পর্য্যায় *

অনেক সেনার দেখি নিধন কালকা-পুলোমা-তনয়গণ।
ভয়ে দ্রুতবেগে রণ ছাড়িয়া হিরণ্যপুরীতে পশিল গিয়া॥
বিক্রমে দুর্ব্বার একে পাণ্ডব, শিখাইল পুন নিজে বাসব।
আয়ুধ দিলেন বিবুধগণ কে সহিবে হেন বীরের রণ॥

সমুচ্চয় †

দৈত্যগণ দ্বারে কপাট দিয়া নির্ভয়ে রহিল পুরে পশিয়া।
এ দিকে মাতলি কৌরব বীরে কহিতে আরম্ভ করিল ধীরে॥
"সম্প্রতি আমার বুদ্ধিতে লয়, দৈত্যপুরী ভাঙ্গা উচিত হয়।
বিক্রমে আক্রমি হিরণ্যপুর, গাণ্ডীবে সন্ধান কর ভিদুর॥

উত্তর ‡

৭। দুর্ব্বার, অতিকষ্টে যাহাকে নিবারণ করাযায়।

৮। বিবুধগণ, দেবতা সকল।

১২। ভিদুর, বজ্র অস্ত্র।

* এক স্থানেই যদি ক্রমে (পূর্ব্বোত্তর কাল ক্রমে) দ্বিবিধ বা বহুবিধ পদার্থের উৎপত্তি অথবা বিধান বর্ণনা করা যায় তবেও পর্য্যায় কহে।

† প্রস্তুত কার্য্যের প্রতি একটী সাধক দিয়াও সাধকান্তরের উপাদান করিলে সমুচ্চয় বলাযায়।

‡ কেবল উত্তরবাক্য শ্রবণ করিয়াই যে স্থলে প্রশ্নের উন্নয়ন (অনুমিতি) করা যায় তাহাকেও উত্তর বলে।

রক্ষা যদি পায় তোমার হাতে, পীড়িবে ইহারা তোমারি তাতে।
সর্ব্বথা খলের না করি শেষ উত্ত্যক্ত করিলে অধিক ক্লেশ ॥
বিশেষত ইহাদের জনন সুজনদিগের মানভঞ্জন।
পরপীড়া-হেতু বল বিক্রম অমরে জিনিতে তপস্যাশ্রম ॥

পরিসঙ্খ্যা *

ভগ্ন যদি হয় হিরণ্যপুর, বাহিরিবে রুষি যত অসুর।
পড়িলে তোমার সমরশিরে অতিথি হইবে যম-মন্দিরে॥"
হেন বাণী শুনি কৌরবমণি যুড়িল যেমন চাপে অশনি।
খর বাত সহ অমনি রড়ে দানবনগরে উলকা পড়ে॥

সমাধি †

পবনের বেগে উলকাপাতে দৃঢ়তর কুলিশের আঘাতে।
জরজরপ্রায় হইল পুরী, দেখি অসুরেরা পাতে চাতুরী॥

২। উত্ত্যক্ত করিলে, উৎপীড়ন করিয়া রাগাইলে।

৪। পরপীড়া, আপনি ভিন্ন আর সকলের দুঃখ।

৭। অশনি, বজ্র।

৮। খর বাত, প্রচণ্ড পবন।

৯। কুলিশের, বজ্রের।

* প্রশ্নপূর্ব্বকই হউক বা প্রশ্নব্যতিরেকেই হউক কথিত পদার্থটী যদি তদিতরের ব্যবচ্ছেদক (ব্যাবর্ত্তক) হয়, তবে পরিসঙ্খ্যা বলা যায়।

† ভাগ্যক্রমে উপায়ান্তরের উপস্থিতি নিবন্ধন আরব্ধ বিষয়টী অনায়াসে কর্ত্তা কর্ত্তৃক সমাহিত হইলে সমাধি কহে।

পুরীসহ তারা মায়া-বিভবে শূন্যপথে দ্রুত পলায় সবে।
সে পুরীর বেগ যেই না জানে তুল্য বলি সেই মনকে মানে ॥

প্রতীপ *

পুরবর কভু উপরে চড়ে কখন বা বেগে অধোতে পড়ে।
কাঁকড়ার মত কখন হায়! তিরশ্চীনভাবে চলিয়া যায় ॥
রবিমণ্ডলের নিকটে গিয়া কিরণ-ছটায় কভু মিশিয়া।
চলিতে লাগিল ধীরপ্রচারে কোন জন উহা লক্ষিতে নারে ॥

সামান্য †

জলদের আড়ে কভু লুকায় কখন সাগরে ডুবে ত্বরায়।
পাতালে পশিয়া রহে কখন ঊর্দ্ধে উঠি পুনঃ করে ভ্রমণ ॥
উপরে রবির করপতনে শত-শত-রবিকান্ত-জ্বলনে।
নিবারি পার্থের গতি অন্তিকে ব্যোমে ঘুরে পুর সকল দিকে ॥

উদাত্ত ‡

পাছে পাছে পার্থ মাতলি সহ দূরে থাকি এড়ে অস্ত্রনিবহ।
মুহূর্ত্তে সে পুরী করিয়া গুঁড়া ভূমিতে পাড়িল বীরের চূড়া ॥

৪। তিরশ্চীনভাবে, পাশালে হইয়া, বক্রদিকে।

৯। রবিকান্ত, সূর্য্যকান্ত মণি।

১০। অন্তিকে, নিকটে।

* উপমান বলিয়া প্রসিদ্ধ পদার্থের যদি উপমেয়ভাব কল্পনা করা যায়, তাহা হইলেও প্রতীপ কহা যায়।

† উভয়ের সমানগুণ-কথনাভিলাষে প্রস্তুত পদার্থকে অপ্রস্তুতের সহিত (অবিতর্কণীয়ভাবে) একাত্মা করিয়া বর্ণনাকে সামান্য কহে।

‡ কোন পদার্থের সমধিক সমৃদ্ধি (সম্পত্তি) বর্ণনাকে উদাত্ত কহে। এস্থলে বহুতর সূর্য্যকান্তমণির বর্ণনাতে পুরের সম্পত্তি জ্ঞাপিত হইয়াছে।

ভয় উপজিল দানবগণে, শরীর ঘামিয়া কাঁপে সঘনে।
আঃ মার মার পামর নরে হেন কহি তাহা গোপন করে॥

ব্যাজোক্তি *

নিরুপায় দেখি পুরীর ভঙ্গে যুঝিতে বাঞ্ছিয়া পার্থের সঙ্গে।
রোষে আহরিয়া সুরা আসব বীরপানে মজে সব দানব॥
ক্রোধভরে ঘুরে রাঙ্গা নয়ন, গর্ব্বিত মানস, জড় বচন।
দনুজদলের কাঁপয়ে কায়, তেঁই মত্তভাব বুঝা না যায়॥

মীলিত †

বারুণী সেবিয়া আয়ুধ ধরি যুঝিতে তনুত্র শিরস্ত্র পরি।
রথে আরোহিয়া ষাটি হাজার বাহিরিল দৈত্য ঘোর-আকার॥
সহসা পার্থের পথ রুধিয়া অবজ্ঞাতে খল খল হাসিয়া।
মধুগন্ধে মুখে যত ভ্রমর পড়িছে, সে সবে করে পাণ্ডর॥

তদ্‌গুণ ‡

৪। আহরিয়া, আনিয়া। সুরা, যন্ত্রে পক্ক মদ, স্পিরিট্। আসব ফুলের মধু।

৭। বারুণী, মদিরা।

১০। পাণ্ডর, শ্বেত, ধবল।

* প্রকাশোন্মুখ পদার্থের ছলক্রমে গোপন করাকে ব্যাজোক্তি কহে। এ স্থলে ক্রোধের ছলে ভয়জন্য কম্পাদি গোপন করা হইয়াছে।

† স্বভাবসিদ্ধ বা কৃত্রিম কোন চিহ্ন দ্বারা এক বস্তু যদি অন্য বস্তুকে তিরোহিত করে, তবে মীলিত হয়।

‡ উজ্জ্বলগুণশালী কোন পদার্থের গুণ দ্বারা আক্রান্ত হইয়া নিকৃষ্ট পদার্থের আপনার গুণত্যাগপূর্ব্বক যদি তাহারি গুণপ্রাপ্তি বর্ণিত হয়, তবে তদ্‌গুণ বলা যায়।

অর্জ্জুনের প্রতি অসুরগণ   কহিতে লাগিল কটু বচন।
"অরে মূঢ় নর! পলাও দূরে, নতুবা যাইবি যমের পুরে॥
জান না মোদের বল বিক্রম, বৃথা তেঁই গর্ব্ব শিশুর সম।
ইন্দ্র তোর পিতা জিনেছি তায়, নর তুই তোরে জিনা কি দায়॥"

অর্থাপত্তি *

প্রভুর জয়ের কথা শুনিয়া, দিগ্ধ শরে যেন বিদ্ধ হইয়া।
ক্রোধে কালকেয়-পৌলোম-গণে ভর্ৎসিছে মাতলি হেন বচনে॥
"অদ্য আসিয়াছে কৌরব বীর, ধনু নম্র কর অথবা শির।
প্রাণ ছাড় কিংবা ছাড়হ মান, অন্যথা তোদের না দেখি ত্রাণ॥

বিকল্প †

পলাইলি পূর্ব্ব-রণ ছাড়িয়া, তেঁই এতক্ষণ আছ বাঁচিয়া।
এবার বাঁচিতে থাকিলে আশ   শরণ মাগহ ইন্দ্রের পাশ॥
কিংবা উপদেশ না লয় খল, ছিদ্রিত কলসে থাকে কি জল?।
গঙ্গাজল দিয়া হাজার বার   ধুইলেও শুদ্ধ নহে অঙ্গার॥

অতদ্‌গুণ ‡

অতিভীরু তোরা তোদিগে ধিক্ গর্ব্ব তবে কেন এত অধিক।
বরঞ্চ সমরে দেয় পরাণ   বীর তবু পৃষ্ঠ না করে দান॥

৫। দিগ্ধ, বিষাক্ত।

* ইন্দুরে দণ্ড ভক্ষণ করিয়াছে এই বলিলে যেরূপ দণ্ডস্থিত পিষ্টকেরও ভক্ষণ অর্থবশতঃ আইসে তাহার ন্যায়, পূর্ব্বকল্পিত অর্থ দ্বারাতেই যদি অপরার্থ সুতরাং লভ্য হয় তবে অর্থাপত্তি কহে।

† বস্তুগত্যা বিরুদ্ধপদার্থদ্বয়ের তুল্যবল-কল্পনাদ্বারা যদি এক ক্রিয়াদির সহিত অন্বয় প্রদর্শিত হয়, তবে বিকল্প বলা যায়।

‡ উজ্জ্বলগুণ পদার্থের গুণ সংক্রান্ত হইলেও নিকৃষ্টগুণ বস্তুর যদি তদ্‌গুণতাপ্রাপ্তি না হয় তবে অতদ্‌গুণ কহে।

এতদিন তোরা সুখেতে ছিলি বিষম সঙ্কটে এবে পড়িলি।
ডাকিছে তোদিগে ভাবি-মরণে, দেখিতেছি আমি দিব্য নয়নে॥
ভাবিক *

ভগ্ন উচ্চদশা তোদের পাপে পুরী ভাঙিয়াছে পার্থপ্রতাপে।
পলায়িবি কোথা রণে এবার আগে দেখ তাহা করি বিচার॥
পলায়িস্ যদি তোরা এ দিকে এড়াইতে পার ভাবি-সমীকে।"
যামী দিক্ পানে অঙ্গুলি দিয়া দেখাইলা যন্তা এই বলিয়া॥
সূক্ষ্ম †

পুন যন্তা কহে "রে মূঢ়চয়! সাধ কি বিজয়ে করিতে জয়।
কালের ভীষণদশনাকার শরজাল যার নিশিতধার।
নিজাংশ নিবাতকবচ-বধে দেব দিবাকর পূরিয়া ক্রোধে।
অন্য পরাভব না পারি দিতে যাহার প্রতাপ চাহে জিনিতে॥
প্রত্যনীক ‡

৬। যামী দিক, যমসম্বন্ধিনী অর্থাৎ দক্ষিণ দিক।

৭। যন্তা, সারথি। বিজয়ে, অর্জ্জুনকে।

৯। নিজাংশ ইত্যাদি—নিবাতকবচেরা সূর্য্যের অংশে জাত ইহা মহাভারতে উক্ত আছে।

* ভাবী অথবা ভূত কোন অদ্ভুত পদার্থের প্রত্যক্ষের ন্যায় বর্ণনাকে ভাবিক বলা যায়।

† সূক্ষ্মমতি-ব্যক্তিকর্ত্তৃক আকার অথবা ইঙ্গিতদ্বারা বোধ্য যে সূক্ষ্ম অর্থ তাহার ভঙ্গীক্রমে বর্ণনাকে সূক্ষ্ম বলা যায়।

‡ উৎকর্ষবর্ণনার অভিপ্রায়ে কোন শত্রুকর্ত্তৃক এক ব্যক্তির অপকার করিতে না পারাতে তাহার সম্বন্ধীয় বস্তুর তিরস্কারবর্ণনাকে প্রত্যনীক বলা যায়।

সেই পরন্তপ কৌন্তেয় আজি দেখাবে তোদিগে মৃত্যুর বাজী।”
এই মাত্র যদি কহিলা সূত, কুপিল কালকা-পুলোমা-সুত॥
ললাট সস্বেদ, ভুরু কুটিল, লোচন লোহিত, তনু কাঁপিল।
দংশয়ে দশনে দশনবাস, সঘনে বহিল উষ্ম-নিশ্বাস॥

স্বভাবোক্তি *

তপ্ত তৈলে যেন পড়িল জল, ক্রোধেতে জ্বলিল দনুজদল।
গরজিয়া ঘোর গভীরতর লুকিল প্রচণ্ড কোদণ্ডবর॥
উথলিল দৈত্যবল ভীষণ পর্ব্বদিনে মহাসিন্ধু যেমন।
পদভরে ধরাতল কাঁপিল, সংহারিতে হর বুঝি নাচিল॥
সৈংহিকেয়শঙ্কা রবিকে দিয়া ব্যোম আবরিল ধূলি উড়িয়া।
সহসা তিমিরে দিক ঢাকিল, ভয়ে কি বিরাট আঁখি মুদিল॥
হেন কালে দৈত্যপতিসমূহ স্বসৈন্যে সাজায় দুর্জ্জয় ব্যূহ।
সম্মুখে রহিল দশ হাজার মাঝে সমসংখ্য থাকিল তার॥
দশ দশ হাজারেতে দুপাশ আটকায় যেন যমের দাস।
পৃষ্ঠভাগে রথে হাজার বিশ সবাকে পালিছে দনুজাধীশ॥

১। পরন্তপ, শত্রুদিগের তাপদায়ী।

৩। সস্বেদ, ঘর্ম্মযুক্ত।

৪। দশনবাস, অধর ওষ্ঠ।

৯। সৈংহিকেয়শঙ্কা, রাহুর ভয়।

১০। বিরাট, মহাপুরুষ, চন্দ্র ও সূর্য্যই তাঁহার চক্ষু, সুতরাং চন্দ্র সূর্য্য অদৃশ্য হওয়াতে বিরাট পুরুষের চক্ষুর্মুদ্রণ উৎপ্রেক্ষিত হইয়াছে।

* লৌকিক পদার্থের উত্তমরূপে গুণক্রিয়াদি বর্ণন দ্বারা স্বভাব প্রকাশ করিলে স্বভাবোক্তি বলা যায়।

চক্রব্যূহ রচি তাহারা সবে বিস্ফারিল ধনু অতনু রবে।
শুনিয়া অমনি পাণ্ডবমণি বাজাইল শঙ্খ বিশালধ্বনি॥
পরিচিত দেবদত্তের ধ্বানে স্বরগে সুরেরা দুন্দুভি হানে।
বিজয়ের জয়বাদ সহিত কোণাঘাতে নাদ উঠে ত্বরিত॥
ঘোর ঘরঘরে রথ টানিয়া দড়বড়ে ঘোড়া চলে হেষিয়া।
না জানি কি রেণুরূপে নিখিল শব্দরূপে কিংবা পরিণমিল॥
ধূলার আঁধারে কিছু না শুঝে, দেবরিপুদল তথাপি যুঝে,
অনুমানে পাণ্ডুসুতের যান লক্ষিয়া অজস্র বরিষে বাণ॥
অনতিবিলম্বে অম্বরতলে কনক-পুঙ্খের প্রভামণ্ডলে,
নাচাইয়া যেন তড়িত-বালা উড়িল উজালা বিশিখমালা॥
শ্রাবণের বারিধারার মত শ্বসিয়া আইসে মার্গণ যত।
নিরখি নিমিষে পাণ্ডব শূর, কোদণ্ড টানিল আকর্ণপূর॥

১। বিস্ফারিল, টঙ্কার দিল। অতনু রবে, বিশাল ধ্বনিতে।

৪। বিজয়ের, অর্জ্জুনের। কোণাঘাত, বহুশতসহস্র দুন্দুভি এবং বহুশত ঢক্কা একত্র আহত হইলে কোণাঘাত হয়।

৫। হেষিয়া, শব্দ করিয়া।

৬। রেণু, ধূলা, ধূলি। নিখিল, সকলসৃষ্টি। পরিণমিল, পরিণত হইল।

৯। পুঙ্খ, বাণের যে স্থান ছিলাতে চড়ান যায় তাহা লৌহাদি দ্বারা বান্ধা থাকে; এস্থলে সোণাবান্ধা প্রভামণ্ডলে, সেই পুঙ্খের দ্যুতিসমূহ দ্বারা অর্থাৎ তৎস্বরূপ যে বিদ্যুৎরূপ বালা (স্ত্রী) তাহাকে নাচাইয়া।

১০। বিশিখমালা, বাণশ্রেণী।

১১। মার্গণ, বাণ।

১২। কোদণ্ড, ধনু।

আকর্ষণে ধনু নত হইয়া, কাঁপাইল রিপুদলের হিয়া।
অমর্ষে কুটিলতর যেমন অন্তকের ভুরু-ভঙ্গ ভীষণ॥
ধনু নোমাইয়া রথি-বৃষভ বিস্ফারে পূরায় ধরণি নভ।
সংহারের আগে পিনাকপাণি টঙ্করে যেমন পিনাক টানি॥
বাছিয়া বাছিয়া প্রখরতর তূণীর হইতে তুলিয়া শর,
অর্দ্ধপথে যত অরির তীর খণ্ডশ কাটিল গাণ্ডীবী বীর॥
ধন্য বিজয়ের শিক্ষাকৌশল, হাতের লাঘব, বাহুর বল।
সহস্র সহস্র ইষু-পতন অভ্রমে করিল একা বারণ॥
নিবারি বৈরীর বাণ-কুহক, নারাচ যুড়িলা যোধ-তিলক।
বক্র চাপে বাণ শোভে যেমন কালের ব্যাদিত মুখে দশন॥
প্রক্ষেড়ন আরোপিয়া ধনুতে, ভীমানুজ কহে দনুর সুতে।
"শুন কালকঞ্জ-পৌলোম-গণ, অর্জ্জুনের বাণ সহ এখন॥
মোর শরবেগ বুঝি জান না, তেঁই করিয়াছ ব্যূহরচনা।
প্রলয়ে জলধি উথলে যবে, জাঙাল বাঁধিলে তাহে কি হবে॥

২। অমর্ষে, ক্রোধে। কুটিলতর, অতিশয় বাঁকা। অন্তকের, যমের।
৩। রথি-বৃষভ, রথীর মধ্যে শ্রেষ্ঠ। বিস্ফারে, টঙ্কারশব্দে।
৪। পিনাকপাণি, মহাদেব, শিব। পিনাক, শিবের ধনুকের নাম।
৫। তূণীর, তূণ, বাণ রাখিবার পাত্র-বিশেষ।
৬। খণ্ডশ, খণ্ড খণ্ড করিয়া।
৭। লাঘব, শীঘ্রতা।
৮। ইষু, বাণ। অভ্রমে, ভ্রম ব্যতিরেকে।
৯। কুহক, ইন্দ্রজাল, ভেলকী।
১০। বক্র চাপে, বাঁকা ধনুতে। ব্যাদিত, হাঁকরা।
১১। প্রক্ষেড়ন, নারাচ, বাণ।

নারাচ-কণ্টকে আজি নিশ্চয় উদ্ধারিব দেব-কণ্টক-চয়।
"কোন্ গুণে পিতা-ইন্দ্রের সনে বিরোধ আচর দেখাও রণে॥"
এইমাত্র কহি অহিত পানে পৃথাসুত শিত-নারাচ হানে।
রক্ত-পিয়াসেই বুঝি খ-তলে আশুতর সেই আশুগ চলে॥
একের উপরে দু-তিন ক্রমে সখ্যা বাড়াইয়া পার্থ অভ্রমে।
অনেক সহস্র নারাচস্তোমে কুজ্ঝটিকা বুঝি সৃজিল ব্যোমে॥
কিরীটীর শর-স্রোতঃপ্রখর তিলে তিলে বাড়ে অধিকতর।
নদীতে বরিষা-কালে যেমন বৃদ্ধি পায় বেগে জলপ্লাবন॥
অবিরল শর-ধারায় ঢাকি লুকাইল দিক্ কোথায় নাকি।
অন্তরীক্ষ বুঝি অচিরকালে নিচিত হইল গবাক্ষজালে॥
বেগেতে আইসে অস্ত্রসমূহ, দেখিয়া ভাঙ্গিল অসুরব্যূহ।
ঝড়ে বহে যদি দক্ষিণ বায়, জলদাড়ম্বর রহে কি হায়॥
সন্ধানে সন্ধানে ধীর-তিলক অরি-সারথির কাটে মস্তক।
মথিয়া রথের তুরঙ্গসার্থ, অন্তকের ন্যায় যুঝয়ে পার্থ॥
পূতিগন্ধি অস্থি কেশেতে পূর্ণ রুধিরের নদী বহিল তূর্ণ।

১। কণ্টক, কাঁটা; দেবকণ্টক, দেবতাদিগের ক্ষুদ্র শত্রু,—কাঁটা দিয়াই কাঁটা উদ্ধার করা উচিত।

৩। অহিত, শত্রু।

৪। পিয়াসেই, পিপাসাতেই। খ-তল, আকাশে, গগনে। আশুতর, শীঘ্রতর। আশুগ, বাণ।

৬। স্তোমে, সমূহে। কুজ্ঝটিকা, কুয়াশা।

১০। অন্তরীক্ষ, আকাশ। নিচিত, ব্যাপ্ত, অর্থাৎ বাণব্যাপ্ত হওয়াতে গবাক্ষের ছিদ্রের ন্যায় গগনে অল্প অল্প ফাঁক থাকিল।

১৫। পূতিগন্ধি, দুর্গন্ধযুক্ত।

রণভূমে, যথা যমের দ্বারে বৈতরণী বহে ঘোর আকারে ॥
শোণিতে ভিজিল সমরস্থল, সদ্য প্রশমিল ধূলিপটল।
লক্ষ্যে দরশন চলিল তবে, সুবিধা পাইল যোধেরা সবে ॥
হত তুরঙ্গম, নাই সারথি, তথাপি অখিন্ন দনুজ রথী।
ভূমেই রহিয়া ষাটি হাজার বুকে ধরে নারাচের প্রহার ॥
ক্ষত-অঙ্গে যত অসুরপতি রুধিরবিন্দুতে শোভিল অতি।
বসন্তসময়ে কিংশুকবন ফুল্ল ফুলে দেখায় যেমন ॥
সীমা-ভূমে যেন ক্রোধের গিয়া, পার্থে কহে তারা হাত নাড়িয়া।
"ভাল ভাল অরে বাসবসুত, দেখাইলি বীরপনা অদ্ভুত ॥
চিরকাল রণকণ্ডূয়া-বশে দোর্দণ্ড মোদের অস্ত্র পরশে।
পাইয়াছি আজি তাহার পাত্র, দেখিবি রে থাক ক্ষণেকমাত্র॥
শিশু তুই তোরে মোদের রণে প্রেরিয়া মহেন্দ্র আছে কেমনে।
প্রথমে হৃদয় তোর বিঁধিব, পরে শোকশল্যে তারে হানিব ॥
মাতলি সারথি, ইন্দ্রের যান, তেঁই বুঝি নিজে অজেয় জ্ঞান।
এখনি চড়িয়া গাধার রথে যাইতে হইবে দক্ষিণ পথে ॥"
ঘূর্ণিতনয়নে হেন কহিয়া, অমোঘ আসুর-মন্ত্র জপিয়া।
দৈত্যেরা ধনুতে যুড়িল শর, প্রমাদ গণিল সুর-কিন্নর ॥

২। সদ্য, তৎক্ষণাৎ। প্রশমিল, শান্ত হইল। ধূলিপটল, ধূলা সকল।

৪। অখিন্ন, খেদযুক্ত নয়।

১০। রণকণ্ডূয়া, যুদ্ধের নিমিত্তে চুলকানী। দোর্দণ্ড, বাহুস্বরূপ দণ্ড। অস্ত্র পরশে, অস্ত্রকে স্পর্শ করে।

১১। পাত্র, সেই যুদ্ধের চুলকানী নিবারণের স্থান।

১৪। অজেয়, জয়ের অসাধ্য।

১৬। অমোঘ, অব্যর্থ। আসুর, অসুরসম্বন্ধীয়।

যুগপৎ সবে করি সন্ধান ছাড়িল ময়ের নির্ম্মিত বাণ।
মায়াময় অস্ত্র বেগে ধাইয়া চলিল বিবিধ রূপ ধরিয়া॥
কারো মুখ কেশরীর মতন, কোন শর মৃগাদন-বদন।
কাহারো বা আস্য বাঘের ন্যায়, কারো মুখ তার্ক্ষ্যতুণ্ডের প্রায়॥
শিবার সদৃশ কারো বদন, উলকা জ্বলিছে তাহে ভীষণ।
বদন-ব্যাদানে দশন মেলি, ধায় ইষুগণ গগনে খেলি॥
ঘোর শরধারা নিরখি পার্থ, বহু অস্ত্র ছাড়ে নিবারণার্থ।
দানবের বাণে ঠেকি সে সব, অমনি হইল হত-বিভব॥
বিফলিয়া প্রতিকার-উপায়, প্রলয়কালের ঝড়ের ন্যায়।
অলক্ষিতে যেন আসুর-বাণ আসি উড়াইল পার্থের প্রাণ॥
বিষম সঙ্কট দেখি বিজয় ভুলিল নিজের আয়ুধচয়।
ভয়ে পাণ্ডুবর্ণ কাঁপিল তনু, শিথিল মুষ্টিতে খসিল ধনু॥
অন্তকাল বুঝি বাসব-সুত, পিতা মাতা দোঁহে স্মরিলা দ্রুত।
স্বস্তি কিরীটীর কহে অমর, হরিষে গরজে দৈত্য-নিকর॥
আহত হইয়া সে ঘোর বাণে মূরছি পাণ্ডব পড়িল যানে।
দেখি হাহাকারে মাতলি সূত বসন-অঞ্চলে হাঁকায় দ্রুত॥

৩। মৃগাদন-বদন, নেকড়িয়া বাঘের ন্যায় যাহার মুখ
৪। আস্য, মুখ। তার্ক্ষ্যতুণ্ড, গরুড় পক্ষীর ঠোঁট।
৫। শিবা, শৃগাল।
৬। ব্যাদানে, হাঁ করিয়া।
৯। বিফলিয়া, বিফল করিয়া।
১২। শিথিল, ঢিলা।

মূর্চ্ছিত দশাতে কৌরব-মণি দেখিছে স্বপন যেন আপনি।
মহেন্দ্র আসিয়া কোলে করিয়া সুধামাখা মুখে কহে সান্ত্বিয়া॥
উঠ বাছা আর নাহিক ভয় ব্রণ-কষ্ট এই করিনু ক্ষয়।
অমৃতার্দ্র করে তোমার অঙ্গ লেপিনু, হউক মূরছা-ভঙ্গ॥
যে আয়ুধে বাছা তুমি মোহিত ইহার প্রভাবে কে নহে ভীত।
দৈত্যবৃন্দএই অস্ত্রের জোরে অন্যের কি কথা জিনিল মোরে॥
ব্রহ্মশির নামে তোমার কাছে হরের প্রসাদ যে অস্ত্র আছে।
কালকঞ্জ আর পৌলোম যত তাহারি সন্ধানে হইবে হত॥
এরূপ স্বপন দেখি অচিরে সুধা-সেকে যেন সুস্থশরীরে।
মোহনিদ্রা ত্যজি শ্বেতবাহন উঠিয়া বসিল পূর্ব্বমতন॥
দেবদেব রুদ্রে একান্তচিতে চিন্তিলা কৌন্তেয় জোড়পাণিতে।
তদন্তে স্মরিলা আয়ুধ তাঁর মূর্ত্তিমান্ যেন মহাসংহার॥
তেজোগুণে উজালিয়া অম্বর অবিলম্বে রৌদ্র আয়ুধবর।
পুরুষসদৃশ রূপ প্রকাশি দরশন দিলা সম্মুখে আসি॥
দেখিলা কৌরব আয়ুধবরে, তিন মুখে নও লোচন ধরে।
ছয় ভুজ, অঙ্গ কালবরণ, ফণীর দড়িতে জটা-বন্ধন॥
পরিহরি ঘোর দৈব মূরতি শররূপে সেই আয়ুধপতি।
আলম্বিল কুন্তী-সূনুর তূণ ভস্মে আচ্ছাদিত যেন আগুন॥
আরাধিয়া স্তুতি নতিতে হরে পাণ্ডব গাণ্ডীব তুলিয়া করে।
স্বস্তি জগতের কহি সত্বর, সন্ধান করিলা সে অস্ত্রবর॥

৩। ব্রণ, অস্ত্র দ্বারা ক্ষত, বাণের ঘা।
৭। ব্রহ্মশির, রৌদ্র অস্ত্রের নাম।

ক্ষণমাত্রে ধূমে পূরিল নভ রবি সোম বহ্নি বিগতপ্রভ।
সঘনে কাঁপিয়া যেন কি ধরা পাতালে যাইতে করিছে ত্বরা ॥
পৃথিবী তুলিতে মহাশূকর নিমজিল যবে তার সোসর।
ক্ষুভিত সাগরে উঠে তরঙ্গ মীন নক্র মানে লয়ের রঙ্গ ॥
আয়ুধের প্রভা দনুজকুল নেহারি হইল ভয়ে আকুল।
হিয়া কণ্ঠ ওষ্ঠ তালু শুকায়, জ্বরার্ত্তের ন্যায় কাঁপিছে কায় ॥
অনন্তর রুদ্র-মন্ত্র জপিয়া সিংহনাদে নিজ নাম হাঁকিয়া।
বিসর্জ্জিলা অস্ত্র পাণ্ডব যোধ মূর্ত্তিমান্ যেন রুদ্রের ক্রোধ ॥
আয়ুধ উড়িল যবে অমনি, নানা মূরতিতে পূরে অবনি।
অস্ত্রের প্রভাবে বাঘ শৃগাল জনমে মহিষ সিংহ বিড়াল ॥
তরক্ষু শূকর কুক্কুর শত বানর ভাল্লুক উলূক কত।
মতঙ্গজ তুরঙ্গম কুরঙ্গ শরভ গণ্ডার নানা ভুজঙ্গ ॥
গরুড় কুকুড়া শ্যেন বায়স শত শত গৃধ্র চিল সারস।
পর্ব্বত সমুদ্র হ্রদ গম্ভীর মকর কমঠ মীন কুম্ভীর ॥
পিশাচ গন্ধর্ব্ব কিন্নর যক্ষ বিদ্যাধর ভূত অসুর রক্ষ।
নানারূপধারী প্রেত ভীষণ, তিন মুখ কারো চারি আনন ॥
বিবিধ আয়ুধ ধরিয়া করে নাচিয়া তাহারা ধায় সমরে।
এরূপে অগণ্য জন্তুতে স্থান ভূমে না রহিল তিলসমান ॥

৪। মীন নক্র, মৎস্য কুম্ভীর।

১১। তরক্ষু, নেকড়িয়া বাঘ। উলূক, পেচা।

১২। মতঙ্গজ, হস্তী। তুরঙ্গম, ঘোড়া। কুরঙ্গ, মৃগ। শরভ, এক-প্রকার পশু।

১৩। শ্যেন, বাজপক্ষী, বহরী। বায়স, কাক।

১৪। কমঠ, কেঠো বা কচ্ছপ।

নানা উপায়েতে সে সব প্রাণী একে একে ষাটিসহস্রে হানি।
মুহূর্ত্তে দেবের বিপক্ষ-কথা জ্ঞান করা[illegible] স্বপন যথা ॥
বধি কালকঞ্জ-পৌলোম-গণে অস্ত্রবর রূপ সংবরি ক্ষণে।
পার্থের প্রণতি-অন্তে আকাশে উড়িয়া উত্তরে হরের পাশে ॥

নিখিল দনুজানল, শীতল ধরণীতল,
স্বরগে দুন্দুভি ঘন বাজে।
কিরীটীর শিরে ফুল বরষিলা দেবকুল,
শির নোমাইলা বীর লাজে ॥
শুনিয়া সে বিবরণ ধাইল দানবীগণ
রণভূমে, পুরী পরিহরি।
পতি সুত বন্ধুজনে পতিত নিরখি রণে,
বজ্রপাত মানে আহা মরি ॥

ইতি নিবাতকবচ-বধ মহাকাব্যে হিরণ্যপুর-
দৈত্য-বধ নামে পঞ্চদশ সর্গ।

১। ষাটিসহস্রে, ষাটিহাজার দৈত্যদিগকে।

৩। রূপ সংবরি, অর্থাৎ নানাপ্রকার জন্তুর রূপ ধারণ করিয়াছিল সেই সকল রূপ সংবরণ করিয়া।

৮। লাজে, প্রশংসিত কার্য্য করিয়া পুরস্কারপ্রাপ্তির সময়ে যে লজ্জা হয় সেই লজ্জাতে।

বিপদ-বারতা শুনি হাহাকারে হায়!
ধাইল অসুরী যত উন্মত্তার ন্যায়।
কালকা পুলোমা দোঁহে আগে ধায় রড়ে,
পদে পদে উছট খাইয়া ভূমে পড়ে॥
জগত আঁধার দেখে, পথ নাহি শুঝে,
গৃধ্র-শৃগালের রবে দিক মাত্র বুঝে।
বুক বিদরিছে, শিরে পড়িল কি বাজ,
আলু থালু বস্ত্র-চুল, নাহি ভয়-লাজ॥
ধরাধরি করি দোঁহা পুত্রবধূগণ
লইয়া চলিল যথা ঘটিল সে রণ।
যুদ্ধক্ষেত্র দেখে তারা ভীষণ অতুল,
পিছিলা রুধিরপঙ্কে, কঙ্কালে সঙ্কুল॥
গৃধিনী শকুনি চিল হাড়গিলা কাক
শৃগাল কুক্কুর আসি পড়ে ঝাঁকে ঝাঁক।
উদরের নাড়ী কোন গৃধ্র টানি আনে,
বিবরের সাপে যেন বৈনতেয় টানে॥
মাথা গুঁজি পাখা মেলি অন্য গৃধ্র তারে
সচীৎকারে লম্ফে লম্ফে যায় হানিবারে।

১২। কঙ্কালে সঙ্কুল, মৃত শরীরের অস্থিতে ব্যাপ্ত।

১৬। বিবর, গর্ত্ত, গাল। বৈনতেয়, গরুড় পক্ষী।

১৮। সচীৎকারে, চীৎকারের সহিত অর্থাৎ চীৎকার শব্দ করিয়া।

দুই গৃধ্রে যুদ্ধ বাজে চিল নিরখিয়া,
অলক্ষিতে আসি নাড়ী লইল কাড়িয়া ॥
গোটা গোটা হাড় গিলে হাড়গিলা যত,
কত ভুঞ্জে সঞ্চয়-স্থলীতে রাখে কত।
শবমুণ্ডে বসি কাক বিকৃত ডাকিয়া,
চক্ষুতে ঠোকর মারে পক্ষতি মেলিয়া ॥
কুক্কুর টানিছে শব আপনার পানে,
লেজ ফুলাইয়া শিবা আর দিকে টানে।
কুক্কুর-শৃগালে লাগে ঝকড়া তুমুল,
শুনিলে সে কোলাহল হৃদয় ব্যাকুল ॥
দেখিয়া প্রভূত ভোজ্য উৎসবের ধূমে,
অসঙ্খ্য পিশাচ প্রেত নাচে রণভূমে।
আঁতের মেখলা দিয়া কাঁচা চর্ম্ম পরি,
হাড় বাজাইয়া গায়, আহা হরি হরি ! ॥

৪। সঞ্চয়-স্থলী, এ স্থানে হাড়গিলার গলায় যে থলিয়া থাকে।

৫। শবমুণ্ডে, মৃত ব্যক্তির মাথাতে। বিকৃত, বরাবর যেরূপ ডাকে তাহা হইতে আর এক প্রকার।

৬। পক্ষতি, পাখার মূল বা গোড়া।

৭। শব, মৃতের শরীর।

৮। শিবা, শৃগাল।

১১। প্রভূত, প্রচুর, যথেষ্ট।

১৩। মেখলা, কোমরের গোট।

কেহ বা কপাল-পাত্রে রক্ত-মধু-পানে,
মাতিয়া চিবায় অস্থি অবদংশ-জ্ঞানে।
লালসাতে কোন প্রেত মস্তিষ্ক চুষিয়া,
লালাক্লিন্ন সৃক্ক চাটে লোল জিহ্বা দিয়া॥
কেহ বা উঠিয়া বসে দাঁড়ায় দৌড়িয়া,
খলখল হাসি কাঁদে কি জানি বুঝিয়া।
নিবারিয়া মাংস-রক্তে ক্ষুৎ-পিপাসায়,
দৈত্যমুণ্ডে কোন ভূত কন্দুক খেলায়॥
হেন ঘোর রণাঙ্গণে দৈত্যভীরু যত,
প্রবেশিল শোক-তাপে অভীরুর মত।
পতি পুত্র ভাইদের দুর্দ্দশা দেখিয়া,
বাড়িল মন্যুর বেগ অসহ্য হইয়া॥
বানের উপরে বান আইসে যখন,
নদীতে কি ধরে সেই সলিলপ্লাবন।
কালকা পুলোমা দুই বুড়ী বিশেষত,
মূর্চ্ছিত হইয়া পড়ে যেন খড়্গাহত॥

২। অবদংশ, মদের চাট।
৩। লালসা, অতিশয় বলবতী ইচ্ছা। মস্তিষ্ক, মাথার চরবী।
৪। লালাক্লিন্ন সৃক্ক, নালে মাখা মুখের দুপাশ। লোল, চঞ্চল।
৭। ক্ষুৎ, ক্ষুধা, খিদে।
৯। দৈত্যভীরু, দৈত্যস্ত্রী।
১০। অভীরু, নির্ভয়, ভয়শূন্য।
১২। মন্যুর, শোকের।

কার পানে কেবা চায়, সবে ছন্নমতি,
দিগ্ধ শরে বিদ্ধ আহা হরিণী যেমতি।
কত ক্ষণে দুই বৃদ্ধা চেতন পাইয়া
হৃদয়-কপাল হানে করতল দিয়া॥
চুল ছিঁড়ে, মাথা কুঁড়ে, উষ্ণ দীর্ঘ শ্বাসে,
আয়ুধ কুড়ায় কভু আত্মহত্যা-আশে।
ধরায়ো হৃদয় আর্দ্র করি আঁখি-নীরে
দুই জনে কাঁদে দৈব নিন্দিয়া অধীরে॥
তনয়ের মৃতদেহ কোলেতে লইয়া,
বিলপে দনুজ-মাতা, বদন চুম্বিয়া।
হায় রে! বাছারা তোরা গেলি কোথাকারে,
কোন্ অপরাধে মায়ে ফেলিলি আঁধারে॥
শৈল যদি পড়ে মাথে সহ্য হয় তাহা,
নিরখি তোদের মুখ বুক ফাটে আহা।
কিজন্যে ধূলাতে বাপা গড়াগড়ি যাও,
মার কোল পাতা এই ইহাতে ঘুমাও॥
মায়ের উপরে হায় এত ক্রোধ কেন,
উঠ বাছা, বুকে মোর বাজে শেল হেন"।

১। ছন্নমতি, জ্ঞানহীন, বুদ্ধিশুদ্ধিহারা।
২। দিগ্ধ শরে বিদ্ধ, বিষাক্ত তীর দ্বারা বেঁধা।
৮। দৈব, নিয়তি, ভাগ্য, অদৃষ্ট। অধীরে, অধৈর্য্য হইয়া।
১০। বিলপে, বিলাপ করে।
১৩। শৈল, পর্ব্বত।

পদ্ম-আঁখি মেলি ডাক একবার মায়,
জুড়াউক পোড়া হিয়া বচন-সুধায় ॥
হায় হায়! হরি হরি! অরে ক্রূর বিধি!
কি দোষে হরিলি মোর অঞ্চলের নিধি।
করিনু কঠোর তপ, ব্রহ্মা দিলা বর,
সুরাসুরে তব পুত্রে না করিবে ডর ॥
ইন্দ্রে না গণিত তেঁই আমার তনয়,
হায় এবে নরহস্তে তাহাদের ক্ষয়!।
সাগর সাঁতার দিয়া উত্তরিল যেই,
গোষ্পদের জলে ডুবি মরে কভু সেই
শলভের পক্ষ-বাতে আগুন নিবিল,
আগুনেতে শুকাইল সিন্ধুর সলিল।
ভাবিয়াছিলাম যাহা, হৈল বিপরীত,
হায় রে নিঠুর দৈব! এই কি উচিত ॥
ঘামিলে যাদের মুখ সহিত না মোর,
দেখালি তাদের আজি হেন দশা ঘোর।
শুয়িত বাছারা মোর ফুলের শয্যায়,
শরে শরে বিদ্ধ তারা সজারুর ন্যায় ॥
হাঁরে রে কঠিন প্রাণ! যা রে বাহিরিয়া,
থাকিতে না পারি আর এ দশা দেখিয়া।
ওহে প্রেত, ওহে গৃধ্র, কুক্কুর, শৃগাল,
অভাগীরে খাও যদি ফুরায় জঞ্জাল ॥

কিহেতু যাতনা ভুঞ্জ রে পোড়া জীবন,
মরণে জীবন তোর, জীবনে মরণ।
মরা যম ভয় কিরে আমারে ছুইতে,
আর সে বাছারা নাই যাদিগে ডরিতে॥
বাম বিধি, মোরে কেন জন্ম দিয়াছিলি,
অবলা বধিয়া এবে কি পুণ্য পাইলি।
এইরূপে কতমত বিলাপ করিয়া,
দনুজজননীদ্বয় কাঁদে ফুকরিয়া॥
পিতৃবনমাঝে শোকদাবানলে পুড়ি,
পরস্পরে গলা ধরি কাঁদে দুই বুড়ী।
ক্ষণে উঠে, ক্ষণে পড়ে, ধায় শবপানে,
অন্যের কি কথা, হায়! গলায় পাষাণে॥

অন্য দিকে বধূগণ, শরম-ভরম-ধন,
তেয়াগিয়া, কাঁদে বিনাইয়া বিনাইয়া,
বুকে করাঘাত হানে, হার টুটে খানখানে,
মুকুতা-পতন-ছলে কাঁদে যেন হিয়া।
খসিল কবরীভার, ফুলমালা পড়ে তার,
উপভোগসুখে যেন হইয়া হতাশ,

৫। বাম, প্রতিকূল।
৯। পিতৃবন, শ্মশান তাহাই বনস্বরূপ।
১৭। কবরী, বান্ধা চুল, খোপা।

কাঁপাইয়া তুঙ্গ স্তন,   শ্বাস বহে উষ্ম-ঘন,
দুখদহনের যেন শিখার বিলাস ॥
কপাল নিন্দিয়া মুহু,   কঙ্কণে হানয়ে উহু,
রুধিরের ধারা বহি   ধরণী ভিজায়।
দিবা-শশাঙ্কের ন্যায়,   বদন হতশ্রি হায়!
দুই আঁখি আলোহিত কোকনদপ্রায়।
তাহে অশ্রু দড়্‌দড়ে,   কাজল ধুইয়া পড়ে,
বুকের উপরে ধারা শোভিল মলিন,
শোকের করাত দিয়া, বুঝি বিদারিতে হিয়া,
বিধি-সূত্রধার কৈলা সূতা ধরি চিন ॥
মৃগী যেন মৃগহারা,   বিলাপ করয়ে তারা,
পতিমুখে মুখ দিয়া, আলিঙ্গিয়া অঙ্গ,—
প্রাণবঁধু আজি কেন,   আচরণ কর হেন,
একা যাও পরিহরি দয়িতার সঙ্গ।
আমায় কহিতে প্রাণ, পরাণে ইতর জ্ঞান,
মান পুন ততোঽধিক বাড়াইয়াছিলে,
বাজ হানি মোর মাথে,   পরাণে লইয়া সাথে,
এখন সে সব কথা ভুলিয়া চলিলে ॥

১। তুঙ্গ, উন্নত বা বড়।
৬। কোকনদ, রক্তোৎপল।
৭। অশ্রু, চক্ষুর জল।
১০। বিধি-সূত্রধার, দৈবস্বরূপ ছুতার।

মান যদি করিতাম, চরণে সাধাইতাম,
প্রতিফল দিতে বুঝি চাহ সে কারণে,
চরণে ধরিনু এই, দেখ হে, প্রণাম দেই,
উঠ মেনে ভাল মন্দ না করিও মনে।
যাইবে যদি নিতান্ত, তিলেক দাঁড়াও কান্ত,
দাসীও যাইবে সঙ্গে, হানি কি তাহাতে,
কি জানি পথের কথা, শ্রমেতে ঘটিলে ব্যথা,
শুশ্রূষিব চরণ-পল্লব নিজ হাতে ॥
চন্দ্রিকারে ধরি করে, চন্দ্র যায় লোকান্তরে,
প্রভা-সহকারে চলে অস্তে প্রভাপতি,
পিরীতির এই প্রথা, পতি যান যথা যথা
সহধর্ম্মিণীকে তথা করেন সংহতি।
কি কহিব বিধি বাম, না পূরিল মনস্কাম,
বিধবা হইব হেন ভাবি নাই কভু,
মনে ছিল পতিসঙ্গে কাল কাটাইব রঙ্গে,
বাসব-বিজয়ী মহাবীর মোর প্রভু ॥
ভাণ্ডার করিয়া হিয়া, প্রেমের কুলুপ দিয়া,
রাখিয়াছিলাম যেই ধন সমাদরে,
বিধি তোর কি চাতুরী, আগে তাহা কৈলি চুরি,
পশ্চাৎ শোকের সিঁধ দিলি সেই ঘরে।

৯। চন্দ্রিকা, জ্যোৎস্না তাহাই স্ত্রীস্বরূপ। করে, কিরণস্বরূপ হস্ত দ্বারা। লোকান্তরে, অন্য জগতে অথচ পরলোকে।

১০। প্রভাপতি, সূর্য্য।

১২। সহধর্ম্মিণী, সমানধর্ম্মশালিনী অর্থাৎ বিবাহিতা পত্নী।

এই সেই মুখ-চাঁদ, অনঙ্গ-ব্যাধের ফাঁদ,
ধরিবার কামিনীর হৃদয়-হরিণ,
হায় এই সেই ভুরু, মদনধনুর গুরু,
সেই আঁখি বামা যার ভঙ্গীতে দক্ষিণ ॥
এ সব হেরিলে আগে ভুলিতাম অনুরাগে,
এখন নিরখি হায় বাহিরায় প্রাণ,
সে লাবণ্য নাই আর, সকলি বিকৃতাকার,
জনমের মত অস্তে গেলা ভানুমান।
আর কি সে হাস্যমুখ দেখি নিবারিব দুখ,
আর কি সে চাটু-মধু পিব কাণ ভরি,
হেন গতি বঁধুয়ার সহিতে না পারি আর,
ধরণি বিদার দেহ মোরে দয়া করি ॥
হায় হায়! বঁধু মোর কোথা গেলে মন-চোর,
শরীরের অধিদেব, পরাণের প্রাণ,
দয়িতা বলিতে যারে এত কি নিদয় তারে,
একবার কথা কও, রাখ সেই মান।

৩। গুরু, আচার্য্য বা অধ্যাপক অর্থাৎ কন্দর্পের ধনুককেও বক্রতা ও কামিনী বশকরা ইত্যাদি গুণ শিক্ষা দিয়াছে।

৪। বামা, স্ত্রীলোক অথচ প্রতিকূলাচরণকারিণী; দক্ষিণ, অনুকূলাচরণকারিণী বা সরল (অর্থাৎ হয়।)

৭। বিকৃতাকার, আকৃতিতে অন্যপ্রকার।

১৫। দয়িতা, প্রিয়া অথচ দয়ার পাত্র অর্থাৎ যাহাকে দয়া করা যায়।

যুদ্ধে পশিবার কালে   আমায় বলিলে ভালে
‘ক্ষম প্রিয়ে, শত্রু বধি আসিব এখনি,’
সে কথা থাকিল কই,   বিপক্ষ রয়েছে ওই,
উঠ, তারে যুঝি বধ কর বীরমণি ॥
যাতে ছিল বৈরি-জ্ঞান   রাখিলে তাহার মান,
শোকশল্যে দয়িতার পরাণ বধিলে,
জলাঞ্জলি দিয়া লাজে,   হেন বিপরীত কাজে
কোন্ বীর মজে প্রভু ! দেখাও নিখিলে।
হায় প্রাণনাথ ! তব   আজি নব পরাভব,
নূতন বিরহজ্বালা উপজিল মোর,
তথাপি অক্ষুণ্ণ-হিয়া   এখনো আছি বাঁচিয়া,
বুঝিলাম স্ত্রীলোকের অন্তর কঠোর ॥
মোদের কপাল মন্দ,   সকলি বিধির ফন্দ,
রবি চন্দ্র আছে তবু আঁধার জগত,
ওমা আমি কোথা যাব,   কোথা গেলে তারে পাব,
হায় রে বিধাতা ! তুই পাষাণের মত।
এইরূপে কত মত   বিলপে অসুরী যত,
ফুলিল অরুণ আঁখি রোদনে রোদনে,
অশ্রুতে যায় ভাসিয়া,   তথাপি শুকায় হিয়া,
খিন্ন ওষ্ঠাধর কাঁপে নিশ্বাস-পবনে ॥

৬। শোকশল্যে, শোকস্বরূপ শল্যনামক অস্ত্র দ্বারা।

১১। অক্ষুণ্ণ, যাহা চূর্ণ না হইয়াছে।

১৮। অরুণ, রক্তবর্ণ।

২০। খিন্ন, খেদ বা আয়াসযুক্ত।

শুনি করুণ বিলাপ   শুনি করুণ বিলাপ,
জনমিল অর্জ্জুনের মনে অনুতাপ।
প্রিয়বিনাশে রুষিয়া   প্রিয়বিনাশে রুষিয়া
বিঁধিল দৈতেয়ী বুঝি দিগ্ধ শর দিয়া॥
দানবের শরব্রণ   দানবের শরব্রণ
সহিল যে হৃদে, তথা না সহে রোদন,
হিয়া আর্দ্র অসুরীর   হিয়া আর্দ্র অসুরীর
নেত্রজলে, কিন্তু দয়ারসে কিরীটীর॥
পার্থ কহে মাতলিরে   পার্থ কহে মাতলিরে,
সলিলে তুন্দিল যেন মেঘ, ধীরে ধীরে।
"সূত, ক্রন্দন শুন হে   সূত, ক্রন্দন শুন হে,
তুষানলসম মোর অন্তর্দ্দেহ দহে॥
হেন বিলাপ-অক্ষরে   হেন বিলাপ-অক্ষরে
মনে হয় পাষাণেরো হৃদয় বিদারে।
তিতি নারী-নেত্র-জলে   তিতি নারী-নেত্র-জলে
মাটি বটে তথাপি স্থলীও দেখ গলে॥
প্রতিধ্বনিতে শুনহ   প্রতিধ্বনিতে শুনহ
দিক্-মণ্ডলীও যেন কাঁদে বধূসহ।

১। করুণ, করুণরস-ব্যঞ্জক।
৪। দৈতেয়ী, অসুরের স্ত্রী।
১০। সলিলে তুন্দিল, যাহার উদর জলে পরিপূর্ণ।
১২। অন্তর্দ্দেহ, অন্তঃকরণ।

সত্য করিনু কুকাজ সত্য করিনু কুকাজ,
কি করিব, আজ্ঞা দিলা পিতা দেবরাজ ॥
ক্ষাত্র ধর্ম্মই নিঠুর ক্ষাত্র ধর্ম্মই নিঠুর,
হেন পাপ করি ক্ষত্র নিজে মানে শূর।
ক্রূর রণব্যবসায় ক্রূর রণব্যবসায়
দয়াহীন কাজে কভু ধর্ম্ম বলাযায় ॥
পুণ্য হউক কি পাপ পুণ্য হউক কি পাপ;
ভূত যেই কর্ম্ম তার বৃথা অনুতাপ।
চল অমরাবতীতে চল অমরাবতীতে,
তিলেক না পারি আর এখানে থাকিতে ॥"
হেন করি অনুতাপ হেন করি অনুতাপ
বৈরাগ্য-উদয়ে দয়া-বীর ফেলে চাপ।
যদি নিরখে শ্মশান যদি নিরখে শ্মশান
বিবেকী না হয় হায় কোন্ বুদ্ধিমান্ ॥

বিজয়ের হিয়া তাপিত জানিয়া
মাতলি সান্ত্বিয়া কহিলা।
"সুস্থ কর চিত, কেন হে দুঃখিত,
বীরের উচিত করিলা ॥
জানিয়াও মর্ম্ম কেন নিন্দ ধর্ম্ম,
হেন কোন কর্ম্ম ভুবনে।

৩। ক্ষাত্র, ক্ষত্রিয়সম্বন্ধীয়।
৪। ক্ষত্র, ক্ষত্রিয়জাতি।

জয় পরাজয় উভয়থা হয়,
মঙ্গল উদয় যে রণে ॥
রণে যেই জন ত্যজয়ে জীবন,
অমর-ভবন পায় সে।
জিনে যেবা রণ যশস্বী সে জন,
পরে ইন্দ্রাসন পরশে ॥
এই যে সংসার ঘোর পারাবার,
যশমাত্র সার ইহাতে।
দিয়া নিজ কায় যদি যশ পায়,
ধন্য বলি তায় ধরাতে ॥
জনম মরণ সবারি লিখন,
তাহা কোন্ জন এড়াবে।
কর্ম্মফলে জীব নরক অশিব
কিংবা পায় দিব এভাবে ॥
দৈবে জনমায়, দৈবে মারে তায়,
দৈব-পৃষ্ঠে ধায় সকলে।
অন্য কেবা জীবে ভবেতে আনিবে,
অথবা মারিবে স্ববলে ॥
দৈব রাখে যারে কে মারিবে তারে,
দৈব যারে মারে সে মরে।

১। উভয়থা, উভয় প্রকারেই।

১৩। অশিব, অমঙ্গলকারক বা মঙ্গলহীন।

১৪। দিব, স্বর্গ।

নিমিত্ত অপর, এই স্থিরতর,
তাহে গর্ব্বভর কে করে ॥
নিজ-কর্ম্ম-ফলে দিতিজ সকলে
গেল অন্য স্থলে চলিয়া।
কেন অনুতাপ, ইহাতে কি পাপ,
কে করে বিলাপ জানিয়া ॥
কেবা প্রিয় কার, কেবা প্রিয়া তার,
সকলি মায়ার ভেলকি।
কাহার লাগিয়া কাঁদে দৈত্যপ্রিয়া,
আত্মাকে পীড়িয়া ফল কি ॥
মরিল সতত হিংসিয়া দৈবত
নিজ দোষে যত দানব।
কি কথা কাঁদায়, মরিলেও তায়
নাই সাক্ষাৎকার-সম্ভব ॥
নিয়তি-বিশেষে ভিন্ন ভিন্ন দেশে
যায় অবশেষে পরাণী।
ইহা যেই জানে, সে কি শোক মানে,
ডুবে শোক-বানে অজ্ঞানী ॥
গুণের শেবধি, ধৃতির জলধি,
তুমি বিমলধী বিচারে।

১৮। নিয়তি, ভাগ্য, অদৃষ্ট।
১৯। শেবধি, নিধি।
২০। বিমলধী, যে ব্যক্তির বুদ্ধি নির্ম্মল।

সে অতিবৈধেয়, উপদেশ দেয়
যে জন কৌন্তেয় ! তোমারে ॥
বল, চক্ষুষ্মানে অন্ধ কোন্ খানে
দেখায় প্রয়াণে সরণি।
তোমার কথাই তোমারে স্মরাই,
আমি কহি নাই আপনি ॥
স্বভাবে স্থাপন কর ব্যগ্র মন
স্বরগে গমন করিতে।
নারে অনুতাপী, অথবা যে পাপী,
ত্রিদিবে কদাপি যাইতে ॥"

এইরূপে ধনঞ্জয়ে সুস্থ করি মাতলি
বাজি-পৃষ্ঠে কশা হানে দেবলোকে যাইতে।
জয়-আনন্দেই বুঝি তুরঙ্গম-আবলি
উড়িল গরুড়সম অতিলঘু গতিতে ॥

১। অতিবৈধেয়, অতিশয় মূর্খ।
৩। চক্ষুষ্মান্, যাহার উত্তম চক্ষু আছে
৪। সরণি, পথ।
১০। ত্রিদিবে, স্বর্গে।
১২। বাজি-পৃষ্ঠে, ঘোড়ার পিঠে।
১৩। আবলি, শ্রেণী।
১৪। লঘু, শীঘ্র।

মাতলি-সহায় পার্থ প্রতাপীর অগ্রণী
স্বরগে চলিলা যদি বিনাশিয়া দানবে।
হতস্বামি হতশ্রি হিরণ্যপুর অমনি
অদৃশ্য হইয়া গেল অলৌকিক বৈভবে॥

ইতি নিবাতকবচ-বধ মহাকাব্যে দৈত্যস্ত্রী-বিলাপ নামে ষোড়শ সর্গ।

৩। হতস্বামি, যাহার স্বামী অর্থাৎ প্রভু হত হইয়াছে

এদিকে বিজয় মন্দাকিনী-পয়-শীতবাত সেবি পথে,
মাতলি সহিতে অমরাবতীতে উত্তরিলা দিব্য রথে।
পশিয়া পুরীতে, পার্থ চারি ভিতে হেরিলা শোভা-মাধুরী,
জয়মহোৎসবে অতুল বিভবে উথলিছে যেন পুরী॥
ভেরী ধীর বাজে, সিন্ধু যেন গাজে, শঙ্খ বাজে তার সহ,
মাদল কাহলে মহা-কোলাহলে সঘনে বাজে পটহ।
চৌপথে ফিরিয়া ডিণ্ডিম পিটিয়া কেহ কেহ জয় ঘোষে,
মন্দার-মালায় তোরণ সাজায় কেহ কেহ পরিতোষে॥
সরস চন্দন সিঞ্চে কত জন রথ্যাপথ-পরিসরে,
ধূলি নাই ভূমে, তবু ধূপধূমে ধূলার বিলাস ধরে।
বহুবিধ ধূপ পোড়ে স্তূপ স্তূপ, শোভা পায় ধূমশ্রেণী,
বৈরিগৃহে চির-বন্দী জয়শ্রীর সদ্যোমুক্ত যেন বেণী॥
অট্টালক-শিরে কাঁপিয়া সমীরে বিমল পতাকা উড়ে,
বুঝি সশরীর যশ কিরীটীর স্বর্গেরো উপরে চড়ে।

১। মন্দাকিনী-পয়-শীতবাত, স্বর্গ-গঙ্গার জল-সম্পর্কে শীতল যে পবন।

৬। পটহ, ঢক্কা, ঢাক।

৭। ডিণ্ডিম, ঢোল।

৮। তোরণ, খিলান, গেট্।

৯। রথ্যাপথ-পরিসরে, বড় রাস্তার আয়তনে।

১২। চিরবন্দী, অনেক দিন অবধি বন্দিয়ান বা কয়েদী। সদ্যোমুক্ত, তখনি যাহা খোলা হইয়াছে।

১৪। সশরীর, মূর্তিমান।

সবে ঘরে ঘরে উৎসব আচরে, আনন্দ অপরিমাণ,
সুধা ফেলাইয়া পিয়ে কাণ দিয়া বিজয়ের যশোগান ॥
অপ্সরা নাচিছে, কিন্নরী গাইছে সুমধুর মৃদুস্বরে,
তার সঙ্গে সঙ্গে মৃদঙ্গ সারঙ্গে বিদ্যাধর বাদ্য করে।
দেখিবারে মহ পরিবার সহ তেত্রিশ কোটি দেবতা
যেখানে যে ছিল আসিয়া মিলিল শুনিয়া সেই বারতা ॥
বৈমানিক সুরে স্থান নাই পুরে, রাজপথ হুলথুল,
আপনাকে পার্থ মানিল কৃতার্থ, আমোদ হেরি অতুল।
সুধাধারা যথা নিজগুণকথা দেবমুখে শুনি স্নেহে,
অতিক্রমি পুর ধনঞ্জয় শূর গেল বৈজয়ন্ত-গেহে ॥
প্রাসাদের দ্বারে ক্রমে মন্দচারে যেমন লাগিল যান,
দেখিল অমনি কুরুকুলমণি দেবগণে বিদ্যমান।
চিত্রসেন সহ দেবতানিবহ গ্রহণ করিতে তাঁরে
ইন্দ্রের নিদেশে প্রথমত এসে দাঁড়িয়ে রয়েছে দ্বারে।
স্যন্দন হইতে পার্থ না নামিতে চিত্রসেন গিয়ে আগে
স্যন্দন-উপরি চড়ি হাতে ধরি নামাইল মহাভাগে ॥
নামিল ফাগুন "আসুন আসুন" কহিতে লাগিল সবে ;
কেহ বা আদরে আলিঙ্গন করে অরিজয়মহোৎসবে।
বিজয়ের জয় কোন দেব কয় কেহ দরশায় স্নেহ,
কেহ নমস্কার করে বারংবার, সাধু সাধু কহে কেহ।

৫। মহ, উৎসব।
৭। বৈমানিক, ব্যোমযানে অধিরূঢ়
১০। অতিক্রমি, অতিক্রমণ করিয়া।

শিরে অর্ঘ দিয়া কেহ আশীষিয়া "দীর্ঘজীবী হও" বলে,
মুক্তা-অভিরাম ললাটের ঘাম কেহ পুঁছে বস্ত্রাঞ্চলে,
চামর বীজন করে কতজন কেহ বা ধোয়ায় পাদ,
সরস চন্দন সিঞ্চে কোন জন কেহ দেয় ধন্যবাদ।
কেহ ক্ষত স্থানে মহৌষধিদানে ব্রণজ্বালা করে নাশ,
শোণিতমার্জন করে কতজন বুলাইয়ে আর্দ্র বাস ॥

পরিয়া শুচি ভূষণ বেশ, পরে
ধরিয়া ফুল চন্দন দীপ করে,
বরিয়া লইতে জয়িবীরবরে
অমরীগণ আসিল হর্ষভরে ॥
অরবিন্দমুখী অরবিন্দধরা
অরবিন্দমনোহর-নেত্রকরা
কমলা যিনি সুন্দররূপবতী
দ্রুত আসিল একতমা যুবতী ॥
নবযৌবন-পুষ্পভরাবনতা
গতিশক্তিমতী যেন কল্পলতা
নবপল্লব-কোমল-পাণিতলা
দিল দর্শন অন্যতমা অবলা ॥
রসবেগভরে স্খলিতাগমনা
তটিনীসদৃশী শফরীনয়না
সলিলভ্রম-সুন্দর-নাভিহ্রদা
মিলিল দ্রুত অন্য সুরপ্রমদা ॥

২১। সলিলভ্রম, জলের পাক।

নবচম্পক-গৌরতনূ ইতরা
অনিমেষবধূ যেন চিত্রকরা
কনকপ্রতিমাসদৃশী ললিতা
হ'ল পাণ্ডবসন্নিধিসম্মিলিতা ॥
পরিপূর্ণসুধাকর-সদ্‌বদনা
উড়ুমণ্ডলহারলতাভরণা
মিলিতা হ'ল নীলপটাবরণা
রজনীসদৃশী অপরা ললনা ॥
সব দেববধূ সমবেত হয়ে
বরিয়া নিল বীর পৃথাতনয়ে।
"প্রিয় আইস আইস" কেহ বলে,
বরণস্রজ অর্পিল কেহ গলে ॥
পবনাহতপল্লবতুল্য করে
হরিষে ফুল বর্ষণ কেহ করে।
অপরা হরিচন্দনদানরসে
সুখশীতল গাত্র ছুলে পরশে ॥
ইতরা দরশাইল মোদভরে
ঘৃতদীপকলী কুলদীপবরে।

২। অনিমেষবধূ, দেববনিতা।

১৮। ঘৃতদীপকলী, কলিকাকার ঘৃতপ্রদীপ। কুলদীপবরে, প্রদীপবৎ কুলোজ্জ্বলকারী অর্জ্জুনকে।

সরলাগুরু-গুগ্‌গুলু-সর্জ্জরসে
শুভধূপশিখা দিল কেহ রসে ॥
বহুমানবশে অপরা মহিলা
বিজয়ে ব্যজনান্তসমীর দিলা।
বসনাঞ্চলমারুতদানছলে
অপরা ভুজমূল উদাসি চলে ॥
গণিকাজন বীর পৃথাতনয়ে
পরিতোষিল নৃত্য দিয়ে প্রণয়ে।
শিখিনীগণ যেমন বারিধরে
শুভ নৃত্য উপায়ন দান করে ॥
সকলে নবরাগ প্রকাশি পরে
স্তুতিগান শুনাইল বীরবরে।
ঋতুরাজ-বসন্ত-সমাগমনে
যেন গায় পিকীগণ হৃষ্টমনে ॥

এরূপ আদরে বীরে করিয়া গ্রহণ
বৈজয়ন্তে লয়ে গেল দেবদেবীগণ।
প্রাসাদে পশিয়া পার্থ হেরিল বাসবে,
স্বর্গিগণসঙ্গে তিনি মগ্ন মহোৎসবে ॥
তবু, তাঁরপদে পার্থ না করিতে নতি
"এস এস" বলিয়া উঠিল সুরপতি।
অগ্রে আলিঙ্গিয়া পুত্রে দেব আখণ্ডল
আশীষ অর্পিল হয়ে আনন্দে বিহ্বল ॥

অনভিবাদনে হল প্রত্যভিবাদন,
"আনন্দে নিয়মো নাস্তি" শাস্ত্রের বচন।
পরে পার্থ প্রণমিল জনকচরণে
শির চুম্বি পুত্রে ইন্দ্র বসায় আসনে॥
বসাইয়ে সুতে কহে সস্নেহে বাসব,
ছলক্রমে করিতে সুতেরি গুণস্তব।
আপনা হইতে সুতে বড় করি কয়
দেবগণ শুনি যেন চমৎকৃত হয়॥
সর্ব্বদেবে শুনাইয়ে দেবসভা-মাঝ
পুত্রে বড় করে ইন্দ্র, নাহি গণে লাজ।
ইচ্ছা বটে জয়ী হই সবার নিকটে,
পুত্র হতে পরাজয় তবু শ্লাঘ্য বটে॥
"জানি বাপু রণে বড় পাইয়াছ ক্লেশ,
মনে না করিও মোর নিদয় নিদেশ।
কাজে নিয়োজিনু দেখি যোগ্যতা তোমার,
অযোগ্যে মাদৃশ জন নাহি দেয় ভার॥
কিনিলে অর্জ্জুন তুমি এই অবদানে,
অক্ষম ইহার আমি নিষ্ক্রয়বিধানে।

১৭। অবদান, বিখ্যাত বা উন্নত কার্য্য।
১৮। নিষ্ক্রয়, প্রতিশোধ।

কালকঞ্জ পৌলোমের বিক্রম দুর্ব্বচ,
ততোধিক বীর ছিল নিবাতকবচ ॥
ইহাদের তেজোবল না জান বিশেষ,
পুরাতন কথা বলি শুন গুড়াকেশ।
শুনিয়া থাকিবে ছিল রাবণ রাক্ষস,
ভৃত্যভাবে যোরা যার প্রতাপেতে বশ ॥
যমদণ্ড জিনি যার ভুজদণ্ড ঘোর,
মৃত্যুর হৃদয় জিনি হৃদয় কঠোর।
কুবেরের মান সহ পুষ্পক-বিমান,
জিনিয়া লইল কাড়ি যেই বলবান্ ॥
কন্দুক খেলিতে বুঝি করি অভিলাষ,
উপাড়িয়াছিল যেই পর্ব্বত কৈলাস।
দিক্ জয় করে যবে সেই দশানন,
নিবাতকবচ সনে দিয়াছিল রণ ॥
যুঝিল তুমুলতর সংবৎসর এক,
হারিল পশ্চাৎ যথা সর্পস্থানে ভেক।
ত্রৈলোক্যজয়ের স্তম্ভ বাহু বিশখানে,
ধিক্ ধিক্ নিন্দিল নূতন অপমানে ॥
ব্রহ্মার আদেশে শেষে সন্ধি আচরিয়া,
পাতাল হইতে গেল জীয়ন্তে মরিয়া।

১। দুর্ব্বচ, যাহা কথঞ্চিৎ বলিতে পারা যায়।
২। পুষ্পক বিমান, পুষ্পক নামে আকাশগামী রথ।

তোমার প্রতাপে হত সেই দৈত্যগণ,
তূলরাশি দগ্ধ হয় অনলে যেমন ॥”
এইরূপে ইন্দ্র যত প্রশংসিয়া কয়,
ঈষদ্ লজ্জাতে পার্থ অধোমুখ হয়।
জয়ন্তের লোল দৃষ্টি অনাদর করি,
প্রসাদ মন্দারমালা পার্থে দিলা হরি ॥
দৈত্যশর-ক্ষত দেহে বুলাইয়া কর,
কুন্তীর নন্দনে পুনঃ কহে পুরন্দর।
“নিজবাসে যাও বাপু চিত্রসেন সহ,
যুদ্ধসাজ তেয়াগিয়া বিশ্রাম লভহ ॥”

এ হেন বচন শুনি পুনরপি ফাল্গুনি
প্রণমি পুরন্দর পদযুগলান্তে,
বিশ্বাবসু-সুত-সহিত হরিষযুত
পশিল গিয়া দ্রুত দিব্য নিশান্তে।
সমরসাজ সব পরিহরি পাণ্ডব
সৌধতলে বসি কোমল তল্পে,
শ্রান্তি করিল হত হইয়া অভিরত
বন্ধুসনে রণ-বিষয়ক জল্পে ॥

১৩। বিশ্বাবসু-সুত, চিত্রসেন গন্ধর্ব্ব
১৪। নিশান্তে, গৃহে।
১৬। তল্পে, বিছানাতে।
১৮। জল্পে, গল্প করে।

স্বরগে ধনঞ্জয় কতিপয় দিন রয়
ঈদৃশ দিব্য সমাদর মানে।
পঞ্চ দিবস মত পাঁচ বছর গত
হইল কিরীটির মানুষ-মানে।
পার্থ অনন্তর আকুল-অন্তর
এক দিবস সোঙরিয়ে পরিবারে,
নাই সুখে রতি চিন্তা জড়মতি
ভ্রাতৃ-প্রেয়সী-বিরহ-বিকারে।

সখারে অসুস্থ দেখি পুছে চিত্রসেন,
"আজি ভাই মলিন মলিন কেন হেন ?।
প্রসাদগুণের আর্শী তোমার মানস
ঝটিতি দুখের শ্বাসে কেন মলীমস ? ॥
হাসিতে খেলিতে পূর্ব্বে মোদের সহিত,
সম্প্রতি কি হেতু মন চিন্তায় স্তিমিত ?।
দিবানিশি কিবা ভাব বিরলে বসিয়া ?
উত্তর না পাই পুনঃ পুনঃ ডাক দিয়া ॥

৪। মানুষ-মানে, মর্ত্ত্যলোকের বৎসর-সংখ্যাতে।
১২। মলীমস, মলিন, ময়লা।
১৪। স্তিমিত, নিশ্চল, স্থির।

দুর্ব্বল দুর্ব্বল অঙ্গ, মৃদু মৃদু বাণী,
কৃশ কৃশ দেহ, পাণ্ডু পাণ্ডু মুখখানি।
শয়ন ভোজন ভোগে অভিরুচি নাই,
কি জন্যে অবস্থা হেন মোরে বল ভাই!
তুমি আমি এক-আত্মা দেহমাত্র ভিন্ন,
অনুরোধ করি, বল কিসে হলে খিন্ন?।
প্রিয়জন যদি দুঃখ ভাগ করি লয়,
যাতনার বেগ তবে অল্প জ্ঞান হয়॥"

সখার আগ্রহে পৃথাসুত কহে
প্রিয়সখ! শুন বলি—
তুমি কি জান না মোর যে যাতনা
দিবারাতি যাতে জ্বলি।
ছিনু এত দিন কাজের অধীন
বুঝি নাই দুখ সুখ,
অবসর মত মিলিয়া সাম্প্রত
মনে পড়ে যত দুখ॥
স্বরগে আসিয়া-অবধি বীতিয়া
গেল পাঁচ সংবৎসর,
না জানি কেমন আছে বন্ধুজন
এই চিন্তি নিরন্তর।

১। অঙ্গ, শরীরের অবয়ব অর্থাৎ হস্তপদাদি।
২। দেহ, সমস্ত শরীর।
১৫। সাম্প্রত, সম্প্রতি, এক্ষণে

ধর্ম্মধনে বীর রাজা যুধিষ্ঠির
আছেন কেমনে বনে,
সহিবে দুঃসহ মলয়-বিরহ
চন্দন তরু কেমনে ॥
একে ত দুর্গতি বনেতে বসতি,
আমার বিয়োগ তায়,
ভাবিয়া ভাবিয়া বুঝি তাঁর হিয়া
কীট-নিষ্কুষিত প্রায়।
স্নেহাকুলমতি, আর্য্য মহীপতি,
কত বা স্মরেন দাসে,
ভোগে উদাসীন মন, নিশিদিন
পুড়ে মোর এ হুতাশে ॥
উছট লাগিয়া যায় পিছলিয়া
সমভূমিতেও পদ,
অন্ন জল প্রায় উঠে তালুকায়,
বিষম ঘটে বিপদ।
এ সব লক্ষণে অনুমানি, বনে
পাইয়া বহু যাতনা

৮। কীট-নিষ্কুষিত, পোকায় কাটা।

৯। আর্য্য, শ্রেষ্ঠ—সংস্কৃত ভাষাতে আর্য্য শব্দটী "দাদা" এই শব্দের স্থানে ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

১১। উদাসীন, অনুরাগশূন্য, বিরক্ত।

ভাই চারিজন আমার মিলন
সতত করে বাসনা ॥
আর্য্য ভীমসেন কাননে ভ্রমেন
নানা কষ্ট ভোগ করি,
কৃশ কৃশ গাত্র ধরে বলমাত্র
গিরিচর যেন করী।
সুখের ভাজন যমজ দুজন
সুখ-আশে দুখ সহে,
নিদাঘে যেমন বর্ষা-আগমন
অপেক্ষি চাতক রহে ॥
রাজার দুহিতা রাজার দয়িতা
তপস্বিনী যাজ্ঞসেনী
শবরী যেমতি বনে আছে সতী
জালে ঘেরা যেন এণী।
পাপ দুঃশাসন-অপমানে মন
সদা তার যায় পোড়া,

৬। করী, হস্তী, হাতী।

৭। যমজ, তুল্যকালে জাত সহোদর, যমক।

১০। অপেক্ষি, অপেক্ষা করিয়া।

১২। তপস্বিনী, অনুকম্পনীয়া, দয়ার পাত্র, কৃপণা। যাজ্ঞসেনী, দ্রৌপদী।

১৩। শবরী, বন্য জাতিবিশেষকে শবর কহে, সেই জাতির স্ত্রী।

১৪। এণী, মৃগী, হরিণী।

তাহে আরবার বিরহ আমার
ফোঁড়ার উপরে ফোঁড়া ॥
শিরীষ-কোমলা কেমনে অবলা
সহিবে এমন জ্বালা,
ক্ষীণতার ছলে তাপে বুঝি গলে
সোণার পুতলী বালা।
হেন বুঝি, প্রিয়া একান্তে বসিয়া
দিনমাত্র গণে দুখে,
আশালতা ধরি আছে কৃশোদরী
বিপদ-স্রোতের মুখে ॥
ভর্ত্তার বদন করি নিরীক্ষণ
প্রতীক্ষয়ে আধি-শেষ,
তরু-আশ্রয়ণে লতা যেন বনে
ঝড়ে সহ্য করে ক্লেশ।
আমায় যখন করিয়া স্মরণ
দীর্ঘশ্বাস ছাড়ে প্রিয়া,
না জানি তখন তারে কোন জন
সান্ত্বনা করে যাইয়া ॥

৩। শিরীষ-কোমলা, শিরীষ ফুলের ন্যায় মৃদু—অর্থাৎ নরম।
৫। তাপ, দুঃখ অথচ আগুনের সন্তাপ বা তাত।
৯। কৃশোদরী, যাহার উদর অর্থাৎ মধ্যদেশ ক্ষীণ বা সরু।
১২। আধি, মনের দুঃখ।

নিশার নলিন-সদৃশ মলিন
স্মরি যবে মুখ তার,
কি বলিব ভাই, স্বাস্থ্য নাহি পাই,
স্বর্গও নরকাকার।
সখে! তোমাসনে আলাপে এক্ষণে
কিছু বুঝি দুখ হ্রাস,
বিজনেতে চিত হয়ে উৎকণ্ঠিত
ধায় দয়িতার পাশ ॥
কোমল শয্যায় ঘুম নাহি পায়
এ পাশ ও পাশ করি
তদ্‌গতচিতে ভাবিতে ভাবিতে
জিয়ন্তেই যেন মরি।
স্বরগ-গঙ্গায় অঙ্গ না জুড়ায়,
তাপ বাড়ে অতিশয়,
স্রোতের সহিতে মরত ভূমিতে
যাই হেন মনে হয় ॥
শীতল বলিয়া কমল তুলিয়া
জুড়াইতে চাই হিয়া,
রবির অধীন সে ছার নলিন
তাপ দেয় বাড়াইয়া।
নন্দনে পশিলে আনন্দ না মিলে
বুকে লাগে মোহ-খিল,

৩। স্বাস্থ্য; সুস্থতা, নির্বৃতি।

ধৈরজ হরিয়া যায় পলাইয়া
সৌরভ-চোর অনিল ॥
ভ্রমরে আকুল দেবতরু-ফুল
নয়নের যেন শূল,
আঁখি রাঙ্গাইয়া বুঝি গালি দিয়া
কূজয়ে কোকিলকুল।
শিখিপুচ্ছ জিনি দ্রুপদ-নন্দিনী
প্রিয়া কেশ-শোভা ধরে,
তেঁই ক্রুদ্ধমতি শিখী মোর প্রতি
প্রতিকার বুঝি করে ॥
পূর্ব্বে যত সর্পে খেয়েছিল দর্পে
শিখিগণ অহর্নিশ,
কেকার ছলনে আমার শ্রবণে
ঢালে যেন তারি বিষ।
নামে বিশ্বাসিয়া চন্দন ঘসিয়া
অঙ্গেতে লেপি সরসে,
কে জানে তাহার বিষময় সার
ভুজঙ্গের সঙ্গবশে ॥

৬। কূজয়ে, কুহূ শব্দ করে।
৭। শিখিপুচ্ছ, ময়ূরের পুচ্ছ।
৯। শিখী, ময়ুর।
১৫। চন্দন এই নামের অর্থ আহ্লাদজনক, সেই অর্থে বিশ্বাস করিয়া।

নৃত্য বাদ্য গীত নহে মনোনীত,
আমোদে বিনোদ নাই,
অন্তরে আগুন বাহিরে কি গুণ
সলিল ঢালিলে পাই।
সিদ্ধ দেবকাজ মোরে দেবরাজ
দিবেন কবে বিদায়,
ক্ষণেক সময় মোর জ্ঞান হয়
এক মন্বন্তরপ্রায় ॥"

বেদনা নিবেদি যদি পার্থ বিরমিলা,
চিত্রসেন পুন তারে প্রণয়ে কহিলা।
"প্রিয়সখ এত কেন হয়েছ চিন্তিত,
বিদায় দিবেন ইন্দ্র তোমায় ত্বরিত ॥
জানেন তোমার ভাব তিনি প্রণিধানে,
কিবা অবিদিত রহে ঈশ্বরের স্থানে।
কুশলে আছেন ভ্রাতৃ-দারেরা তোমার,
সহজ ধৈরজ ধর, মুক্ত চিন্তা-ভার ॥
মোর মুখে তোমারে ডাকেন সুরপতি,
চল গিয়া পিতৃপদ দেখহ সম্প্রতি ॥"

৯। বিনোদ, মনের সন্তোষ বা নিবৃত্তি।
১৩। প্রণিধানে, মনোযোগে অর্থাৎ দৈবীশক্তি দ্বারা।
১৬। সহজ, এক সঙ্গে উৎপন্ন।

সুহৃদের এইরূপ সূনৃত ভাষায়,
পার্থের উতলা মন কিঞ্চিত জুড়ায় ॥
নিদাঘের রবি-করে তাপিত ভূতল
প্রথম বর্ষাতে হয় যেমন শীতল।
আনন্দ-স্রোতেই যেন হইয়া প্রেরিত,
চিত্রসেন সহ পার্থ চলিল ত্বরিত ॥
বৈজয়ন্ত ধামেতে পশিয়া পুরন্দরে
বন্দিয়া চরণধূলি মস্তকেতে ধরে।
সুতে অভিনন্দি ইন্দ্র পাশে বসাইল,
প্রণয়-প্রফুল্ল-নেত্রে কহিতে লাগিল ॥
"সময় হয়েছে বাছা, মধ্য-লোকে যাও,
ভাইদের উৎকণ্ঠিত হৃদয় জুড়াও।
গন্ধমাদনের পাদ মন্দরগিরিতে,
আসিয়াছে চারি ভাই তোমারে দেখিতে ॥
আশীর্ব্বাদ করি বাপু, সকলে মিলিয়া,
পাঁচ ভাই রাজ্য ভুঞ্জ দুখ কাটাইয়া।
বনবাস-অন্তে তুমি কুরুসেনা জিনি
যুধিষ্ঠির-হস্তে পুন অর্পিবে মেদিনী ॥

১। সূনৃত ভাষা, প্রিয় কথা।
১১। মধ্য-লোকে, মর্ত্ত্যভুবনে।
১৩। পাদ, প্রত্যন্ত পর্ব্বত।

দনুজ বধিয়া পূর্ব্বে অনুজ কেশব
মোর হাতে দিল যেন স্বর্গের বৈভব।
ভীষ্ম দ্রোণ কর্ণ কৃপ অশ্বত্থামা আর
ষোড়শ অংশেও নহে সমান তোমার॥
লভিবা কৌরব-রণে তোমরাই জয়,
"যতো ধর্ম্মস্ততো জয়ঃ" অন্যথা না হয়।
তোমাদের পক্ষপাতী আমি বিশেষত,
কাজেতে জানিবা মোর স্নেহ যেইমত॥
এইমাত্র কহি পুত্রে বৃত্র-নিসূদন
অর্পিলা প্রসাদরূপে মুকুট-ভূষণ।
অভেদ্য কবচ দিলা, হিরণ্ময়ী স্রজ,
দেবদত্ত নামে পুন অর্পিলা জলজ॥
বহু আভরণ দিলা রতনে দন্তুর,
মহামূল্য দিব্য বস্ত্র অর্পিলা প্রচুর।
পিতার সকাশে পার্থ লভি পুরস্কার,
অর্জ্জিল মঙ্গল আশীঃ অন্য দেবতার॥

১। অনুজ কেশব—বামন অবতারে দিতির গর্ভে জন্ম গ্রহণ করাতে নারায়ণ ইন্দ্রের কনিষ্ঠ ভ্রাতা।

৯। বৃত্র-নিসূদন, ইন্দ্র।

১১। হিরণ্ময়ী স্রজ, স্বর্ণনির্ম্মিত হার বা মালা।

১২। জলজ, শঙ্খ।

১৩। দন্তুর, দাঁতওয়ালা, দাঁতুলা।

অনন্তর উঠি ধীর আসন হইতে,
জনকে অভিবাদিল ভক্তিনম্রচিতে।
ইন্দ্রের সহস্র নেত্রে স্নেহ-নীর ঝরে,
কল্পতরু-ফুলে যথা মকরন্দ ক্ষরে॥
সুতে আলিঙ্গিলা ইন্দ্র বাহু পসারিয়া,
শশীকে আলিঙ্গে রবি যেন রশ্মি দিয়া।
মস্তক চুম্বিয়া অঙ্গ স্পর্শিয়া তাহার,
কহিলা "নির্ব্বিঘ্ন পথ হউক তোমার"॥
পরেতে অমরবৃন্দে অর্জ্জুন বন্দিলা;
প্রিয়সখ চিত্রসেনে আলিঙ্গন দিলা।
দুঃখ-দুঃখে তাহারে কহিলা চিত্রসেন,
"সুহৃদ বলিয়া ভাই মনে থাকে যেন"॥
ভ্রাতৃ-মুখ-দরশন-ঔৎসুক্যের সহ
মিলিল পার্থের মনে সখার বিরহ।
সুখ দুঃখে ধনঞ্জয় চলিল বাহিরে,
রথের উপরে গিয়া আরোহিল ধীরে॥

নিপুণ মাতলি রথ চালায় ক্রমশ বেগেতে তুরঙ্গ ধায়,
পুরী পার হয়ে গগনে যায় পার্থের উতলা-মনেরো আগে।
মরতে বিমান অবিলম্বিতে অবতরে সুরলোক হইতে,
মন্দরগিরির তটভূমিতে মৃদু মৃদু ভাবে আসিয়া লাগে॥

২। অভিবাদিল, চরণ গ্রহণ করিল।
১৯। অবিলম্বিতে, ত্বরাতে, শীঘ্র।

অদূরেতে সেই রথ হেরিয়া ভ্রাতৃ-আগমন মনে গণিয়া
চারি পাণ্ডুসুত বেগে ধাইয়া দেখিতে আসিল তারে সোহাগে।
জ্যেষ্ঠ যুধিষ্ঠিরে ভূমিতে স্থিত নিরখি অর্জ্জুন অতি ত্বরিত
নামিয়া তাঁহারে যথাবিহিত প্রণমিলা পাদপদ্মপরাগে॥
আলিঙ্গন দিয়া অনুজবরে শিরে নরপতি চুম্বন করে,
কুশলের কথা পুছিল পরে, মজিয়া আনন্দরস-তড়াগে।
ভীমসেনে যবে বাসব-সুত বন্দিল, অমনি আসিয়া দ্রুত
দুই মাদ্রীসুত ভকতিযুত অভিবাদে তারে পড়ি ভূভাগে॥
ভাইদের সঙ্গে বিজয় বীর এইরূপে মিলি হইলা স্থির,
বার্ষ্টিসেন নামে রাজ-ঋষির আশ্রমে পশিয়া রহিল রাগে।
পঞ্চ বীরসিংহ দ্রৌপদী আর বনেও ভুঞ্জিয়া সুখ অপার
গন্ধমাদনেতে করে বিহার জিতপ্রায় মানি কৌরবনাগে॥

ইতি নিবাতকবচ-বধ মহাকাব্যে অর্জ্জুন-বিসর্জ্জন
নামে সপ্তদশ সর্গ।

সম্পূর্ণ।

৪। পরাগ, পুষ্পের ধূলি বা ধূলি।
৬। তড়াগ, জলাশয়বিশেষ।
৮। অভিবাদে, চরণ গ্রহণ করে।
১০। রাগে, অনুরাগে, প্রীতিতে।
১২। কৌরবনাগ, কৌরবদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ দুর্য্যোধনই হস্তী-স্বরূপ।